মহাগ্রন্থ

আল-কুরআন

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

كتاب عظمة القرآن

إعداد : عبد الحميد الفيضي

সূচিপত্র

প্রারম্ভিকা ১
কুরআন-পরিচিতি ২
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কীভাবে? ৭
কুরআন কীভাবে গ্রন্থরূপ পেল? ১১
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কেন? ১২
মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাহাত্ম্য ১৬
কুরআনের একাধিক নাম ১৬
কুরআন আল্লাহর কালাম ১৭
কুরআন সর্বোত্তম বাণী ২২
কুরআনের বাণী চিরন্তন সত্য ২৩
কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কথামৃত ২৫
কুরআনের বাক্যাবলী সুদৃঢ় ২৫
কুরআন দ্বীনের সবকিছুর বিশদ বিবরণী-গ্রন্থ ২৭
কুরআন হল সব কিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা-গ্রন্থ ২৯
কুরআন মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন ৩৪
কুরআন মুবীন ৩৬
কুরআন বুরহান ৩৭
কুরআন মানুষের দলীল; স্বপক্ষে ও বিপক্ষে ৩৮
কুরআন ফুরক্বান ৪১
কুরআন পরম জ্ঞান ৪২
কুরআন (ইলাহী) বার্তা ৪২
আল-কুরআন দ্বীনের দাঈ ৪৪
আল-কুরআন সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা ৪৫
কুরআন দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীকরণের মাধ্যম ৪৯
কুরআন আল্লাহর রশি ৫৩
কুরআন মানুষের জীবন-ব্যবস্থা ৫৭
কুরআন যিক্‌র ও উপদেশ ৬১
কুরআন হল করুণা ৮০
কুরআন হল প্রাণ ৮২
কুরআন হল আরোগ্য ৮৩
কুরআন বিস্ময়কর ৮৪
কুরআন আযীয ৮৫
কুরআন আযীম ৮৬

কুরআন আলী ৮৬
কুরআন মাজীদ ৮৭
কুরআন কারীম ৮৭
কুরআন হাকীম ৮৯
কুরআন মুবারক ৯০
কুরআন পুনঃপুনঃ পঠিতব্য গ্রন্থ ৯১
কুরআন মু'জিযা ৯৩
কুরআন আলো ৯৭
কুরআন হিদায়াত ১০০
কুরআন ওয়ায-ভান্ডার ১০৪
কুরআন নববী অসিয়ত ১০৬
কুরআনের শপথ ১০৮
কুরআনের প্রভাব ১০৯
কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী ১২৬
কুরআন গ্রন্থসম্রাট ১২৮
কুরআন সহজ ১৩০
কুরআন আল্লাহ কর্তৃক সুরক্ষিত ১৩১
কুরআন লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত ১৩৩
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লিখিত এ কুরআন ১৩৫
কুরআন সার্বজনীন গ্রন্থ ১৩৭
এ গ্রন্থে কোন সন্দেহ নেই ১৪০
এ গ্রন্থে কোন বক্রতা নেই ১৪৪
কুরআন মহাসত্য এক গ্রন্থ ১৪৫
কুরআন অপবিত্র ব্যক্তির স্পর্শনীয় নয় ১৪৭
কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তা ১৫০
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায় ১৫১
কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান-কাল-পাত্রে ১৫৪
সূরায়-সূরায় কুরআনের গুরুত্ব ১৫৭
আল-কুরআন বহুমুখী জ্ঞান-ভান্ডার ১৫৭
পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও তাঁদের জাতির ইতিহাস ১৫৮
ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের জ্ঞান ১৬১
আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তথ্য ১৬৪
কুরআন সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা অমুসলিম পন্ডিতের উক্তি ১৭৪
মুসলিমদের জীবনে কুরআনের মর্যাদা ১৭৭
কুরআন পঠন-পাঠনের মাহাত্ম্য ১৭৭

কুরআন তিলাঅতের মাহাত্ম্য ১৮০
নামাযে কুরআন পাঠের বিশেষ ফযীলত ১৮৯
কতিপয় নির্দিষ্ট সূরা পাঠের ফযীলত ১৯১
সূরা ফাতিহা ১৯১
সূরা বাক্বারাহ ১৯৪
সূরা বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান ১৯৫
মুসাব্বিহাত ১৯৬
সূরা কাহ্‌ফ ১৯৬
সূরা মুল্‌ক ১৯৭
সূরা কাফিরূন ১৯৮
সূরা ইখলাস ১৯৯
সূরা ফালাক্ব ও নাস ২০১
সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস ২০২
কতিপয় বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠ করার মাহাত্ম্য ২০৫
কুরআনের হাফেযের মর্যাদা ২০৯
দুনিয়ার জন্য কুরআনের ধারক ও বাহকের চরিত্র ২১৮
আল্লাহর জন্য কুরআনের ধারক ও বাহকের চরিত্র ২২০
কুরআনের মুআল্লিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত? ২২৬
কুরআন তিলাঅতের বিভিন্ন আদব ২২৮
এক ঃ কুরআনের মাহাত্ম্য জানা ২২৮
দুই ঃ ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে কুরআন পড়া ২২৮
তিন ঃ কুরআন তিলাঅতের পূর্বে দাঁতন করা ২৩৪
চার ঃ তিলাঅতের পূর্বে পবিত্রতা ২৩৪
পাঁচ ঃ পবিত্র জায়গায় কুরআন পাঠ ২৩৭
ছয় ঃ ক্বিবলামুখ হয়ে বসে কুরআন তিলাঅত ২৩৭
সাত ঃ কুরআন তিলাঅতের জন্য সভ্য লেবাস ২৩৮
আট ঃ কুরআন তিলাঅতের উত্তম সময় ২৩৮
নয় ঃ কুরআনের তরতীব অনুযায়ী তিলাঅত ২৩৯
দশ ঃ তিলাঅতের শুরুতে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা ২৪১
এগারো ঃ মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাঅত ২৪১
বারো ঃ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাঅত ২৪৫
তেরো ঃ থামার জায়গা চিনুন ২৪৯
চৌদ্দ ঃ অনুধাবন সহকারে কুরআন তিলাঅত ২৫০
কুরআন বলে আমাকে বুঝে পড় ঃ ২৫১
হাদীস বলে, কুরআন বুঝে পড় ঃ ২৫৩

সাহাবাগণ বলেন, কুরআন বুঝে পড়ঃ ২৫৫
উলামাগণ বলেন, কুরআন বুঝে পড়ঃ ২৫৬
কুরআনী অর্থে জটিলতা ২৫৮
কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা ২৬১
কুরআন কীভাবে অনুধাবন করবেন? ২৬৭
কুরআন অনুধাবন করার লক্ষণ ২৭২
কুরআন অনুধাবন করার সুফল ২৭৫
কুরআনী বাক্যের জবাব দেওয়া ২৭৬
পনেরোঃ কুরআন তেলাঅতের সময় কান্না ২৭৮
ষোলঃ সময়ে সশব্দে এবং সময়ে নিঃশব্দে কুরআন পাঠ করুন ২৮১
সতেরোঃ তিলাঅতের সিজদা ২৮৪
এই সিজদার মানঃ ২৮৪
শ্রোতাও কি সিজদা করবে? ২৮৫
কুরআনে এই সিজদার স্থানসমূহ ২৮৬
নামাযের ভিতর তিলাঅতের সিজদা ২৮৬
এই সিজদার নিয়মাবলী ২৮৭
এই সিজদার দুআ ২৮৭
আঠারোঃ কুরআন খতমের কম সময় ২৮৮
উনিশঃ কুরআন খতমের দুআ ২৯৪
কুড়িঃ কুরআন পড়ে ঈসালে সওয়াব ২৯৫
একুশঃ কুরআন পড়ে বা পড়িয়ে অর্থোপার্জন ২৯৫
কুরআন পড়ে বা পড়িয়ে অর্থোপার্জন অবৈধ হওয়ার দলীলসমূহ ২৯৭
কুরআন পড়ে বা পড়িয়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বৈধতার দলীল ৩০৫
বাইশঃ ক্বারীদের কতিপয় বিদআত ৩০৮
তেইশঃ রাতে অভ্যাসগত কুরআন না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে ৩০৯
মুসহাফের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন ৩১০
কুরআনের কসম খাওয়া ৩১১
কুরআনকে সুসজ্জিত করা কি তা'যীমের অন্তর্ভুক্ত? ৩১২
কুরআনী আয়াত দেওয়ালে লটকানো ৩১২
তা'যীম প্রকাশার্থে কুরআন কি চুম্বন করা বিধেয়? ৩১৪
অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করা ৩১৭
নাপাক অবস্থায় কুরআন পাঠ না করা ৩১৭
অমুসলিমকে কুরআন দেওয়া ৩১৭
শত্রুদের পরিবেশে কুরআন না রাখা ৩১৭
হাত হতে কুরআন পড়ে গেলে ৩১৮

কতিপয় কর্ম যাতে কুরআনের প্রতি আদব আছে ৩১৯
ছেঁড়া কুরআনেরও সম্মান বজায় রাখুন ৩২০
কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে না যাওয়ার গুরুত্ব ৩২০
কুরআন শোনার বিধান ৩২৪
কুরআনের অধিকার ৩২৬
কুরআন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ৩২৯
কুরআন অনুযায়ী আমল ৩৩৪
কুরআন কি পরিত্যাজ্য? ৩৪৬
চিকিৎসার জন্য কুরআনী তাবীয ৩৫০
কুরআন নিয়ে অবিশ্বাসীদের কতিপয় সন্দেহ ও তার নিরসন ৩৫৪
কুরআনের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী হলে? ৩৫৫
কুরআন ও সুন্নাহ যদি পরস্পর-বিরোধী হয়? ৩৬০
বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে? ৩৬২
মহাগ্রন্থে গ্রন্থনা কৈ? ৩৬৩
একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তি ৩৬৩
অনেক সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন কিছু অক্ষরের অর্থ কী? ৩৬৪
কুরআন পাঠে সাত শ্রেণীর মত পার্থক্য ৩৬৫
কুরআন কি বিকৃত? ৩৬৭
কুরআনের কিছু কি অসংকলিত থেকে গেছে? ৩৭০
কুরআন কি মানুষের বাণী? ৩৭৪
কুরআন মানুষ খুন করতে বলে? ৩৭৪
কুরআন বাজেয়াপ্ত করার মামলা ৩৭৫
এক নজরে কুরআন মাজীদ ৩৭৯

প্রারম্ভিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، بالكتاب الحق المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين....وبعد:

কুরআন কারীম, যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই, যা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ মহাগ্রন্থ। যে কুরআন মুসলিম উম্মাহর প্রাণ, যে প্রাণ ছাড়া উম্মাহ মৃত ও অপদার্থ। যে কুরআনে আছে মানবের সম্মান। মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আগত জীবন-সংবিধান।

যে কুরআনের প্রয়োজন আছে বিশ্বমানবতার, অশান্ত পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের, দলিত-শোষিত-বঞ্চিত মানুষের।

অন্যায়-অত্যাচার ও অরাজকতায় ভরা এ ধরার মানুষের জন্য প্রয়োজন এ কুরআনের। ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার মহা লক্ষ্যে প্রয়োজন এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের।

প্রত্যেক অধিকারীর স্ব-স্ব অধিকার লাভের আশায় প্রয়োজন আছে কুরআন অধ্যয়নের।

প্রত্যেক অবহেলিতের সম্মান ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন আছে কুরআন অধ্যয়নের।

হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন আছে কুরআন অধ্যয়নের।

সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজন আছে কুরআন অধ্যয়নের।

কুরআন হল মানব-যন্ত্রের পরিচালিকা পুস্তক। কুরআন হল অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আলোর মশাল।

আরবী সাহিত্যমন্ডিত সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পবিত্র পুস্তকসম্রাটের মাহাত্ম্য বর্ণনা করার ক্ষমতা নেই কোন মানুষের। তবুও যেটুকু সাধ্য, সেটুকু প্রচার ক'রে যদি কারো কোন উপকার হয়, সেই মানসে কম্পিউটারের বোতামে হাত। মহান আল্লাহ আমাকে সেই মাহাত্ম্য বর্ণনা করার তওফীক দিন, আমার এই প্রয়াসকে কবুল করুন করুন এবং সুহৃদ পাঠক-পাঠিকাকে কুরআনের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার হিদায়াত দান করুন। আমীন।

ইতি----

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৫/ ১১/৩৮, ৭/৮/ ১৭

কুরআন-পরিচিতি

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান স্রষ্টার বাণী, তাঁর কথা। তার শব্দ ও অর্থ তাঁর। তাঁর বাণী তাঁর একটি গুণ, তা সৃষ্টি নয়। তাঁর তরফ হতে এসেছে, তাঁর দিকেই ফিরে যাবে। যে কুরআনের প্রারম্ভ সূরা ফাতিহা দিয়ে, শেষ সূরা নাস দিয়ে। মহান আল্লাহ এ কুরআন বলেছেন, জিবরীল ফিরিশ্‌তা তা শ্রবণ করেছেন এবং তাঁর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। যা পাঠ করলে পুণ্য হয় এবং সেই অনুসারে পথ চললে জীবন ধন্য হয়। যে বাণী লিখিত হয় কাগজাদিতে, স্মৃতিস্থ হয় হাফেযগণের স্মৃতিপটে।

আল-কুরআন মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সর্বশেষ অলৌকিক গ্রন্থ। যা অবিকৃত অবস্থায় কিয়ামতের পূর্বকাল পর্যন্ত এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে। যথাসময়ে কুরআন মুছে যাবে হৃদয় ও কাগজের পাতা থেকে।

কুরআনের শাব্দিক অর্থ হল, পাঠ করা। এ গ্রন্থ অবতীর্ণই হয়েছে পাঠ করার জন্য। অবতীর্ণ হওয়ার দিক থেকে এর সর্বপ্রথম শব্দ হল 'পাঠ কর।' নিত্য পঠনীয়, বারবার পঠনীয় এই মহাগ্রন্থ। তাই এর নাম হয়েছে আল-কুরআন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (١٩) سورة القيامة

"তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি ওটা (জিব্রাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর নিশ্চয় এর বিবৃতির দায়িত্ব আমারই।" (ক্বিয়ামাহ ঃ ১৬- ১৯)

অথবা ক্বুরআন মানে ঃ একত্রিত করা। যেহেতু ক্বুরআনে শরীয়তের বিধান, ইতিহাস ও উপদেশ আদি একত্রিত হয়েছে, তাই এর নাম ক্বুরআন হয়।

মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছু এতে জমা করা হয়েছে, তাই এর নাম কুরআন হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} (٣٨) سورة الأنعام

"আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।" (আন্‌আম ঃ ৩৮)

অথবা কুরআন মানে জমাকৃত। যেহেতু তা কিতাব ও হৃদয়ে জমা করা হয়েছে।

অথবা কুরআন মানে ঃ সদৃশ। যেহেতু কুরআনের এক অংশ অপর অংশের সত্যায়ন করে এবং এক অংশ অন্য অংশের সদৃশ।

অথবা কুরআন মানে ঃ বিন্যস্ত করা, মিলিত করা। যেহেতু কুরআনের আয়াত ও সূরাকে একে অপরের সাথে মিলিত ও বিন্যস্ত ক'রে সাজানো হয়েছে।

বলা বাহুল্য, পরিভাষায় ক্বুরআন হল সেই অলৌকিক বাণীসমষ্টির কিতাব ও গ্রন্থের নাম, যা মহান আল্লাহ নিজ বান্দাদেরকে পথ দেখানোর জন্য জিবরীল ﷺ মারফৎ মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর পর্যায়ক্রমে তাঁর ২৩ বছর জীবনে অবতীর্ণ করেন।

ক্বুরআন মাজীদের কিছু সূরা ও আয়াত মক্কী এবং কিছু মাদানী। মক্কী আয়াতে সাধারণতঃ মহান আল্লাহর তওহীদ (একত্ববাদ), রসূলের রিসালত ও পরকাল সম্বন্ধে আলোচিত হয়েছে। মাদানী আয়াতে সাধারণতঃ আলোচিত হয়েছে সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারী আইন-কানুন, যুদ্ধ ও রাজনৈতিক বিধান। মক্কী সূরা ৮৬টি এবং মাদানী সূরা ২৮টি।

আল-ক্বুরআনের মোট সূরা ১১৪টি। পারা ৩০টি। রুকূ (যতটুকু অংশ পড়ে নামাযে রুকূ করা যায় তার সংখ্যা) ৫৫৮টি। হিয্‌ব (প্রতিদিন নিয়মিত তেলাঅতের নির্দিষ্ট অংশ) ৬০টি। প্রসিদ্ধ মতানুসারে মোট আয়াত ৬৬৬৬টি, মতান্তরে ৬২৩৬টি। শব্দ ৭৭৪৩৯টি। অক্ষর ৩৪০৭৪০টি (বিতর্কিত)। সিজদায়ে তিলাঅত ১৫টি।

এক সপ্তাহে খতম করার জন্য ক্বুরআন কারীমকে সাত মঞ্জিলে ভাগ কে করেছেন, তা অজানা। অবশ্য মোবারক করীম জওহর সাহেব নবী ﷺ-এর কথাই উল্লেখ করেছেন। জানি না, তা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে?

তেলাঅতের সুবিধার জন্য ক্বুরআন কারীমের 'পারা' বা সিপারায় ভাগ করেছেন কে তার কোন সঠিক হদীস মিলে না। ধারণা করা হয়, সাহাবায়ে কেরাম ﷺ এ ভাগ করে গেছেন। তবে এ বিভক্তি বিষয়-ভিত্তিক বা অর্থ হিসাবে নয়। কেবল নিয়মিত তিলাঅত করে মাসে একবার কুরআন খতম করা সুবিধার জন্য সমান ৩০ ভাগে ভাগ করা হয়েছে বলে মনে হয়।

'রুকূ' দ্বারা ভাগ কে করেছেন, তারও কোন হদীস মিলে না। যদিও মোবারক করীম জওহর সাহেব লিখেছেন যে, তা হযরত ওসমান ﷺ-এর আমলেই নির্ধারিত হয়। অথচ তিনি 'হিয্ব' নির্ধারিত করেছেন বলে কথিত হয়। আর তার জন্যই সঊদী ছাপা ওসমানী কুরআনে 'হিয্ব' আছে, রুকূ নেই। হিয্বের সংখ্যা হল প্রতি পারায় ২টি, সর্বমোট ৬০টি।

পক্ষান্তরে আয়াতের কয়েকটি অর্থ আছে ঃ-

এক ঃ কুরআনী বাক্য

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّـهَ عَلَـىَ كُـلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١٠٦) سورة البقرة

"আমি কোন আয়াত (বাক্য) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান?" (বাক্বারাহ ঃ ১০৬)

{وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَـرٍ بَـلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ } (١٠١) سورة النحل

"আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত অবতীর্ণ করি -- আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন, তা তিনিই ভাল জানেন---তখন তারা বলে, 'তুমি তো শুধু একজন মিথ্যা উদ্ভাবনকারী।' কিন্তু তাদের অধিকাংশই জানে না।" (নাহ্ল ঃ ১০১)

{يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}

"যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সঙ্গে (নিজ মতবাদে) অটল থাকে; যেন সে তা শোনেইনি। সুতরাং ওকে মর্মন্তুদ শাস্তির সুসংবাদ দাও।" (জাষিয়াহ ঃ ৮)

{قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ} (٦٦) سورة المؤمنون

"আমার আয়াত তো তোমাদের কাছে আবৃত্তি করা হতো, কিন্তু তোমরা পিছন পায়ে ফিরে সরে পড়তে।" (মু'মিনূন ঃ ৬৬)

দুই ঃ প্রমাণ, হুজ্জত ও দলীল

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} (٢٣) سورة الروم

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। (রূম ঃ ২২)

এবং তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন ঃ রাত্রে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ। এতে অবশ্যই শ্রবণশীল সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" (রূম ঃ ২৩)

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٣٩) سورة فصلت

"আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, অতঃপর আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; নিশ্চয় যিনি ভূমিকে জীবিত করেন, তিনিই জীবিত করবেন মৃতকে। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৯)

অর্থাৎ, তাঁর মহাশক্তির দলীল ও প্রমাণ হল উক্ত বিষয়গুলি। (তফসীর ত্বাবারী দ্রঃ)

তিন ঃ মু'জিযা বা অলৌকিক কিছু

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} (٣٦) سورة القصص

"সুতরাং মূসা যখন ওদের নিকট আমার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সহ উপস্থিত হল, তখন ওরা বলল, 'এ তো অলীক যাদু মাত্র! আমাদের পূর্বপুরুষকালে কখনও এরূপ ঘটতে শুনিনি।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৩৬)

{وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ} (٢) سورة القمر

তারা কোন নিদর্শন দেখলে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, 'এটা তো চিরাচরিত যাদু।' (ক্বামার ঃ ২)

চার ঃ উপদেশ ও শিক্ষা

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا} (٢١) سورة مريم

"সে বলল, 'এই ভাবেই হবে; তোমার প্রতিপালক বলেছেন, এটা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং তাকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করব, যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হতে এক অনুগ্রহ; এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার।" (মারয়্যাম ঃ২১)

{وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا} (٣٧) سورة الفرقان

"নূহের সম্প্রদায় যখন রসূলগণকে মিথ্যা মনে করল, তখন আমি ওদেরকে নিমজ্জিত করলাম এবং ওদেরকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ ক'রে রাখলাম। আর সীমালংঘনকারীদের জন্য আমি মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি।" (ফুরক্বান ঃ ৩৭)

{فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ} (٩٢) سورة يونس

"অতএব আজ আমি তোমার দেহকে রক্ষা করব, যেন তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাক; আর নিঃসন্দেহে অনেক লোকই আমার নিদর্শনাবলী হতে উদাসীন।" (ইউনুস ঃ ৯২)

পাঁচ ঃ শরয়ী বিধান

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (١٨٧) سورة البقرة

"এভাবে আল্লাহ মানুষের জন্য তাঁর নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)

{كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٢٤٢) سورة البقرة

"এভাবে আল্লাহ তাঁর সকল নিদর্শন স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (বাক্বারাহ ঃ ২৪২)

ছয় ঃ চিহ্ন, আলামত বা নিদর্শন

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ } (١٥) سورة سبأ

"সাবা'বাসীদের জন্য ওদের বাসভূমিতে এক নিদর্শন ছিল; দু'টি বাগান ঃ একটি ছিল ডান দিকে, অপরটি ছিল বাম দিকে; ওদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেওয়া রুযী ভোগ কর এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। এ শহর উত্তম এবং তোমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল।" (সাবা' ঃ ১৫)

{قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاء إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الأَبْصَارِ} (١٣) سورة آل عمران

"(বদর যুদ্ধে) দুইটি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিল এবং অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল। তারা (অবিশ্বাসিগণ) বাহ্যদৃষ্টিতে ওদের (মুসলিমদের)কে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেদের জন্য উপদেশ রয়েছে।" *(আলে ইমরান ঃ ১৩)*

লক্ষণীয় যে, আয়াতের উক্ত সকল অর্থই প্রায় কাছাকাছি। কুরআনের বাক্য একপ্রকার প্রমাণ, হুজ্জত ও দলীল, মু'জিযা বা অলৌকিক কিছু, উপদেশ ও শিক্ষা, শরয়ী বিধান এবং আলামত বা নিদর্শনও।

আর সূরা বা 'সূরাহ' আরবী শব্দটির উৎপত্তি 'সূর' থেকে। যার মানে প্রাচীর। যেহেতু এর দ্বারা কুরআনের একটা নির্দিষ্ট অংশকে অন্য অংশ থেকে ঘিরে ও পৃথক রাখে।

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কীভাবে?

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন সর্বপ্রথম 'লওহে মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٣) وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٤) سورة الزخرف

"হা-মীম। সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ। আমি এ অবতীর্ণ করেছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার। নিশ্চয় এ আমার নিকট মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত) মহান, প্রজ্ঞাময়।" (যুখরুফ ঃ ১-৪)

{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَايَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٨٠) سورة الواقعة

"নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" (ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৭-৮০)

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সেখান থেকে বায়তুল ইয্যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমযানের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রি শবেকদরে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-ক্বুরআন অবতীর্ণ করেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}

(١٨٥) سورة البقرة

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} (١) سورة القدر

"নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)।" (ক্বাদ্‌র ঃ ১)

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ} (٣) سورة الدخان

"নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় (আশিসপূত শবেক্বদর) রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।" (দুখান ঃ ৩)

তারপর জিবরীল আমীন ﷺ দ্বারা প্রয়োজন মতো প্রত্যেক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩ বছরে মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর কিছু কিছু ক'রে অবতীর্ণ হয়। (মতান্তরে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ক্বুরআন সরাসরি আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তা প্রথম শুরু হয় রমযান মাসে শবেকদরের রাত্রিতে।)

উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

(ক) কোন একটি ঘটনার প্রেক্ষিতে কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হয়েছে।

যেমন ইবনে আব্বাস ﷺ বলেছেন, যখন অবতীর্ণ হল,

{وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}

"তোমার নিকটতম স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও।" *(শুআ'রাঃ ২১৪)*

তখন নবী ﷺ স্বাফা পাহাড়ে চড়ে কুরাইশের শাখাগোত্রের লোকেদেরকে ডাক দিতে লাগলেন, 'হে বানী আদী!---' পরিশেষে সকলেই জমায়েত হল। এমনকি যে লোক বের হতে অক্ষম ছিল সেও একজন দূত পাঠিয়ে দিল, যাতে ব্যাপারটা কী তা সে দেখে আসে। আবূ লাহাব ও কুরাইশ এল। নবী ﷺ বললেন, "তোমরা বল! যদি আমি তোমাদেরকে বলি যে, এক অশ্বারোহী সৈন্যদল এই পর্বতের পশ্চাতে বিদ্যমান রয়েছে, সে তোমাদের উপর হামলা করতে উদ্যত, তাহলে তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি?" তারা বলল, 'হ্যাঁ। আমরা তোমাকে সত্যবাদীরূপেই পেয়েছি।' তখন নবী ﷺ বললেন, তাহলে তোমাদেরকে আমি এক কঠিন আযাব থেকে সাবধান করছি। এ কথা শুনে আবু লাহাব বলে উঠল, 'সারা দিন তোমার উপর ধ্বংস নামুক। তুমি কি এই জন্যই আমাদেরকে জমায়েত করেছ?' তখন অবতীর্ণ হল,

{تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ، مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}.

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন উপকারে আসবে না।" (লাহাবঃ ১-২)

(বুখারী ৪৭৭০, মুসলিম ৫২৯, আহমাদ ২৮০১, তিরমিযী ৩৩৬৩নং)

(খ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে, তার উত্তর বা বিধান নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

যেমন উওয়াইমির এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে অপর একজন পুরুষকে (ব্যভিচারে) লিপ্ত পেয়েছে। সে কি তাকে হত্যা করবে? অতঃপর আপনারা কি তাকে হত্যা করবেন? অথবা সে কী করবে?' এ প্রশ্নের উত্তর নিয়ে কুরআন অবতীর্ণ হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আল্লাহ তোমার ও তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।" *(সূরা নূর ৬নং আয়াত ও তার তফসীর দ্রঃ)*

বলা বাহুল্য, পূর্ববর্তী অন্যান্য কিতাবের মতো কুরআন একই সাথে মহানবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ হয়নি। বরং অল্প অল্প ক'রে প্রয়োজন-অনুপাতে অবতীর্ণ হয়েছে। যাতে

(ক) প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তড়িঘড়ি জবাব হয়, উপস্থিত সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হয় এবং রোগের মাথায় ওষুধ প্রয়োগের মতো কাজ করে এবং অবিশ্বাসীদের মন থেকে সন্দেহ দূরীভূত হয়।

(খ) যথাসময়ে মহানবী ﷺ-এর মনে সান্ত্বনা আসে, তাঁর হৃদয় শক্ত হয় এবং স্মৃতিস্থ করা সহজ হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (٣٢) وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا} (٣٣) الفرقان

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন?' এ আমি তোমার নিকট এভাবেই (কিছু কিছু ক'রে) অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।" (ফুরক্বান ঃ ৩২-৩৩)

(গ) নানা বিধানের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমানভাবে একটু একটু ক'রে ধাপে ধাপে মানুষের উপর ভারার্পণ করা হয়, যাতে এক সাথে একই নির্দেশ মানতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ জিহাদ ফরয ও মদ হারাম হওয়া ইত্যাদির বিষয় পেশ করা যেতে পারে।

মানুষের মন ও প্রকৃতির পরিবর্তন সাধন হঠাৎ করেই এক বারেই হয় না। পুরাতন অভ্যাস বদলানোর সহজ উপায় হল ধীরে ধীরে তা বদলে ফেলা। একই সাথে একই সময়ে বদলানো কঠিন হয়। অনেকে অসম্ভব মনে ক'রে বদলানোর মানসিকতাই হারিয়ে ফেলে। তাই একটা একটা ক'রে নির্দেশ দিয়ে তার প্রতি আমলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে এবং তারই ফলে সম্ভব হয়েছে পরিবর্তনের সুন্দর পরিবেশ তৈরি করা। মানুষের অভ্যাস বদলেছে, চিরাচরিত প্রথা বদলেছে, আকীদা বদলেছে, আমল ও আখলাক বদলেছে ধীরে ধীরে। এটাই হল তরবিয়তী নীতি এবং কুরআনী রীতি।

কুরআন কীভাবে গ্রন্থরূপ পেল?

অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে মহানবী ﷺ কুরআনের অংশ স্মৃতিস্থ করতে সক্ষম হন। স্মৃতিস্থ করার দায়িত্ব নেওয়ার কথাও মহান আল্লাহ ঘোষণা করেন। জিবরীল ﷺ যখন অহী নিয়ে আসতেন, তখন নবী ﷺও তাঁর সাথে সাথে তাড়াতাড়ি ক'রে পড়ে যেতেন। যাতে কোন শব্দ যেন ভুলে না যান। আল্লাহ তাঁকে ফিরিশ্তার সাথে এইভাবে পড়তে নিষেধ করলেন।

{لَاتُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ} (١٩) سورة القيامة

"তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না। নিশ্চয় এটার সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই। সুতরাং যখন আমি ওটা (জিব্রাঈলের মাধ্যমে) পাঠ করি, তখন তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর নিশ্চয় এর বিবৃতির দায়িত্ব আমারই।" (ক্বিয়ামাহ ঃ ১৬- ১৯)

তিনি আরো বললেন,

{فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا} (١١٤) سورة طه

"আল্লাহ অতি মহান, সত্য অধীশ্বর। তোমার প্রতি আল্লাহর অহী (প্রত্যাদেশ) সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াতাড়ি করো না। আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি কর।" (ত্বা-হা ঃ ১১৪)

সুতরাং অতি সহজে তাঁর স্মৃতিস্থ হয়ে গেল। তিনি সাহাবাদেরকে তা পড়ে শুনালেন। অহী লেখক সাহাবাগণ তা বিভিন্ন চামড়া ইত্যাদির পত্রে লিখে নিলেন। কোন্ আয়াত কোন্ সূরায় সন্নিবিষ্ট হবে, তা তাঁরই নির্দেশে সম্পন্ন হল। তাই ক্বুরআন মাজীদের প্রত্যেক আয়াত এবং প্রত্যেক সূরার তরতীব (অনুক্রম) তাওকীফী (প্রমাণ-সাপেক্ষ)। তা অবতরণের ধারাবাহিক ইতিহাস বা তারীখ অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়নি, তার অধিকারও কারো নেই।

মহান আল্লাহ কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্বও নিজেই নিয়েছেন। সুতরাং হাফেযগণের বুকে-বুকে তা সংরক্ষিত হতে থাকল। রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন

জিবরীলের সাথে পুনরাবৃত্তি ও পুনরালোচনা করতেন। জীবনের শেষ রমযানে তিনি দুইবার পুনরাবৃত্তি করেছেন। (বুখারী ৪৯৯৭-৪৯৯৮নং)

কুরআন পাঠে সাহাবাগণের মতভেদের সময় সঠিক ফায়সালা দিয়ে কুরআনকে বিশুদ্ধ রাখলেন। অলৌকিক কুরআন অলৌকিকভাবেই সুরক্ষিত ও অবিকৃত থাকল।

লিখিত কুরআনগুলিকে সর্বপ্রথম খলীফা আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ জমা করেন। তৃতীয় খলীফা উষমান বিন আফ্ফান ﷺ স্মৃতিস্থ কুরআন অনুসারে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং বিক্ষিপ্তভাবে থাকা কুরআনের অংশগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তাঁর এই সংকলন এখনো মস্কোর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

শুরুতে ক্বুরআনে নুক্বত্বাহ ছিল না। পড়ার সুবিধার্থে ক্বুরআনে নুক্বত্বাহ লাগিয়েছেন আবুল আসওয়াদ দুআলী। যেমন তাতে হরকত (যের-যবর-পেশ)ও ছিল না। তাতে সর্বপ্রথম হরকত প্রয়োগ করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে কেন?

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে পড়া ও তার নির্দেশানুযায়ী জীবন পরিচালনা করার জন্য।

শির্কের অন্ধকার দূরীভুত ক'রে মহান আল্লাহর তওহীদের আলো বিচ্ছুরিত করার জন্য।

মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষিত রাখার জন্য।

মানুষের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদন ও সঠিক বিশ্বাস প্রতিস্থাপন করার জন্য।

তিনি মানব-দানবকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদতের জন্য, সেই ইবাদতের পদ্ধতি বাতলে দেওয়ার জন্য।

পূববর্তী ইসলাম ধর্ম ও তার কিতাবে যে পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে, তাতে সতর্ক করার জন্য।

মানবের সম্মান ও অধিকার ন্যায়ভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

ইহ-পরকালে মানুষকে সুখী জীবনের সন্ধান দেওয়ার জন্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا

رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ} (٧) سورة الشورى

"এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কুরআন অহী করেছি; যাতে তুমি সতর্ক করতে পার মক্কাবাসীদেরকে এবং ওর আশেপাশের বাসিন্দাকে, আর সতর্ক করতে পার জমায়েত হওয়ার দিন (কিয়ামত) সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই; সেদিন একদল জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং একদল প্রবেশ করবে জাহান্নামে।" (শূরা ঃ ৭)

{وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ} (١٩) الأنعام

"এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে?' বল, 'আমি সে সাক্ষ্য দিই না।' বল, 'তিনিই তো একক উপাস্য এবং তোমরা যে অংশী স্থাপন কর, তা হতে আমি নির্লিপ্ত।" (আন্আম ঃ ১৯)

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا} (٤١) سورة الإسراء

"এই কুরআনে বহু কথাই আমি বারবার (বিভিন্নভাবে) বিবৃত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৪১)

{مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٣) تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلا} (٤) سورة طه

"তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে। এটা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ; যিনি সমুচ্চ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" (ত্বা-হা ঃ ২-৪)

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ } (١٧) سورة القمر

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (ক্বামার ঃ ১৭)

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (٢٩) سورة ص

"আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" (স্বাদ ঃ ২৯)

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٤٤) النحل

"তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।" (নাহ্‌ল ঃ ৪৪)

{قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

"তুমি বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে জিব্রাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং তা আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ।" (নাহ্‌ল ঃ ১০২)

{هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّـهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (٩) سورة الحديد

"তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু।" (হাদীদ ঃ ৯)

{قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (١٠) رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّـهُ لَـهُ رِزْقًا} (١١)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ। (প্রেরণ করেছেন) এমন এক রসূল, যে তোমাদের নিকট আল্লাহর সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, যাতে যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে বের ক'রে আনে। যে কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তাকে উত্তম রুযী দান করবেন।" (ত্বালাক্ব ঃ ১০-১১)

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّـذِينَ يَخْـشَوْنَ

رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٢٣) سورة الزمر

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" (যুমার ঃ ২৩)

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٢)

"এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কী, ঈমান (বিশ্বাস) কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর।" (শূরা ঃ ৫২)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ)).

"মহান আল্লাহ সরল পথের উপমা বর্ণনা করেছেন। তার দুই পাশে আছে দুটি প্রাচীর। তাতে আছে অনেক উন্মুক্ত দুয়ার। সকল দুয়ারে পর্দা ঝুলানো আছে। পথের মাথায় একজন আহবায়ক আছে। সে আহবান ক'রে বলছে, 'হে লোক সকল! তোমরা সরল পথে চলতে থাকো। বাঁকা পথে যেয়ো না।' তার উপরেও একজন আহবায়ক আছে। যখনই কোন বান্দা কোন দুয়ার খুলতে

চাচ্ছে, তখনই সে আহবান ক'রে বলছে, 'সর্বনাশ হোক তোমার! দুয়ারের পর্দা খুলো না। কারণ খুললেই তুমি তাতে প্রবেশ ক'রে যাবে।'

সরল পথ হল ইসলাম। উন্মুক্ত দরজাসমূহ হল আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ। প্রাচীর ও পর্দাসমূহ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। পথের শেষ মাথায় আহবায়ক হল কুরআন। উপরের আহবায়ক হল প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে আল্লাহর আহবায়ক।" *(আহমাদ ১৭৬৩৪, তিরমিযী ২৮৫৯, নাসাইর কুবরা ১১২৩৩, হাকেম ২৪৫, সঃ জামে' ৩৮৮৭নং)*

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের মাহাত্ম্য

কুরআনের একাধিক নাম

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মাহাত্ম্যপূর্ণ একটি ধর্মগ্রন্থ। তার বিশাল মাহাত্ম্য বিকশিত হয় তার একাধিক নামে।

যিনি যত বড় হন, তাঁর নাম তত বেশি হয়। যেমন তাঁর সুনাম বৃদ্ধি পায়, তেমনি নামের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলা ভাষাতে যেমন চন্দ্র ও সূর্যের নাম অনেক, তেমনি আরবী ভাষাতে বাঘের নাম অনেক।

শরীয়তে মহান আল্লাহর নাম অনেক। তেমনি তাঁর প্রিয় নবী ﷺ-এর নামও অনেক।

নামাবলী এক বা একাধিক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। নাম কেবল পরিচিতির জন্য নয়, তার সাথে জড়িয়ে থাকে বহু মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য।

যার গুণ যত বেশি, তাঁর নাম তত বেশি। এক-একটা গুণ অনুসারে কুরআনের নামকরণ হয়েছে উলামাগণের নিকট।

কুরআনের বিভিন্ন নাম ঃ ফুরকান (হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী), কিতাব (গ্রন্থ), হুদা (পথ-নির্দেশক), নূর (জ্যোতি), রাহমাহ (করুণা), যিক্‌র (উপদেশ), তানযীল (অবতীর্ণ) প্রভৃতি। তার গুণাবলীও অনেক। আমরা আগামীতে তার নাম ও গুণাবলী অধ্যয়ন করে তার মাহাত্ম্য জানার চেষ্টা করব ইন শাআল্লাহ।

কুরআন আল্লাহর কালাম

কুরআনের মাহাত্ম্যের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, কুরআন আল্লাহর কালাম, মহান স্রষ্টার বাণী। মহান আল্লাহ তা বলেছেন, জিবরীল তা শুনেছেন, তিনি তা নিয়ে শেষনবী ﷺ-এর নিকট অবতীর্ণ হয়েছেন, শেষনবী ﷺ তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন ও স্মৃতিস্থ করেছেন।

এ কুরআন মহান আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী। এ বাণী তাঁর সিফাত বা গুণ। তা কোন সৃষ্টি নয়। তাবেঈ আম্‌র বিন দীনার বলেছেন,

(أدركت الناس منذ سبعين سنة يقولون : الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل).

অর্থাৎ, আমি ৭০ বছর থেকে লোকদেরকে পেয়েছি, তাঁরা বলতেন, 'আল্লাহই স্রষ্টা। তিনি ছাড়া সব সৃষ্ট। আর কুরআন আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার কালাম (বাণী)।' (সিঃ সহীহাহ ৩/২৪১)

কুরআন যে আল্লাহর বাণী, তা কুরআনে একাধিক জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ } (التوبة : ٦)

"অংশীবাদীদের মধ্যে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে তুমি তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়। অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও। তা এ জন্য যে, তারা অজ্ঞ লোক।" (তাওবাহ ঃ ৬)

তাঁর বাণী সত্য, তিনি যে সকল খবর দিয়েছেন, তা সত্য। তাঁর বাণী ন্যায়সঙ্গত, সকল বিধানে আছে ন্যায় ও ইনসাফের নীতি। তিনি বলেছেন,

{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَـدِّلَ لِكَلِمَاتِـهِ وَهُـوَ الـسَّمِيعُ الْعَلِـيمُ} (١١٥)

"সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *(আন্‌আমঃ ১১৫)*

মহানবী ﷺ নবুঅতের শুরুতে হজ্জের মৌসমে লোকেদের কাছে উপস্থিত হয়ে বলতেন,

((أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي)).

"এমন লোক কি কেউ নেই, যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার গোত্রের কাছে যাবে।

যেহেতু কুরাইশ আমাকে আমার প্রতিপালকের বাণী প্রচার করতে বাধা দান করেছে।" *(আহমাদ ১৫১৯২, আবূ দাউদ ৪৭৩৬, তিরমিযী ২৯২৫, ইবনে মাজাহ ২০১নং)*

তিনি তাশাহহুদ বা খুতবাতে বলতেন,

((أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

"সর্বোত্তম বাণী, আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পন্থা।" (নাসাঈ ১৩১১নং)

এ বাণী কোন ফিরিশ্তার বাণী নয়। বরং সম্মানিত ফিরিশ্তা জিবরীল প্রমুখাৎ শেষনবী ﷺ-এর উপর এ মহান বাণী অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} (٤٠) سورة الحاقة

"নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রসূলের বার্তা।" (হা-ক্কাহ ঃ ৪০)

"নিশ্চয়ই এ (কুরআন) সম্মানিত বার্তাবহ (জিবরীলের) আনীত বাণী, যে মহাশক্তিধর, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত। যে সেখানে মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন।" (তাকভীর ঃ ১৯-২১)

{وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ}

"নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত (গ্রন্থ)। বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়।" (শুআ'রা ঃ ১৯২-১৯৫)

এ বাণী কোন শয়তানেরও নয়। কিছু মানুষের ধারণাকে খন্ডন ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (٢٥)

"এ (কুরআন) বিতাড়িত শয়তানের কথা নয়।" (তাকভীর ঃ ২৫)

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (٢١٢)

"শয়তান তা নিয়ে অবতরণ করেনি। ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না। অবশ্যই ওদেরকে শ্রবণ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। (শুআ'রা ঃ ২১০-২১২)

এ বাণী শয়তানের হলে, তা পাঠ করার পূর্বে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হতো না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (٩٨) سورة النحل

"যখন তুমি কুরআন পাঠ (করার ইচ্ছা) করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর।" (নাহ্ল ঃ ৯৮)

আরো এক শ্রেণীর মানুষের ধারণাকে খন্ডন করেছেন মহান আল্লাহ, যারা ধারণা করত, কোন কবি-সাহিত্যিক মুহাম্মাদ ﷺ-কে শিক্ষা দেয়। যারা বলত,

{إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} (٢٥) سورة المدثر

"এটা তো মানুষেরই কথা।" (মুদ্দাষ্ষির ঃ ২৫)

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ} (١٠٣) سورة النحل

"আমি তো জানিই, তারা বলে, 'তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; আর এ তো স্পষ্ট আরবী ভাষা।" (নাহ্ল ঃ ১০৩)

এ বাণী কোন যাদুকর, কবি বা গণকের বাণী নয়।

{وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ (٤١) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} (٤٣) سورة الحاقة

"এটা কোন কবির কথা নয়; (আফসোস যে,) তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা গণকের কথাও নয়; (আফসোস যে,) তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" (হা-ক্কাহ ঃ ৪১-৪৩)

অনেকের ধারণা এ বাণী মুহাম্মাদের রচনা। মুহাম্মাদ নিরক্ষর হলেও কবি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ } (٦٩) سورة يـــس

"আমি তাকে (রসূলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন।" (ইয়াসীন ঃ ৬৯)

{بَلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلاَمٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ }

"বরং ওরা বলে, 'এ হল আবোল-তাবোল স্বপ্ন; বরং সে তা উদ্ভাবন করেছে, বরং সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের নিকট এক নিদর্শন আনুক; যেরূপ (নিদর্শন সহ) পূর্ববর্তীগণ প্রেরিত হয়েছিল।" (আম্বিয়া ঃ ৫)

প্রতিবাদে মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} (٣٧) سورة يونس

"এই কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা কল্পনাপ্রসূত রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটা তো সেই কিতাবসমূহের সমর্থক, যা এর পূর্বে (অবতীর্ণ) হয়েছে এবং বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। (এ হল) বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে (অবতীর্ণ)।" (ইউনুস ঃ ৩৭)

{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَـقِّ لَمَّـا جَـاءهُمْ إِنْ هَـذَا إِلَّـا سِحْرٌ مُّبِينٌ} (٤٣) سورة سبأ

"এদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হয়, তখন এরা বলে, 'এ তো সেই ব্যক্তিই, যে তোমাদের পূর্বপুরুষ যার উপাসনা করত তার উপাসনায় বাধা দিতে চায়।' এরা আরও বলে, 'এ (কুরআন) তো মিথ্যা উদ্ভাবন ব্যতীত কিছু নয়।' আর সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট যখন সত্য আসে তখন তারা বলে, 'এ তো এক সুস্পষ্ট যাদু।" (সাবা' ঃ ৪৩)

'কুরআন মুহাম্মাদের রচনা'---এই সন্দেহ যাতে না হয়, তার জন্যই মহানবী ﷺ-কে নিরক্ষর রাখা হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} (٤٨)

"তুমি তো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করতে না এবং তা নিজ হাতে লিখতেও না যে, মিথ্যাবাদীরা (তা দেখে) সন্দেহ পোষণ করবে।" (আনকাবূত ঃ ৪৮)

মুহাম্মাদ আল্লাহর নামে বাণী রচনা করবে? সেটা আমি আল্লাহ হতে দেব কেন?

{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْـهُ بِـالْيَمِينِ (٤٥) ثُـمَّ لَقَطَعْنَـا مِنْـهُ الْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (٤٧) سورة الحاقة

"সে যদি আমার নামে কিছু রচনা ক'রে চালাতে চেষ্টা করত। তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারত।" (হা-ক্কাহ ঃ ৪৪-৪৭)

এ মহাগ্রন্থ মুহাম্মাদের রচনা হতে যাবে কেন? এ যে মহান স্রষ্টার সৃষ্টি রচনার বহু পূর্বেই 'লওহে মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ ছিল।

{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} (٢٢) سورة البروج

"বরং এটা গৌরবান্বিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" (বুরুজ ঃ ২১-২২)

এবং যার কথা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবেও উল্লিখিত আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ، أَوَلَمْ يَكُن لَّهُـمْ آيَـةً أَن يَعْلَمَـهُ عُلَمَـاء بَنِـي إِسْرَائِيلَ} (١٩٧) سورة الشعراء

"নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত (গ্রন্থ)। বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। বনী-ইস্রাঈলের পন্ডিতগণ এ অবগত আছে --এ কি ওদের জন্য নিদর্শন নয়?" (শুআ'রা ঃ ১৯২-১৯৭)

আর এমন রচয়িতা হওয়া কি সম্ভব, যে এতো মোটা গ্রন্থ রচনা করবে, আর সেই সাথে সে তা পানির মতো মুখস্থও রাখবে? কেন অবিশ্বাসী তা বুঝে না?

কুরআন সর্বোত্তম বাণী

এ বিশ্বজগতে যত বাণী আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে উত্তম বাণী হল সৃষ্টিকর্তার বাণী। বরং তাঁর বাণী অতুলনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার যেমন কোন তুলনা হয় না, তেমনি সৃষ্টির বাণীর সাথে স্রষ্টার বাণীর কোন তুলনাই হয় না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٢٣) سورة الزمر

“আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (যুমার ঃ ২৩)

বলা বাহুল্য, কুরআনের বাণী সর্বোত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর বাণী। তার শব্দ ও বাক্যাবলী সুন্দর। সাহিত্যমন্ডিত বাক্যমালা না গদ্য, না পদ্য। বাক্যে-বাক্যে আছে রূপ ও অলংকার। যা পড়তে ও শুনতে চমৎকার। যার ভাষা সুন্দর, অর্থ সুন্দর। সাহিত্যের যুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাণী। চ্যালেঞ্জ ক’রে অপরাজেয় থাকা সাহিত্য। যার কথামালা সাহিত্যে ও সৌন্দর্যে পরস্পর সুসাদৃশ্যপূর্ণ। যে কথায় কোন স্ববিরোধিতা নেই। যে কথা একাধিকবার উল্লিখিত হলেও পড়তে বা শুনতে কোন বিরক্তি আসে না। যে কথামালা শুনলে মন মুগ্ধ ও মোহিত হয়, দেহ পুলকিত হয়, হৃদয় আকৃষ্ট হয়। উদার মন মেনে নিতে বাধ্য হয় যে, এ বাণী কোন সৃষ্টির নয়। এ সুন্দর বাণী নিশ্চয় সুমহান স্রষ্টার।

আর এ বাণী পড়ে বা শুনে বিশ্বাসীদের অবস্থা কী হয়?

“তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়।”

যেহেতু সে বাণীতে রয়েছে সতর্কবার্তা, ধমক ও শাস্তির ভীতি-প্রদর্শন। তাতে রয়েছে আশা ও লোভ। মন্দ কাজ করার ফলে শাস্তির ভয় এবং ভালো কাজ করার ফলে প্রতিদানের আশা ও লোভ।

মহানবী ﷺ তাশাহহুদ বা খুতবাতে বলতেন,

((أَحْسَنُ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)).

"সর্বোত্তম বাণী, আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম পন্থা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পন্থা।" (নাসাঈ ১৩১১নং)

আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ ও বলতেন,

إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"নিশ্চয় সর্বোত্তম কথা, আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম পন্থা মুহাম্মাদ ﷺ-এর পন্থা।" (বুখারী ৬০৯৮, ৭২৭৭নং)

কুরআনের বাণী চিরন্তন সত্য

কুরআনের বাণী চির বাস্তব, চির সত্য। কুরআনে কোন অবাস্তব বা অসত্য কথা নেই। অলৌকিক কথা আছে, কিন্তু তা সত্য ও বাস্তব। যেহেতু তা সুমহান স্রষ্টার বাণী। আর তাঁর বাণী কি অসত্য হয়?

কিন্তু যেহেতু বহু হতভাগা মানুষ সে বাণীতে সন্দেহ পোষণ করে, সেহেতু তার খন্ডনে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا} (٨٧) سورة النساء

"আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিন একত্র করবেন --এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে?" (নিসা ঃ ৮৭)

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً} (١٢٢) سورة النساء

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী?" (নিসাঃ ১২২)

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর দেওয়া খবর সত্য, তাঁর বলা কথা সত্য। বরং সত্যতার সর্বোচ্চ শিখরে তাঁর বাণী। তাঁর বাণী অমোঘ ও অব্যর্থ। তাঁর বিবরণের সবটাই সর্বোচ্চ পর্যায়ের হক। তাই যে কথা তাঁর কথার বিপরীত তা মিথ্যা, যে বিশ্বাস তাঁর বিবরণের বিরোধী তা বাতিল এবং যে বিধান তাঁর দেওয়া বিধানের পরিপন্থী তা অসত্য। যে ধারণা তাঁর বয়ানের বিপরীত, তা অবাস্তব।

তিনি আরো বলেছেন,

{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَّ مُبَدِّلِ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (١١٥)

"সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী সম্পূর্ণ এবং তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" *(আন্‌আমঃ ১১৫)*

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বিবৃত সকল বিবরণ চির সত্য এবং তার সকল আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান চির ন্যায়পরায়ণ। এর চাইতে সত্য এবং এর চাইতে ন্যায়পরায়ণ অন্য কোন বাণী হতে পারে না।

তিনি মানুষের প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও পরম করুণাময়। কিন্তু মানুষই তাঁকে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। তাই তাঁর ঘোষণা হল,

{قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (٩٥) آل عمران

"বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন।' সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না।" *(আলে ইমরানঃ ৯৫)*

মহানবী ﷺ তাঁর খুতবার শুরুতে কখনো কখনো বলতেন,

((أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ)).

"অতঃপর (বলি যে), সবচেয়ে সত্য বাণী হল আল্লাহর কিতাব এবং সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা হল মুহাম্মাদ ﷺ-এর পন্থা।" *(মুসনাদে আহমাদ ১৪৩৩৪, নাসাঈ ১৫৭৮, ইবনে খুযাইমাহ ১৭৮৫, সহীহুল জামে' ১৩৫৩নং)*

কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ কথামৃত

জাবের ﷺ বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতেন, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যেত এবং তাঁর আওয়াজ উঁচু হত ও তাঁর ক্রোধ কঠিন রূপ ধারণ করত। যেন তিনি (শত্রু) সেনা থেকে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তিনি বলতেন, "(সে শত্রু) তোমাদের উপর সকালে অথবা সন্ধ্যায় হামলা করতে পারে।" আর তিনি তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় মিলিত ক'রে বলতেন যে, "আমাকে এবং কিয়ামতকে এ দু'টির মত (কাছাকাছি) পাঠানো হয়েছে।" আর তিনি বলতেন,

((أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ)).

"আম্মা বা'দ (আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।" অতঃপর তিনি বলতেন, "আমি প্রত্যেক মু'মিনদের নিকট তার আত্মার চেয়েও নিকটতম। যে ব্যক্তি মাল ছেড়ে (মারা) যাবে, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য এবং যে ঋণ অথবা অভাবী সন্তান-সন্ততি ছেড়ে যাবে, তার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত।" *(মুসলিম ২০৪২নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি খুতবায় বলতেন,

« مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ».

"আল্লাহ যাকে পথ-প্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ-প্রদর্শনকারী কেউ নেই। আর সর্বশ্রেষ্ঠ কথা হল আল্লাহর কিতাব।" *(ঐ ২০৪৪নং)*

কুরআনের বাক্যাবলী সুদৃঢ়

কুরআনের আয়াতসমূহ দুই শ্রেণীর; এর অধিকাংশ আয়াত মুহকাম ও স্পষ্ট অর্থবোধক। কিছু আয়াত আছে মুতাশাবিহ ও রূপক; যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। যেমন কিছু আয়াত আছে, যা প্রয়োজনে অবতীর্ণ হয়েছে

এবং প্রয়োজনেই তার নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল অন্য অর্থে 'মুহকাম'। যার অর্থ ঃ সুষম, সুদৃঢ়, সুসঙ্গত, সুসমঞ্জস, সুসংহত, বলিষ্ঠ, সুনিপুণ, মজবুত ও পাকাপোক্ত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} (١) سورة هود

"আলিফ লা-ম রা। এ (কুরআন) এমন গ্রন্থ, যার আয়াতগুলি মজবুত (সুবিন্যস্ত) করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা (আল্লাহ)র পক্ষ হতে।" (হূদ ঃ ১)

{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} (١) سورة يونس

"আলিফ লা-ম রা। এ হল হিকমতময় গ্রন্থের আয়াত। (ইউনুস ঃ ১)

এর একটি অর্থে বলা হয়েছে, হিকমতময় হাকীম আল্লাহর পক্ষ থেকে 'মুহকাম' তথা সুসংহত করা গ্রন্থের আয়াত।

অর্থাৎ, কুরআনী আয়াতে কোন প্রকাশ সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ নেই।

কুরআনী আয়াতসমূহ ভাষা ও সাহিত্যে সুনিপুণ।

কুরআনী বাক্যাবলী সুবিন্যস্ত, সুসমঞ্জস এবং বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ।

কুরআনের কথামালা সুপাঠ্য, সুশ্রাব্য, নিখাদ সত্য।

কুরআনের শব্দমালা সাহিত্যমন্ডিত, তার অর্থ সুগভীরতাময় মনোমুগ্ধকারী।

কুরআনী বাক্যাবলী সুসংরক্ষিত; পরিবর্তন ও পরিবর্ধন, বিকৃত, অতিরিক্ত ও হ্রাসকরণ থেকে সদা মুক্ত।

কুরআনী বচনামৃতের ভূত-ভবিষ্যতের সকল খবর ও অদৃশ্য জগতের সকল বিবরণ বাস্তবসম্মত।

কুরআনের বিরুদ্ধে কোন আসমানী গ্রন্থ অথবা কোন প্রেরিত নবী-রসূলের কোন অভিযোগ নেই। বরং পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে তার কথা উল্লিখিত আছে।

এ গ্রন্থে পরস্পর-বিরোধী কোন কথা নেই; সঠিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের সাথে কোন সংঘর্ষ নেই। নেই কোন অবাস্তব কথা।

কুরআনী বাক্যাবলীতে যার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তার সম্পূর্ণটাই মানুষের জন্য কল্যাণময় অথবা অধিকাংশটাই কল্যাণময়। আর যা নিষেধ করা হয়েছে, তার সম্পূর্ণটাই মানুষের জন্য অকল্যাণময় অথবা অধিকাংশটাই অকল্যাণময়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে আদেশ-নিষেধের কারণ যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে।

কুরআনী বাক্যাবলীতে যেমন পাপের ক্ষেত্রে ভীতিপ্রদর্শন, তিরস্কার ও শাস্তির ধমক আছে, তেমনি পুণ্যের ক্ষেত্রে প্রতিদানের আশাদান আছে। তাতে আছে আদেশ ও উপদেশ, যার দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে।

কুরআনের বাক্যাবলীতে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে কোন পরস্পর-বিরোধিতা পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে এক স্থানের বিবরণ অন্য স্থানের সম্পূরক হয়ে থাকে।

এ হল সুমহান প্রতিপালকের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এতে আছে সকল বিষয়ের সুসামঞ্জস্য ও সুনিপুণতা। এর বিধি-বিধানে আছে চূড়ান্ত পর্যায়ের মানবিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচার।

{وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٥٠) سورة المائدة

"আর খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?" (মায়িদাহ ঃ ৫০)

কুরআন দ্বীনের সবকিছুর বিশদ বিবরণী-গ্রন্থ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে রয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সবকিছুর বিশদ বিবরণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (٣) سورة فصلت

"এমন এক গ্রন্থ যা আরবী কুরআনরূপে এর বাক্যসমূহকে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য বিশদভাবে বিবৃত করা হয়েছে।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩)

মানুষের বোঝার জন্য বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আরবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} (٤٤) سورة فصلت

"আমি যদি অনারবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম, তাহলে ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলি (বোধগম্য ভাষায়) বিবৃত হয়নি কেন? কী আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবী অথচ রসূল আরবী!' বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে

বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহবান করা হয়।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৪)

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (١) هود

"এ (কুরআন) এমন গ্রন্থ যার আয়াতগুলি মজবুত (সুবিন্যস্ত) করা হয়েছে, অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞাতা (আল্লাহ)র পক্ষ হতে।" (হূদ ঃ ১)

{أَفَغَيْرَ اللّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلاً وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} (١١٤) الأنعام

" (বল,) তবে কি আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে বিচারক মানব? যদিও তিনি তোমাদের প্রতি বিস্তারিতভাবে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন! যাদেরকে কিতাব দিয়েছি তারা জানে যে, ঐ (কুরআন) তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে সত্যসহ অবতীর্ণ করা হয়েছে। সুতরাং তুমি সন্দিহানদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।" (আন্আম ঃ ১১৪)

এ মহাগ্রন্থে হালাল-হারাম, শরয়ী বিধান, দ্বীনের মুখ্য ও গৌণ সকল বিষয় বিবৃত হয়েছে। কিছু বিষয়ে তাঁর প্রেরিত শেষ দূত মুহাম্মাদ ﷺ বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাঁকে সে ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٤٤) النحل

"স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থসহ। আর তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।" (নাহ্ল ঃ ৪৪)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} (٣٧) سورة يونس

"এই কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা কল্পনাপ্রসূত রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটা তো সেই কিতাবসমূহের সমর্থক, যা এর পূর্বে (অবতীর্ণ) হয়েছে এবং বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। (এ হল) বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে (অবতীর্ণ)।" (ইউনুস ঃ ৩৭)

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١١١) سورة يوسف

"তাদের কাহিনীতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী; যা মিথ্যা রচনা নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও করুণা।" *(ইউসুফ ঃ ১১১)*

কুরআন হল সব কিছুর স্পষ্ট ব্যাখ্যা-গ্রন্থ

এই কুরআন হল, মুসলিমের দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সকল কিছুর সকল কিছুর ব্যাখ্যা-গ্রন্থ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَـةً وَبُـشْرَى لِلْمُـسْلِمِينَ} (٨٩)

"আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ।" (নাহল ঃ ৮৯)

উক্ত আয়াতটির অর্থ পূর্বোক্ত আয়াতসমূহের কাছাকাছি। তদনরূপ অগ্র ও পরবর্তী শিরোনামের আয়াতগুলিও প্রায় একই অর্থ বহন করে।

{هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ} (١٣٨) سورة آل عمران

"এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর ধর্মভীরুদের জন্য পথের দিশারী ও উপদেশ।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

{مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ} (٣٨) سورة الأنعام

"আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।" *(আন্‌আম ঃ ৩৮)*

এক অর্থে উক্ত আয়াতটিও আমাদের আলোচ্য বিষয়কে সমর্থন করে। কিন্তু প্রশ্ন আসে, প্রত্যেক জিনিস বা সব কিছু বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

এর উত্তরে উলামাগণ বিভিন্ন কথা বলেছেন, 'দ্বীনের মুখ্য ও গৌণ বিষয়াবলী, ইহ-পরকালে মানুষের প্রয়োজনীয় বিষয়াবলীর সব কিছু।'

ইবনে আত্বিয়্যাহ বলেছেন, 'মানুষের জন্য উপকারী সকল বিষয় এবং হিদায়াতের সকল পন্থা।' 'প্রত্যেক জিনিস বলতে শরীয়তে আমাদের সকল প্রয়োজনীয় জিনিস। যেমন হালাল-হারাম, দুআ, ভীতিপ্রদর্শন ইত্যাদি।'

অনেকে বলেছেন, 'তোমাদের হিদায়াতের জন্য দরকারী কোন জিনিস বয়ান করতে বাকী রাখিনি।'

মোটকথা, এ মহাগ্রন্থে মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বিবরণ বর্তমান আছে। আকীদা, আহকাম, ইবাদত, আত্মাশুদ্ধি, সচ্চরিত্রতা, আদান-প্রদান, মানুষের ইতিহাস, অদৃশ্য জগতের বহু খবর, পরকালের জীবন প্রভৃতির খুঁটিনাটি রয়েছে এতে।

অবশ্য কিছুর বিবরণ আছে, যা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ মারফৎ দেওয়া হয়েছে। অথবা ক্বিয়াস বা ইজমা' দ্বারা বিবৃত হয়েছে, যা আসলে কুরআনেরই পরোক্ষ বিধান।

রসূল ﷺ-এর হাদীস কুরআনের ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যাও কুরআনের বিধান। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٤٤) النحل

"স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থসহ। আর তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।" (নাহ্‌ল ঃ ৪৪)

কুরআন রসূল ﷺ-কে মানুষের আদর্শ বানিয়েছেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (٢١) سورة الأحزاب

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহ্‌যাব ঃ ২১)

কুরআনের ঘোষণা হল,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣١) سورة آل عمران

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(আলে ইমরান ঃ ৩১)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ... أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ)).

"শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মতো (সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, 'তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই হারাম মনে কর। ---সতর্ক হও! আল্লাহর রসূল যা হারাম করেন, তাও আল্লাহর হারাম করার মতোই।" *(আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ ১২, দারেমী ৫৮৬, মিশকাত ১৬৩নং)*

ইবনে মসউদ ﷺ বলতেন, '(হাত বা চেহারায় সুচ বিদ্ধ ক'রে) যারা উলকি-নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (বা ভ্রূ চাঁছে), সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।'

বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামক এক মহিলার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে এসে ইবনে মাসউদ ﷺ-কে বলল, 'আমি শুনলাম, আপনি অমুক অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।' তিনি বললেন, 'যাদেরকে আল্লাহর রসূল ﷺ অভিশাপ করেছেন এবং যার উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?' উম্মে ইয়াকূব বলল, 'আমি (কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন তা তো কোথাও পাইনি।' ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, 'তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?'

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} (٧) سورة الحشر

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।" *(সূরা হাশ্র ৭ আয়াত)*

উম্মে ইয়াকূব বলল, 'অবশ্যই পড়েছি।' ইবনে মসউদ ﷺ বললেন, 'তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।' মহিলাটি বলল, 'কিন্তু

আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।' ইবনে মসঊদ ﵁ বললেন, 'আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।'

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবী অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে ইবনে মসঊদ ﵁ তাকে বললেন, 'যদি তাই হত তাহলে আমি তার সাথে সহবাস (বা সহাবস্থান)ই করতাম না।' *(বুখারী ৪৮৮৬নং, মুসলিম ২১২৫নং, আসহাবে সুনান)*

এ জন্যই ইমাম আওযায়ী বলেছেন, "আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ।" (নাহল ঃ ৮৯) অর্থাৎ, সুন্নাহ দ্বারা।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। একজন গৃহস্বামী সফরে যাওয়ার আগে তার ছেলে-মেয়েদেরকে বিশেষ আদেশ-উপদেশ করল ঃ

অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে কাটাবে না।

এশার পরে বাড়ি ফিরে আসবে।

সঠিক সময়ে নাওয়া-খাওয়া করবে, স্কুলে যাবে।

বাড়ির কাজে আম্মুর সহযোগিতা করবে।

টাকা-পয়সা অপচয় করবে না।

সঠিক সময়ে ইলেক্ট্রিক ও পানির বিল মিটিয়ে দেবে।

খেলাধূলায় সময় নষ্ট করবে না।

যথাসময়ে নামায পড়বে।

মেহমান এলে তার সম্মান করবে।

তোমাদের আম্মুর কথা মেনে চলবে।

অতঃপর সন্তানেরা যদি পিতার সকল আদেশ মান্য করে, তবেই তা পরিপূর্ণ মান্য হবে। কিন্তু কেউ যদি সমস্ত আদেশ মান্য করে, কিন্তু শেষের আদেশটি মান্য না করে, তাহলে কি সে বাধ্য সন্তান থাকবে? কেউ যদি বলে, বাবার সব আদেশ মানব, কিন্তু মায়ের আদেশ মানব না, তাহলে কি সে বাবারও অবাধ্য হবে না?

কুরআনীরা যদি বলে, আমরা কেবল কুরআন মানব, হাদীস মানব না, তাহলে কি তাদের কুরআন মান্য করা হবে?

বলা বাহুল্য, মহানবী ﷺ-এর নির্দেশ পালনেই রয়েছে কুরআনের পূর্ণ আনুগত্য। আর তাঁর ব্যাখ্যাতেই রয়েছে কুরআনের বিশদ বিবরণ। যেহেতু

তিনিই তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রদান করেছেন সকল জ্ঞানের পরিপূর্ণতা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه)).

"হে লোক সকল! জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এবং জাহান্নাম থেকে দূরকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে আদেশ করিনি। আর জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী এবং জান্নাত থেকে দূরকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করিনি।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৩৭৬, হাকেম ২ ১৩৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৬৬নং)*

« مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ».

"এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা আদেশ করেছেন এবং এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা নিষেধ করেছেন।" *(বাইহাক্বী ১৩৮২৫নং)*

সাহাবী আবূ যার্র ﷺ বলেন,

لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, আকাশে উড়ন্ত পাখীর ইল্‌মও আমাদেরকে দিয়ে গেছেন।' *(আহমাদ ২ ১৩৬ ১নং)*

পরিশেষে বলি, "আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।" (আন্‌আম ঃ ৩৮) এই বিবরণে কেউ যদি ধারণা করে যে, কুরআনে সকল জিনিসের নাম লিপিবদ্ধ আছে, তাহলে তার ধারণা ভুল।

একটি রসিকতাপূর্ণ প্রবন্ধ পড়েছিলাম আরবী এক পত্রিকাতে। সমুদ্র সফরে এক দ্বীনের দাঈ জলজাহাজে বসেছিলেন। পাশে ছিল এক প্রাচ্যবিদ্যাবিদ অমুসলিম পন্ডিত। কথোপকথনে হঠাৎ তিনি প্রশ্ন ক'রে বসলেন, 'আচ্ছা আমি শুনেছি, আপনাদের কুরআনে নাকি সব কিছুর বিবরণ আছে। এ কথা কি

ঠিক?' দাঈ বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক।' পন্ডিতজী বললেন, 'তাহলে আমরা যে জলজাহাজে রয়েছি, তার নামটাও কি কুরআনে আছে?'

দাঈ জানতেন, তাঁর ধারণা ভুল এবং তাঁর প্রশ্নও ভুল। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধির সাথে দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য বললেন, 'হ্যাঁ আছে?'

ঘটনাচক্রে জাহাজটির নাম ছিল 'কুক'। পন্ডিতজী কুরআনের অনুবাদ পড়েছেন। চট্ ক'রে আবার প্রশ্ন করলেন, কোথায় আছে?'

দাঈ বললেন, 'সূরা জুমুআহর ১১নং আয়াতে। আল্লাহ বলেছেন, "অইযা রাআও তিজারাতান আও লাহওয়ানিন্‌ফাযযু ইলাইহা অতারাকুক---"। দেখুন শেষে 'কুক' শব্দ রয়েছে!'

পন্ডিতজী উত্তরে নিরুত্তর হয়ে গেলেন।

আসলে এটা ছিল 'যেমন কুকুর, তেমন মুগুর' প্রয়োগের জবাব। ব্যাপারটা তা নয়। কুরআনে সব জিনিসের নাম আছে, এমন ধারণাটা ভুল এবং "আমি কিতাবে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি"-এর উদ্দেশ্যও তা নয়।

কুরআন মহান আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন

কুরআন হল ১১৪টি সূরার সমষ্টির নাম। আর একটি সূরা হল কতকগুলি আয়াত সমষ্টির নাম। আয়াতের সকল অর্থে তা হল বায়্যিনাত, স্পষ্ট, প্রামাণিক, বিবৃত ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ} (٩٩) سورة البقرة

"আমি অবশ্যই তোমার প্রতি সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি, বস্তুতঃ সত্যত্যাগিগণ ব্যতীত আর কেউই এগুলি অমান্য করে না।" (বাক্বারাহ ঃ ৯৯)

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ } (١٦) سورة الحج

"এভাবেই আমি সুস্পষ্ট নিদর্শনরূপে ওটা অবতীর্ণ করেছি, আর নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথ প্রদর্শন করেন।" (হাজ্জ ঃ ১৬)

{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ}

"বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে।" *(আনকাবূত ঃ ৪৯)*

{هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّـهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (٩) سورة الحديد

"তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু।" (হাদীদ ঃ ৯)

{إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (٥) سورة المجادلة

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে, যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। অবশ্যই আমি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।" (মুজাদালাহ্ ঃ ৫)

{وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ}

"আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট বাক্য, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং সাবধানীদের জন্য উপদেশ।" (নূর ঃ ৩৪)

{لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٤٦) النـور

আমি অবশ্যই সুস্পষ্ট নিদর্শন অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন। (নূর ঃ ৪৬)

এই সুস্পষ্ট নিদর্শন ও বাক্যাবলী দ্বারা লাভ হয় হিদায়াত, সুপথ ও সৎপথ। এরই দ্বারা অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে হুজ্জত কায়েম হয়। এরই দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় বিভ্রান্তদের বিভ্রান্তি। হঠকারী ছাড়া এ স্পষ্ট প্রমাণ কেউ অস্বীকার করতে পারে না।

কুরআনের আয়াত উজ্জ্বল সাক্ষী, কুরআন হল মানুষের জীবন-বিধান, তাতে রয়েছে সকল প্রশংসনীয় সচ্চরিত্রতা। তার দ্বারা বাতিল থেকে হক স্পষ্ট হয়ে গেছে। তাতে আর কোন সন্দেহ বা অস্পষ্টতা থাকতে পারে না। তা সত্য বলে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে মনের কোণে কোন প্রকার সংশয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব বা কুণ্ঠা থাকতে পারে না। যেহেতু তা পরম করুণাময় মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে সূর্যবৎ স্পষ্ট করা হয়েছে।

এর পরে আর কারো কোন ওযর-অজুহাত থাকতে পারে না। যেহেতু এ হল

প্রত্যেক মানুষের প্রমাণ। সুতরাং

{لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ} (٤٢) سورة الأنفال

"যে কেউ ধ্বংস হবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে ধ্বংস হয় এবং যে জীবিত থাকবে, সে যেন স্পষ্ট প্রমাণের ভিত্তিতে জীবিত থাকে। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আন্‌ফাল ঃ ৪২)

কুরআন মুবীন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মুবীন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (١٦)

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বার ক'রে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (মায়িদাহ ঃ ১৫- ১৬)

{طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ (١) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} (٢) سورة النمل

"ত্বা-সীন; এগুলি কুরআন ও সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাক্য; বিশ্বাসীদের জন্য (তা) পথ-নির্দেশক এবং সুসংবাদ বিশেষ। (নাম্‌ল ঃ ১-২)

'মুবীন' মানে সুস্পষ্ট, সুস্পষ্টকারী। বলা বাহুল্য, এ কুরআন সেই সকল বিষয় মানব-দানবের জন্য স্পষ্ট করেছে, যে সকল বিষয়ের তারা দ্বীন ও দুনিয়ার জন্য মুখাপেক্ষী। এতে স্পষ্ট করা হয়েছে মহান স্রষ্টার সত্তা, নাম ও গুণাবলী ও কর্মাবলীর বিবরণ। এতে স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে ইহ-পরকালের জন্য সুখ-শান্তির সুন্দর বিধান, পুরস্কার ও তিরস্কার, প্রতিদান ও প্রতিফল।

সুস্থ বিবেকসম্পন্ন উদার মানুষের নিকট এ মহাগ্রন্থ এত সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল যে, তা পরিষ্কার আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো। সুস্পষ্ট তার অলৌকিকতা, সমুজ্জ্বল তার সত্যতা।

কুরআন বুরহান

'বুরহান' মানে অকাট্য প্রমাণ। যে প্রমাণ কাটা যায় না, খন্ডন করা যায় না, রদ্দ করা যায় না, অমান্য করা যায় না, অস্বীকার করা যায় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا} (١٧٤) النساء

"হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।" (নিসাঃ ১৭৪)

এতে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, মহান স্রষ্টা হক, রসূল হক এবং কুরআন হক।

এতে রয়েছে বিবেকগ্রাহ্য দলীল, উদ্ধৃত-বিবৃত-বর্ণিত দলীল। এতে রয়েছে প্রাকৃতিক-জাগতিক দলীল এবং রয়েছে মানব-দেহের মধ্যকার দলীল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٥٣) سورة فصلت

"আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী?" (হা-মীম সাজদাহঃ ৫৩)

সে প্রমাণ যে-সে প্রমাণ নয়, সে প্রমাণ হল বিশ্বপ্রতিপালকের নিকট থেকে আগত। "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে।" যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি ক'রে লালন-পালন করছেন। কেবল তাঁরই ইবাদত করার জন্য অকাট্য দলীল ও যুক্তি প্রেরণ করেছেন। বিনিময়ে তিনি তোমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। প্রদর্শন করবেন বেহেশতের পথ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, তিনি তোমাদের সকল জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চান।

কুরআন মানুষের দলীল; স্বপক্ষে ও বিপক্ষে

প্রত্যেক মানুষের একটি পরিচয় বা প্রমাণপত্র থাকে, তাতে লেখা থাকে তার পরিচয়। এক দেশ থেকে অন্য দেশে গেলে সেই পরিচয় বা প্রমাণপত্র জরুরী। মানুষের ইহকাল ও পরকালের প্রমাণপত্র হল কুরআন। সে যে ভাল মানুষ জান্নাতে যাবে, তার প্রমাণ কী? আল-কুরআন। সে যে খারাপ মানুষ জাহান্নামে যাবে, তার প্রমাণ কী? আল-কুরআন। প্রত্যেক মানুষের সাথে আছে এ প্রমাণ। হাদীসে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمان، والحَمدُ لله تَمْلأُ الميزَانَ، وَسُبْحَانَ الله والحَمدُ لله تَملآن – أَوْ تَمْلأُ – مَا بَينَ السَّماوَاتِ وَالأَرْض، والصَّلاةُ نُورٌ، والصَّدقةُ بُرهَانٌ، والصَّبْرُ ضِياءٌ، والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها)).

“পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর ‘আলহামদু লিল্লাহ’ (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং ‘সুবহানাল্লাহ’ ও ‘আলহামদু লিল্লাহ’ আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ ক’রে দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি। সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। ধৈর্য হল আলো। আর **কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল**। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ক’রে) বিনাশ করে।” *(মুসলিম ৫৫৬নং)*

কুরআন তার স্বপক্ষে প্রমাণ, যে তাকে প্রমাণপত্র বলে মেনে নেবে। আর তার বিপক্ষে প্রমাণ, যে তাকে অমান্য করবে।

কুরআন পাঠ ক’রে সেই অনুযায়ী আমল করলে, তা মানুষের স্বপক্ষে পরিত্রাণের প্রমাণ হবে। আর অবিশ্বাস করলে অথবা পাঠ না করলে এবং সেই অনুযায়ী কর্ম না করলে, তা মানুষের বিপক্ষে ধ্বংসের প্রমাণ হয়ে দাঁড়াবে।

মানুষ যদি কুরআনকে নিজের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র হিসাবে সঙ্গে নিতে পারে, তাহলে জান্নাতের পথে সকল চেক-পয়েন্ট বা চেক-পোস্টে সে নির্বিঘ্নে অতিক্রম করতে পারবে। কবর, মীযান, পুলসিরাত সকল স্থানেই সেই প্রমাণপত্র যথাযথভাবে কাজে দেবে।

মানুষের প্রত্যেক বিবাদ-বিসম্বাদের সময় হুজ্জত হল কুরআন। কুরআন যার

স্বপক্ষে হবে, সেই হবে বিজয়ী এবং তার প্রতিপক্ষ হবে পরাজিত। দাবীর দলীল হল কুরআন। প্রতিবাদীকে পরাভূত করার যুক্তি হল কুরআন।

কুরআন মানুষের স্বপক্ষে দলীল অথবা তার বিরুদ্ধে দলীল। হয় উপকারী, না হয় অপকারী।

ফুল থেকে মৌমাছি মধু এবং মাকড়ষা বিষ পায়। বহু হতভাগা মানুষ সত্যের সূর্য দেখতে পায় না। কিন্তু চামচিকা যদি দিনের বেলায় চোখে দেখতে না পায়, তাহলে তাতে সূর্যের দোষ কী?

কোন এক সলফ বলেছেন, 'কোনও ব্যক্তি কুরআন নিয়ে (অধ্যয়নে) বসলে হয় সে লাভবান হবে, নচেৎ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' অতঃপর তিনি এই আয়াতদুটি পাঠ করলেন,

{وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (١٢٥) سورة التوبة

"যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি করল?' আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বর্ধিত করেছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। (তাওবাহ ঃ ১২৪- ১২৫)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا}

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৮২)

কুরআন মানুষের জন্য দলীল। জীবন-যাত্রার আদান-প্রদানে দলীল। বৈধ-অবৈধ, উচিত-অনুচিত, ভালো-মন্দ কর্মকান্ডের দলীল।

উদাহরণ স্বরূপ দেখুন, ঈমান ও ইবাদতের দলীল ঃ বাক্বারাহ ঃ ২২

প্রাণ রক্ষার দলীল ঃ মায়িদাহ ঃ ৩২

জ্ঞান রক্ষার দলীল ঃ মায়িদাহ ঃ ৯০

মান রক্ষার দলীল ঃ বানী ইস্রাঈল ঃ ৩২, নূর ঃ ৩২-৩৩
ধন-সম্পদ রক্ষার দলীল ঃ মায়িদাহ ৩৮
দাম্পত্য-রীতির দলীল ঃ নিসা ঃ ১৯, বাক্বারাহ ১৮৭, ২২৮
অর্থনীতির দলীল ঃ বাক্বারাহ ঃ ১৮৮, ২৭৫ নিসা ঃ ২৯
রাজনীতির দলীল ঃ নিসা ঃ ৫৯

প্রয়োজনীয় সকল নীতির দলীল হল কুরআন। জীবনের সকল ক্ষেত্রে মু'মিনের দলীল ও গাইড-বুক হল কুরআন। উম্মাহর আম-খাস সকলের জন্য জীবন-গাইড হল কুরআন।

মহান স্রষ্টার সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
পিতামাতার সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
স্বামী ও স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
সন্তানের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
ভাই ও বোনের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
এতীম ও দরিদ্রের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
রাষ্ট্রনেতার সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
দেশ ও সমাজের সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক কেমন হওয়া দরকার?
সব কিছুর জন্য প্রামাণিক গাইড হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

মানুষের তৈরি গাইড-বুক মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে পারে না। তাই মানুষ যদি মহান স্রষ্টার এ গাইড-বুক সাথে না রাখে, তাহলে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে, জীবন-যুদ্ধে পরাজিত হবে, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কুরআনকে যে নিজের স্বপক্ষে দলীল বানাবে, সে সফল হবে পরকালে। কোন ত্রুটির কারণে ফেঁসে গেলে কুরআনই মহান আল্লাহর দরবারে সুপারিশ ও হুজ্জত করবে তার সপক্ষে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا

فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ».

"তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা; বাক্বারাহ ও আ-লে ইমরান পাঠ কর। কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের হয়ে (আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ তা গ্রহণ করায় বর্কত এবং বর্জন করায় পরিতাপ আছে। আর বাতেলপন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।" *(মুসলিম ১৯১০নং)*

হ্যাঁ, পরকালে কুরআন আপনার সপক্ষে বাদ-প্রতিবাদ ক'রে রক্ষা করতে পারে। আবার কুরআনই আপনাকে চির ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ))

"কুরআন হল গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী এবং সত্যায়নযোগ্য প্রতিনিধি (প্রতিবাদী বা সাক্ষী)। যে ব্যক্তি তাকে সামনে রাখবে, সে তাকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করবে এবং যে তাকে পিছনে করবে, সে তাকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০২৯৮, সিঃ সহীহাহ ২০১৯নং)*

কুরআন ফুরক্বান

কুরআনের অন্যতম নাম ফুরকান। ফুরক্বান মানে ফারাককারী, তফাৎকারী, পৃথককারী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) سورة الفرقان

কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (ফুরক্বান ঃ ১)

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

{مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ} (٤) سورة آل عمران

"পূর্বে তিনি মানবজাতিকে সৎপথ প্রদর্শনের জন্য তাওরাত ও ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি ফুরক্বান (ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসাকারী; কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" (আলে ইমরান ঃ ৪)

বলাই বাহুল্য যে, কুরআন হল হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্যকারী।
সুপথ ও কুপথের মাঝে পার্থক্যকারী।
ঈমান ও কুফরীর মাঝে পার্থক্যকারী।
হালাল ও হারামের মাঝে পার্থক্যকারী।
সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগ্যবানের মাঝে পার্থক্যকারী।
বন্ধু ও শত্রুর মাঝে পার্থক্যকারী।
ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্যকারী।
ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্যকারী।
কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থককারী।
গ্রহণীয় ও বর্জনীয়র মাঝে পার্থক্যকারী।

কুরআন পরম জ্ঞান

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হল সুমহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের জন্য আলোক-বর্তিকা, পরম জ্ঞান, পরিজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান। তিনি বলেছেন,

{هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (٢٠) سورة الجاثية

"এ (কুরআন) মানবজাতির জন্য পরম জ্ঞান (সুস্পষ্ট দলীল) এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা।" (জাযিয়াহ ঃ ২০)

{قَدْ جَاءكُم بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم

بِحَفِيظٍ} (١٠٤) سورة الأنعام

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট পরম জ্ঞান (স্পষ্ট প্রমাণ) অবশ্যই এসেছে। সুতরাং কেউ দর্শন করলে, তা দিয়ে সে নিজেই লাভবান হবে। আর কেউ অন্ধ হলে, তাতে সে নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর আমি তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক নই।" (আন্আম ঃ ১০৪)

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পরম জ্ঞান ও আলোকবর্তিকা হল সুস্পষ্ট দলীল ও প্রমাণ। যা চক্ষু-দৃষ্টিতে সূর্যের মতো স্পষ্ট। এ জ্ঞান দিয়ে মানুষ জ্ঞানবান হতে পারে। এ আলো দিয়ে মানুষ আলোকিত হতে পারে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি উপকৃত হতে পারে। কিন্তু যে নিজ চোখের পাতা মেলে তাকিয়ে দেখবে না, সে তো নিজের ক্ষতি নিজেই করবে।

কুরআন (ইলাহী) বার্তা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَـذَّكَّرَ أُوْلُـواْ الأَلْبَـابِ}

"এটা মানুষের জন্য এক বার্তা; যাতে এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (ইব্রাহীম ঃ ৫২)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হল ইলাহী বার্তা। মহান প্রতিপালকের নিকট হতে মানব-দানবের প্রতি এক মহান বার্তা।

এ হল মহান স্রষ্টার নিকট হতে মহা ঘোষণা। এ হল স্পষ্ট প্রচার। আর তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল রসূল ﷺ-এর এবং তাঁর পর তাঁর নায়েবদের উপর।

বার্তা বা ঘোষণা পৌঁছনোর আগে পর্যন্ত অপরাধীর অপরাধ ধর্তব্য নয়। তাই মহান আল্লাহ কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। সে বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব যাঁদের উপর ছিল, তাঁরা তা পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা সতর্ক করেছেন অপরাধ ও তার শাস্তি সম্পর্কে। সুতরাং মহান আল্লাহর নিকট হিসাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুক তারা, যাদের কাছে বার্তা পৌঁছেছে অথচ সতর্ক হয়নি। বার্তা পেয়েও সাবধান হয়নি।

বন্যা আসছে, এ বার্তা পৌঁছনোর পরেও যারা বন্যাপ্রবণ এলাকায় অবস্থান

করে, তারা ভেসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হোক।

বনাগ্নি শহরের দিকে ছুটে আসছে, এ ঘোষণা হওয়ার পরেও যারা নিজ বাসায় অবস্থান করবে, তারা জ্বলে ছাই হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুক।

আর মহান করুণাময় পূর্বসতর্কতা জারি না ক'রে কোন জাতিকে শাস্তি দেন না। তিনি বলেছেন,

{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} (١٥) سورة الإسراء

"আমি রসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১৫)*

অবশ্য ঘোষণা ও প্রচারের মধ্যে সুসংবাদ ও সুফল ঘোষণাও শামিল। কুরআন সৎশীলের জন্য সুসংবাদ এবং দুষ্কৃতীর জন্য দুঃসংবাদ প্রচার করেছে। তাই এ বার্তা সকল মানুষের জন্য।

অন্য এক অর্থে কুরআন হল পৌঁছনোর মাধ্যম। এই কুরআনের মাধ্যমে মানুষ সর্বোচ্চ স্থান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে পৌঁছতে পারে। যেহেতু এতে রয়েছে মুখ্য ও গৌণ সকল প্রয়োজনীয় বিষয়, যার দ্বারা মানুষ ইহ-পরকালে উপকৃত হতে পারে।

আল-কুরআন দ্বীনের দাঈ

কুরআনের অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে, তা হল মহান আল্লাহর দিকে, দ্বীন ও ঈমানের দিকে আহবানকারী দাঈ। কুরআন যেমন বার্তা, তেমনি আহবায়ক। সারা বিশ্বের মানুষকে সদা আহবান করছে, 'এসো সঠিক পথে, এসো আল্লাহর পথে, এসো প্রকৃত ও সত্য মা'বূদ বা উপাস্যের দিকে, এসো রসূলের পথে, এসো ইসলামের পথে, এসো শান্তির পথে, এসো জান্নাতের পথে। যেয়ো না ভুল পথে, যেয়ো না গায়রুল্লাহর পথে, যেয়ো না অসত্য ও বাতিল মা'বূদের পথে, যেয়ো না বিদআতের পথে, যেয়ো না কুফরী ও শির্কের পথে, যেয়ো না অশান্তির পথে, যেয়ো না জাহান্নামের দিকে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَعَلَى جَنْبَتَيْ الصِّرَاطِ سُورَانِ فِيهِمَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ وَعَلَى بَابِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسُ ادْخُلُوا الصِّرَاطَ

جَمِيعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا وَدَاعٍ يَدْعُو مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالسُّورَانِ حُدُودُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْمُفَتَّحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَذَلِكَ الدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ)).

"মহান আল্লাহ সরল পথের উপমা বর্ণনা করেছেন। তার দুই পাশে আছে দুটি প্রাচীর। তাতে আছে অনেক উন্মুক্ত দুয়ার। সকল দুয়ারে পর্দা ঝুলানো আছে। পথের মাথায় একজন আহবায়ক আছে। সে আহবান ক'রে বলছে, 'হে লোক সকল! তোমরা সরল পথে চলতে থাকো। বাঁকা পথে যেয়ো না।' তার উপরেও একজন আহবায়ক আছে। যখনই কোন বান্দা কোন দুয়ার খুলতে চাচ্ছে, তখনই সে আহবান ক'রে বলছে, 'সর্বনাশ হোক তোমার! দুয়ারের পর্দা খুলো না। কারণ খুললেই তুমি তাতে প্রবেশ ক'রে যাবে।'

সরল পথ হল ইসলাম। উন্মুক্ত দরজাসমূহ হল আল্লাহর হারামকৃত বস্তুসমূহ। প্রাচীর ও পর্দাসমূহ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। পথের শেষ মাথায় আহবায়ক হল কুরআন। উপরের আহবায়ক হল প্রত্যেক মুসলিমের হৃদয়ে আল্লাহর আহবায়ক।" *(আহমাদ ১৭৬৩৪, তিরমিযী ২৮৫৯, নাসাঈর কুবরা ১১২৩৩, হাকেম ২৪৫, সঃ জামে' ৩৮৮৭নং)*

আল-কুরআন সুসংবাদ ও সতর্কবার্তা

মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে যেমন সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন, ঠিক তেমনি কুরআনকেও মানুষের জন্য সুংসংবাদ ও সতর্কবার্তারূপে অবতীর্ণ করেছেন।

এ কুরআন হল তার অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা। মু'মিন ও মুসলিমদের জন্য সুখবর বাহক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ } (٩٧) سورة البقرة

"(হে নবী!) বল, 'যে জিব্রাঈলের শত্রু হবে সে জেনে রাখুক, সে (জিব্রাঈল) তো আল্লাহর নির্দেশক্রমে তোমার হৃদয়ে কুরআন পৌঁছে দেয়, যা তার পূর্ববর্তী

কিতাব (ধর্মগ্রন্থ)সমূহের সমর্থক এবং বিশ্বাসীদের জন্য যা পথ প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।" (বাক্বারাহ ঃ ৯৭)

{طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ (١) هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} (٢) سورة النمل

"ত্বা-সীন; এগুলি কুরআন ও সুস্পষ্ট গ্রন্থের বাক্য; বিশ্বাসীদের জন্য (তা) পথ-নির্দেশক এবং সুসংবাদ বিশেষ।" (নাম্‌ল ঃ ২)

{وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ} (٨٩)

"আমি তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি প্রত্যেক বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের জন্য, পথনির্দেশ, করুণা ও সুসংবাদ স্বরূপ।" (নাহ্‌ল ঃ ৮৯)

{قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ}

"তুমি বল, 'তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে জিব্রাঈল সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছে, যারা বিশ্বাসী তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং তা আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ স্বরূপ।" (নাহ্‌ল ঃ ১০২)

কুরআন তার অনুসারীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। তাদের অনুসরণের জন্য অপেক্ষা করছে চিরসুখময় বাসস্থান জান্নাত।

ঠিক তদ্রূপই কুরআন হল সতর্ককারী। যারা তার বিরোধী তাদেরকে হুঁশিয়ার করে যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। চিরদুঃখময় স্থান জাহান্নাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ} (١٢)

"এই সমর্থক গ্রন্থ আরবী ভাষায়, যাতে এটা সীমালংঘনকারীদেরকে সতর্ক করে এবং তা সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদবাহক।" (আহ্‌ক্বাফ ঃ ১২)

কুরআন তার অনুগামীদেরকে ইহ-পরকালে সুসংবাদ দান করে। স্রষ্টার ইবাদত করলে এবং সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করলে তাদের জন্য রয়েছে ইহকালে সুখ এবং পরকালে অনন্ত সুখ।

পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করে যে, তাদের জন্য রয়েছে চির লাঞ্ছনা। তদনরূপ কোন্ কোন্ কাজ করলে সুসংবাদ পাওয়া যাবে এবং কোন্ কোন্ কাজ করলে শাস্তির ধমক আছে, সে ব্যাপারেও অবহিত করে কুরআন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (٩) وأَنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (١٠)

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আর যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তাদের জন্য আমি প্রস্তুত ক'রে রেখেছি মর্মান্তিক শাস্তি।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৯- ১০)

বলা বাহুল্য, যারা সৎকর্মপরায়ণ অর্থাৎ, ওয়াজেব ও সুন্নাহ পালন করে এবং হারাম বর্জন করে ও মকরূহ থেকে দূরে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে সম্মানজনক পুরস্কার। এক কথায় সুসংবাদ লাভের কারণ হল ঈমান ও সৎকর্ম। আর দুঃসংবাদ আসার কারণ হল তার বিপরীত।

অনুরূপ মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا (١) قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (٢) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (٣) وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً} (٤) سورة الكهف

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোন প্রকার বক্রতা রাখেননি। তিনি একে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত; যাতে ওটা তাঁর কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করে এবং সৎকর্মশীল বিশ্বাসিগণকে এই সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য আছে উত্তম পুরস্কার (জান্নাত); যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এবং তাদেরকেও সতর্ক করে, যারা বলে যে, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।" (কাহফ ঃ ১- ৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا} (٩٧) سورة مريم

"আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে দিয়েছি; যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।" (মারয়্যাম ঃ৯৭)

আসলে সাবধানীরাই কুরআনকে বিশ্বাস করে, তার নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম করে, তাই তারাই পায় সুসংবাদ। বাকী অসাবধানীরা কুরআনকে অবিশ্বাস করে

এবং বিশ্বাসীদের সাথে তর্ক করে। সুতরাং তাদেরকে সাবধান করা হয় যে, তারা বিশ্বাসীদের কাছে ইহকালে শক্তি বা তর্কদক্ষতার কারণে বিজয়ী হয়ে গেলেও পরকালে অপেক্ষা করছে তাদের উপযুক্ত শাস্তি।

কুরআন পাঠ করলে মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তারাই সুসংবাদ নেয়। পক্ষান্তরে কাফেরদের কুফরী বৃদ্ধি পায়, মুনাফিকদের মুনাফিকী বেড়ে যায়, অপবিত্রদের অপবিত্রতা আরো বেশি হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًـا فَأَمَّـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ} (١٢٥) سورة التوبة

"আর যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি করল?' আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বর্ধিত করেছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।" (তাওবাহ ঃ ১২৪-১২৫)

যাদের হৃদয় জাগ্রত, তারা কুরআন থেকে উপদেশ গ্রহণ করে এবং যাদের হৃদয় মৃত, তারা সে উপদেশ গ্রহণ করা হতে বিরত ও বঞ্চিত থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (٦٩) لِيُنـذِرَ مَـن كَـانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ} (٧٠) سورة يــس

"আমি তাকে (রসূলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন; যাতে সে জীবিত (জাগ্রতচিত্ত) ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়।" (ইয়াসীন ঃ ৬৯-৭০)

নিশ্চিতরূপে সূর্যের আলো তাদের জন্য উপকারী, যারা দিনের বেলায় না ঘুমিয়ে জাগ্রত থাকবে। ঘুমন্ত ও মৃতব্যক্তি কি সেই আলো দ্বারা উপকৃত হতে পারে?

কুরআন দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ দূরীকরণের মাধ্যম

এ সংসারে খুব কম মানুষই আছে, যাদের কোন দুঃখ-দুশ্চিন্তা নেই। কিন্তু অনেকে তাতে হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে স্থিতিশীল হয়ে যায়। জীবনের তিক্ত দিনগুলি আঘাতের পর আঘাত হেনে বক্ষকে বিদীর্ণ ক'রে ফেলে। হৃদয়ের সবুজ বনানী যেন মরুভূমিতে পরিণত হয়। বুকে সংকীর্ণতা অনুভূত হয়। এমন পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের কোন উপায় আছে কি? হ্যাঁ আছে।

কুরআন পাঠ ক'রে আপনি আপনার দুশ্চিন্তা দূর করুন; আল্লাহর নিকট দুআ করুন এই বলে,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاءُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدِكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার বিচার আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি---যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(আহমদ ৩৭১২, ৪৩১৮, হাকেম ১৮৭৭, ত্বাবারানী ১০১৯৮, ইবনে হিব্বান ৯৭২, আবূ য়্যা'লা ৫২৯৭নং)*

হাদীসের উক্ত দুআতে কুরআনকে যে সকল গুণে গুণান্বিত করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ ঃ-

কুরআন হৃদয়ের বসন্ত ঃ

বসন্ত একটি কাল, একটি ঋতু। শীতের দাপটের পর বিশেষ ক'রে বৃক্ষ-লতার জীবনে নতুন যৌবন আসে।

'শীতে ফুলের গাছ গেছে শুকাইয়া,
পাতাগুলি সমুদয় পড়েছে ঝরিয়া।
করো না করো না ভাই তাহারে ইন্ধন,
ভিতরে দেখহ তার মধুর কেমন।
বহিবে অচিরে যবে বসন্তের বায়,
হাসিবে গোলাপ তার শাখায় শাখায়।
গৌরবে তাহার হবে কানন উজ্জ্বল,
ভাবিও না আজি তার জীবন বিফল।'

ঝরে পড়া পাতার জায়গায় নতুন ক'রে পাতা গজায়। ফুল ফোটে, ফল ধরে। প্রকৃতির রূপে সৌন্দর্য বৃদ্ধিলাভ করে। আর সেই সাথে মানুষের মনে আনন্দ সৃষ্টি করে। পশুপক্ষী পর্যাপ্ত আহার্য পেয়ে তুষ্ট হয়। শীত ও তাপের মাঝামাঝি আবহাওয়াতে চারিদিকে সুখ ও শান্তির আবহ চলতে থাকে।

মানুষের মনের বাগানেও কত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত বয়ে যায়। তাতে সে ক্লিষ্ট হয়, মুষড়ে পড়ে। কিন্তু যখন সে মহান আল্লাহর বর্কতময় বাণী আল-কুরআন পাঠ করে, তখনই তার মনের বাগানে বসন্ত আগমন করে।

সে যেন নতুন ক'রে জীবন ফিরে পায়।

নিস্তেজ থেকে সতেজ হয়ে ওঠে।

নিরাশার পর জীবনে নতুন আশার সঞ্চার হয়।

বসন্তের ফুল-ফল উপভোগ করার মতো কুরআনী ফুল-ফল উপভোগ করে।

বসন্তের প্রকৃতির প্রতি যেমন মানুষের মন আকৃষ্ট হয়, তেমনি কুরআনী বসন্তের প্রতি মু'মিনের মন আকৃষ্ট হয়।

মানুষ যেমন বসন্তের বাগানে বিচরণ ক'রে সুখানুভব করে, মু'মিন তেমনি তিলাঅতের সময় কুরআনী বসন্তকালীন ফুলে-ফলে ভরা বাগানে বিচরণ করে। সে তার ফুল তোলে, ফল পাড়ে, বাতাসের মধুর সুগন্ধে ও পাখীর কলতানে তার মন-প্রাণ তরতাজা হয়ে ওঠে। আর তখন তিলাঅতে তার মন জমে ওঠে, অনুধাবনে তার হৃদয় গভীরে প্রবেশ করে।

বসন্তের কুসুম বাগানে বিচরণকারী যেমন তার সকল বৃক্ষলতা থেকে উপকৃত হয়, তিলাঅতকারীও তেমনই কুরআনের নানা শিক্ষা, আদেশ-নিষেধ, উপদেশ-অনুদেশ থেকে উপকৃত হয়। ফুলের সৌন্দর্য ও সৌরভে যেমন ভ্রমণকারী বিভোল হয়, তেমনি কুরআনের সুরেলা তিলাঅতে মু'মিন বিভোল

ও আত্মহারা হয়।

বসন্তকাল হল মহান প্রতিপালকের বিশেষ রহমত ও (আরব্য) ভুমি পুনর্জীবিত হওয়ার বিশেষ সময়কাল। অনুরূপ কুরআন তিলাঅত হল মু'মিনের হৃদয়-ভূমি পুনর্জীবিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

কুরআন বক্ষের জ্যোতি ঃ

কুরআন পাঠ করলে বক্ষ প্রশস্ত হয়, মন ফ্রি হয়, হৃদয় আলোকিত হয়, চরিত্র আলোকপ্রাপ্ত হয়। মনে আনন্দ অনুভূত হয়, অন্তরে তৃপ্তি লাভ হয়।

কুফরীর অন্ধকারে জ্যোতি পাওয়া যায়, অজ্ঞতার অমাবশ্যায় পূর্ণিমার আলো পাওয়া যায়, নিরাশার রাতে আশার আলো পাওয়া যায়, বাতিলের তমসাচ্ছন্ন পথে হকের রশ্মি পাওয়া যায়।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, "(কুরআনকে) আমার চক্ষুর জ্যোতি কর।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০১৯৮, ইবনে হিব্বান ৯৭২, আবূ য়্যা'লা ৫২৯৭নং)*

চক্ষুর জ্যোতি দ্বারা হক-বাতিলের পথ চেনা সহজ হয়। কুরআন তিলাঅতে চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়। কুরআন চোখের জ্যোতি হলে সঠিক পথে চলতে সহজ হয়।

কুরআন দুশ্চিন্তা দূরকারী, কুরআন উদ্বেগ মোচনকারী ঃ

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মানুষ কুরআন পাঠ করলে তার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যায়। উদ্বিগ্ন মানুষের উদ্বেগ অপনোদন হয়। দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ কুরআন তিলাঅত করলে মনে সান্ত্বনা পায়। ভীত-সন্ত্রস্ত মানুষ কুরআন পড়লে তার ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়। জ্বালা-যন্ত্রণাগ্রস্ত মানুষ কুরআন তিলাঅত করলে হৃদয়ে প্রশান্তি পায়। মানসিক অবসাদে ভুগছে এমন মানুষ কুরআন তিলাঅত করলে তার অবসাদ দূর হয়।

বলা বাহুল্য, কুরআন হল মু'মিনের হৃদয়-বসন্ত, মনের আলো। কুরআনের আলোকে আলোকিত জীবন হয় মু'মিনের। কুরআনের বসন্তে সতেজ ও প্রাণবন্ত হয় মু'মিনের জীবন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٢٢) سورة الأنعام

"যে ব্যক্তি মৃত ছিল, যাকে আমি পরে জীবিত করেছি এবং যাকে মানুষের

মধ্যে চলার জন্য আলোক দিয়েছি সেই ব্যক্তি কি ঐ ব্যক্তির মত, যে অন্ধকারে রয়েছে এবং সে স্থান হতে বের হবার নয়? এরূপে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের কৃতকর্মকে শোভন ক'রে রাখা হয়েছে।" (আন্‌আম ঃ ১২২)

আল-কুরআনের আলোর পথে যে চলে, তার চাইতে বড় আলোকপ্রাপ্ত আর কে আছে? আর যার হৃদয় আলোময়, তার চাইতে বড় সফল ব্যক্তি আর কে আছে?

হ্যাঁ, হৃদয় থেকেই সারা দেহে রক্তের সঞ্চালন হয়। সেখান হতেই সারা দেহে সজীবতা বিতড়িত হয়। তাই হৃদয় আলোময় হলে সারা দেহ ও সারা জীবন আলোময় হবে।

পক্ষান্তরে শোক, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ প্রভৃতি হৃদয়ের সজীবতার পরিপন্থী এবং আলো বিকীর্ণ করার পথে বাধাদায়ক মেঘের মতো, তাই তা দূরীভূত করা বাঞ্ছনীয়। আর তার জন্য নিয়মিত কুরআন তিলাঅত আবশ্যকীয়। পরন্তু কুরআন দ্বারা তা দূরীভূত হলে পুনঃ আর ফিরে আসে না। কিন্তু অকুরআনী কোন ব্যবস্থা দ্বারা তা দূরীভূত করলে পুনঃ আবার ফিরে আসে। সুস্বাস্থ্য, বিষয়-সম্পত্তি, পদ-প্রসিদ্ধি, স্ত্রী-সন্তান প্রভৃতি দ্বারা সাময়িক কোন দুঃখ-শোক মোচন হলেও, তা চলে গেলে আবার সেই দুঃখ-শোক ফিরে আসে। কিন্তু যে দুঃখ-শোক মু'মিন কুরআন দ্বারা মোচন করার প্রয়াস পায়, সে দুঃখ-শোক আর পুনঃ ফিরে আসে না। তাই তো মু'মিন মহান আল্লাহর নামের অসীলা দিয়ে উক্ত প্রয়াস লাভের জন্য উক্ত প্রার্থনা ক'রে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (٢٨) الرعد

"যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।" (রা'দ ঃ ২৮)

'হৃদয় প্রশান্ত হয়' অর্থাৎ, তার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, অবসাদ, শোক ইত্যাদি দূর হয়ে যায় এবং তাতে আনন্দ ও উৎফুল্লতা এসে উপস্থিত হয়।

একটি তফসীর অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ হল কুরআন। যেহেতু তাতে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর উপদেশ। আর আল্লাহর বাণী পাঠ ক'রে তাঁকে স্মরণ করাতে নিশ্চয় হৃদয় প্রশান্ত হয়। হৃদয়ের জন্য এর চাইতে বেশি আনন্দের আর কী হতে পারে যে, সে তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তাকে স্মরণ করছে? তার কাছে প্রতিপালকের ভালোবাসার চাইতে আর কী মিষ্টি

হতে পারে? যে যাকে ভালোবাসে, সে কি তার কথা বেশি আলোচনা ও স্মরণ করে না? এবং তাতে শত আনন্দ ও সুখ অনুভব করে না?

কুরআন পাঠকারী যখন কুরআন পাঠ করবে, তখন নিশ্চয় সে তার মানে বুঝবে এবং তাতে তার মনে প্রত্যয় সুদৃঢ় হবে। আল্লাহর কিতাব পাঠ ক'রে মনে যে বিশ্বাস সৃষ্টি হয়, তা অন্য কোন কিতাব পাঠ ক'রে হয় না। আর সেই বিশ্বাসে আছে মনের প্রশান্তি। আল্লাহর কিতাবে আছে সুখময় জীবনের ঠিকানা, পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি, সাক্ষাতের সুখ ও অনন্ত কাল জীবনের শান্তির কথা। যা পড়ে মনে তৃপ্তি আসে, ভক্তি আসে, ভালোবাসা প্রগাঢ় হয়। আর তাতেই বান্দার মন প্রশান্ত হয়। মনে এক প্রকার শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে।

বলা বাহুল্য, শয়তানী কালাম (গান-বাজনা) শুনে মন ফ্রি হয় না, আসলে আল্লাহর কালাম পড়ে মন ফ্রি হয়।

হে আল্লাহ! তোমার কুরআন তিলাঅত করা ও শোনার মাধ্যমে তুমি আমাদের মনে শান্তি দাও।

কুরআন আল্লাহর রশি

কুরআন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রশি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كِتَابُ اللهِ هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ)).

"আল্লাহর কিতাবই হল আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে আল্লাহর ঝুলন্ত রশি।" *(ইবনে আবী শাইবা, ত্বাবারী, সিঃ সহীহাহ ২০২৪নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ الْآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا)).

"নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন (দুটি) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যা দৃঢ়ভাবে ধারণ করলে আমার পরে তোমরা কক্ষনও পথভ্রষ্ট হবে না, তার একটি অপরের তুলনায় বিশাল। আল্লাহর কিতাব; আকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে আল্লাহর ঝুলন্ত রশি এবং আমার বংশধর ও পরিবার। আমার নিকট (কিয়ামতে) হওযে অবতরণ না করা পর্যন্ত সে দুটি জিনিস পরস্পর পৃথক হবে না। সুতরাং সে

দুটির ব্যাপারে আমার পরে তোমরা কী আচরণ করবে, তার খেয়াল রেখো।" *(আহমাদ ১১৫৬১, তিরমিযী ৩৭৮৮নং)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

« أَلاَ وَإِنِّى تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَحَدُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ حَبْلُ اللَّـهِ مَـنِ اتَّبَعَـهُ كَانَ عَلَى الْهُدَى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلاَلَةٍ ».

"শোনো, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি হল আল্লাহর কিতাব; আর তা আল্লাহর রশি। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে, সে সঠিক পথে থাকবে এবং যে তা পরিহার করবে, সে ভ্রষ্টতায় থাকবে।" *(মুসলিম ৬৩৮১, ইবনে হিব্বান ১২৩নং)*

আবূ শুরাইহ খুযাঈ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে বললেন,

((أَبْشِرُوا، أَلَيْسَ تَشْهَدُونَ أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟))

"তোমরা সুসংবাদ নাও। তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল?"

সকলে বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন,

((إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ سَبَبٌ طَرَفَهُ بِيَدِ اللَّهِ، وَطَرَفَهُ بِأَيْدِيكُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ فَإِنَّكُمْ لَنْ تَضِلُّوا، وَلَنْ تَهْلَكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا)).

"নিশ্চয় এ কুরআন ঝুলন্ত রশি। এর একটি দিক আল্লাহর হাতে এবং অপর দিক তোমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা তা মজবুতভাবে ধরে থেকো। তাহলে তার পরে তোমরা কক্ষনো পথভ্রষ্ট হবে না এবং কক্ষনো কোন মতেই ধ্বংস হবে না।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৭৯৪১, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ১৯৪২, ইবনে হিব্বান ১২২, ইবনে আবী শাইবাহ ৩০০০৬, সিঃ সহীহাহ ৭১৩নং)*

মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন,

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ} (١٠٣) سورة آل عمران

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আলে ইমরান ঃ ১০৩)

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلاَثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ».

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের জন্য ৩টি কাজ পছন্দ করেন এবং ৩টি কাজ অপছন্দ করেন। তিনি তোমাদের জন্য এই পছন্দ করেন যে, তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করো না, সকলে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রশি (কুরআন)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং আল্লাহ তোমাদের উপর যাকে নেতৃত্ব প্রদান করেছেন তার আনুগত্য কর। আর তিনি তোমাদের জন্য ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাঞ্চা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করাকে অপছন্দ করেন।" *(মুসলিম ৪৫৭৮-নং)*

উপর্যুক্ত কুরআন-হাদীসের শব্দাবলীতে কুরআনকে আল্লাহর রশি বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনকে 'আল্লাহর রশি' কেন বলা হয়েছে?

এখানে রশি বলতে উদ্দেশ্য হল ঝুলন্ত রশি। যে রশিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ত্রাণের জন্য, ছুড়ে বা বাড়িয়ে দেওয়া হয় উদ্ধারের জন্য। আগুন বা পানির কবল থেকে উদ্ধারকার্যে রশি ব্যবহার হতে দেখা যায়। সুতরাং যে সেই রশি মজবুত সহকারে ধারণ করে এবং তা ধরে উপর দিকে চড়তে থাকে, সে ধ্বংসের কবল হতে মুক্তিলাভ করে।

বলা বাহুল্য, কুরআন হল ধ্বংসের হাত হতে বাঁচার অসীলা।

কুরআন হল মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের অসীলা।

কুরআন হল মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের অসীলা।

কুরআন হল মহান স্রষ্টার পরিচিতি লাভের অসীলা।

কুরআন হল ইহ-পরকালে মুক্তি লাভের অসীলা।

কুরআন হল ইহ-পরকালে সুখময় জীবন লাভের অসীলা।

কুরআন হল অপমান থেকে রক্ষা পেয়ে সম্মান লাভের অসীলা।

কুরআন হল সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাওয়ার অসীলা।

অন্ধ মানুষকে রশি ধরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়। আর রশি ধরে গেলে সে নির্বিঘ্নে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে সক্ষম হয়। অনেক সময় পানির তলায় ডুবে থাকা রাস্তা নির্দেশের জন্য রশি ব্যবহার করা হয়। তদনুরূপ পানির স্রোতে ভেসে

যাওয়ার ভয়ে রশি ধরে পারাপার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। অতঃপর যে রশি ধরে থাকে, সে সফল হয়। আর যে রশি ছেড়ে দেয়, সে বিফল ও ধ্বংস হয়।

নিশ্চিত যে, মহান আল্লাহর কাছে পৌঁছতে হলে, তাঁর জান্নাতের মহলে পৌঁছতে হলে তাঁর বাড়িয়ে দেওয়া রশি ধরেই পৌঁছতে হবে।

ঝুলন্ত রশি ধরে উপর দিকে চড়া অথবা রশি ধরে নিচের দিকে নামা আমরা অনেকে দেখেছি। আল্লাহর রশি ধরেও একইভাবে ওঠা-নামা করা যায়। কিন্তু পার্থিব জগতে অনেক ক্ষেত্রে রশি ধরে নেমে নিজেকে বাঁচানো যায়। পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর রশি ধরে নামার অর্থ হল অবনতি, হীনতা, বিনাশ ও সর্বনাশের দিকে নেমে আসা হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ (١٧٧) مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (١٧٨)

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মত, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে, তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট! আল্লাহ যাকে পথ দেখান সেই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।" (আ'রাফ ঃ ১৭৫-১৭৮)

যেন মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা, যথেচ্ছাচারিতা, খেয়াল-খুশি, কুপ্রবৃত্তি, অবাধ্যাচরণ

প্রভৃতির পাপে হাবুডুবু খাচ্ছে। আর মহান আল্লাহ নিজ দয়ায় তাদেরকে বাঁচানোর জন্য রশি নামিয়ে দিচ্ছেন। সুতরাং যারা তা ধারণ ক'রে বাঁচতে চায়, তারা পরিত্রাণ পায়। আর যারা তা ধারণই করে না, বরং দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে, তারা ধ্বংস হয়।

কুরআন যেমন সৌভাগ্যবানদের জন্য সৎপথ লাভের অসীলা। তেমনি হতভাগাদের জন্য ভ্রষ্ট হওয়ার অসীলা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ} (٢٦) سورة البقرة

"আল্লাহ মশা কিংবা তার থেকে উচ্চ (অথবা ক্ষুদ্র) পর্যায়ের কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না, সুতরাং যারা মুমিন (বিশ্বাসী) তারা জানে যে, এ উদাহরণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে সত্য; কিন্তু যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে তারা বলে যে, আল্লাহ কি অভিপ্রায়ে এমন একটি উদাহরণ দিয়েছেন? এতদ্বারা তিনি অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার বহু জনকে সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুতঃ তিনি সৎপথ পরিত্যাগীদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না।" (বাক্বারাহ ঃ ২৬)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا}

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৮২)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

(والْقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ).

"কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল।" *(মুসলিম ৫৫৬নং)*

কুরআন মানুষের জীবন-ব্যবস্থা

শুধু মানুষেরই নয়, বরং জিন জাতিরও জীবন-ব্যবস্থা এই কুরআন। এ হল জীবন-বিধান। এ হল দেশ ও রাষ্ট্রের সংবিধান।

কুরআনী বিধান সকল মানুষের জন্য ন্যায়পূর্ণ বিধান। সকল স্থান ও সকল

যুগের জন্য চিরন্তন কালজয়ী বিধান। এ বিধান মান্য করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য অপরিহার্য। বৈয়াক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আর্থ-সামাজিক এবং মানুষের প্রয়োজনীয় সকল নীতি ও আইন রয়েছে কুরআনে, যা লংঘন করা মহা অপরাধ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ} (٢١٣) سورة البقرة

"মানুষ (আদিতে) একই জাতিভুক্ত ছিল। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন।" *(বাক্বারাহ ঃ ২১৩)*

সকল প্রকার বিচার ও ফায়সালার ক্ষেত্রে কুরআনকে সংবিধানরূপে মান্য না ক'রে মানুষের মনগড়া তন্ত্রকে মান্য করা কোন মুসলিমের কর্তব্য নয়। মহান আল্লাহ বেশ তাকীদের সাথে বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ وَاقٍ} (٣٧) سورة الرعد

"এভাবে আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় জীবন-বিধান স্বরূপ; জ্ঞান প্রাপ্তির পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক ও রক্ষক থাকবে না।" *(রা'দ ঃ ৩৭)*

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا} (١٠٥) سورة النساء

"তোমার প্রতি সত্য সহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি আল্লাহ তোমাকে যা জানিয়েছেন সেই অনুসারে মানুষের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর। আর তুমি বিশ্বাসঘাতকদের সপক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না।" (নিসা ঃ ১০৫)

{فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

"সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার

আয়াত নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)।" *(মায়িদাহঃ ৪৪)*

{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٤٥) سورة المائدة

"আর তাদের জন্য ওতে (তওরাতে) বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চোখের বদল চোখ, নাকের বদল নাক, কানের বদল কান, দাঁতের বদল দাঁত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অত্যাচারী।" (মায়িদাহ ঃ ৪৫)

{وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٤٧) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللّه مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٤٨) وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} (٤٩) سورة المائدة

"ইঞ্জীল-ওয়ালাদের উচিত, আল্লাহ ওতে (ইঞ্জীলে) যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেওয়া। আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয় না, তারাই পাপাচারী। এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক'রে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে

পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেননি)। অতএব সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন। এবং (পুনঃ বলছি) আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তুমি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক, যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।" (মায়িদাহ ঃ ৪৭-৪৯)

আর আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلاَّ فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِى لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِى أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِى أَيْدِيهِمْ. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ)).

"হে মুহাজিরদল! পাঁচটি কর্ম এমন রয়েছে যাতে তোমরা লিপ্ত হয়ে পড়লে (উপযুক্ত শাস্তি তোমাদেরকে গ্রাস করবে)। আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই, যাতে তোমরা তা প্রত্যক্ষ না কর।

যখনই কোন জাতির মধ্যে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ্যভাবে ব্যাপক হবে, তখনই সেই জাতির মধ্যে প্লেগ এবং এমন মহামারী ব্যাপক হবে যা তাদের পূর্বপুরুষদের মাঝে ছিল না।

যে জাতিই মাপ ও ওজনে কম দেবে, সে জাতিই দুর্ভিক্ষ, কঠিন খাদ্য-সংকট এবং শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের শিকার হবে।

যে জাতিই তার মালের যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সে জাতির জন্যই আকাশ

হতে বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যদি অন্যান্য প্রাণীকুল না থাকত, তাহলে তাদের জন্য আদৌ বৃষ্টি হত না।

যে জাতি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সে জাতির উপরেই তাদের বিজাতীয় শত্রুদলকে ক্ষমতাসীন করা হবে; যারা তাদের মালিকানা-ভুক্ত বহু ধন-সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করবে।

আর যে জাতির শাসকগোষ্ঠী যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহর কিতাব (বিধান) অনুযায়ী দেশ শাসন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব অবস্থায়ী রাখবেন।" *(বাইহাকী, ইবনে মাজাহ ৪০১৯নং, সহীহ তারগীব ৭৬৪নং)*

অন্য এক বর্ণনানুযায়ী তিনি বলেছেন,

((خَمْسٌ بِخَمْسٍ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خَمْسٌ بِخَمْسٍ؟ قَالَ: ((مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلا سُلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ، وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرُ، وَلا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتُ، وَلا طَفَّفُوا الْمِكْيَالَ إِلا مُنِعُوا النَّبَاتَ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، وَلا مَنَعُوا الزَّكَاةَ إِلا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْرُ)).

"পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! পাঁচটির প্রতিফল পাঁচটি কী কী?' তিনি বললেন, "যে জাতিই (আল্লাহর) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে, সেই জাতির উপরেই তাদের শত্রুকে ক্ষমতাসীন করা হবে। যে জাতিই আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধান ছাড়া অন্য দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, সেই জাতির মাঝেই দরিদ্রতা ব্যাপক হবে। যে জাতির মাঝে অশ্লীলতা (ব্যভিচার) প্রকাশ পাবে, সে জাতির মাঝেই মৃত্যু ব্যাপক হবে। যে জাতিই যাকাত দেওয়া বন্ধ করবে, সেই জাতির জন্যই বৃষ্টি বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে জাতি দাঁড়ি-মারা শুরু করবে, সে জাতি ফসল থেকে বঞ্চিত হবে এবং দুর্ভিক্ষে আক্রান্ত হবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০৮৩০, সহীহ তারগীব ৭৬৫নং)*

কুরআন যিক্‌র ও উপদেশ

উলামাগণ বলেছেন, আল-কুরআনে 'যিক্‌র' শব্দের বিভিন্ন রূপ প্রায় ১১৪ জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। কোন্ কোন্ অর্থে তা ব্যবহার করা হয়েছে, তা জেনে নিলে উপকার হবে।

এক ঃ যিক্‌র মানে মুখে যিক্‌র (তসবীহ-তহলীল ইত্যাদি)

পাঠ করা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} (١٠٣) سورة النساء

"তারপর যখন তোমরা নামায শেষ করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহর যিক্‌র কর। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন যথাযথভাবে নামায পড়। নিশ্চয় নামাযকে বিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত সময়ে অবশ্য কর্তব্য করা হয়েছে।" (নিসা ঃ ১০৩)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا} (٤٢)

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর অধিক যিক্‌র কর, এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।" (আহ্‌যাব ঃ ৪১-৪২)

অনুরূপ আরো আয়াত আছে, যাতে আল্লাহর যিক্‌র অর্থাৎ, তসবীহ, তহলীল, তহমীদ ও তকবীর বলার তাকীদ করা হয়েছে। আর অধিকাংশ আয়াতে যিক্‌রের অর্থ এটাই।

দুই ঃ যিক্‌র মানে উপদেশ, শিক্ষা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ} (٤٤) سورة الأنعام

"তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন তাদের জন্য সমস্ত কিছুর দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিলাম, অবশেষে তাদেরকে যা দেওয়া হল, যখন তারা তাতে মত্ত হল, তখন অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখনই তারা নিরাশ হয়ে পড়ল।" (আন্‌আম ঃ ৪৪)

{فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ } (١٦٥) سورة الأعراف

"যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত, তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির

সাথে পাকড়াও করলাম।" (আ'রাফ ঃ ১৬৫)

{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (৫৫) سورة الذاريات

"তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে।" (যারিয়াত ঃ ৫৫)

এ অর্থেও যিক্‌র শব্দ কুরআনের বহু আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে।

তিন ঃ যিক্‌র মানে স্মরণ, উল্লেখ বা বর্ণনা করা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} (১৩৫) سورة آل عمران

"যারা কোন অশ্লীল কাজ ক'রে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কে পাপ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা (অপরাধ) ক'রে ফেলে, তাতে জেনে-শুনে অটল থাকে না।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৫)

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণের কারণে তাঁর শাস্তির কথা স্মরণ করে। অতঃপর তাঁরা তাঁর নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ} (১৬) سورة مريم

"(হে রসূল!) তুমি এই কিতাবে উল্লেখ কর বা বর্ণনা কর---।" (মারয়্যাম ঃ ১৬, ৪১, ৫১, ৫৪, ৫৬)

চার ঃ আনুগত্য করা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ} (১৫২) سورة البقرة

"তোমরা আমাকে স্মরণ কর; আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, আর কৃতঘ্ন হয়ো না।" (বাক্বারাহ ঃ ১৫২)

এর একটি তফসীরে বলা হয়েছে, "তোমরা আমার আনুগত্য কর; আমিও তোমাদেরকে পুরস্কার দান করব।"

পাঁচ ঃ স্মৃতিস্থ করা, মনে রাখা, সংরক্ষণ করা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٦٣) سورة البقرة

"(স্মরণ কর) যখন তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তোমাদের ঊর্ধ্বে 'তূর' পর্বতকে উত্তোলন করেছিলাম, (বলেছিলাম,) 'আমি (গ্রন্থস্বরূপ) যা দিলাম, তা দৃঢ়তার সাথে তোমরা গ্রহণ কর এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রাখ, যাতে তোমরা সাবধান হয়ে চলতে পার।" *(বাক্বারাহঃ ৬৩)*

{وَإِذ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّـهُ وَاقِـعٌ بِهِـمْ خُـذُواْ مَـا آتَيْنَـاكُم بِقُـوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (١٧١) سورة الأعراف

"(স্মরণ কর,) যখন আমি পর্বতকে তাদের ঊর্ধ্বে স্থাপন করি, আর তা ছিল যেন একখন্ড ছায়াদার মেঘ। তারা মনে করল যে, ঐটি তাদের উপর পড়ে যাবে। (বললাম,) আমি যা দিলাম তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং ওতে যা আছে তা স্মরণ কর, যাতে তোমরা সাবধান হও।" (আ'রাফ ঃ ১৭১)

{وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّـهِ عَلَـيْكُمْ إِذْ كُنـتُمْ أَعْـدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَـفَا حُفْـرَةٍ مِّـنَ النَّـارِ فَأَنقَـذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ } (١٠٣) سورة آل عمران

"তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর; তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করলেন। ফলে তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুন্ডের (দোযখের) প্রান্তে ছিলে, অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তা হতে তোমাদেরকে উদ্ধার করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন, যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।" *(আলে ইমরানঃ ১০৩)*

{وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٧) سورة المائدة

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর এবং সেই অঙ্গীকারকেও তোমরা স্মরণ কর, যার দ্বারা তিনি তোমাদেরকে আবদ্ধ করেছিলেন, যখন

তোমরা বলেছিলে, 'শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" (মায়িদাহ ঃ ৭)

শেষোক্ত আয়াত দুটিতে 'স্মরণ কর'-এর ভিন্ন তফসীরে বলা হয়েছে, সংরক্ষা কর, হিফাযত কর এবং তা নষ্ট করো না।

ছয় ঃ মর্যাদা, গৌরব, সম্মান

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} (٤٤) سورة الزخرف

"নিশ্চয় তা তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ; আর অচিরেই তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।" (যুখরুফ ঃ ৪৪)

{لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (١٠) سورة الأنبياء

"আমি অবশ্যই তোমাদের প্রতি এমন গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ আছে, তবুও কি তোমরা বুঝবে না?" (আম্বিয়া ঃ ১০)

একটি তফসীর অনুযায়ী উক্ত দুই আয়াতে 'যিক্‌র' মানে মর্যাদা বা গৌরব।

সাত ঃ খবর

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ} (٢٤) سورة الأنبياء

"ওরা কি তাঁকে ভিন্ন বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটিই আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং এটিই উপদেশ ছিল পূর্ববর্তীদের জন্য। কিন্তু ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আম্বিয়া ঃ ২৪)

{وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا} (٨٣) سورة الكهف

"আর তারা তোমাকে যুলক্বারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে; তুমি বলে দাও, 'আমি তোমাদের নিকট তার বিষয়ে বর্ণনা করব।" (কাহফ ঃ ৮৩)

একটি তফসীর অনুযায়ী উক্ত দুই আয়াতে 'যিক্‌র' মানে খবর।

অর্থাৎ, "ওরা কি তাঁকে ভিন্ন বহু উপাস্য গ্রহণ করেছে? বল, 'তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। এটিই আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের খবর

এবং এটিই হল পূর্ববর্তীদের খবর। কিন্তু ওদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না। ফলে ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আম্বিয়া ঃ ২৪)

"আর তারা তোমাকে যুলক্বারনাইন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে; তুমি বলে দাও, 'আমি তোমাদের নিকট তার খবর বলব।" (কাহফ ঃ ৮৩)

আট ঃ আল্লাহর বিধান, শরীয়ত

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} (١٢٤)

"যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" *(ত্বা-হাঃ ১২৪)*

{لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا} (١٧) سورة الجن

"যার মাধ্যমে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করব। আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়, তিনি তাকে কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।" (জ্বিন ঃ ১৭)

একটি তফসীর অনুযায়ী উক্ত দুই আয়াতে 'যিক্‌র' মানে শরীয়ত। অর্থাৎ, তাঁর শরীয়ত ও বিধান হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়, কিতাব ও সুন্নাহ হতে বিমুখ হয়।

নয় ঃ আযাব

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ} (٥) سورة الزخرف

"তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের নিকট হতে উপদেশ-বাণী (কুরআন) প্রত্যাহার ক'রে নেব?" (যুখরুফ ঃ ৫)

ত্বাবারীর মতে উথ: আয়াতে 'যিক্‌র' বলতে উদ্দেশ্য হল আযাব। অর্থাৎ, "তোমরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় বলে কি আমি তোমাদের নিকট হতে আযাব প্রত্যাহার ক'রে নেব?"

দশ ঃ অহী

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا} (٣) سورة الصافات

"যারা যিক্‌র আবৃত্তিতে রত--" (স্বাফ্‌ফাত ঃ ৩)

{فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا} (٥) سورة المرسلات

"শপথ তাদের যারা (মানুষের অন্তরে) যিক্‌র পৌঁছিয়ে দেয়।" *(মুরসালাত ঃ ৫)*

অনেকে বলেছেন, উক্ত আয়াত দুটিতে যিক্‌র বলতে আমভাবে 'অহী'কে বুঝানো হয়েছে।

এগারো ঃ তাওরাত ও ইঞ্জীল

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٤٣) سورة النحل

"তোমার পূর্বে পুরুষদেরকেই আমি (রসূলরূপে) প্রেরণ করেছি; যাদের নিকট আমি অহী পাঠাতাম। তোমরা যদি না জান, তাহলে (যিক্‌রের) জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর।" (নাহল ঃ ৪৩)

ইবনে আব্বাস কর্তৃক বর্ণিত আছে, উক্ত আয়াতে আহলুয যিক্‌র বলতে আহলে কিতাবকে, অর্থাৎ তাওরাত-ইঞ্জীলের জ্ঞানীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

বারো ঃ লওহে মাহফূয

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} (١٠٥)

"আমি (যবূর) কিতাবে উপদেশের পর লিখে দিয়েছি যে, 'নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।" (আম্বিয়া ঃ ১০৫)

সাঈদ বিন জুবাইরের মতে উক্ত আয়াতে যিক্‌র বলতে লওহে মাহফূযকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, "আমি (যবূর) কিতাবে লওহে মাহফূযের পর লিখে দিয়েছি যে, 'নিশ্চয় আমার সৎকর্মশীল বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে।" আর এটা হবে নিম্নের আয়াতের অর্থে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} (٣٩) سورة الرعد

"(তার মধ্য হতে) আল্লাহ যা ইচ্ছা তা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন। আর তাঁর নিকট রয়েছে (লওহে মাহফূযে) মূল গ্রন্থ।" (রা'দ ঃ ৩৯)

তেরো ঃ বয়ান, বিবরণ

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} (١) سورة ص

"স্বা-দ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)।" *(স্বাদ ঃ ১)*

ইবনে আব্বাস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'বয়ানপূর্ণ কুরআনের।' অর্থাৎ, এতে আছে সব কিছুর বিবরণ।

চৌদ্দ ঃ ফরয নামায

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (٣٧) سورة النــور

"এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়বে।" *(নূর ঃ ৩৭)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٩) سورة المنافقون

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ (ফরয নামায) হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।" (মুনাফিক্বুন ঃ ৯)

পনের ঃ নির্দিষ্ট নামায

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (٣٢) ص

"সে বলল, 'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ (নামায) হতে বিমুখ হয়ে সম্পদ-প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি --এদিকে সূর্য অস্ত গেছে।" (স্বাদ ঃ ৩২)

তফসীরে আছে, সেটা ছিল আসরের নামায।

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٩) سورة الجمعة

"হে বিশ্বাসিগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণ (নামায)এর জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ

কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর।" (জুমুআহ ঃ ৯)

উক্ত নামায বলতে উদ্দেশ্য, জুমআর নামায।

ষোল ঃ কুরআন

যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} (٥٠) سورة الأنبياء

"আর এ হল কল্যাণময় উপদেশ (কুরআন); যা আমি অবতীর্ণ করেছি; তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে?" (আম্বিয়া ঃ ৫০)

{مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ} (٢) سورة الأنبياء

"যখনই ওদের প্রতিপালকের কোন নতুন উপদেশ (কুরআন) আসে ওরা তা কৌতুকচ্ছলে শ্রবণ করে।" (আম্বিয়া ঃ ২)

এ হল কুরআনে উল্লিখিত 'যিক্‌র' শব্দের অর্থ। মোটের উপর আমরা জানতে পারি, কুরআন হল অহী, খবর, বিবরণ ও উপদেশ। কুরআন হল মহান আল্লাহকে স্মরণ করার বিশেষ অসীলা। কুরআন হল, যিক্‌র, যিক্‌রা ও তাযকিরাহ।

কুরআন হল যিক্‌র। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ} (٥٨) سورة آل عمران

যা আমি তোমার কাছে পাঠ করছি, তা হল আয়াত (নিদর্শনাবলী) ও বিজ্ঞানময় উপদেশ। (আলে ইমরান ঃ ৫৮)

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই যিক্‌র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (হিজ্‌র ঃ ৯)

এই উপদেশ-গ্রন্থে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর সমাধান এবং মহান প্রতিপালকের একত্ববাদের সুস্পষ্ট প্রমাণরাজি। উপদেশ গ্রহণকারী চাইলে এ গ্রন্থ হতে উপদেশ গ্রহণ ক'রে সরল পথ লাভ করতে পারে।

এ গ্রন্থ বিশ্বমানবতাকে মানবতার শিক্ষাদান করে। ইলাহী ইল্‌ম (ঐশী জ্ঞান) থেকে মানুষ শিক্ষা নিতে পারে। মানবতার সচ্চরিত্রতার শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} (١) سورة ص

"স্বা-দ, শপথ যিক্‌র (উপদেশ)পূর্ণ কুরআনের! (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)।" (স্বাদ ঃ ১)

এ যিক্‌র-ওয়ালা কুরআনের শপথ, যে কুরআন মহাগ্রন্থ গৌরবময় কিতাব। যাতে রয়েছে সকল প্রকার উপদেশ। যে গ্রন্থ হল মানুষের জন্য স্মরণিকা। মানুষকে স্মরণ করায় তার কর্তব্য, তার প্রতিপালক সম্বন্ধে সকল জ্ঞানের কথা, তাঁর প্রতি আনুগত্য ও ভালোবাসার কথা, তাঁর ইবাদত ও তার পদ্ধতির কথা। মানুষের পার্থিব জীবন এবং মরণের পর অনন্ত জীবনের কথা। মানুষের মানুষের মতো মানুষ হওয়ার সকল নীতি-নৈতিকতার কথা।

মহান প্রতিপালক সেই গ্রন্থের কসম খেয়ে বলেছেন, এ গ্রন্থ সত্য, এতে কোন সন্দেহ নেই। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সত্য, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এ উপদেশমালা এল নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে মানবের মাঝে। কেউ কেউ তা গ্রহণ করল। অনেকেই তা প্রত্যাখ্যান করল। এখনও অবিশ্বাসীরা কুরআন ও তার বাহককে অবিশ্বাস করছে। কুরআন বলছে,

{بَلْ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ} (٢)

"বরং অবিশ্বাসীরা ঔদ্ধত্য ও বিরোধিতায় ডুবে আছে।" (স্বাদ ঃ ২)

হঠকারিতার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করছে। হক জেনেও তা হক বলে মেনে নিতে অস্বীকার করছে। তা রদ্দ ও খন্ডন করার নানা অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এটা সভ্য জাতি মানুষের এমন একটি আচরণ, যার ফলে পূর্বের বহু জাতি ধ্বংসের শিকার হয়েছে। নবী-রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করার ফলে তাদের উপর ইলাহী আযাব ও গযব এসেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ} (٣)

"এদের পূর্বে আমি কত জনপদ ধ্বংস করেছি; তখন তারা সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিল। কিন্তু তাদের পরিত্রাণের কোনই উপায় ছিল না।" *(স্বাদঃ ৩)*

তাদের আচরণ ছিল যে,

{وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} (٤)

"তাদের নিকট তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী এল; এতে তারা

বিস্ময়বোধ করল এবং অবিশ্বাসীরা বলল, 'এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী!" (স্বাদ ঃ ৪)

তাদেরই জাতিভুক্ত একজন মানুষ এল, কিন্তু সেই জানা-শোনা পরিচিত চরিত্রবান মানুষকেও তারা অবিশ্বাস করল। যেখানে তাঁকে নিয়ে তাদের গর্ব হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারা অহংকার ও ঔদ্ধত্য প্রকাশ ক'রে তাঁকে অবিশ্বাস ক'রে বসল। উল্টে তাঁকে নানা অপবাদ দিয়ে দূরে সরিয়ে দিল। তাদের পরিবেশে বহুত্ববাদের প্রথা প্রচলিত ও স্বাভাবিক ছিল, সেখানে একত্ববাদের কথা তাদের কাছে উদ্ভট মনে হল। তাই তারা বলল,

{أَجَعَلَ الآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ} (٥)

"সে কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।" (স্বাদ ঃ ৫)

সেখানেই শেষ নয়, তারা তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

{وَانطَلَقَ الْمَلأُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ} (٦)

"ওদের প্রধানেরা এ বলে সরে পড়ল, 'তোমরা চল এবং তোমাদের দেবতাগুলির পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। নিশ্চয়ই এটি কোন উদ্দেশ্যমূলক।" (স্বাদ ঃ ৬)

তারা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ আনল। তাঁর প্রতি কুধারণা ক'রে নেতৃত্বলোভের অপবাদ আরোপ করল। ঐ গণ্যমান্য নেতারা লোকমাঝে বলতে লাগল, 'তোমরা তোমাদের দেবতাগুলিকে বর্জন করো না। নতুন ধর্ম প্রচারকারীর নিশ্চয় কোন মন্দ উদ্দেশ্য আছে। তার কুমতলবের জালে ফেঁসে যেয়ো না।'

{مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاقٌ} (٧)

"আমরা শেষ ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি; এটি এক মনগড়া উক্তি।" *(স্বাদ ঃ ৭)*

'আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের কাছে এমন কথা কখনও শুনিনি। বরং এ সব ওর বানানো কথা। আর আল্লাহ যদি দূত পাঠালেন, তাহলে আমরা এত নেতা-কর্তা থাকা সত্ত্বেও তাকেই দূত ক'রে পাঠালেন?'

{أَؤُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا}

"আমরা এত লোক থাকতে কি তারই ওপর যিক্‌র (উপদেশময় কুরআন)

অবতীর্ণ করা হল?"

তারা যে সকল যুক্তি দিয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করল, তার পশ্চাতে কোন যথার্থতা ও সত্যতা নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ} (٨)

"ওরা তো প্রকৃতপক্ষে আমার যিক্‌র (কুরআনে) সন্দিহান, ওরা এখনও আমার শাস্তি আস্বাদন করেনি।" (স্বাদ ঃ ৮)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ } (٦٩) سورة يـس

"আমি তাকে (রসূলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক যিকর (উপদেশ) এবং সুস্পষ্ট কুরআন।" *(ইয়াসীন ঃ ৬৯)*

অর্থাৎ, রসূল ﷺ যা পাঠ ক'রে শোনান, তা হল কুরআনের উপদেশমালা। এতে রয়েছে প্রকৃতিগত সকল সুন্দর রীতি-নীতির অনুশীলন, সকল সচ্চরিত্রতার মহামূল্যবান উপদেশ।

তিনি আরো বলেছেন,

{وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (١٠٤) سورة يوسف

"তুমি তো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছ না, এ (কুরআন) তো বিশ্বজগতের জন্য যিক্‌র (উপদেশ) ছাড়া কিছু নয়।" (ইউসুফ ঃ ১০৪)

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٨٧) سورة ص

"এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।" (স্বাদ ঃ ৮৭)

{وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٥٢) سورة القلم

"তা তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশই।" (ক্বালাম ঃ ৫২)

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (٢٧) سورة التكوير

"এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র।" (তাকভীর ঃ ২৭)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاء عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا} (١٠١) سورة الكهف

"সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য

প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট। যাদের চক্ষু ছিল আমার যিক্‌র (কুরআন)এর ব্যাপারে অন্ধ এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।" (কাহফ ঃ ১০০-১০১)

যেমন কাফেররা বলত,

{قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} (٥) سورة فصلت

"তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করে যাই।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৫)

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيمٌ}

"আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" (বাক্বারাহ ঃ ৭)

কিন্তু মহান প্রতিপালকের যিক্‌র ও উপদেশ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি আছে। যারা উন্নাসিকতার সাথে সে উপদেশ শুনতে চায় না, পড়তে চায় না এবং বুঝতে চায় না, তাদের কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَـى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَـا فَنَـسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُـؤْمِنْ بِآيَـاتِ رَبِّـهِ وَلَعَـذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} (١٢٧) سورة طه

"যে আমার যিক্‌র থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!' তিনি বলবেন, 'তুমি এইরূপ ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। আর এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর

পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।" (ত্বা-হা ঃ ১২৪- ১২৭)

মহান আল্লাহর যিক্‌র কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার অনুরূপ আরো শাস্তির কথা বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (٩٩) مَنْ أَعْـرَضَ عَنْـهُ فَإِنَّـهُ يَحْمِـلُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً} (١٠١) سورة طـه

"নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট হতে উপদেশ (কুরআন) দান করেছি। যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। ঐ (পাপের শাস্তি)তে ওরা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে।" (ত্বা-হা ঃ ৯৯- ১০১)

যেমন বলা হয়েছে,

{فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَـبْلَغُهُم مِّـنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى} (٣٠) سورة النجم

"অতএব তাকে উপেক্ষা ক'রে চল, যে আমার যিক্‌র (স্মরণে বা কুরআনে) বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথপ্রাপ্ত।" (নাজ্‌ম ঃ ২৯-৩০)

{وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا} (١٧) سورة الجن

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিক্‌র (স্মরণ বা কুরআন) হতে বিমুখ হয়, তিনি তাকে কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।" (জ্বিন ঃ ১৭)

যেমন বলা হয়েছে,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا} (٥٧) سورة الكهف

"কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী (আয়াত) স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি; যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং

তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করেছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহবান করলেও তারা কখনো সৎপথ পাবে না।" (কাহফ ঃ ৫৭)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} (٢٢)

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।" (সাজদাহ ঃ ২২)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (٢٨) الرعد

"যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।" (রা'দ ঃ ২৮)

'হৃদয় প্রশান্ত হয়' অর্থাৎ, তার দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ ইত্যাদি দূর হয়ে যায়।

একটি তফসীর অনুযায়ী আল্লাহর যিক্‌র বা স্মরণ হল কুরআন। যেহেতু তাতে রয়েছে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর উপদেশ। আর আল্লাহর বাণী পাঠ ক'রে তাঁকে স্মরণ করাতে নিশ্চয় হৃদয় প্রশান্ত হয়।

আল্লাহর কুরআন মানুষের জন্য উপদেশ। সেই উপদেশ কি মানুষ গ্রহণ করে? যারা অহরহ নামায ও তার বাইরে পাঠ করে, তারা কি কখনো উপদেশ গ্রহণ করে অথবা তাতে আল্লাহর স্মরণ অনুভব করে?

মহান আল্লাহ চার চারবার বলেছেন,

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ } (١٧) سورة القمر

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (ক্বামার ঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

এ কুরআনকে সহজ করা হয়েছে, এর শব্দাবলীকে পড়া ও কণ্ঠস্থ করার জন্য সহজ করা হয়েছে। ছয়-সাত বছরের শিশুও তা অনায়াসে মুখস্থ করতে পারে!

বুঝার জন্য এর অর্থকেও সরল করা হয়েছে। যাতে উপদেশ গ্রহণে এবং আমল করণে সুবিধা হয়।

কুরআন সহজ করা হয়েছে, যাতে বিশ্বমানবতার চরিত্রে সংশোধন আসে। বিশ্বাস, কর্ম, উপাসনা ও সচ্চরিত্রতা সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়।

শাস্তির ভীতি প্রদর্শন ক'রে এবং শান্তির আশাদান ক'রে বহু রকমের

উপদেশকে সরলভাবে বিবৃত করা হয়েছে। বহু কথা বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলা হয়েছে। কিন্তু মহান প্রতিপালকের প্রশ্ন হল, "উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"

বাস্তব হল, অধিকাংশ মানুষ উপদেশ গ্রহণে নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا} (٤١) سورة الإسراء

"এই কুরআনে বহু কথাই আমি বারবার (বিভিন্নভাবে) বিবৃত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৪১)

তারা হককে 'হক' বলে স্বীকার ও গ্রহণ করে না। বরং নিজেদের বাতিলের উপর অটল থাকে। অহংকার ও ঔদ্ধত্যবশে কুরআনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। কুরআন শুনতে, শিখতে ও পড়তে চায় না। পরন্তু প্রকৃত মানব ও বিশ্বসেরা মানুষ হতে চাইলে সর্বশেষ আসমানী কিতাব কুরআনের উপদেশ মেনে চলতে হবে।

'বিশ্বে তারা ছিল সেরা হয়ে মুসলমান,
আজকে তারা লাঞ্ছিত ছাড়িয়া কুরান।'

এ কুরআন হল যিকরা। যিকরা মানেও উপদেশ, স্মরণিকা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ} (٩٠) سورة الأنعام

"এদেরকেই আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেছেন। সুতরাং তুমি তাদের পথ অনুসরণ কর। বল, 'এর জন্য আমি তোমাদের নিকট পারিশ্রমিক চাই না। এ তো শুধু বিশ্ব-জগতের জন্য উপদেশ।" (আন্আম ঃ ৯০)

যাতে বিশ্বের মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং ভ্রষ্টতা থেকে সৎপথে ও কুফরী থেকে ঈমানের পথে ফিরে আসে।

উপদেশ মেনে নিয়ে সেই জিনিস গ্রহণ করে, যা তাদের জন্য উপকারী এবং সেই জিনিস বর্জন করে, যা তাদের জন্য অপকারী।

কুরআনের উপদেশ গ্রহণ ক'রে তাদের প্রকৃত প্রতিপালক ও উপাস্যকে তাঁর সঠিক গুণাবলী দ্বারা চিনতে পারে। অতঃপর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যা

করণীয়, তা করতে পারে।

উপদেশ মেনে নিয়ে নিজেদেরকে সুউচ্চ চরিত্রের অধিকারী বানাতে পারে এবং অসৎ চরিত্র থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারে।

বিশেষ ক'রে মু'মিনদের জন্য এ কুরআন হল সুমহান প্রতিপালকের সুন্দর উপদেশ। তিনি বলেছেন,

{كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٢) اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} (٣)

"তোমার নিকট কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে; সুতরাং তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে। যাতে তুমি এর দ্বারা সতর্ক কর এবং বিশ্বাসীদের জন্য এটি উপদেশ। তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক।" (আ'রাফ ঃ ২-৩)

অর্থাৎ, হে নবী! এটি এমন কিতাব, যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব। যাতে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সব কিছু। যাতে রয়েছে ইলাহী আদেশ-অনুদেশ-উপদেশ। "সুতরাং তোমার মনে যেন এর সম্পর্কে কোন প্রকার সংকীর্ণতা না থাকে।" তোমার মনে যেন কোন প্রকার সন্দেহ বা দ্বিধা না আসে। কারণ এটি এমন কিতাব,

{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤٢) فصلت

"সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪২)

কারণ এ হল সব চাইতে সত্য বাণী। অতএব এর দ্বারা তোমার হৃদয় প্রশান্ত হোক, এর জন্য তোমার বক্ষ প্রশস্ত হোক। তুমি তার উপদেশ মেনে চল এবং কোন বিরোধী, নিন্দুক বা ভর্ৎসনাকারীর কথায় কান দিয়ো না। "তুমি এর দ্বারা (বিশ্ববাসীকে) সতর্ক কর।" তাদেরকে উপদেশ দাও এবং বিরোধীদের উপর হুজ্জত কায়েম কর। কারণ এ হল "বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ।"

বিশেষ ক'রে মু'মিনদের কথা খেয়াল করো।

{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} (٥٥) سورة الذاريات

"আর তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ মু'মিনদের উপকারে আসবে।" (যারিয়াত ঃ ৫৫)

বিশ্ব-জগতকে উপদেশ দেওয়া হল। "তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না।"

কিন্তু মানুষের বাস্তবতা ও প্রকৃতি হল, যা মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক।"

হে নবী! অবিশ্বাসীদের প্রত্যাখ্যানে তুমি দুঃখিত হয়ো না। এই কুরআন দ্বারা তোমার মনকেও সান্ত্বনিত করা হয়েছে।

{وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} (١٢٠) سورة هود

"রসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু।" (হূদ ঃ ১২০)

{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٥١) سورة العنكبوت

"এ কি ওদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য করুণা ও উপদেশ রয়েছে।" (আনকাবূত ঃ ৫১)

কুরআনে রয়েছে উপদেশ। কিন্তু মানুষের অন্তর তা গ্রহণ করে না। শুনলেও তা পালন করে না। কে উপদেশ দ্বারা উপকৃত হবে? মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (٣٧) سورة ق

"এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার আছে হৃদয় অথবা যে উপস্থিত থেকে নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করে।" (ক্বাফ ঃ ৩৭)

যার আছে প্রশস্ত ও উদার মন, সচেতন ও বুদ্ধিদীপ্ত বিবেক। সংকীর্ণতা ও পক্ষপাতিত্ব, হঠকারিতা ও ঔদ্ধত্য, অন্ধানুকরণ ও গোঁড়ামি মুক্ত হৃদয়। যে শোনে মনোযোগ সহকারে নিবিষ্ট-চিত্তে। তারই জন্য কুরআন উপদেশ, পথ-নির্দেশিকা ও ঔষধ।

পক্ষান্তরে হঠকারী, উদ্ধত, পক্ষপাতগ্রস্ত ও অনুদার মন, অমনোযোগী শ্রোতা বা পাঠক এর দ্বারা উপকৃত হয় না। পাষাণে বৃষ্টির বর্ষণ কি উপকারী হতে পারে?

কুরআন তাযকিরাও। যার মানেও উপদেশ। সেই উপদেশ মানুষ প্রত্যাখ্যান করলে নবীর মনে কষ্ট হয়। মহান আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন,

{طه (١) مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (٢) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى (٣) تَنزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلا} (٤) سورة طه

"ত্বা-হা-। তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিনি। বরং এমন ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়ার জন্য যে (আল্লাহকে) ভয় করে। এটা তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ; যিনি সমুচ্চ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" (ত্বা-হা ঃ ১-৪)

কুরআন অবতীর্ণ ক'রে তোমাকে বা অন্য কাউকে কষ্ট দিতে চাইনি। শরীয়ত দিয়ে কারো জীবনের বোঝা বাড়াতে চাইনি। বরং অহী প্রেরণ ক'রে মানুষের সুখী জীবন চেয়েছি। ইহ-পরকালে তার সাফল্য চেয়েছি। কুরআনকে সহজ ক'রে তা মানুষের হৃদয়ের খোরাক করেছি। তার নানা ব্যাধির মহৌষধি করেছি। আর আল্লাহ-ভীরু মানুষের জন্য তা উপদেশ করেছি। ভোলা মানুষ সরল পথ ভুলে যায়, কুরআনকে তার পথনির্দেশিকা করেছি। উপদেশ বিস্মৃত হয়, কুরআনকে তার স্মরণিকা করেছি। এ স্মরণিকা মেনে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করা উচিত, যাঁর নিকট হতে তা অবতীর্ণ; যিনি সমুচ্চ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

{وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ} (٤٨) سورة الحاقة

"এই কুরআন আল্লাহভীরুদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।" *(হা-ক্কাহ ঃ ৪৮)*

{كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ} (٥٤) سورة المدثر

"না এটা হবার নয়। নিশ্চয় এ (কুরআন) উপদেশ বাণী।" *(মুদ্দাস্‌সির ঃ ৫৪)*

{كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَن شَاء ذَكَرَهُ} (١٢) سورة عبس

"কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)।" (আবাসা ঃ ১১-১২)

{إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} (١٩) سورة المزمل

"এটা এক উপদেশ। অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।" (মুয্যাম্মিল ঃ ১৯)

{إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} (٢٩) سورة الإنسان

"নিশ্চয় এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।" (দাহর ঃ ২৯)

অর্থাৎ, সুমহান প্রতিপালকের এই উপদেশবাণী কুরআন মান্য ক'রে ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করা উচিত পৃথিবীর সকল মানুষের।

কুরআন হল করুণা

এ কুরআন হল বিশ্বাসীদের জন্য রহমত ও করুণা। মহান আল্লাহ এ কথা কুরআনে বহুবার বলেছেন,

{وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٥٢) الأعراف

"অবশ্যই তাদের নিকট আমি এমন এক কিতাব আনয়ন করেছি; যেটিকে জ্ঞান দ্বারা বিশদভাবে বিবৃত করেছি এবং যা হল বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা।" (আ'রাফ ঃ ৫২)

{وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِآيَةٍ قَالُواْ لَوْلاَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَـذَا بَصَآئِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٢٠٣) سورة الأعراف

"তুমি যখন তাদের নিকট কোন নিদর্শন (মু'জিযা) উপস্থিত কর না, তখন তারা বলে, 'তুমি নিজেই তা বেছে নাও না কেন?' বল, 'আমার প্রতিপালকের নিকট থেকে আমাকে যে অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়, আমি তো শুধু তারই অনুসরণ করি। এ (কুরআন) তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলীল ও নিদর্শন এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা।" *(আ'রাফ ঃ ২০৩)*

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُـدًى وَرَحْمَـةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} (٥٧) سورة يونس

"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে।" (ইউনুস ঃ ৫৭)

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١١١) سورة يوسف

"তাদের কাহিনীতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী; যা মিথ্যা রচনা নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও করুণা।" *(ইউসুফ ঃ ১১১)*

{وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٦٤) سورة النحل

"আমি তো তোমার প্রতি গ্রন্থ এ জন্যই অবতীর্ণ করেছি; যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে, তাদেরকে তুমি তা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পার এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।" (নাহল ঃ ৬৪)

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا}

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৮২)

{وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ} (٧٧) سورة النمل

"নিশ্চয়ই এ বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা।" (নাম্‌ল ঃ ৭৭)

{الم (١) تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (٢) هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ} (٣) سورة لقمان

"আলিফ, লাম, মীম ; এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাক্য, সৎকর্মপরায়ণদের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা স্বরূপ।" (লুক্বমান ঃ ১-৩)

{هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ } (٢٠) سورة الجاثية

"এ (কুরআন) মানবজাতির জন্য সুস্পষ্ট দলীল এবং নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথনির্দেশ ও করুণা।" (জাষিয়াহ ঃ ২০)

এ কুরআন বিশ্বাসীদের জন্য সুপথের দিশারী। যে পথে আছে রহমত ও করুণা।

এতে আছে ইহ-পরকালের সুখ ও শান্তির পথ। যে পথে ভ্রষ্টতা নেই এবং কোন দুর্ভোগ ও দুঃখ-কষ্ট নেই।

এ কুরআন রহমত, কারণ তার দ্বারা মুমিনের বক্ষ শীতল হয় এবং দ্বীন-দুনিয়ার সকল বিষয় সুখময় হয়।

এ কুরআন দ্বারা মু'মিন সরল পথের দিশা পায়। তার নির্দেশানুসারে দ্বীনের সকল বিধান পালন ক'রে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী জীবন লাভ করে।

এ কুরআন দ্বারা মানবের মানবতা পরিপূর্ণতা লাভ করে। মানুষের চরিত্র সবার চাইতে সুন্দর হয়। জ্ঞান আলোকপ্রাপ্ত হয়, সভ্যতা পরিশুদ্ধ হয়। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে শান্তি ও শৃঙ্খলাময় জীবন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর মরণের পর লাভ হয় চিরসুখময় অনন্তকালের জীবন। তাই কুরআন নিশ্চিতরূপে মহান প্রতিপালকের অপার করুণা।

এ শুধু কুরআনের বিশ্বাসী ও অনুসারীদের জন্য, যারা কুরআনকে মহান করুণাময়ের করুণা বলে বিশ্বাস করে এবং নিয়মিত তা পাঠ ক'রে তার অর্থ অনুধাবন করে। নচেৎ অবিশ্বাসী কি করুণার পাত্র হতে পারে? অন্ধ কি দিবালোক দ্বারা উপকৃত হতে পারে?

সুতরাং অবিশ্বাসী সে করুণার নাগালই পায় না। যেহেতু সে কুরআনের পথনির্দেশ থেকে বহু ক্রোশ দূরে। ফলে সে সুখ-পথের কোন সন্ধানই পায় না। হয়তো অনেক সময় সে পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসের পর্যাপ্ত সুখসামগ্রীর মালিক হয়, কিন্তু প্রকৃত সুখ-স্বাদের অনুভূতি থেকে সে বঞ্চিত থাকে। সুখপাখী তার মনের কোণে বাসা বাঁধে না। আর বঞ্চিত থাকে আসল সুখ মরণের পরপারের সুখ থেকে।

কুরআন হল প্রাণ

এ কুরআন হল মানবতার প্রাণ, সমাজ-দেহের আত্মা, মানুষের হৃদয়ের জীবন।

দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় এই কুরআন দ্বারা। কুরআন দ্বারাই সুখী জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়। কুরআনী শিক্ষা ও কল্যাণ দ্বারা মানুষের জীবন প্রাণবন্ত থাকে। কুরআন ছাড়া মানুষ ও সমাজ হল রূহ ছাড়া দেহ। কুরআন ছাড়া সমাজে নীতি-নৈতিকতা, সচ্চরিত্রতা, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, দয়ার্দ্রতা, সহৃদয়তা ইত্যাদি অবশিষ্ট থাকে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن

جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٢)

"এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কী, ঈমান (বিশ্বাস) কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর।" (শূরা ঃ ৫২)

কুরআন হল আরোগ্য

এই কুরআন হল, মানুষের দৈহিক ও হার্দিক আধি ও ব্যাধির মহৌষধ। এ কথা জানিয়েছেন খোদ সৃষ্টিকর্তা কুরআন অবতীর্ণকারী মহান আল্লাহ। তিনি বলেছেন,

{وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا}

"আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৮২)

{وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ} (٤٤) سورة فصلت

"আমি যদি অনারবী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম, তাহলে ওরা অবশ্যই বলত, 'এর আয়াতগুলি (বোধগম্য ভাষায়) বিবৃত হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, এর ভাষা অনারবী অথচ রসূল আরবী!' বল, বিশ্বাসীদের জন্য এ পথনির্দেশক ও ব্যাধির প্রতিকার। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা এবং কুরআন হবে এদের জন্য অন্ধকারস্বরূপ। এরা এমন যে, যেন এদের বহু দূর হতে আহবান করা হয়।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৪)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } (٥٧) سورة يونس

"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে।" (ইউনুস ঃ ৫৭)

কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করলে যে কোন রোগ সারতে পারে। অবশ্য কুরআন বিশেষভাবে হার্দিক রোগের ঔষধ। যেমন শেষোক্ত আয়াতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। জিন, যাদু, ভয়, বদনজর প্রভৃতি মানসিক রোগের কবল হতে বাঁচতে কুরআনী ঝাড়ফুঁক উপকারী। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা ফাতিহা, ইখলাস, ফালাক্ব, নাস, বাক্বারার আয়াতুল কুরসী ও শেষ দুই আয়াত দিয়ে চিকিৎসার কথা জানিয়েছেন।

অন্তরের বিভিন্ন ব্যাধি আছে, যেমন কুপ্রবৃত্তি, মন্দপ্রবণতা, অবাধ্যতা, অহংকার, ঔদ্ধত্য, অবিশ্বাস, সন্দেহ, স্বেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি। কুরআনের নানা উপদেশ, আযাবের ভীতি-প্রদর্শন, জান্নাতের সুখাশাদান প্রভৃতির মাধ্যমে নানা চিকিৎসা রয়েছে।

আর এ কথা বিদিত যে, হৃদয় সুস্থ থাকলে সারা দেহ সুস্থ থাকবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَلاَ وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَت صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ))

"শোন! দেহের মধ্যে একটি মাংসপিন্ড রয়েছে; যখন তা সুস্থ থাকে, তখন গোটা দেহটাই সুস্থ হয়ে থাকে। আর যখন তা খারাপ হয়ে যায়, তখন গোটা দেহটাই খারাপ হয়ে যায়। শোন! তা হল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৭৮নং)*

কুরআন বিস্ময়কর

নিশ্চয় কুরআন বিস্ময়কর। যেহেতু এ হল মহান প্রতিপালকের বাণী। যে বাণী কোন মানুষ রচনা করতে সক্ষম নয়। কুরআন সবচেয়ে বড় মু'জিযা বা অলৌকিক বিষয়। এ কুরআন শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছিল জিনের একটি দল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} (১) الجن

"বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ক'রে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (জ্বিন ঃ ১)

কুরআন তার সাহিত্য ও শব্দালঙ্কারের মাধ্যমে মানুষকে বিস্ময়ে হতবাক করে। যেমন তার উপদেশ ও শিক্ষার মাধ্যমেও মানুষ মুগ্ধ ও অবাক হতে বাধ্য হয়। যেহেতু তা খোদ সৃষ্টিকর্তার বাণী।

কুরআন আযীয

কুরআনের একটি মাহাত্ম্য এই যে, কুরআন হল আযীয। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ} (٤١) سورة فصلت

"নিশ্চয় যারা তাদের নিকট কুরআন আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে (তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।) আর এ অবশ্যই এক আযীয কিতাব।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪১)

'আযীয' মানে কী?

আযীযের একটি অর্থ হল সুরক্ষিত। অর্থাৎ, কুরআন হল সুরক্ষিত কিতাব। এ জন্যই মহান আল্লাহ পরবর্তী আয়াতে বলেছেন,

{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤٢) فصلت

"সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪২)

সুতরাং সে গ্রন্থ মিথ্যা ও বাতিল প্রক্ষিপ্ত হওয়া থেকে সুরক্ষিত। সুরক্ষিত বিকৃতকারীর বিকৃতি এবং পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের শিকার হওয়া থেকে। সুরক্ষিত তার কোন অংশ নিশ্চিহ্ন হওয়া থেকে।

মন্দ উদ্দেশ্যে কোন মানব-দানবরূপী শয়তান তার নিকটবর্তী হতে পারবে না। যেহেতু তার শব্দ ও অর্থ মহান প্রতিপালক কর্তৃক সুরক্ষিত। এ দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (হিজ্‌র ঃ ৯)

এ ছাড়া আযীযের আরো অর্থ রয়েছে।

আযীয মানে সদা বিজয়ী। যাকে পরাজিত করা যায় না। চ্যালেঞ্জ করা যায় না। যার মোকাবেলায় জেতা যায় না। যার মতো রচনা করা যায় না।

আযীয মানে গৌরবময়, মহিমময়, প্রিয় ও সম্মানীয়, ইজ্জত-ওয়ালা।

বলা বাহুল্য, এ গ্রন্থ আল্লাহর নিকট গৌরবময় ও সম্মানপ্রাপ্ত। যেমন মুসলিমদের নিকট তা সম্মানীয়।

কুরআন আযীম

কুরআনের মাহাত্ম্য হল, কুরআন আযীম। যেহেতু কুরআন হল বিশাল, কুরআন হল বড়।

আর এই অর্থেই অনেক এলাকায় কুরআনকে 'বড় চীজ' বলা হয়।

কুরআনের আছে বিশাল মর্যাদা, মহান আল্লাহর কাছে এবং মু'মিনদের কাছে। মু'মিনদের কাছে তা তা'যীম-যোগ্য। তারা তার যথার্থ সম্মান ক'রে থাকে। তা অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করে না, শয়তানের শয়তানী থেকে আশ্রয় না চেয়ে তিলাঅত করে না, রুকূ ও সিজদায় তিলাঅত করে না ইত্যাদি। মহাগ্রন্থের মহত্ত্বের কথা মহান প্রতিপালকই বলেছেন,

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (٨٧) سورة الحجر

"অবশ্যই আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন।" (হিজ্‌র ঃ ৮৭)

একটি তফসীর মতে সাতটি আয়াত বলতে সূরা ফাতিহা এবং মহা কুরআন বলতে বাকী কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। বলা বাহুল্য গোটা কুরআনই মর্যাদাসম্পন্ন গৌরবময় মহাগ্রন্থ। কুরআনের অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী পাঠ করলে পাঠকের নিকট তার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কুরআন আলী

কুরআন হল সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব। তার স্থান সকল কিতাবের ঊর্ধ্বে।

কুরআন মুসলিমদের নিকট সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।

কুরআন রয়েছে সর্বোচ্চ স্থানে আল্লাহর নিকটে লওহে মাহফূযে। তিনি বলেছেন,

{وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٤) سورة الزخرف

"নিশ্চয় এ আমার নিকট মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত) মহান,

প্রজ্ঞাময়।” (যুখরুফ ঃ ৪)

এই উচ্চ স্থানীয় গ্রন্থের ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (١٦)

“কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। সম্মানিত পত্রসমূহে (লাওহ মাহফুযে তা লিপিবদ্ধ আছে)। যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, পূত-পবিত্র। এমন লিপিকারদের হস্ত দ্বারা (লিপিবদ্ধ)। (যারা) সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিশ্তা)।” *(আবাসাঃ ১১-১৬)*

কুরআন মাজীদ

মহাগ্রন্থ কুরআন হল মাজীদ। মাজীদ মানে গৌরবময়, গরিমাময়, মহিমময়। মহান আল্লাহ তার শপথ ক’রে বলেছেন,

{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (١) سورة ق

“ক্বাফ, শপথ গৌরবান্বিত কুরআনের।” (ক্বাফ ঃ ১)

{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ} (٢١) سورة البروج

“বরং এটা গৌরবান্বিত কুরআন।” (বুরুজ ঃ ২১)

যেহেতু এ হল মহিমময় মহান আল্লাহর কিতাব। নিশ্চয় এ কুরআন হল গৌরবময়। যেহেতু যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির উল্লেখ রয়েছে তাতে। তা হল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল জ্ঞানের আধার। তার ভাষা ও শব্দ উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমন্ডিত সুখপাঠ্য, সুখশ্রাব্য। তার অর্থ ও তাৎপর্য ভাবগম্ভীর ও মহাসত্য। গৌরবের যত অলঙ্কার আছে, কুরআন তার দ্বারা অলঙ্কৃত। এ হল সুমহান স্রষ্টার সুমধুর বাণী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

কুরআন কারীম

এ কুরআন হল কারীম। কারীমের দুটি মানে হয়, দানশীল ও সম্মানীয়।

কুরআন কারীম মানুষকে বহু কল্যাণ দান করে, যাবতীয় উপকারী জ্ঞান, শিক্ষা ও উপদেশ দান করে। ইহ-পরকালের সুখের সন্ধান দান করে।

মহান আল্লাহ শপথ ক'রে বলেছেন,

{فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ}

(٧٧) سورة الواقعة

"আমি কসম করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন।" *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৫-৭৭)*

কুরআন কারীম সম্মানীয়। মহান আল্লাহর কাছে সম্মানীয়, মুসলিমদের কাছে সম্মানীয়।

এতে রয়েছে সম্মান পাওয়ার মতো যাবতীয় সচ্চরিত্রতার শিক্ষা।

এর হাফেয ও আলেম সম্মানীয়। এর শিক্ষা অনুসারে আমলকারী দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানীয়।

মহান স্রষ্টার বাণী, তাই সম্মানীয় ও শরীফ।[১]

কুরআনের বাণী কোনক্রমেই অসম্মানীয় নয়। একই কথা বারবার পড়তে বা শুনতে হলে তার প্রতি বিরক্তি আসে এবং তার প্রতি সম্মান কমে যায়। কিন্তু মহান স্রষ্টার সুমধুর বাণী যত পড়া বা শোনা হয়, ততই তার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পায়।

সম্মানীয় ব্যক্তি বা জিনিস, যার মধ্যে প্রশংসনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্য থাকে। কুরআনের মধ্যে তা আছে, যা পাঠক নিশ্চয় অনুমান করতে পেরেছেন।

কুরআন শরীফ ও পবিত্র। বীর্যপাত বা সহবাসজনিত অপবিত্রতায় তা স্পর্শ ও পাঠ করা যায় না।

কুরআন সম্মানীয়, যেহেতু তাতে কোন প্রকার অসম্মানীয় বিষয় নেই। তাকে সম্মান দিয়ে সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় স্থানে, মাসে, রাতে এবং সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় দূত মারফৎ সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় নবীর উপর সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় ভাষায় অবতীর্ণ করা হয়েছে।

এ কুরআন সম্মানিত, এ কোন অসম্মানিত কবি, যাদুকর বা পাগলের কথা নয়। এ বাণী শয়তানের অবতীর্ণ নয়, কোন বর্ণিত প্রাচীন কালের রূপকথা নয়।

---

(১) কারীমের একটি আরবী অনুবাদ বা তফসীর শরীফ। বাহরুল উলূম তফসীর (৩/৩৭৬)এ বলা হয়েছে, (إنه لقرآن كريم) يعني الذي يقرأ عليك يا محمد لقرآن شريف كريم على ! ه"

কুরআন হাকীম

মহান স্রষ্টা হাকীম, হিকমত-ওয়ালা, বিজ্ঞানময়। তাঁর কুরআনও হাকীম। তাতে রয়েছে নানা হিকমত, যুক্তি ও বিজ্ঞান।

মহান আল্লাহর কোন কাজই লীলা বা খেলা হয় না। বরং তাঁর প্রত্যেক কাজে হিকমত আছে, যথার্থতা আছে, যুক্তি আছে। অবশ্য তা অনেক সময় মানুষের সীমিত জ্ঞানে উপলব্ধ নাও হতে পারে। তাঁর কুরআনও তাই, তার কোন কথা অযৌক্তিক নয়, হিকমতের বাইরে নয়।

মহান আল্লাহ সেই বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম খেয়েছেন,

{يـــس، وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} (٢) سورة يـــس

"ইয়া-সীন, জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ।" (ইয়াসীন ঃ ১-২)

কুরআন তাঁর বাণী, তিনি তাকে প্রজ্ঞাময় বলে আখ্যায়িত করেছেন,

{وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٤) سورة الزخرف

"নিশ্চয় এ আমার নিকট মূল গ্রন্থে (লাওহে মাহফূযে সুরক্ষিত) মহান, প্রজ্ঞাময়।" (যুখরুফ ঃ ৪)

{الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} (١) سورة يونس

"আলিফ লা-ম রা। এ হল বিজ্ঞানময় গ্রন্থের আয়াত।" (ইউনুস ঃ ১)

{ألم تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ} (٢) سورة لقمان

"আলিফ, লাম, মীম। এগুলি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের বাক্য।" (লুক্বমান ঃ ১-২)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যুক্তিময়, তার আদেশ ও নিষেধে, অনুদেশ ও উপদেশে, সকল প্রকার বিধান ও আইনে। তার এমন কোন বিধান নেই, যা অযৌক্তিক। এমন কোন বিধান নেই, যা ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফের পরিপন্থী।

হিকমতের আভিধানিক অর্থ হল, প্রত্যেক জিনিসকে তার উপযুক্ত জায়গায় রাখা। যার যেমন মান, তাকে সেই মান প্রদান করা। কুরআনে হাকীমের বিধানে ঠিক তাই আছে।

হিকমতময় কুরআন বিধানের পশ্চাতে যুক্তি উল্লেখ করে। প্রত্যেক হুকুমের হিকমত বয়ান করে। এর ফলে বিবেক তা সহজে গ্রহণ করে নেয়।

কুরআন মুবারক

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (٩٢) سورة الأنعام

"এ কিতাব (কুরআন) কল্যাণময় ক'রে অবতীর্ণ করেছি, যা ওর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মক্কা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা ওতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাযের হিফাযত করে।" (আন্‌আম ঃ ৯২)

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١٥٥) سورة الأنعام

"এ কিতাব (কুরআন) আমি অবতরণ করেছি, যা কল্যাণময়। সুতরাং ওর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।" (আন্‌আম ঃ ১৫৫)

{وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ} (٥٠) سورة الأنبياء

"আর এ হল কল্যাণময় উপদেশ; যা আমি অবতীর্ণ করেছি; তবুও কি তোমরা এটাকে অস্বীকার করবে?" (আম্বিয়া ঃ ৫০)

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (٢٩) سورة ص

"আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" (স্বাদ ঃ ২৯)

মুবারক মানে বর্কতময়, প্রাচুর্যময়, কল্যাণময়।

কুরআন বর্কতময়, তাতে রয়েছে অশেষ বর্কত, প্রভূত কল্যাণ।

তাতে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার জ্ঞানের ভান্ডার।

তাতে রয়েছে সকল প্রকার কল্যাণ গ্রহণ ও অকল্যাণ বর্জনের দিকে আহবান।

তাতে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতে সুখ লাভের পথনির্দেশনা।

তাতে রয়েছে মানুষের হিদায়াত, আরোগ্য ও আলো।

তা বুঝে পাঠ করলে ও সেই অনুযায়ী কর্ম করলে লাভ হয় সকল প্রকার বর্কত।

বলা বাহুল্য, মুবারক বা বর্কতময় জিনিস গ্রহণ করা, তার শিক্ষা অনুযায়ী জীবন গড়া, তার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, তার বর্কত দ্বারা উপকৃত হওয়া, তার শব্দ ও অর্থ শিক্ষা করা, তা নিয়মিত অধ্যয়ন করা মানুষের জন্য আবশ্যক নয় কি?

পক্ষান্তরে সেই বর্কত থেকে বিমুখ হওয়া, তা অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা, তার শব্দ ও অর্থ শিক্ষা করে নিয়মিত অধ্যয়ন না করা, তার শিক্ষা গ্রহণ না করা মানুষের জন্য বিশাল কুফরী, অজ্ঞতা ও দুর্ভাগ্য নয় কি?

কুরআন পুনঃপুনঃ পঠিতব্য গ্রন্থ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٢٣) سورة الزمر

“আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।” (যুমার ঃ ২৩)

উক্ত আয়াতে ‘মাষানী’ শব্দের দুই রকম ব্যাখ্যা আছে।

এক ঃ কুরআনে একই কথা বহুবার বলা হয়েছে। একটা রোগীকে একই রোগের কারণে বারবার একই ওষুধ দেওয়ার মতো অথবা মানে না, শোনে না এমন লোককে বারবার একই আদেশ-উপদেশ দেওয়ার মতো।

কুরআনে একই ইতিহাস, একই উপদেশ, একই বিষয় একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে, নিশ্চিতভাবে তাতে কোন উপকার আছে।

কুরআনে বারবার বলা হয়েছে মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী, বারবার বলা

হয়েছে সৎ ও অসৎ লোকের গুণাবলী।

বারবার বলা হয়েছে মানুষের সচ্চরিত্রতার কথা, মহান আল্লাহর তওহীদের কথা। এ যেন একই পানি দিয়ে ফলদার বৃক্ষ সিঞ্চিত করার মতো। প্রয়োজন মতো বারবার সিঞ্চিত করলে তবেই তাতে ভালো ফলন হয়। ঠিক মানুষের হৃদয় যেন একটা গাছের মতো, তাতে মহান আল্লাহর বাণীর পানি দিয়ে বারবার সিঞ্চিত না করলে শুকিয়ে যায়, ফলহারা হয়ে যায়।

কুরআন কারীমে বারবার মহান আল্লাহর প্রশংসার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে।

কুরআন মাজীদে বারবার জান্নাত-জাহান্নামের পুনরোল্লেখ করা হয়েছে।

দুই ঃ এ কুরআন এমনটি গ্রন্থ, যা বারংবার পঠিত হয়। আর তাতে কোন পাঠকের মনে বিরক্তি আসে না, কোন প্রকার নিস্পৃহতা বা বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয় না।

আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, দুনিয়ার কোন গ্রন্থই কুরআনের ন্যায় বেশি পাঠ করা হয় না। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কোটি কোটি অনুসারীরা যেদিন থেকে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে, সেদিন থেকেই দৈনিক পাঁচবার কুরআনের দীর্ঘ দীর্ঘ আয়াতসমূহ পাঠ করা শুরু করে।

কত শত হাফেয তা কণ্ঠস্থ ক'রে বারবার পুনরাবৃত্তি ক'রে থাকে। কেবল রমযানে কুরআন পাঠের পরিবেশ দেখলে মুগ্ধ হয়ে বলতে হয়, সত্যিই এ এমন ইলাহী গ্রন্থ, যা বারবার পাঠ্য, বারবার শ্রাব্য।

মানব-রচিত গদ্য-পদ্য যে কোন কথাই বারবার পঠিত হলে তার মান কমে যায়, তার প্রতি বিরক্তি আসে, তাতে কেমন যেন প্রাচীনতা অনুভূত হয়। কিন্তু কুরআনের বাণী মুসলিমরা প্রত্যহ বারবার এত বেশি পাঠ করে, তবুও তাতে সেই ভাব অনুভূত হয় না, যা মানব-রচিত কোন গ্রন্থের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এখানেই রয়েছে কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য, এখানেই পার্থক্য হল মানব-রচিত গ্রন্থ এবং মহান প্রতিপালকের বাণীর মাঝে। এমনকি মানব-রচিত কোন কথা যদি তার মধ্যে প্রক্ষিপ্ত ও বিন্যস্ত ক'রে দেওয়া হয়, তবুও পানি থেকে তেল পৃথক হওয়ার মতো তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কুরআনের এই সুন্দর বৈশিষ্ট্য দেখে মুগ্ধ ও অবাক হয়ে অমুসলিমও বলতে বাধ্য হয়েছে যে, কুরআনের মর্যাদা ও গৌরবের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, চৌদ্দ শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পরেও কিছু হলেও তার কোন বাক্-সৌন্দর্য বা বাক্-মাধুর্য হ্রাস পায়নি। যখনই পাঠ করা অথবা শোনা হয়, তখনই মনে হয়, এ যেন গত কালই অবতীর্ণ হয়েছে।

কুরআন মু'জিযা

কুরআন হল মহান স্রষ্টার বাণী। অন্য কোন সৃষ্টির বাণী তার মতো হতে পারে না। এ হল অলৌকিক বাণী, অলৌকিক তার ভাষাশৈলী, অলৌকিক তার শব্দালংকার ও ছন্দরীতি। অলৌকিক তার অর্থ ও তাৎপর্য।

কুরআন যখন অবতীর্ণ হয়, তখনই সম-সময়কালীন বড় বড় সাহিত্যিকরা হার মেনেছেন। অনেকে তো কুরআনের মতো রচনা করতে গিয়ে হাস্যস্পদ হয়েছে। ইতিহাসে পাওয়া যায়, কেউ রচনা করেছে, 'আল-ফীলু মাল-ফীল, লাহু যানাবুন ত্বাবীল---।' কেউ রচনা করেছে, 'অস্সামা-ই যাতিল বুরূজ, অন্নিসা-ই যাতিল ফুরূজ---।' কেউ বলেছে, আমরা ইচ্ছা করলে এমন কথা রচনা করতে পারি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاء لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَـذَا إِلاَّ أَسَـاطِيرُ الأَوَّلِينَ} (٣١) سورة الأنفال

"আর যখন তাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, 'আমরা তো শুনেছি, ইচ্ছা করলে আমরাও এর অনুরূপ বলতে পারি, এ তো পূর্ববর্তীদের উপকথা ছাড়া কিছু নয়।" (আন্‌ফাল ঃ ৩১)

কিন্তু বাস্তবে তারা পারেনি। মহান আল্লাহ তাদেরকে চ্যালেঞ্জ ক'রে বললেন,

{أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ (٣٣) فَلْيَأْتُوا بِحَـدِيثٍ مِّثْلِـهِ إِن كَـانُوا صَـادِقِينَ} (٣٤) سورة الطور

"তারা কি বলে, 'এ কুরআন নিজে রচনা করেছে?' বরং তারা অবিশ্বাসী। তারা যদি সত্যবাদী হয়, তাহলে এর সদৃশ কোন রচনা উপস্থিত করুক না।" (ত্বূর ঃ ৩৩-৩৪)

মহান প্রতিপালক জানেন, তাদের সেই ক্ষমতা নেই। মানব-দানবের যৌথ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ। তিনি বললেন,

{قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا} (٨٨) سورة الإسراء

"বল, 'যদি এই কুরআনের অনুরূপ কুরআন আনয়নের জন্য মানুষ ও জ্বিন সমবেত হয় ও তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এর অনুরূপ কুরআন আনয়ন করতে পারবে না।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৮৮)

১১৪ টি সূরা বিশিষ্ট কুরআন তো বহু দূরের কথা, তারা তার চাইতে কম কিছু রচনা ক'রে দেখাক। তিনি বললেন,

{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (١٣) سورة هود

"তবে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজে রচনা করেছে? বল, 'তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ স্বরচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (সাহায্যার্থে) আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (হূদ ঃ ১৩)

মহান স্রষ্টা জানতেন, তারা এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেও সক্ষম নয়। তিনি এও জানতেন যে, তারা মাত্র একটি সূরা অনয়ন করতেও সক্ষম নয়। তাই তিনি আবারও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বললেন,

{أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّـهِ إِن كُنـتُمْ صَادِقِينَ} (٣٨) سورة يونس

"তারা কি বলে যে, 'এটা তার (নবীর) স্বরচিত?' তুমি বলে দাও, 'তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা আনয়ন কর এবং (এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য) আল্লাহ ব্যতীত যাকে ডাকতে পার ডেকে নাও; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।" (ইউনুস ঃ ৩৮)

{وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} (٢٣) سورة البقرة

"আমি আমার দাসের প্রতি (মুহাম্মাদের প্রতি) যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোন সূরা আনয়ন কর, এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের সকল সাক্ষী (এ কাজে সহযোগী উপাস্যদের)কে আহবান কর।" (বাক্বারাহ ঃ ২৩)

হে জ্বিন ও ইনসান! তোমরা কক্ষনই তা পারবে না। এ হল মহান আল্লাহর

বাণী। এ কুরআন মুহাম্মাদের রচনা নয়, কোন মানুষের নয়। তোমাদের কেউই এর অনুরূপ রচনা করতে সক্ষম নয়। তাহলে তোমরা এটা আল্লাহর বাণী বলে বিশ্বাস ক'রে নাও এবং অবিশ্বাসীদের জন্য প্রস্তুত তাঁর শাস্তি ও আযাবকে ভয় কর। সুতরাং তিনি এই চ্যালেঞ্জের পর বলেছেন,

{فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} (٢٤) سورة البقرة

"যদি তোমরা তা (আনয়ন) না কর, এবং কখনই তা করতে পারবে না, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর, যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।" (বাক্বারাহ ঃ ২৪)

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে না পারলে এবং হার মানলে আত্মসমর্পণ করা উচিত। সুতরাং মহান প্রতিপালক আবারও আহবান জানিয়ে বললেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللّهِ وَأَن لاَّ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ} (١٤) سورة هود

"অতঃপর যদি তারা তোমাদের আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে তোমরা জেনে রাখ যে, এই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে আল্লাহরই জ্ঞান দ্বারা। আর এও যে, তিনি ছাড়া আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তাহলে এখন তোমরা (আত্মসমর্পণকারী) মুসলমান হবে কি?" (হূদ ঃ ১৪)

তারাও বিশ্বাস করে না, যারা আল্লাহর পূর্বের কিতাবকে বিশ্বাস করে! যে কিতাব তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা সে কিতাবে বিশ্বাস রাখে, কিন্তু শেষ কিতাবে সন্দেহ করে। মহান আল্লাহ তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন,

{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} (٣٧) سورة يونس

"আর এই কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা কল্পনাপ্রসূত রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটা তো সেই কিতাবসমূহের সমর্থক, যা এর পূর্বে (অবতীর্ণ) হয়েছে এবং বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। (এ হল) বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে (অবতীর্ণ)।" (ইউনুস ঃ ৩৭)

কিন্তু মানুষের জ্ঞান বড় সীমিত। আর যে জিনিস তাদের জ্ঞানে ধরে না, সে জিনিসকে তারা অবাস্তব ধারণা করে, মিথ্যা মনে করে। অথচ এটা তাদের জন্য

উচিত নয়। আর যদি তারা ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার সাথে তা করে, তাহলে অবিশ্বাসের অশুভ পরিণামের জন্য তাদের প্রস্তুত থাকা উচিত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ} (٣٩) سورة يونس

"বরং তারা এমন বিষয়কে মিথ্যা মনে করেছে, যাকে নিজ জ্ঞানের পরিধিতে আনয়ন করেনি এবং এখনো তাদের নিকট ওর পরিণাম (আযাব বা ব্যাখ্যা) এসে পৌঁছেনি। এরূপভাবে তারাও মিথ্যা মনে করেছিল, যারা তাদের পূর্বে গত হয়েছে; অতএব দেখ সেই অত্যাচারীদের পরিণাম কী হয়েছিল।" *(ইউনুসঃ ৩৯)*

কোন মানুষ উদার হলে এবং নিরপেক্ষ মন নিয়ে এ গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে, সে বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, এ গ্রন্থ মানবরচিত নয়।

যেহেতু এ গ্রন্থ এমন সাহিত্যমন্ডিত, সুপাঠ্য ও সুশ্রাব্য, তাতেও রয়েছে অলৌকিকতা।

অদৃশ্য বিষয়ক যে সকল সংবাদ এতে পরিবেশিত হয়েছে, তাতেও রয়েছে অলৌকিকতা।

আধুনিক বিজ্ঞানের তথ্য বিষয়ক যে সকল খবর আগাম দেওয়া হয়েছে, তাতেও রয়েছে অলৌকিকতা।

আমাদের শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে যে সকল মু'জিযা দান করা হয়েছিল, তার মধ্যে সব চাইতে বড় মু'জিযা হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। যা অধ্যয়ন করেই বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। তিনি বলেছেন,

« مَا مِنَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِىٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِىَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِى أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَىَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

"নবীগণের মধ্যে প্রত্যেক নবীকেই এমন নিদর্শনাবলী দেওয়া হয়েছিল, যার অনুরূপ দেখে মানুষ তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল। আর আমাকে যা দেওয়া হয়েছে, তা হল অহী, আল্লাহ আমার প্রতি প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি অবশ্যই আশা করি যে, কিয়ামতের দিন তাঁদের মধ্যে আমার অনুসারী সবার চেয়ে বেশি হবে।" *(বুখারী ৪৯৮১, মুসলিম ৪০২নং)*

বিদিত যে, প্রত্যেক নবীর মু'জিযা তাঁর জীবদ্দশাতেই শেষ হয়ে গেছে। তাঁর

উপস্থিত শিষ্য ব্যতীত পরবর্তীকালের কোন অনুসারী তা দেখতে সক্ষম হননি। কিন্তু সর্বশেষ নবীর এই মু'জিযা কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে এবং মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে। এই কুরআনের অলৌকিকতা যুগ-যুগ ধরে প্রকাশ পেতে থাকবে। দিলজয়ী এ কুরআন, কালজয়ী এ কুরআন।

মক্কার নূর পর্বতের শীর্ষে হীরা গুহায় শুরু ক'রে মদীনার শেষ জীবন পর্যন্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই অলৌকিক। মহানবী ﷺ-এর তিরোধানের আগেই কুরআন পরিপূর্ণ হল। শব্দাক্ষরে সংরক্ষিত হওয়ার পূর্বে মানুষের বুকে-বুকে সংরক্ষিত হল। মহান প্রতিপালক সে সংরক্ষণের দায়িত্বভার নিজে বহন করলেন। বিশেষ যত্ন, পঠন-পাঠন ও বর্ণনাধারার মাধ্যমে কুরআন গ্রন্থাকারে সুরক্ষিত হল। অবতীর্ণ হওয়ার সময় জিন শয়তান ও তারপর মনুষ্য শয়তান ও বহু দুশমনের বিকৃতির অপচেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে কুরআন অবিকৃত রয়ে গেল। চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত বিফলে গেল। তাই কালজয়ী এ কুরআন তার অবতীর্ণকালে অলৌকিক ছিল। তারপর তার সকল শব্দ ও অর্থ নিয়ে তা অলৌকিক থাকল। মহান প্রতিপালকের বিশেষ সংরক্ষণের কিয়ামত পর্যন্ত অলৌকিক হয়েই তা সুরক্ষিত থাকবে।

ওরা নাই-বা চাইল। ওরা যা চায়, তাতে সুমহান স্রষ্টার কিছু আসে-যায় না।

{يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} (٨) الصف

"ওরা আল্লাহর জ্যোতিকে ওদের মুখ দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন; যদিও অবিশ্বাসীরা তা অপছন্দ করে।" (স্বাফ্ঃ ৮)

কুরআনের যুগ পুরনো নয়। বহু শতাব্দী পূর্বে অবতীর্ণ হলেও কুরআন যেন আমাদেরকে বলে 'পিছনের দিকে এগিয়ে চল।' যেহেতু হে মানুষ! 'তেরী বিমারী পুরানী, দাওয়া ভী পুরানী।'

কুরআন আলো

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব-দানবের জন্য আলো, জ্ঞানের আলো, আধ্যাত্মিক আলো, হিদায়াতের আলো, সুপথ চলার অন্ধকারে জ্যোতি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن

جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٢)

"এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বিশ্বাস) কি। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর।" (শূরা ঃ ৫২)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا} (١٧٤) النساء

"হে মানব! তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তোমাদের নিকট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে এবং আমি তোমাদের প্রতি স্পষ্ট জ্যোতি অবতীর্ণ করেছি।" (নিসা ঃ ১৭৪)

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (١٦) سورة المائدة

"হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! আমার রসূল তোমাদের নিকট এসেছে, তোমরা কিতাবের যা গোপন করতে, সে তার অনেক অংশ তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক কিছু (প্রকাশ না ক'রে) উপেক্ষা ক'রে থাকে। অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বার ক'রে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (মায়িদাহ ঃ ১৫- ১৬)

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (١٥٧) سورة الأعراف

"যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল

যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম।" (আ'রাফ ঃ ১৫৭)

{فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٨) سورة التغابن

"অতএব তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও যে জ্যোতি আমি অবতীর্ণ করেছি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর। তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।" (তাগাবুন ঃ ৮)

দুনিয়া ছিল কুফরী ও শির্কের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কুরআনের আলো এল তা দূরীভূত করার জন্য।

মনুষ্য সমাজে ছিল নানা ভেদাভেদ, অন্যায়-অত্যাচার, অসদাচার ও অশ্লীলতার তমস। কুরআনের জ্যোতি এল তা বিলীন করার জন্য।

কোটি-কোটি মানুষের কোটি-কোটি মন। চলার পথ নিয়ে তাদের নানা মতভেদ, পথের উপরে ঘনঘটা অন্ধকার। কুরআন এল আলো হয়ে সেই অন্ধকার দূরীভূত করতে।

মানুষের মনের গহিনে ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি। কুরআন এল জ্যোতি হয়ে মনের আকাশে সুপ্রভাত আনয়ন করার জন্য।

কুরআনের শিক্ষা, উপদেশ, আদেশ-নিষেধ সব কিছুই আলো। হে মানুষ! কুরআন বুঝে পড়, জীবনে চলার পথে আলো পাবে।

হৃদয়ে রয়েছে সন্দেহের বেড়াজাল। হে মানুষ! কুরআন পড়, সকল সন্দেহ দূরীভূত হবে।

অন্ধকারে দিশাহারা, পথহারা মানুষ! কুরআন পড়, দিশা পাবে, সুপথ পাবে। আলোকোজ্জ্বল হবে তোমার জীবন। সুস্পষ্ট হবে ইহকাল থেকে পরকালের আপন গৃহে তোমার ফিরে যাওয়ার পথ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ ، وَذِكْرِ اللهِ ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ ، وَذُخْرٌ لَكَ فِي

السَّمَاءِ)).

"তুমি কুরআন তিলাঅত ও আল্লাহর যিক্‌র করতে থেকো। কারণ তা পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো এবং আকাশে তোমার জন্য সঞ্চিত গুপ্তধন।" *(ইবনে হিব্বান ৩৬১, সঃ তারগীব ১৪২২, ২২৩৩নং)*

কুরআন হিদায়াত

কুরআন হিদায়াত ও পথপ্রদর্শক, পথনির্দেশক গ্রন্থ, পথের দিশারী, গাইড-বুক। মহান আল্লাহ সমগ্র মানব জাতির হিদায়াতের জন্য কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন। তিনি বলেছেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٢٣) سورة الزمر

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" (যুমার ঃ ২৩)

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ} (٥٢)

"এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কী, ঈমান (বিশ্বাস) কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ

করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর।" (শূরা ঃ ৫২)

যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, এর দ্বারা মহান আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করেন। তিনি বলেছেন,

{قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ (١٥) يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ } (١٦)

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর নিকট হতে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব এসেছে। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এ (জ্যোতির্ময় কুরআন) দ্বারা তিনি তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন এবং নিজ অনুমতিক্রমে (কুফরীর) অন্ধকার হতে বার ক'রে (ঈমানের) আলোর দিকে নিয়ে যান এবং তাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন।" (মায়িদাহ ঃ ১৫- ১৬)

তিনি সাবধানী আল্লাহ-ভীরুদেরকে কুরআন দ্বারা পরিপূর্ণ হিদায়াত করেন। তিনি বলেছেন,

{الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (٢) سورة البقرة

"আলিফ লা-ম মী-ম। এ গ্রন্থ; (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক।" (বাক্বারাহ ঃ ২)

এ কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সঠিক পথে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الـصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} (٩) سورة الإسراء

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৯)

এ কুরআন তার অনুসারী জিন-ইনসানকে সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহ জিনের একটি সম্প্রদায়ের কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

{قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ } (٣٠) سورة الأحقاف

"তারা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মূসার পরে, তা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে, তা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।" (আহক্বাফ ঃ ৩০)

{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} (٢) سورة الجن

"বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ক'রে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।" (জ্বিন ঃ ১-২)

কুরআন হল পথের দিশারী, আল্লাহর পথের দিশারী, বেহেশ্‌তের পথের দিশারী। পার্থিব জীবন সুখী করার পথ-নির্দেশক। কুরআনে রয়েছে হিদায়াতের যাবতীয় উপায়-উপকরণ। কুরআনে রয়েছে আদেশ-নিষেধ-উপদেশ। হালাল ও হারাম, সঠিক ও বেঠিক, হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য। দুনিয়া ও আখেরাতের সুখের জন্য সঠিক পথের গাইড।

অনেকে বলে থাকেন, মানব একটি যন্ত্র, আর কুরআন হল তার ম্যানুয়াল। নির্মাতার ম্যানুয়াল না পড়ে যেমন যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়, তেমনি মানব-স্রষ্টার কুরআন না পড়ে মানব-যন্ত্র চালানো অসম্ভব। ম্যানুয়ালে পরিচালন-পদ্ধতির সকল বিবরণ লেখা থাকে। কোন্ জায়গায় তেল দিতে হবে, কোন্ জায়গায় পানি দিতে হবে, খারাপ হলে কীভাবে তা সারা যাবে ইত্যাদি। মানব-গাড়িও ড্রাইভ করা সম্ভব নয়, যদি না তার ম্যানুয়াল ঠিকমতো পড়া ও অনুসরণ করা হয়। আন্দাজে-অনুমানে তেলের জায়গায় পানি, আর পানির জায়গায় তেল ঢাললে যেমন কোন যন্ত্র বা গাড়ির অবস্থা হয়, তেমনি কুরআন বুঝে না পড়লে এবং তার অনুসরণ না করলে একটি মানবের সেই অবস্থাই হতে পারে।

মহান স্রষ্টার নির্দেশিকায় আমরা বুঝতে পারি যে, কুরআন হল মানব ও দানব জাতির জন্য পথের দিশারী। তাদের মধ্যে আল্লাহর ইচ্ছায় যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায়, যারা সাবধানী ও আল্লাহ-ভীরু হয়, কেবল তারাই এর দ্বারা পথের দিশা পায়।

সকালের আলো সকলের জন্য উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু কেবল সেই মানুষই সেই আলো দ্বারা উপকৃত হয়, যে ঘুম ছেড়ে জেগে ওঠে। কবি যথার্থই বলেছেন,

'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে গো মা রাত পোহাবে তবে।'

যদি কেউ কুরআনে বিশ্বাসই না করে, তাহলে সে হিদায়াত পাবে কীভাবে? অন্ধ কি আলোর দিশা পেতে পারে? আলো দ্বারা উপকৃত হয় কেবল চক্ষুষ্মান লোকেরা।

বলা বাহুল্য, কুরআন আল্লাহ-ভীরুদের জন্য হিদায়াত। যেহেতু তারাই আল্লাহ ও তার কুরআনকে বিশ্বাস করে। আল্লাহকে ভয় ক'রে তার আদেশ-নিষেধ পালন করে। তারাই কামনা করে,

'যেন শুনি কানে সদা
তোমারই কালাম হে খোদা
চোখে যেন দেখি শুধু
কোরআনের আয়াত
খোদা কোরআনের আয়াত।
শোন শোন ইয়া ইলাহী আমার মোনাজাত
খোদা আমার মোনাজাত।'[২]

তারাই লাভ করে কুরআনী আলোক, তারাই পায় সত্য ও সৎপথের দিশা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِن تَتَّقُواْ اللّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (٢٩) سورة الأنفال

"হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।" (আন্‌ফাল ঃ ২৯)

তাহলে বিশ্বাস ও ভয় হল হিদায়াত লাভের পূর্বশর্ত। তাছাড়া হিদায়াত হল দুই প্রকারের ঃ-

(২) প্রকাশ থাকে যে, 'খোদা' মহান আল্লাহর কোন নাম নয়। সুতরাং তাঁকে 'খোদা' বলে ডাকা সঠিক নয়।

এক ঃ পথ-প্রদর্শন

দুই ঃ গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর তওফীক দান।

সুতরাং আল্লাহ-ভীরুরা দুই শ্রেণীরই হিদায়াত লাভ ক'রে থাকে। পক্ষান্তরে অন্যেরা পথের সন্ধান পেলেও সে পথে চলে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর তওফীক লাভ করে না।

হ্যাঁ, অন্য বহু হিদায়াত রয়েছে, যাতে দাবী করা হয় যে, তা সঠিক পথের দিশা দিয়ে থাকে। কিন্তু কুরআনী হিদায়াত হল সর্বশ্রেষ্ঠ হিদায়াত, যেমন শেষনবী হলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

জাবের ﷺ বলেন, একদা উমার ﷺ-এর হাতে একটি পাতা ছিল, যার মধ্যে তাওরাতের কিছু অংশ লিখা ছিল। মহানবী ﷺ তা দেখে রাগান্বিত হয়ে তাঁকে বললেন, "আমার ব্যাপারে কি কোন সন্দেহ আছে হে ইবনে খাত্ত্বাব? আমি কি শুভ্র ও নির্মল শরীয়ত নিয়ে আগমন করিনি? যদি আমার ভাই মূসা জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর অন্য কোন এখতিয়ার থাকত না।"

অন্য বর্ণনামতে উমার ﷺ তাঁর নিকট এসে বললেন, আমরা ইয়াহুদীদের নিকট কিছু এমন কথা শুনি যা আমাদেরকে ভালো লাগে। আপনার কী রায়, তার কিছু লিখে নেব কি? তা শুনে তিনি বললেন, "তোমরাও কি নির্বিচারে সব কিছু মেনে নিতে চাও, যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা মেনে নিয়েছে? যদি মূসা জীবিত থাকতেন, তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাঁর অন্য কোন এখতিয়ার থাকত না।" *(আহমাদ ১৫১৫৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৬নং)*

কুরআন ওয়ায-ভান্ডার

ওয়ায-নসীহত হল শাস্তির ভয় দেখিয়ে, ধমক দিয়ে, কল্যাণ স্মরণ করিয়ে, অকল্যাণ থেকে সতর্ক ক'রে, আদেশ-নিষেধ ক'রে এবং অমান্য করার পরিণাম উল্লেখ ক'রে হৃদয় গলানো উপদেশ দেওয়ার নাম। ভয় ও আশা দিয়ে পুরস্কার ও তিরস্কার উল্লেখ ক'রে মনকে নরম করার মতো কথামালা হল ওয়ায। যে ওয়ায পড়ে বা শুনে হৃদয় নরম হয়, অশ্রু বিগলিত হয়, মন প্রভাবান্বিত হয়, কুপ্রবৃত্তির নাকে লাগাম পড়ে, সুকুমার বৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হয়। অবাধ্যকে বাধ্য বানাবার এবং বাধ্যকে ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াসে তার ফলাফল উল্লেখ ক'রে যে কথা বলা হয়, তাই হল ওয়ায-নসীহত।

কুরআন হল একটি ওয়ায-গ্রন্থ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاء لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } (٥٧) سورة يونس

"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ (ওয়ায-বাণী) ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে।" (ইউনুস ঃ ৫৭)

{هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ} (١٣٨) سورة آل عمران

"এ মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর ধর্মভীরুদের জন্য পথের দিশারী ও উপদেশ (ওয়ায-বাণী)।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

{وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} (١٢٠) سورة هود

"রসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ (ওয়ায-বাণী) ও স্মরণীয় বস্তু।" (হূদ ঃ ১২০)

{وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ}

"আমি তোমাদের নিকট অবতীর্ণ করেছি সুস্পষ্ট বাক্য, তোমাদের পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত এবং সাবধানীদের জন্য উপদেশ (ওয়ায-বাণী)।" *(নূর ঃ ৩৪)*

কুরআনে যেমন সওয়াব ও পুরস্কারের কথা রয়েছে, তেমনি তাতে আছে ধমক ও তিরস্কারের কথা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا} (١١٣) سورة طه

"এইরূপেই আমি কুরআনকে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি এবং ওতে সতর্কবাণী (ধমক ও হুমকি) নানাভাবেই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা সংযত হয় অথবা এটা তাদের জন্য উপদেশ হয়।" (ত্বা-হা ঃ ১১৩)

{نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ}

"তারা যা বলে, তা আমি খুব জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও; সুতরাং যে আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি (ধমক ও হুমকি)কে ভয় করে, তাকে

কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দান কর।” (ক্বাফ ঃ ৪৫)

বলা বাহুল্য যে, ওয়ায হল দুই প্রকার ঃ-

এক ঃ (কওনিয়্যাহ) প্রাকৃতিক আপদ-বিপদ, যা প্রাকৃতিকভাবে মানুষের উপর আসে এবং তাকে শিক্ষা দিয়ে যায় বা সতর্ক ক’রে যায়।

দুই ঃ (শরইয়্যাহ) শরয়ী ওয়ায, যা কুরআন ও হাদীসের বাণী এবং বিগত জাতির ইতিহাস বা স্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা ক’রে হয়।

প্রকৃতপ্রস্তাবে মু’মিন-মুত্তাকীরাই উভয় প্রকার ওয়ায দ্বারা উপকৃত হয়। নচেৎ অবিশ্বাসী প্রাকৃতিক আপদ-বিপদকে কেবল প্রাকৃতিক, প্রকৃতির তান্ডব বা লীলাই ধারণা করে।

প্রাকৃতিকভাবে মরণ আসে। আপনজন কেউ মারা গেলে সেখান থেকে মু’মিন শিক্ষা গ্রহণ করে। আরবরা বলে থাকে, كفى بالموت واعظاً অর্থাৎ, ওয়াযের জন্য মরণই যথেষ্ট। মৃত্যুই উপযুক্ত ওয়াযকারী বা উপদেশ। এইভাবে অসুখ-বিসুখ, বন্যা-ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ওয়ায।

আর কুরআন হল শরয়ী ওয়ায-ভান্ডার, তার দ্বারাও কেবল মু’মিন-মুত্তাকীরাই উপকৃত হয়ে থাকে। যেহেতু মু’মিনের মধ্যে একটা জাগ্রত সত্তা থাকে, যা অন্যের মধ্যে নেই।

কুরআন নববী অসিয়ত

অসিয়ত মানে বিশেষ আদেশ বা উপদেশ বা প্রত্যাদেশ। কুরআন সম্বন্ধে অসিয়ত মানে, কুরআনের হিফাযত কর, কুরআন নিয়মিত অধ্যয়ন কর, মান্য কর, তার আদেশ-নিষেধ পালন কর। কুরআনী জ্ঞান শিক্ষা কর ও শিক্ষা প্রদান কর।

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ ﷺ বারবার আম ও খাসভাবে অসিয়ত করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন আবী আওফা ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কোন কিছুর অসিয়ত করেছেন?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তিনি আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিতাবের ব্যাপারে অসিয়ত করেছেন।’ (বুখারী ২৭৪০, মুসলিম ৪৩১৪নং)

মহানবী ﷺ-এর হজ্জের বিবরণে জাবের ﷺ বলেছেন, এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবার সামনে তিনি আরাফাতের খুতবায় বলেছেন,

((وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ)).

"আর অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব। তোমরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, সুতরাং তোমরা কী বলবে?"

তাঁরা সকলেই বলেছিলেন, 'আমরা সাক্ষ্য দেব যে, (আপনার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা) আপনি পৌঁছে দিয়েছেন, (আমানত) আদায় ক'রে দিয়েছেন এবং (উম্মতের জন্য) হিতাকাঙ্ক্ষা ও নসীহত করেছেন।'

অতঃপর মহানবী ﷺ আসমানের দিকে আঙ্গুল তুলে এবং লোকেদের দিকে ফিরিয়ে ইঙ্গিত ক'রে তিনবার বলেছিলেন, "হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" অথবা তিনি তিনবার বললেন, "আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" *(মুসলিম ৩০০৯নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ প্রমুখাৎ বর্ণিত, বিদায়ী হজ্জে আল্লাহর রসূল ﷺ লোকেদের মাঝে খুতবা (ভাষণ) দিলেন। তাতে তিনি বললেন,

((قد يئس الشيطان بأن يعبد بأرضكم و لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحاقرون من أعمالكم فاحذروا يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا : كتاب الله و سنة نبيه ﷺ)).

"শয়তান এ বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই মাটিতে তার উপাসনা হবে। কিন্তু এতদ্ব্যতীত তোমরা যে সমস্ত কর্মসমূহকে অবজ্ঞা কর, তাতে তার আনুগত্য করা হবে---এ নিয়ে সে সন্তুষ্ট। সুতরাং তোমরা সতর্ক থেকো! অবশ্যই আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি; যদি তা দৃঢ়তার সাথে ধারণ করে থাকো তবে কখনই তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না; আর তা হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ (কুরআন ও হাদীস)" *(হাকেম ৩ ১৮, সহীহ তারগীব ৩৬নং)*

যায়দ বিন আরকাম বলেন, একদিন মক্কা-মদীনার মধ্যপথে 'খুম' নামক জলাশয়ের ধারে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন। সুতরাং তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে ওয়ায-নসীহত করার পর বললেন,

« أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِىَ رَسُولُ رَبِّى فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ».

“অতঃপর হে লোক সকল! শোনো, আমি একজন মানুষ মাত্র, শীঘ্রই (আমার নিকট) আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং আমি (আল্লাহর নিকট যাওয়ার জন্য) তাঁর ডাকে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দু’টি ভারী (গুরুত্বপূর্ণ) বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। তার মধ্যে একটি আল্লাহর কিতাব, যাতে হিদায়াত ও আলো রয়েছে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ কর এবং তা মযবুত ক’রে ধারণ কর।” সুতরাং তিনি আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে লোকেদের মনে উৎসাহ ও আগ্রহ সৃষ্টি করলেন। *(মুসলিম ৬৩৭৮নং)*

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অসিয়ত করুন।’ তিনি বললেন,

((أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ ، فَإِنَّهُ رَأْسُ الأَمْرِ كُلِّهِ)).

“আমি তোমাকে আল্লাহ-ভীতির অসিয়ত করছি, কারণ তা সকল বিষয়ের প্রধান।”

আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আরো কিছু অসিয়ত করুন।’ তিনি বললেন,

((عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ ، وَذِكْرِ اللهِ ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ ، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ)).

“তুমি কুরআন তিলাঅত ও আল্লাহর যিক্‌র করতে থেকো। কারণ তা পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো এবং আকাশে তোমার জন্য সঞ্চিত গুপ্তধন।” (ইবনে হিব্বান ৩৬১, সঃ তারগীব ১৪২২, ২২৩৩নং)

কুরআনের শপথ

কুরআনের মাহাত্ম্য প্রমাণে এ কথা বলা যায় যে, মহান প্রতিপালক একাধিকবার তার শপথ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يس (١) وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ} (٢) سورة يس

“ইয়া-সীন, জ্ঞানগর্ভ কুরআনের শপথ।” (ইয়াসীন ঃ ১-২)

{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} (١) سورة ص

"স্বা-দ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)।" *(স্বাদঃ ১)*

{ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} (١) سورة ق

"ক্বাফ, শপথ গৌরবান্বিত কুরআনের।" (ক্বাফ ঃ ১)

{حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ} (٢) سورة الزخرف

"হা-মীম। সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ।" (যুখরুফ ঃ ১-২)

{حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ} (٢) سورة الدخان

"হা-মীম, সুস্পষ্ট গ্রন্থের শপথ!" (দুখান ঃ ১-২)

{وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ} (٢) سورة الطور

"শপথ লিপিবদ্ধ কিতাবের।" (ত্বূর ঃ ২)

অবশ্য উক্ত কিতাব মানে 'লওহে মাহফূয'ও হতে পারে। মোটকথা, মহান প্রতিপালক যার কসম খেয়েছেন, তার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা যে বিশাল, তা অনুমান করা যায়।

অনুরূপভাবে মানুষও কুরআনের কসম খেতে পারে। যেহেতু তা আল্লাহর কালাম ও তাঁর সিফাত। অবশ্য মুসহাফ (গ্রন্থাকারের কুরআন) ধরে শপথ করার রীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের যুগে ছিল না। *(ফাতাওয়া নূরুন আলাদ দার্ব, ইবনে উষাইমীন)* এই জন্য কুরআন না ছুঁয়ে তার কসম খাওয়া উচিত। যেহেতু মুসহাফে রয়েছে আল্লাহর কালাম, সেটা তাঁর সিফাত, কোন সৃষ্টি নয়। কিন্তু তার কাগজ-কালি ইত্যাদি সৃষ্টি। পরন্তু তার প্রথম ও শেষাংশে মানুষের কালামও থাকে।

বলা বাহুল্য, কুরআনের শপথ করার ক্ষেত্রেও আমরা কুরআনের তা'যীম ও মাহাত্ম্য অনুমান করতে পারি।

কুরআনের প্রভাব

কুরআনের প্রভাব আছে, আর সেই প্রভাব দেখে তার মহত্ত্ব ও মাহাত্ম্য অনুমান করা যায়। এ কুরআন পড়লে বা শুনলে মানব-দানবের উদার ও উন্মুক্ত মনে প্রভাব বিস্তার করে। প্রভাবান্বিত করে পর্বতের মতো নিথর বস্তুকেও।

বিশ্বাসী মনে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করে কুরআন। হৃদয়ে সংশুদ্ধি আনে, বক্ষে প্রশস্ততা দান করে, অন্তরে আলো বিকীর্ণ করে। মন থেকে শয়তান বিতাড়িত করে, ঈমানে সমৃদ্ধি দান করে এবং মু'মিনকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে।

কুরআন পাঠ বা শ্রবণ হৃদয় কোমল করে, চক্ষু বিগলিত করে। সুমহান স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীর প্রভাবে, তা পড়তে পারা বা শুনতে পারার আনন্দে, তা বুঝতে পারার খুশীতে, তার শাস্তির ভয়ে এবং ক্ষমা ও পুরস্কার লাভের আশায় চোখে পানি বয়ে যায়।

প্রথমতঃ আমরা কুরআনে দেখব কুরআনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির কথা।

১। এ কুরআন ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের জ্ঞানী লোকেদের মনে প্রভাব সৃষ্টি করেছে। ফলে তারা সজল নেত্রে ঈমান আনয়ন ক'রে মুসলমান হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (٨٣) سورة المائدة

"যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত কর।" (মায়িদাহ ঃ ৮৩)

২। আমভাবে জ্ঞানী লোকেরা এ কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হন। কুরআনের বাণী পড়ে বা শুনে তাঁরা কেঁদে লুটিয়ে পড়েন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} (١٠٩) سورة الإسراء

"তুমি বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৭-১০৯)

৩। মহান আল্লাহর খাস নিয়ামতপ্রাপ্ত ও পুরস্কৃত ব্যক্তিবর্গ ইলাহী বাণী শুনে কান্না সহকারে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُـوحٍ وَمِـن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَـى عَلَـيْهِمْ آيَـاتُ الـرَّحْمَن خَـرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} (٥٨) سورة مريم

"নবীদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এরাই তারা, আদমের ও যাদেরকে আমি নূহের সাথে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম তাদের বংশোদ্ভূত, ইব্রাহীম ও ইস্রাঈলের বংশোদ্ভূত ও যাদেরকে আমি পথ নির্দেশ করেছিলাম ও মনোনীত করেছিলাম তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিকট পরম করুণাময়ের আয়াত আবৃত্তি করা হলে তারা ক্রন্দন করতে করতে সিজদায় লুটিয়ে পড়ত।" (মারয়্যাম ঃ৫৮)

৪। প্রকৃত মু'মিনদের হৃদয় কুরআনী বাণী পড়ে বা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَـيْهِمْ آيَاتُـهُ زَادَتْهُـمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٢) سورة الأنفال

"বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।" (আন্‌ফাল ঃ ২)

৫। কুরআনী বাণী পড়ে বা শুনে আল্লাহ-ভীরু মুসলিমদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُـودُ الَّـذِينَ يَخْـشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَـشَاء وَمَـن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٢٣) سورة الزمر

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর

তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" (যুমার ঃ ২৩)

বাকী মু'মিনদেরকে কি সে সময় আসেনি? কুরআনী বাণী পাঠ ক'রে অথবা শ্রবণ ক'রে হৃদয় নরম ও অশ্রু বিগলিত করার সময় কি এখনও হয়নি?

মহান আল্লাহ বলছেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" (হাদীদ ঃ ১৬)

যারা কুরআন পড়তে জানে না, তাদের কুরআন শেখার, যারা পড়তে জানে, তাদের কুরআন পড়ার, যারা কুরআন বোঝে না, তাদের কুরআন বোঝার এবং যারা হৃদয়ঙ্গম ক'রে মনকে প্রভাবিত করতে পারে না, তাদের তা করার সময় কি এখনও আসেনি?

'আজ করব না করব কালি
এইভাবে দিন গেলই খালি
এক পা কেবল পাড়ে আছে
এক পা আছে নায়।'

দ্বিতীয়তঃ কুরআনী প্রভাবের কথা আমরা হাদীসে দেখব।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "তুমি আমার সামনে কুরআন তিলাঅত কর।" উত্তরে আমি আরজ করলাম, 'আমি আপনার সামনে তিলাঅত করব, অথচ তা আপনার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে?' তিনি বললেন, "আমি অন্যের কাছ থেকে তা শুনতে ভালবাসি।" অতএব আমি সূরা 'নিসা' তিলাঅত করলাম। পরিশেষে যখন আমি এ আয়াতে এসে পৌঁছলাম; যার অর্থ, "তখন তাদের কী অবস্থা হবে, যখন প্রত্যেক সম্প্রদায় থেকে একজন সাক্ষী (নবী) উপস্থিত করব এবং তোমাকেও

তাদের সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব?" তখন তিনি আমাকে বললেন, "যথেষ্ট, এবার থাম।" আমি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দু'টি থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। *(বুখারী ৪৫৮২, ৫০৫০, ৫০৫৫, মুসলিম ১৯০৩-১৯০৫নং)*

আনাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইবনে কা'ব ﷺ-কে বললেন, "আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে 'সূরা লাম য়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু' পড়ে শুনাই।" কা'ব বললেন, '(আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" সুতরাং উবাই (খুশীতে) কেঁদে ফেললেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, উবাই কাঁদতে লাগলেন। *(বুখারী ৪৯৬০, ৪৯৬১, মুসলিম ১৯০০, ৬৪৯৬নং)*

উবাইদ বিন উমাইর ﷺ বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বললাম, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জীবনে সবচেয়ে বড় আশ্চর্যময় ঘটনা কী দেখেছেন, তা আমাদেরকে বলুন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, 'এক রাত্রে (নবী ﷺ) আমাকে বললেন, "আয়েশা! আজ রাতে আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য ছেড়ে দাও।" আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য চাই এবং তাই চাই, যা আপনাকে আনন্দ দান করে।' সুতরাং তিনি উঠে ওযূ করলেন এবং নামায পড়তে শুরু করলেন। নামাযে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বসে ছিলেন, (চোখের পানিতে) তাঁর কোল ভিজে গেল। তারপরও কাঁদতে লাগলেন। (সিজদায় গেলে অশ্রুতে) মাটি ভিজে গেল! (ফজরের আগে) বিলাল নামাযের খবর দিতে এলেন। তিনি যখন তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ ক'রে দিয়েছেন!' তিনি বললেন,

((أفلا أكون عبداً شكوراً ؟ لقد أنزلَتْ عليَّ الليلةَ آيةٌ (آيات) ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ..... الآية كلها)).

"আমি কি (আল্লাহর) শুক্‌রগুযার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। ধ্বংস তার জন্য, যে তা পড়েছে, অথচ তা নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা ক'রে দেখেনি।

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ}

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের

পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৯০ এর পরবর্তী সকল আয়াত, ইবনে হিব্বান ৬২০, সহীহ তারগীব ১৪৬৮-নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যাপারে আল্লাহর এ বাণী পাঠ করলেন,

{رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٣٦) سورة إبراهيم

"হে আমার প্রতিপালক! এসব প্রতিমা বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৬)* এবং ঈসা ﷺ-এর উক্তি (এ আয়াতটি পাঠ করলেন),

{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨) المائدة

"যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি প্রদান কর, তবে তারা তোমার বান্দা। আর যদি তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি অবশ্যই প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা মায়েদাহ ১১৮ আয়াত)* অতঃপর তিনি তাঁর হাত দু'খানি উঠিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত।" অতঃপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। আল্লাহ আয্‌যা অজাল্ল বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি মুহাম্মাদের নিকট যাও---আর তোমার রব বেশী জানেন---তারপর তাকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা কর?' সুতরাং জিব্রীল তাঁর নিকট এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সে কথা জানালেন, যা তিনি (তাঁর উম্মত সম্পর্কে) বলেছিলেন---আর আল্লাহ তা অধিক জানেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বললেন, 'হে জিব্রীল! তুমি (পুনরায়) মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বল, আমি তোমার উম্মতের ব্যাপারে তোমাকে সন্তুষ্ট ক'রে দেব এবং অসন্তুষ্ট করব না।' *(মুসলিম ৫২০নং)*

আবূ যার্র ﷺ বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন। তিনি তাতে ফজর পর্যন্ত একটি মাত্র আয়াত পাঠ করলেন। তাই দিয়ে রুকূ করলেন ও সিজদা করলেন। সে আয়াতটি হল,

{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨) المائدة

"তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" *(মায়িদাহ ঃ ১১৮)*

অতঃপর ফজর হলে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই আয়াতটি ফজর পর্যন্ত পড়তে থাকলেন, তাই দিয়ে রুকূ করলেন এবং সিজদা করলেন (কী ব্যাপার)?' তিনি বললেন,

((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا)).

"আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের নিকট আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে প্রদান করলেন। আর তা ইন শাআল্লাহ প্রত্যেক সেই ব্যক্তি লাভ করবে, যে মহান আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না।" *(আহমাদ ২ ১৩৬৬, ইবনে আবী শাইবাহ ৩ ১৭৬৭নং)*

এ ছিল মহান আল্লাহর প্রিয়তম নিষ্পাপ বান্দার কথা। তিনিও কাঁদতেন! মহান প্রতিপালকের বাণী পড়ে বা শুনে তিনি কাঁদতেন। মহান প্রভুর সাথে মুনাজাতে ও নামাযে তিনি কাঁদতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর ﷺ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন এবং তাঁর বুক থেকে উনানে স্থিত হাঁড়ির (ফুটন্ত পানি অথবা যাঁতার) মতো কান্নার অস্ফুট রোল শোনা যাচ্ছিল।' *(আহমাদ ১৬৩১২, আবূ দাউদ, ৯০৪, নাসাঈ ১২১৪নং প্রমুখ)*

তৃতীয়তঃ আমরা সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-গণের কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কিছু ঘটনায় দৃষ্টিপাত করব।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তার বাণী মানুষের উদার মনে বড় প্রতিক্রিয়াশীল হয়। যে পড়ে অথবা শোনে তার হৃদয়ের আমূল পরিবর্তন আসে। তার প্রতি অবিশ্বাস থাকলেও তার সুমধুর বাণী মানুষকে বিশ্বাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কেবল কুরআন পড়ে বা শুনে বহু মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, সে কথা আমাদের অজানা নয়। আসুন কিছু সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর জীবনে এ মর্মে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা জেনে নিই।

জুবাইর বিন মুত্ইম ﷺ বলেন, আমি (অমুসলিম অবস্থায়) একদা নবী ﷺ-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তূর পড়তে শুনলাম। সুতরাং তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন,

{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لاَ

يُوقِنُونَ (٣٦) أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ} (٣٧) سورة الطور

"তারা কি কোন কিছু ব্যতিরেকে আপনা-আপনিই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে না। নাকি তোমার প্রতিপালকের ভান্ডারসমূহ তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্ত্রক?" (ত্বূর ঃ ৩৫-৩৭)

আর এ ছিল আমার হৃদয়ে সর্বপ্রথম ঈমান প্রক্ষিপ্ত হওয়ার সময়। (বুখারী ৪৮৫৪, ইবনে মাজাহ ৮৩২নং)

আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ-এর নিকট ইয়ামান থেকে কিছু লোক আগমন করল। তারা কুরআন তিলাঅত করতে লাগল এবং কান্না করতে লাগল। তিনি তা দেখে বললেন, 'আমরা এমনই ছিলাম, অতঃপর হৃদয় কঠিন হয়ে গেছে।' (হিল্য়্যাহ, আবূ নুআইম ১/৩৪, আত্-তিব্য়্যান, নাওয়াবী ৬৮পৃঃ)

হযরত ওমর ﷺ-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত বিবরণাদির সমন্বিত সার-সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, এক রাত্রি তাঁকে বাড়ির বাইরে অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাত্রি যাপন করতে হয়। তিনি হারামে আগমন করেন এবং কা'বাগৃহের পর্দার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। নবী করীম ﷺ সে সময় নামাযে লিপ্ত ছিলেন। নামাযে তিনি সূরা 'আলহা-ক্কাহ' তিলাওয়াত করছিলেন। ওমর ﷺ নীরবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিলাওয়াত শ্রবণ করলেন এবং এর শব্দ-ঝংকার, বাক্য-বিন্যাস ও সুর-মাধুর্যে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও হতবাক হয়ে গেলেন।

হযরত ওমরের ﷺ বর্ণনা সূত্রে এটা বলা হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, আমি মনে মনে বললাম, 'আল্লাহর কসম! কুরাইশরা যেমনটি বলে থাকেন, তিনি হচ্ছেন একজন কবি।' কিন্তু এই সময় নবী ﷺ এই আয়াত পাঠ করেন,

{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ} (٤١) الحاقة

অর্থাৎ, এই কুরআন হচ্ছে একজন দূত কর্তৃক আনীত বাণী এবং এটা কোন কবির কথা নয়, কিন্তু এতে তোমরা খুব কমই বিশ্বাস স্থাপন কর। *(হা-ক্কাহঃ ৪১)*

হযরত ওমর ﷺ বলেন, আমি মনে মনে বললাম, 'আরে এতো হচ্ছে আমারই মনের কথা, তিনি কী ক'রে তা জানলেন। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ হচ্ছেন একজন গনৎকার।' আমার মনে এই ভাবের উদয় হওয়ার পর-পরই মুহাম্মাদ ﷺ তিলাওয়াত করলেন,

{وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ (٤٢) تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} (٤٣) الحاقة

অর্থাৎ, তা গনৎকারের উক্তিও নয়, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। তা রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নাযিলকৃত বাণী। (হা-ক্কাহ ঃ ৪২-৪৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ নামাযে সূরার শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন এবং হযরত ওমর ﷺ তা শ্রবণ করলেন। উক্ত প্রসঙ্গে হযরত ওমর ﷺ বলেছেন যে, 'সেই সময় ইসলাম আমার অন্তর-রাজ্যে স্থান অধিকার ক'রে বসল।'

প্রকৃতপক্ষে হযরত ওমরের ﷺ অন্তর-ভূমিতে এটাই ছিল ইসলাম বীজ বপনের প্রথম সময়। কিন্তু তখনো তাঁর চেতনায় অজ্ঞতা-প্রসূত আবেগ, আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ এবং পূর্ব-পুরুষগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যগত প্রভাব জগদ্দল প্রস্তরের ন্যায় তাঁর মন-মস্তিষ্ককে এতই প্রভাবিত ক'রে রেখেছিল যে, ইসলামের প্রাথমিক অনুভূতির কার্যকারিতা তেমন একটা ছিল না বললেই চলে। বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা একটা সংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল ঐকান্তিক।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্বভাবগত কঠোরতার কারণেই তিনি ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের অন্যতম বিপজ্জনক শত্রু। তিনি এতই বিপজ্জনক ছিলেন যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এক দিবস তিনি উলঙ্গ তরবারি হস্তে বহির্গত হন। রুদ্র মেজাজে তাঁর পথ চলার এক পর্যায়ে আকস্মিকভাবে নুআইম বিন আব্দুল্লাহ নাহহাম আদবী কিংবা বানু যোহরা কিংবা বানু মাখযুমের কোন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত অবস্থায় দেখে সেই ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে ওমর! কী উদ্দেশ্যে কোথায় চলেছ?' তিনি বললেন, 'মুহাম্মাদকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে চলেছি।'

লোকটি বলল, 'মুহাম্মাদকে হত্যা ক'রে তুমি বানু হাশেম ও বানু যোহরা থেকে কীভাবে রক্ষা পাবে?'

ওমর বললেন, 'মনে হচ্ছে তোমরাও পূর্বপুরুষগণের ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে বেদ্বীন হয়ে গেছ।'

লোকটি বলল, 'ওমর! একটি আজব কথা তোমাকে শোনাব না কি? তোমার ভগিনী এবং ভগ্নীপতিও তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে বেদ্বীন হয়ে গেছে।'

এ কথা শুনে হযরত ওমর ﵁ প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ডে ঘৃত পড়ার ন্যায় ক্রোধাগ্নিতে দপ করে জ্বলে উঠলেন এবং সোজা ভগ্নীপতির গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে হযরত খাব্বাব বিন আরাত্ একটি সহীফার সাহায্যে সূরায়ে ত্বা-হার অংশ বিশেষ স্বামী-স্ত্রীকে তালীম দিচ্ছিলেন। হযরত খাব্বাব তাঁদের তালীম দেওয়ার জন্য নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতেন। হযরত খাব্বাব যখন হযরত ওমরের সেখানে গমনের শব্দ শ্রবণ করলেন, তখন তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করলেন এবং ওমরের বোন ফাতেমা সহীফা খানা লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু হযরত ওমর ﵁ বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে হযরত খাব্বাবের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কণ্ঠে মৃদু-মৃদু আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম যেন।'

তাঁর বোন উত্তর করলেন, 'না তেমন কিছুই না। আমরাই পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম।'

হযরত ওমর ﵁ বললেন, 'সম্ভবতঃ তোমরা উভয়েই বেদ্বীন হয়ে গেছ?'

ভগ্নীপতি সাঈদ বললেন, 'আচ্ছা ওমর! বলত, তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম যদি সত্য থাকে, তবে করণীয় কী হবে?''

এ কথা শোনা মাত্র হযরত ওমর ﵁ তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে ভগ্নীপতিকে নির্মমভাবে প্রহার করতে শুরু করলেন। নিরুপায় ভগিনী জোর ক'রে ভ্রাতাকে স্বামী থেকে পৃথক ক'রে দিলেন। এতে আরও ক্রুদ্ধ হয়ে ওমর ﵁ তাঁর বোনের গন্ডদেশে এমন এক চপেটাঘাত করলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখমন্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগ্নী ক্রোধ ও আবেগ জড়িত কণ্ঠে বললেন, 'ওমর! তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য যদি সত্য হয়'---এই বলে তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করলেন,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ.

অর্থঃ- আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসুল।

শাহাদতের এই বাণী শ্রবণ করা মাত্র ওমর ﵁-এর ভাবান্তর শুরু হয়ে গেল। তিনি তাঁর বোনের রক্তাক্ত মুখমন্ডল দেখে যারপরনাই লজ্জিত হলেন। অতঃপর তিনি বোনকে সম্বোধন ক'রে দয়ার্দ্র কণ্ঠে বললেন, 'তোমাদের নিকট যে বই খানা আছে আমাকে একবার পড়তে দাও না দেখি।'

বোন বললেন, 'তুমি অপবিত্র রয়েছ। অপবিত্র লোকের এই বই স্পর্শ করা চলে না। শুধুমাত্র পবিত্র লোকেরাই এই বই স্পর্শ করতে পারবে। তুমি গোসল ক'রে এসো, তবেই এই বই স্পর্শ করতে পারবে।'

হযরত ওমর ﷺ গোসল ক'রে পাক-সাফ হলেন। তারপর সহীফা খানা হাতে নিলেন এবং 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়লেন। বলতে লাগলেন, 'এ তো বড়ই পবিত্র নাম!' অতঃপর সূরায়ে ত্বা-হা শুরু হতে

{إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} (١٤) سورة طـه

পর্যন্ত (১৪ আয়াত) পাঠ করলেন। বললেন 'এ তো বড়ই উত্তম এবং বড়ই সম্মানিত কথা। আমাকে মুহাম্মাদের ﷺ সন্ধান বল।'

হযরত ওমরের ﷺ এ কথা শুনে হযরত খাব্বাব ﷺ তাঁর গোপনীয় অবস্থান থেকে এসে বললেন, 'ওমর! সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আমার আশা যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বিগত বৃহস্পতিবার রাত্রে তোমার সম্পর্কে যে প্রার্থনা করেছিলেন (হে আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহাল বিন হিশাম দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর), তা কবুল হয়েছে। এই সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ সাফা পর্বতের নিকটস্থ বাসভবনে অবস্থান করছেন।'

হযরত খাব্বাবের ﷺ মুখ থেকে এ কথা শ্রবণের পর হযরত ওমর ﷺ তাঁর তরবারি খানা কোষে প্রবেশ করিয়ে নিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাসভবনের পথ ধরে চলতে লাগলেন। অতঃপর তিনি বাড়ির বহিরাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ব্যক্তি উঁকি দিয়ে দেখতে পেলেন যে, কোষবদ্ধ তলোয়ার সহ ওমর দন্ডায়মান রয়েছেন। ঝট্‌পট্ রাসুলুল্লাহর ﷺ-কে তা অবগত করানো হল। উপস্থিত লোকজন যাঁরা সেখানে ছিলেন, সকলেই সঙ্গে সঙ্গে কাছাকাছি অবস্থায় সংঘবদ্ধ হয়ে গেলেন। সকলের মধ্যে এই সন্ত্রস্ত ভাব লক্ষ ক'রে হযরত হামযা ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী এমন হয়েছে?'

লোকজনেরা উত্তর দিলেন, 'ওমর বহিরাঙ্গনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।'

হযরত হামযা ﷺ বললেন, 'ঠিক আছে। ওমর এসেছে, দরজা খুলে দাও। যদি সে সদিচ্ছা নিয়ে আগমন ক'রে থাকে, তাহলে আমাদের তরফ থেকেও ইন শা-আল্লাহ সদিচ্ছার কোন অভাব হবে না। আর যদি সে কোন খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন ক'রে থাকে, তাহলে আমরা তাকে তার তলোয়ার দ্বারাই খতম

করব।'

এদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন এবং তাঁর ওপর অহী নাযিল হচ্ছিল। অহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি হযরত ওমরের ﷺ নিকট আগমন করলেন বৈঠক ঘরে। তিনি তাঁর কাপড় এবং তরবারির কোষ ধরে শক্তভাবে টান দিয়ে বললেন, "ওমর! যেরূপ অলীদ বিন মুগীরার উপর অবতীর্ণ হয়েছিল, সেইরূপ আল্লাহর তরফ থেকে যতক্ষণ না তোমার উপর লাঞ্ছনা, অবমাননা এবং শিক্ষামূলক শাস্তি অবতীর্ণ হয়েছে, ততক্ষণ কি তুমি (বিরুদ্ধাচরণ থেকে) বিরত হবে না?"

অতঃপর রাসুলুল্লাহর (সাঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা ক'রে বললেন, "হে সর্বশক্তিমান প্রভু! তোমার ইচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাই হচ্ছে চূড়ান্ত। এই ওমর বিন খাত্তাব দ্বারা তুমি ইসলামের শক্তি এবং সম্মান বৃদ্ধি কর।"

হযরতের এ প্রার্থনা শ্রবণের পর হযরত ওমরের ﷺ অন্তরে এমনই এক স্পন্দনের সৃষ্টি হতে থাকল যে, তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন এবং পাঠ করলেন,

أَشهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ.

অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল।

হযরত ওমরের ﷺ মুখ থেকে তৌহীদের এই বাণী শ্রবণমাত্র গৃহাভ্যন্তরস্থ লোকজনেরা এত জোরে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন যে, মাসজিদুল হারামে অবস্থানরত লোকেরাও তা স্পষ্টভাবে শুনতে পেল। *(আর-রাহীক্বল মাখতূম থেকে উদ্ধৃত, প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ঘটনাকে অনেকে দুর্বল-সূত্রে বর্ণিত বলেছেন। মুহাদ্দিস আলবানী ফিক্হুস সীরাতে এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন।)*

এই হল প্রভাবশালী কুরআন, যার শব্দছন্দ উদার মানুষের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে, ধ্যান ও ধারণাকে প্রভাবান্বিত করে, আবেগ ও অনুভূতিকে সত্যের কোলে টেনে নেয়।

উমার বিন খাত্ত্বাব, যিনি ইসলামের পূর্বে ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন, তিনি ইসলামের নবী ﷺ-কে হত্যা করতে বের হয়ে তাঁরই অনুগত অনুচর হয়ে গেলেন! কীসের প্রভাবে? এই অলৌকিক গ্রন্থ কুরআনের প্রভাবে।

উক্ত উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ একদা ফজরের নামাযের ইমামতি করলেন। তাতে তিনি সূরা ইউসুফ পাঠ করলেন। পাঠকালে তিনি এমন কাঁদতে লাগলেন

যে, চোখের পানি গলায় নেমে এল।

অন্য এক বর্ণনামতে এশার নামাযের কথা আছে। সম্ভবতঃ তা একাধিকবার ঘটেছে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি এমন কাঁদলেন যে, পিছনের কাতার থেকেও তা শোনা গেল। (নওয়াবীর আত্-তিব্য়্যান ৬৯পৃঃ)

হাবশার বাদশা নাজাশীর নিকট হিজরতকারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এল। মুসলিমদের পক্ষ থেকে জা'ফর বিন আবী তালেব বাদশার নিকট অভিযোগের সন্তোষজনক জবাব দিলেন। অতঃপর বাদশা বললেন, 'সেই নবী আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছু লাভ করেছেন, তার মধ্য থেকে আপনারা কি কোন কিছু উপস্থাপন করতে পারবেন?'

জা'ফর বললেন, 'জী হ্যাঁ।'

অতঃপর তিনি ভাবগদগদ কণ্ঠে সূরা মারয়্যামের শুরুর কিছু পাঠ ক'রে শোনালেন। নাজাশী আল্লাহর বাণীর সুমধুর সুরে এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁর চক্ষুদ্বয় হতে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। সেই সাথে বাদশার ধর্মীয় মন্ত্রণাদাতাগণও এতই কান্না করলেন যে, তাঁদের সহীফাগুলি ভিজে গিয়েছিল। নাজাশী তখন বলেছিলেন, 'এই বাণী এবং সেই বাণী, যা ঈসার নিকট অবতীর্ণ হয়েছিল, উভয়ের উৎস একই।' *(আর-রাহীকুল মাখতূম ১/১৮৩পৃঃ)*

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অলীদ বিন মুগীরাহ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি তার কাছে কুরআন পাঠ করলেন। ফলে সে যেন এর জন্য নরম হল। কিন্তু এ কথা আবূ জাহলের কাছে পৌঁছতেই তার কাছে এসে বলল, 'চাচাজী! আপনার সম্প্রদায় আপনার জন্য অর্থ জমা করার ইচ্ছা করেছে।' অলীদ বলল, 'তা কেন?' সে বলল, 'তারা আপনাকে তা দেবে। যেহেতু আপনি মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিলেন। যাতে আপনি পূর্বের মনোভাব থেকে ফিরে আসেন।' অলীদ বলল, 'কুরাইশ জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি অর্থশালী।' সে বলল, 'তাহলে আপনি এমন একটা কথা বলুন, যা আপনার সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছলে মনে করে, আপনি তাকে (মুহাম্মাদকে) অস্বীকার করছেন।' অলীদ বলল, 'কী বলব আমি? আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউই আমার চাইতে বেশি কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না, তার ছন্দ ও পদ্য সম্বন্ধে এবং জিনের কবিতা সম্বন্ধে আমার চাইতে কেউ বেশি জানে না। আল্লাহর কসম! ও যা বলছে, তার সাথে এগুলির কিছুতেই মিল

নেই। আল্লাহর কসম! ও যে কথা বলছে, তার মধ্যে মিষ্টতা আছে, তার উপরে চমৎকারিত্ব আছে, তার উপরিভাগ ফলপ্রসূ, তার নিম্নভাগ বৃষ্টিময়, তা বিজয়ী এবং পরাজিত নয়, তা তার নিম্নের সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।' আবূ জাহল বলল, 'এ কথা আপনার সম্প্রদায় মেনে নেবে না, যতক্ষণ না আপনি তার ব্যাপারে কিছু বলবেন?' অলীদ বলল, 'থামো! আমাকে ভাবতে দাও।' অতঃপর সে ভেবে নেওয়ার পর বলল, 'এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। যা অপরের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছে।' তখন অবতীর্ণ হল,

{ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، وَبَنِينَ شُهُودًا} . الآيات

"আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে, যাকে আমি একাই সৃষ্টি করেছি। আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্য সঙ্গী পুত্রগণ। অতঃপর তাকে খুব প্রশস্ততা দিয়েছি। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দিই। কক্ষনই না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্ত করল! আবার ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল এবং বলল, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এটা তো মানুষেরই কথা।' আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)।" *(মুদ্দাষ্ষির ঃ ১১-২৬) (আল-বিদায়াতু অন্-নিহায়াহ (৩/৬০)*

অলৌকিক কুরআনের এতই প্রভাব-ক্ষমতা যে, মক্কার অবিশ্বাসীরা এই কুরআন শুনতেই ভয় করত। আশঙ্কা করত যে, শুনলে হয়তো ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা শুনত না এবং অপরকেও শুনতেও বাধা দিত। সুতরাং কোথাও কুরআন পাঠ শোনা গেলে সেখানে শোরগোল ক'রে কুরআনী সুমধুর শব্দকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করত। যেহেতু তাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এ কুরআন শুনলেই তারা প্রভাবিত হয়ে পড়বে।

মহান আল্লাহ তাদের এই আচরণ কুরআনে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (٢٦) فَلَنُذِيقَنَّ

الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} (٢٨) سورة فصلت

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর; যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।' আমি অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব এবং নিশ্চয়ই আমি ওদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের সাজা দেব। এ হল আল্লাহর শত্রুদের সাজা; জাহান্নাম। আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী আবাস রয়েছে।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ২৬-২৮)

এ সত্ত্বেও কোন মজলিসে কুরআন পাঠ করা হলে তার সুমধুর বাণীর মুগ্ধকর আকর্ষণে অবিশ্বাসীরাও ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়ত। একদা রসূল ﷺ কাফেরদের আম জনসভায় কুরআনের সূরা নাজ্ম পাঠ করেন। তার শেষ আয়াতটি ছিল,

{فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} (٦٢) سورة النجم

"অতএব তোমরা আল্লাহকে সিজদা কর এবং তাঁর ইবাদত কর।" *(নাজ্ম ঃ ৬২)*

পাঠ শেষ হওয়ার পর তিনি এবং তাঁর পিছনে যত মানুষ ছিল, তাঁরা সকলেই সিজদা করেন। সেখানে অবিশ্বাসী মানুষেরাও সিজদা করে। কেবল উমাইয়াহ বিন খালাফ ছাড়া; সে তার মুষ্টিতে কিছু মাটি নিয়ে তার উপর (কপাল ঠেকিয়ে) সিজদা করে। আর সে কাফের অবস্থাতেই মারা গিয়েছিল। *(বুখারী, তফসীর সূরা নাজ্ম পরিচ্ছেদ)* অবশ্য অন্যসূত্রে এই লোকটির নাম উত্বা বিন রাবীআহ বলা হয়েছে। *(তাফসীর ইবনে কাষীর)*

অবিশ্বাসীরা কুরআনের বাণী শুনে ভাবাবেগে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ত। যদিও হঠকারিতার কারণে তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করত না।

সত্যের একটা নিজস্ব আলো আছে, যা অন্ধকারেও জ্বলতে থাকে। সত্যের দীপ্তি আছে ঠিক সূর্যের মতো। মনের আকাশ থেকে অবিশ্বাস ও সন্দেহের মেঘমালা সরে গেলে সত্যের সূর্য আলো বিকীর্ণ করে। আর সেই আলোতেই সুপথপ্রাপ্ত হয় পথহারা মানুষ।

চতুর্থতঃ আমরা দেখব, কুরআন কীভাবে জিন জাতিকে আকৃষ্ট করেছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, বাত্নে নাখলাহ (নামক জায়গায়) নবী ﷺ-এর নিকট জ্বিন অবতরণ করল, তখন তিনি কুরআন পড়ছিলেন। যখন তারা কুরআন শুনল, চুপ থাকল। বলল, 'চুপ থাকো।' তারা ছিল নয়জন।

তাদের মধ্যে একজনের নাম যাওবাআহ। তখন মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ (٢٩) قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ (٣٠) يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (٣١) وَمَنْ لَايُجِبْ دَاعِيَ اللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ} (٣٢)

"স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বিনকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার (নবীর) নিকট উপস্থিত হল, তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগল, 'চুপ করে শ্রবণ কর।' যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হল, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গেল সতর্ককারীরূপে। তারা বলেছিল, 'হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে মূসার পরে, তা ওর পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারীরূপে, তা সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে।" হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহবানকারীর আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' *(আহক্বাফ ঃ ২৯-৩২) (হাকেম ২/৪৫৬, বাইহাক্বীর দালায়িলুন নুবুঊওয়াহ ২/১৩)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ সাহাবাগণের একটি দলের সাথে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তখন আসমানী খবর ও শয়তানদের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শয়তানেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এলে তারা বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের?' শয়তানেরা বলল, 'আসমানে আমাদেরকে বাধাপ্রাপ্ত হতে হচ্ছে, আমাদের প্রতি জ্বলন্ত উল্কাপিন্ড নিক্ষেপ করা হচ্ছে।' তারা বলল, 'তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার নিশ্চয় কোন নতুন

কারণ আছে। সুতরাং পৃথিবীর প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভ্রমণ ক'রে দেখ, কিসে তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?'

সুতরাং তাদের যে দলটি তিহামার দিকে যাত্রা করেছিল, তারা রসূল ﷺ-এর প্রতি আকৃষ্ট হল। তিনি তখন উকায বাজারের যাত্রা পথে নাখলা নামক জায়গায় সাহাবাগণকে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। সুতরাং তারা যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। অতঃপর বলল, 'এটাই তোমাদেরকে আসমানে বাধাপ্রাপ্ত করছে?'

সুতরাং তারা (সেখানে ঈমান এনে) নিজেদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে বলল,

{إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا} (٢)

"আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না।" (জ্বিন ঃ ১-২)

অতঃপর মহান আল্লাহ নিজ নবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করলেন,

{قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا} (١) الجن

"বল, আমার প্রতি অহী প্রেরিত হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ক'রে বলেছে, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।" (জ্বিন ঃ ১)

(বুখারী ৭৭৩, ৪৯২১, মুসলিম ১০৩৪, তিরমিযী ৩৩২৩নং, আহমাদ ১/২৫২, ইবনে জারীর ২৯/১০২, হাকেম ২/৫০৩)

পঞ্চমতঃ আমরা জানব, কুরআন কীভাবে পর্বত প্রভৃতি জড়পদার্থের উপর প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى} (٣١)

"যদি কোন কুরআন এমন হতো, যার দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, (তবুও তারা তাতে বিশ্বাস করত না)।" (রা'দ ঃ ৩১)

অন্য এক তফসীর অনুসারে, "যদি কোন কুরআন এমন হতো, যার দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যেত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের

সাথে কথা বলা যেত, (তাহলে এই কুরআন হতো।)।”

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ} (٢١)

“যদি আমি এই কুরআন পর্বতের উপর অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তুমি দেখতে যে, ওটা আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে।” (হাশ্‌র ঃ ২১)

পর্বত, পৃথিবীর বুকে মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টি, শক্ত ও কাঠিন্যের প্রতীক, অটল, অবিচল, ধীর ও স্থির বস্তু। তা যদি মহান আল্লাহর কুরআনের ভারে বিনীত ও নরম হয়ে যায় এবং ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যায়, তাহলে মানুষের সুকোমল হৃদয় কেন তার ভারে নরম হবে না? কেন তা কঠিন হয়ে থাকবে? কেন মানুষের নরম হৃদয়ে এ কুরআন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না?

কঠিন পাথরের পর্বত যদি কুরআন দ্বারা গলতে পারে, তাহলে তোমার নরম ও নাজুক অন্তর কেন কুরআন দ্বারা গলবে না হে মানুষ? একটু ভাবনা-চিন্তা ক’রে দেখো। একটু পড়ে দেখো, একটু বুঝে দেখো।

{وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٢١) سورة الحشر

“আর আমি এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি মানুষের জন্য, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।” (হাশ্‌র ঃ ২১)

মানুষের অন্তর কি পাহাড়ের চাইতেও বেশি কঠিন হয়ে গেছে?

কুরআন যদি মন দিয়ে বুঝে পড়া হয়, তাহলে তার প্রভাবে মানুষ বলতে বাধ্য হবে,

‘একি লিপি পাঠালে নাথ, কোরানের আয়াতে,
পড়তে গিয়ে অশ্রুবাদল নামে আঁখি-পাতে।’---নজরুল

কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী

কুরআন হল মহান প্রতিপালকের নিকট হতে আসা সর্বশেষ গ্রন্থ। তার পূর্বে যত আসমানী গ্রন্থ এসেছে মুসলিমরা তা বিশ্বাস করে এবং কুরআন তার সত্যায়ন করে। পূর্ববর্তী কোনও জাতি, যদি তারা এ কুরআনে বিশ্বাস না করে, তবুও মুসলিমরা তাদের কিতাবে বিশ্বাস রাখে, যেহেতু তা আল্লাহর পক্ষ হতে

এসেছে এবং কুরআন তার সত্যায়ন করেছে। সুতরাং তাদেরকে আহবান করা হচ্ছে যে, যে কিতাব তোমাদের কিতাবের সত্যায়ন করে, সেই কিতাবকে তোমরা সত্যজ্ঞান কর।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} (٤١) سورة البقرة

"তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই ওর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।" (বাক্বারাহ ঃ ৪১)

কিন্তু বাস্তব হল প্রত্যাখ্যান। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللّه عَلَى الْكَافِرِينَ (٨٩) بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَا أَنَزَلَ اللّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ فَبَآؤُواْ بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (٩٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاء اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (٩١) سورة البقرة

"তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর (এই কিতাব সহ নবীর) সাহায্যে বিজয় কামনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা (সেই কিতাব নিয়ে নবী) যখন তাদের নিকট এল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক। (বাক্বারাহ ঃ ৮৯)

তা কত নিকৃষ্ট যার বিনিময়ে তারা তাদের আত্মাকে বিক্রয় করেছে; তা এই যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা তারা অবিশ্বাস করছে শুধু এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ তাঁর দাসদের মধ্য হতে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। সুতরাং তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হল। আর (কাফের) অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (বাক্বারাহ ঃ ৯০)

যখন তাদের বলা হল, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে বিশ্বাস কর' তখন তারা বলল, 'আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, আমরা তাতে বিশ্বাস করি।' আর তা ছাড়া সব কিছুই তারা অবিশ্বাস করে; যদিও তা সত্য এবং যা তাদের নিকট আছে তার সমর্থক। বল, 'যদি তোমরা বিশ্বাসী হতে, তবে কেন তোমরা অতীতে নবীগণকে হত্যা করেছিলে?" (বাক্বারাহ ঃ ৯১)

কুরআন যে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়ন করে, তার আরো প্রমাণ পাবেন কুরআন কারীমের সূরা বাক্বারাহ ঃ ৯৭, আলে ইমরান ঃ ৩, নিসা ঃ ৪৭, মায়িদাহ ঃ ৪৮, আনআম ঃ ৯২, ফাত্বির ঃ ৩১, আহক্বাফ ঃ ১২, ৩০, ইউনুস ঃ ৩৭, ইউসুফ ঃ ১১১ আয়াতে।

কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসূহের সত্যায়ন করে আমভাবে। নচেৎ তাতে যে বিকৃতিসাধন করা হয়েছে, তার প্রতিও সতর্ক করেছে মুসলিমদেরকে।

কুরআন গ্রন্থসম্রাট

এই কুরআন হল, আসমানী সমস্ত গ্রন্থের সর্দার, গ্রন্থসম্রাট।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} (٤٨)

"এর পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি।" (মায়িদাহ ঃ ৪৮)

'মুহাইমিন' বলতে একাধিক অর্থ বুঝায়।

সংরক্ষক ঃ যেহেতু কুরআন পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সংরক্ষক। পূর্বের সকল কিতাবকে সমর্থন করে, সত্যায়ন করে এবং আমভাবে তা আল্লাহর বাণী বলে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

সাক্ষী ঃ যেহেতু কুরআন সাক্ষী দেয় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহ মহান আল্লাহর বাণী এবং তা তাঁর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রভাবশালিতা ও আধিপত্য বিস্তারকারী ঃ যেহেতু কুরআন আসার পরে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ অনুসারে আমল বাতিল। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যদি কুরআন-বিরোধী কোন কথা বলা হয়ে থাকে, তাহলে চূড়ান্ত ফায়সালা হবে কুরআনের নির্দেশ এবং রহিত হবে পূর্ববর্তী কিতাবের নির্দেশ।

সুতরাং মহাগ্রন্থ কুরআনই হবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ, সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব ও

গ্রন্থসম্রাট। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে যা কিছু ছিল, তা আছে এ কুরআনে এবং তারও বেশি কিছু আছে কল্যাণসমৃদ্ধ এ শেষ গ্রন্থে। মানুষের জন্য মহান আল্লাহর বাণীর পরিপূর্ণতা পেয়েছে এই কুরআনের বাণী দ্বারা।

যে তওহীদের কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বলা হয়েছে, তা আরো সুন্দরভাবে এ কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

যে ইবাদতের কথা কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বলা হয়েছে, তা আরো বলিষ্ঠভাবে এ কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

যে সচ্চরিত্রতা ও সদাচরণের কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বলা হয়েছে, তা আরো উত্তমভাবে এ কুরআনে বিবৃত হয়েছে।

উপরন্তু পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের বক্তব্যকে মানুষ বিকৃত করেছে। তাতে অনুপ্রবেশ করেছে স্রষ্টার বাণীর সাথে সৃষ্টির মিশানো ভেজাল। কিন্তু এ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে অবিকৃত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

সুতরাং মহাগ্রন্থ আল-কুরআনই হল একমাত্র সেই ইলাহী গ্রন্থ, যার অনুসরণ সকল মানুষ করতে বাধ্য।

এই জন্যই মহান আল্লাহ পরবর্তীতে বলেছেন,

{فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} (٤٨)

"সুতরাং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর"

অর্থাৎ, কুরআন দ্বারা তুমি তাদের বিচার-নিষ্পত্তি কর। যেহেতু এতেই আছে মহান প্রতিপালকের বিধিবদ্ধ সকল বিধান। এতে আছে উত্তম ও অতিরিক্ত আরো কিছু এমন বিধান, যা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে ছিল না।

"এবং যে সত্য তোমার নিকট এসেছে, তা ত্যাগ ক'রে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।"

অর্থাৎ, কুরআন ত্যাগ ক'রে পূর্ববর্তী ধর্মাবলম্বী লোকেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।

তোমাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটি শরীয়ত (আইন) ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করেছি। ইচ্ছা করলে আল্লাহ তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন। কিন্তু তিনি

তোমাদেরকে যা দিয়েছেন, তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (তিনি তা করেননি)। অতএব সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর, আল্লাহর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।" (মায়িদাহ ঃ ৪৮)

কুরআন সহজ

মহান আল্লাহ পৃথিবীর বুকে বহু ভাষা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সর্বশেষ ও চূড়ান্ত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন স্পষ্ট আরবী ভাষায়। যেহেতু সেটা তাঁর নবী ﷺ-এর ভাষা। তিনি তাঁর ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেন,

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا} (٩٧) سورة مريم

"আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে দিয়েছি; যাতে তুমি তার দ্বারা সাবধানীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার।" (মারয়্যাম ঃ৯৭)

তিনি সহজ ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন। যাতে মানুষকে সহজ ক'রে বুঝাতে পারেন এবং অতি সহজে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। তিনি বলেছেন,

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٥٨) سورة الدخان

"আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে দিয়েছি, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে।" (দুখান ঃ ৫৮)

তিনি কুরআনকে সকল মানুষের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছেন, যাতে মানুষ মনে রাখতে পারে, কণ্ঠস্থ করতে পারে, উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।

{وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} سورة القمر

"নিশ্চয় আমি কুরআনকে স্মৃতিস্থ করণ বা উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ ক'রে দিয়েছি। অতএব স্মৃতিস্থকারী বা উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?" (ক্বামার ঃ ১৭, ২২, ৩২, ৪০)

আরবী বোঝে অথবা না বোঝে, সকলের জন্য কুরআন মুখস্থ করা সহজ।

আরবী অক্ষরজ্ঞান থাক বা না থাক, নিরক্ষর হলেও কুরআনের শব্দাবলী উচ্চারণ ও মুখস্থ করা তার জন্য সহজ।

কেউ সাবালক হোক বা নাবালক, শিশুর জন্যও কুরআন স্মৃতিস্থ করা আদৌ কঠিন নয়।

মহান আল্লাহ কুরআনকে সহজ করেছেন, স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ ক'রে তার সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা সহজ করেছেন। মানুষের স্মৃতিতে অনায়াসে সুরক্ষিত করাকেও সহজ ক'রে দিয়েছেন।

তিনি সহজ ক'রে দিয়েছেন, যাতে কুরআনের দাওয়াত সারা বিশ্বে সকল মানুষের কাছে পৌঁছে যায়।

কুরআন বোঝানোর জন্য উলামা সৃষ্টি করেছেন, যাঁরা কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা করেন এবং তার শব্দার্থ মানুষের কাছে অতি সহজে পৌঁছে যায়।

কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে, কুরআনের উপদেশ গ্রহণ করা তার জন্য অতি সহজ।

কেউ হালাল-হারাম জানতে চাইলে, আদেশ-নিষেধ বুঝতে চাইলে, আনুগত্য ও অবাধ্যাচরণের পরিণাম জানতে চাইলে, মরণের পর কী হবে জানতে চাইলে, পৃথিবীর বিগত মানুষদের ইতিহাস ও সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে চাইলে কুরআন তার জন্য সহজ মাধ্যম। কুরআনের ইল্‌ম শিখতে চাইলে মানুষ সাহায্যপ্রাপ্ত হয় এবং তার সে পথ সুগম করা হয়। মহান আল্লাহ মানুষের প্রতি সদয় হয়ে বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ ক'রে চার-চারবার আহবান ক'রে বলেছেন,

{ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ }

"অতএব স্মৃতিস্থকারী বা উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?"

কুরআন আল্লাহ কর্তৃক সুরক্ষিত

কুরআন বহু পূর্বকাল থেকেই কিতাব। মহান আল্লাহ সেই কিতাব ধীরে-ধীরে নানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অল্প-অল্প ক'রে অবতীর্ণ করেন। শুরু হয় মক্কার নূর পাহাড়ের হিরা গুহা থেকে, দ্বীন ও কুরআন পরিপূর্ণ হয় মদীনায়। তিনি তাঁর নবী ﷺ-কে এমন ক্ষমতা দেন যে, শোনামাত্র সেই কুরআন তাঁর স্মৃতিস্থ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি অহী-লেখক সাহাবীদেরকে শুনিয়ে তা লিপিবদ্ধ ক'রে নেন। কেউ কেউ তা মুখস্থ ক'রে নেন। পরবর্তীতে সাহাবাগণের যৌথ প্রচেষ্টায় তা গ্রন্থাকারে একত্রিত হয়। বিরোধীদের নানা অপচেষ্টা সত্ত্বেও তা

বিকৃতির হাত হতে রক্ষা পায়। আর এইভাবে কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অবিকৃত, অপরিবর্তিত ও অপরিবর্ধিত থাকবে। যেহেতু আল-কুরআনকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং প্রতিপালক। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (হিজ্‌র ঃ ৯)

সুতরাং মহান আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করার সময় তা মানব ও দানবরূপী শয়তানদের সংস্পর্শ থেকে রক্ষা করেছেন। যাতে শয়তান কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে না পারে। তিনি বলেছেন,

{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (٢١١) إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ} (٢١٢) سورة الشعراء

"শয়তান তা নিয়ে অবতরণ করেনি। ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না। অবশ্যই ওদেরকে শ্রবণ থেকে দূরে রাখা হয়েছে।" (শুআ'রা ঃ ২১০-২১২)

বরং মহাশক্তিশালী সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তা জিবরীল দ্বারা তা অবতীর্ণ করা হয়েছে।

অবতীর্ণ করার পর তা স্মৃতিস্থ ও লিপিবদ্ধ করার পথ সহজ করেছেন মহান প্রতিপালক। সুরক্ষা লাভ করেছে দুশমনদের ক্ষতিসাধনের অপচেষ্টা থেকে। সেই কুরআন কাগজে লেখা, সেই কুরআন অন্তরে আঁকা। সেই কুরআন মুছে ফেলা কি এত সহজ?

কুরআন বাকী থাকবে, সুমহান প্রতিপালক তাকে বাকী রাখবেন। আহলে কুরআনের উপর তাদের শত্রুদেরকে আম আধিপত্য না দিয়ে কুরআন অক্ষয় রাখবেন। না তাদেরকে কোন বাইরের শত্রু ধ্বংস করতে পারবে, আর না-ই তাদেরকে আম আযাব দিয়ে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করবেন।

খাব্বাব বিন আরাত্ত ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে নিয়ে খুব লম্বা নামায পড়লেন। লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এমন নামায পড়লেন, যা আগে পড়তেন না।' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, এটি ছিল আগ্রহ ও ভীতির নামায। আমি এতে আল্লাহর নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করলাম।

কিন্তু তিনি আমাকে দু'টি জিনিস দান করলেন এবং একটি জিনিস দিলেন না। আমি প্রার্থনা করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে দুর্ভিক্ষ-কবলিত ক'রে ধ্বংস না করেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের উপর কোন পর-শত্রুকে আধিপত্য না দেন, তিনি আমাকে তা দিলেন। আমি চাইলাম, তিনি যেন আমার উম্মতের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব না রাখেন, তিনি আমাকে তা দিলেন না।" *(তিরমিযী ২১৭৫, নাসাঈ, আহমাদ ২১০৫৩নং, মিশকাত ৩/২৫০)*

সুতরাং কুরআন অক্ষয়রূপে বাকী থাকবে। অতঃপর যখন সময় হবে, তখন কিয়ামতের পূর্বে কুরআনের পাতা থেকে আপনিই কুরআন মুছে যাবে। তার আগে কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সে মহাগ্রন্থ হক, তাতে কোন প্রকার বাতিল স্পর্শ করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤٢) سورة فصلت

"এ অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪১-৪২)

বলা বাহুল্য, আল-কুরআন সুমহান প্রতিপালক কর্তৃক সুরক্ষিত, সুরক্ষিত লওহে মাহফূযে, সংরক্ষিত অবতীর্ণ হওয়ার কালে, সুরক্ষিত তার পরে মহাপ্রলয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত।

কুরআন লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত

কুরআনের একটি বিশাল মাহাত্ম্য এই যে, অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব হতেই তা লওহে মাহফূযে সংরক্ষিত আছে।

লওহে মাহফূয আছে ঊর্ধ্ব জগতে। সেটি হল মহান স্রষ্টার লিখিত কিতাব। তাতে লেখা আছে মানুষের ভাগ্য সহ সৃষ্টির যাবতীয় বিষয়। বিশ্ব রচনার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তা লেখা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ

إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٥٩)

"তাঁরই নিকট অদৃশ্যের চাবি রয়েছে; তিনি ব্যতীত অন্য কেউ তা জানে না। জলে-স্থলে যা কিছু আছে, তা তিনিই অবগত। তাঁর অজ্ঞাতসারে (বৃক্ষের) একটি পাতাও পড়ে না, মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিম্বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই।" *(আন্আম ঃ ৫৯)*

মুফাস্সির ত্বাবারী উক্ত আয়াতের তফসীরে বলেছেন, 'মরুভূমি অথবা বনভূমি, শহরাঞ্চল অথবা গ্রামাঞ্চলে গাছের যে পাতাই মাটিতে পড়ে, তা আল্লাহ জানেন। মৃত্তিকার অন্ধকারে এমন কোন শস্যকণা অথবা রসযুক্ত কিম্বা শুষ্ক এমন কোন বস্তু পড়ে না, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই। অনুরূপ যার অস্তিত্ব আছে এবং যার অস্তিত্ব বর্তমানে নেই, ভবিষ্যতে হবে তার সবকিছু লওহে মাহফূযে নিবদ্ধ করা হয়েছে, তাতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তার সংখ্যা, ব্যাপ্তি, অস্তিত্বে আসার সময়কাল, বিলীন হওয়ার অবস্থা নিবন্ধিত হয়েছে।' (তফসীর ত্বাবারী ১১/৪০৩)

সেই ফলক বা কিতাবে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও স্থাপিত আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ} (٢٢) سورة البروج

"বরং এটা গৌরবান্বিত কুরআন। সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।" *(বুরূজ ঃ ২১-২২)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} (٤) سورة الزخرف

"নিশ্চয় এ আমার নিকট মূল গ্রন্থে (লওহে মাহফূযে সুরক্ষিত) মহান, প্রজ্ঞাময়।" (যুখরুফ ঃ ৪)

তিনি কসম ক'রে বলেছেন,

{فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَايَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} (٧٩) سورة الواقعة

"আমি কসম করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না।" *(ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৫-৭৯)*

তিনি আরো বলেছেন,

{كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (١٦) سورة عبس

"কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। সম্মানিত পত্রসমূহে (লাওহ মাহফুযে তা লিপিবদ্ধ আছে)। যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, পূত-পবিত্র। এমন লিপিকারদের হস্ত দ্বারা (লিপিবদ্ধ)। (যারা) সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিশ্তা)।" *(আবাসাঃ ১১-১৬)*

কতই না মাহাত্ম্য ও মহত্ত্বপূর্ণ এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লিখিত এ কুরআন

এই মহিমময় গ্রন্থ সম্বন্ধে মহান প্রতিপালক বলেছেন,

{وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ، بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأَوَّلِينَ، أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ} سورة الشعراء

"নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত (গ্রন্থ)। বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে, তোমার হৃদয়ে, যাতে তুমি সতর্ককারী হতে পারো। (অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে অবশ্যই এর উল্লেখ আছে। বনী-ইস্রাঈলের পন্ডিতগণ এ অবগত আছে --এ কি ওদের জন্য নিদর্শন নয়?" (শুআ'রা ঃ ১৯২-১৯৭)

বলা বাহুল্য, কুরআন শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে কোন নবীর উপর অবতীর্ণ হয়নি, না তার শব্দাবলী, আর না তার সকল অর্থাবলী। কিন্তু নবীগণের উপর অবতীর্ণ কিতাবসমূহে এই কুরআনের কথা উল্লিখিত আছে। যেমন সে সকল কিতাবে 'মুহাম্মাদ' বা 'আহমাদ' শেষনবীর কথা উল্লিখিত আছে, উল্লিখিত আছে তাঁর আগমনের খবর। আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) ও বনী-ইস্রাঈলের কিতাব তওরাত ও ইন্জীলেও উল্লেখ আছে শেষনবী ও কুরআনের কথা।

সুতরাং কুরআন যে আল্লাহর কিতাব এবং তা শেষ নবীর উপর অবতীর্ণ

হবে, সে কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লিখিত আছে। আর সে কথা পূর্ববর্তী ধর্মের অনুসারীরা সকলে না জানলেও তাদের উলামাগণ জানেন।

লওহে মাহফূযে থাকা কুরআন হুবহু শেষনবীর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমাদের মুসহাফে লিখিত হয়েছে। পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে হুবহু কুরআন উল্লিখিত নেই; বরং তার খবর উল্লিখিত আছে।

প্রত্যেক আসমানী কিতাবেই কুরআনের কথা উল্লেখ আছে, তার সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে এবং সত্যায়ন করা হয়েছে। সে সকল কিতাবে যেমন বলা হয়েছে, তেমনই অবতীর্ণ হয়েছে এবং কুরআনও সে সকল কিতাবের সত্যায়ন করেছে। যেমন নবী মুহাম্মাদ ﷺ সত্য নিয়ে এসেছেন এবং সমস্ত রসূলদের সত্যতা স্বীকার করেছেন। তেমনই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনও।

"বনী-ইস্রাঈলের পন্ডিতগণ এ অবগত আছে --এ কি ওদের জন্য নিদর্শন নয়?" অবিশ্বাসীরা কি এ নিদর্শন দর্শন ক'রে কুরআনকে সত্য বলে স্বীকার করবে না? হ্যাঁ, যাঁরা উদার তাঁরা বিশ্বাস করেছেন, করছেন এবং করবেন।

মক্কার অবিশ্বাসীদের কাছে কোন কিতাব ছিল না। কিতাব ছিল আহলে কিতাবদের কাছে। তাদের উলামাগণের ছিল কিতাবী জ্ঞান। ঐ অবিশ্বাসীরাই অনেক ক্ষেত্রে সেই উলামাগণের দিকে রুজু করত, তাদের কথা বিশ্বাস করত। সেটাই তো করা উচিত। কোন বিষয়ে সংশয় হলে জনসাধারণ আলেম-উলামার দ্বারস্থ হবে, তাঁদের নিকট ফায়সালা নেবে, হক-বাতিলের পরিচয় লাভ করবে। যেমন জননেতা হলেও মূসা ﷺ-এর অলৌকিক বিষয়সমূহকে মু'জিযা বলে চিনতে পারেনি। বরং আম জনতার মতো তারাও সেগুলিকে যাদুই ধারণা করেছিল। কিন্তু বিশিষ্ট যাদুকরেরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, তা আসলে যাদু নয়; বরং তা মু'জিযা। তার মোকাবেলায় যাদু কিছুই নয়। আর তার ফলশ্রুতিতেই তারা ঈমান আনয়ন করেছিল।

মক্কাবাসী কাফেররা বনী ইস্রাঈলের উলামাগণের অবগতি ও জ্ঞান দ্বারা নিজেদের জ্ঞানবৃদ্ধি করল না এবং উপলব্ধি করতে পারল না যে, এ কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত (গ্রন্থ)। বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর হৃদয়ে, যাতে তিনি (তাদের জন্য) সতর্ককারী হতে পারেন। (যা অবতীর্ণ করা হয়েছে) সুস্পষ্ট আরবী ভাষায়। এটা তাদের জন্য বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

তারা তাদের চোখের সামনে দেখল আহলে কিতাবের একজন আলেম আব্দুল্লাহ বিন সালাম কুরআন ও মুহাম্মাদকে বিশ্বাস ক'রে মুসলমান হয়ে গেলেন। যাঁকে পূর্বে তারা বিশ্বাস করত, তাঁকে পরবর্তীতে বিশ্বাস করতে পারল না। হতভাগা সে জাতি, যারা নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুসরণ করতে পারে না, যখন তাঁদের সত্য আচরণ তাদের মিথ্যা ধর্মীয় আবেগ ও অনুভূতির পরিপন্থী হয় এবং নিজেদের হঠকারিতার কারণে তারা সেই অভিজ্ঞগণকেও অজ্ঞ প্রতিপন্ন করতে পিছপা হয় না।

শুধু মক্কার কিতাবহীন মুশরিকরাই নয়, বরং একই কারণে কিতাবধারী জাতিও সর্বশেষ কিতাবের প্রতি ঈমান আনতে পারেনি। অবশ্য তাদের সে অবিশ্বাসের আরও একটা কারণ এই ছিল যে, যিনি নবী হয়ে কিতাব আনয়ন করেছেন, তিনি তাদের বংশোদ্ভূত নন!

অথচ পূর্ববর্তী যে সকল আসমানী কিতাব এসেছে এবং যারা তার মধ্যে যে কোন কিতাবে বিশ্বাস করে, তারা যদি এ কুরআনকে বিশ্বাস না করে, তাহলে আসলে তারা নিজেদের ধর্মগ্রন্থকে অবিশ্বাস করে। যেহেতু আসমানী সকল কিতাব একে-অপরের সত্যায়ন করে, মৌলিক বিষয়ে পরস্পরের অভিন্ন মিল রয়েছে। সুতরাং সকল কিতাবের প্রতি যদি কেউ ঈমান আনয়ন না করে, তাহলে সে আসলেই কোন মু'মিন নয়। সে নিজেকে যে কিতাবের বিশ্বাসী বলে দাবী করে, আসলে তার দাবী মিথ্যা।

কুরআন সার্বজনীন গ্রন্থ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সমগ্র মানব জাতির জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন অবতীর্ণ হয়েছে দানব বা জিন জাতির জন্যও। এ কুরআন সকলের জন্য, সকলের উচিত তা পাঠ করা ও মান্য করা। ঐচ্ছিক নয়, বরং আবশ্যিকভাবে তা মানতে হবে। যেহেতু তা সুমহান স্রষ্টার বাণী। এ কুরআনের প্রতি যারা বিশ্বাস করে না, তাদের জন্যও তাতে রয়েছে বিশেষ বিধান।

অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে সর্বকালের ও সর্বযুগের জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের সকল ভাষার সকল স্তরের সাক্ষর-নিরক্ষর সকল মানুষের জন্য এ কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের ২১ জায়গায় সুমহান প্রতিপালক 'হে মানব সকল!' বা 'হে মানব জাতি!' বলে সারা বিশ্বের মানুষকে সম্বোধন করেছেন। কুরআনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا}

"এ কিতাব (কুরআন) কল্যাণময় ক'রে অবতীর্ণ করেছি, যা ওর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মক্কা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর।" (আন্আম ঃ ৯২)

মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা হল আরব ও আজম সারা পৃথিবী এবং তার সকল শ্রেণী ও জাতির লোক। যার কাছেই এ কুরআনের খবর পৌঁছবে, সতর্ক করা হবে তাকেও। কুরআনের ভাষায় মহানবী ﷺ বলেছেন,

{وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ} (١٩) سورة الأنعام

"এই কুরআন আমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, যেন তোমাদেরকে এবং যার নিকট এটি পৌঁছবে তাদেরকে এ দ্বারা আমি সতর্ক করি।" (আন্আম ঃ ১৯)

বলাই বাহুল্য যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আপামর মানব সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) سورة الفرقان

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" *(ফুরক্বান ঃ ১)*

মানব জাতির কল্যাণের জন্য সতর্ককারী এ কুরআন এসেছে। মানুষের জীবনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। এ কুরআন মানুষের মস্তিষ্ক ও হৃদয়কে সম্বোধন করেছে, যাতে তারা আলোর পথে জীবন পরিচালনা করতে পারে এবং ইহ-পরকালে সুখের জীবন লাভ করতে পারে।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{الر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ} (١) سورة إبراهيم

"আলিফ লা-ম রা। এই কিতাব এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে; পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথে বের করে আনতে পার।" (ইব্রাহীম ঃ ১)

{هَذَا بَلاَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ}

"এটা মানুষের জন্য এক বার্তা; যাতে এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং তারা জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (ইব্রাহীম ঃ ৫২)

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

অবশ্য যারা এ কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়েছে, তাদেরকে মুসলমান বলা হয়। যদিও নামধারী বহু মুসলমান আছে, যারা কুরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। আসলে কুরআন হল প্রকৃত মুসলিম 'মুত্তাক্বী'দের জন্য উপকারী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ} (١٣٨) سورة آل عمران

"এ হল মানবজাতির জন্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা আর ধর্মভীরুদের জন্য পথের দিশারী ও উপদেশ।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৮)

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ يُحَافِظُونَ} (٩٢) سورة الأنعام

"এ কিতাব (কুরআন) কল্যাণময় ক'রে অবতীর্ণ করেছি, যা ওর পূর্বেকার কিতাবের সমর্থক এবং যা দিয়ে তুমি মক্কা ও ওর পার্শ্ববর্তী লোকদের সতর্ক কর। যারা পরকালে বিশ্বাস করে, তারা ওতে (কুরআনে) বিশ্বাস করে এবং তারা তাদের নামাযের হিফাযত করে।" (আন্আম ঃ ৯২)

আমভাবে কুরআন সকল মানুষকে সম্বোধন করে, সকলকে সতর্ক করে, কিন্তু খাসভাবে তা কেবল বিশ্বাসী ও সাবধানীদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। আর কিছু কল্যাণ অবিশ্বাসীদের জন্য থাকলেও, পরকালে তারা একেবারেই কল্যাণশূন্য শাস্তির উপযুক্ত।

আল-কুরআন যে বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ সে কথা কুরআনের সূরা আনআম ঃ ৯০, ইউসুফ ঃ ১০৪, স্বাদ ঃ ৮৭, ক্বালাম ঃ ৫২, তাকবীর ঃ ২৭ এ বলা হয়েছে। কিন্তু সৌভাগ্যবান বিশ্বাসী ছাড়া উপদেশ আর কে গ্রহণ করে?

এ কুরআন এসেছে সমগ্র মানব জাতির মুক্তির জন্য। এই কুরআনের নির্দেশ নিয়েই মহানবী ﷺ সমসাময়িক রাজা-বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন।

কিতাবধারী অথবা কিতাবহীন, আরব অথবা অনারব সকল নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে কুরআনের দাওয়াত প্রেরণ করেন। যে চেয়েছে, সে হিদায়াত পেয়েছে। যে চায়নি, সে পায়নি। চির অন্ধকারের সাগরে নিমজ্জিত থেকেছে। সুমহান স্রষ্টার উপদেশ প্রত্যাখ্যান ক'রে নিজেদের পদমর্যাদা, বাপ-দাদার অন্ধানুকরণের ঐতিহ্য, হঠকারিতা ও অহংকারে অবিচল থেকেছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ (٢٧) لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ} (٢٨) سورة التكوير

"এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র; তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য।" (তাকভীর ঃ ২৭-২৮)

যে চায়নি, সে তওফীকও পায়নি। অথচ যে সরল পথে চলবে, সে তো নিজের মঙ্গলের জন্যই চলবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ} (٤١) سورة الزمر

"আমি মানুষের জন্য তোমার প্রতি সত্যসহ গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছি; অতঃপর যে সৎপথ অবলম্বন করে, সে তা নিজেরই কল্যাণের জন্য করে এবং যে বিপথগামী হয়, সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য। আর তুমি ওদের তত্ত্বাবধায়ক নও।" (যুমার ঃ ৪১)

বলা বাহুল্য, এ কুরআন এসেছে বিশ্বমানবতার উপদেশের জন্য বিশ্বাসীদের প্রতি করুণা স্বরূপ এবং অবিশ্বাসীদের প্রতি প্রমাণ স্বরূপ। যেহেতু এ কুরআন বিশ্বাসীদের সপক্ষে প্রমাণ এবং অবিশ্বাসীদের বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ। বিচার হবে বিচার দিবসে।

এ গ্রন্থে কোন সন্দেহ নেই

সৃষ্টির লেখা যে কোনও গ্রন্থে ভুল থাকতে পারে, সন্দেহ ও সংশয় থাকতে পারে। কিন্তু সর্বজ্ঞাতা স্রষ্টার গ্রন্থে কোন ভুল থাকতে পারে না, সন্দেহ থাকতে পারে না। কোন গ্রন্থকারই গ্রন্থের শুরুতে লিখতে পারেন না যে, 'অত্র গ্রন্থে কোন সন্দেহ নেই।' একমাত্র সুমহান প্রতিপালকই তা পারেন। কেবল তাঁরই গ্রন্থের ভূমিকা সূরার পর দ্বিতীয় সূরা শুরুতেই লেখা আছে,

{ألم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ} (٢) سورة البقرة

"আলিফ লা-ম মী-ম। এ গ্রন্থ; (কুরআন) এতে কোন সন্দেহ নেই, সাবধানীদের জন্য এ (গ্রন্থ) পথ-নির্দেশক।" (বাক্বারাহ ঃ ২)

এতে কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। এর খবর সত্য, এর আদেশ-নিষেধ সত্য। অলৌকিক হলেও সন্দেহ নেই যে, এ কুরআন সুমহান স্রষ্টার নিকট হতে অবতীর্ণ। এ গ্রন্থের সকল বাণী তাঁরই।

অবিশ্বাসীরা সন্দেহ করে, এ গ্রন্থ কোন মানুষের রচিত।

মক্কায় কিছু ক্রীতদাস ছিল, যারা তওরাত ও ইঞ্জীল সম্পর্কে অবগত ছিল। প্রথমে তারা খ্রিস্টান বা ইয়াহুদী ছিল, পরে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের ভাষাও ছিল অশুদ্ধ। মক্কার কাফেররা এদের প্রতিই ইঙ্গিত ক'রে বলত যে, 'অমুক দাস মুহাম্মাদকে কুরআন শিক্ষা দেয়!' মহান আল্লাহ উত্তরে বললেন,

{وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ} (١٠٣) سورة النحل

"আমি তো জানিই, তারা বলে, 'তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' তারা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবী নয়; আর এ তো স্পষ্ট আরবী ভাষা।" (নাহ্‌ল ঃ ১০৩)

অর্থাৎ, ওরা যাদের কথা বলে, তারা তো শুদ্ধভাবে আরবীও বলতে পারে না, অথচ কুরআন এমন বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট আরবী ভাষায়, যার সাহিত্যশৈলী সুউচ্চ এবং যার অলৌকিকতা অতুলনীয়। চ্যালেঞ্জের পরও আজ পর্যন্ত তার মত একটি সূরা কেউ আনতে সক্ষম হয়নি। পৃথিবীর সকল সাহিত্যিক মিলেও এর সমতুল বাণী রচনা করতে অক্ষম। কেউ বিশুদ্ধ আরবী বলতে না পারলে আরবের লোকেরা তাকে বোবা বলত এবং অনারবীকেও বোবা বলত। যেহেতু অলংকার ও শব্দস্বাচ্ছন্দ্যে অন্যান্য ভাষা আরবী ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সক্ষম নয়।

এ কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে, মুহাম্মাদ কি মিথ্যা বলছেন? অবিশ্বাসীদের ধারণা তাই। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ لاَ يَهْدِيهِمْ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤) إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ} (١٠٥) سورة النحل

"যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ পথনির্দেশ করেন না এবং তাদের জন্য আছে বেদনাদায়ক শাস্তি। যারা আল্লাহর আয়াতে বিশ্বাস করে না, তারাই শুধু মিথ্যা উদ্ভাবন করে এবং তারাই মিথ্যাবাদী।" (নাহ্‌লঃ ১০৪-১০৫)

অর্থাৎ, আমার নবী ঈমানদার লোকেদের সর্দার ও নেতা। সে কেমন করে আল্লাহর উপর মিথ্যা রচনা করতে পারে যে, এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ হতে তার উপর অবতীর্ণ হয়নি অথচ সে বলবে যে, এই কিতাব আমার উপর আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব আমার নবী মিথ্যাবাদী নয়; বরং মিথ্যুক তারাই, যারা কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও অস্বীকার করে। (আহসানুল বায়ান)

বরং তারা অনাচারী ও সীমালংঘনকারী। কুরআন আরো বলে,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْمًا وَزُورًا (٤) وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٥) قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً} (٦) سورة الفرقان

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'এ মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়; সে নিজে তা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' ওরা অবশ্যই সীমালংঘন করে ও মিথ্যা বলে। ওরা বলে, 'এগুলি তো সে কালের উপকথা; যা সে লিখিয়ে নিয়েছে। অতঃপর এগুলি সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট পাঠ করা হয়।' বল, 'এ তিনিই অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। নিশ্চয়ই তিনি চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (ফুরক্বানঃ ৪-৬)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ} (٣٧) سورة يونس

"আর এই কুরআন আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা কল্পনাপ্রসূত রচনা নয়। পক্ষান্তরে এটা তো সেই কিতাবসমূহের সমর্থক, যা এর পূর্বে (অবতীর্ণ) হয়েছে এবং বিধানসমূহের বিশদ বর্ণনাকারী, এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। (এ হল) বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ হতে (অবতীর্ণ)।" (ইউনুসঃ ৩৭)

কেউ কেউ বলত, মুহাম্মদ একজন কবি। কুরআন তারই কাব্য। তার প্রতিবাদে মহান আল্লাহ বিস্তারিত বলেছেন, "আমি কসম করছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও। এবং যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত দূত (জিবরীল)এর বার্তা। এটা কোন কবির কথা নয়; (আফসোস যে,) তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। এটা গণকের কথাও নয়; (আফসোস যে,) তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক। এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ। সে (মুহাম্মাদ) যদি আমার নামে কিছু রচনা ক'রে চালাতে চেষ্টা করত। তবে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে রক্ষা করতে পারত। এই কুরআন আল্লাহভীরুদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ। আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যাজ্ঞানকারী রয়েছে। আর এই কুরআন নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীদের জন্য আফসোসের কারণ হবে। অবশ্যই এটা নিশ্চিত সত্য; অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। (হা-ক্কাহ ঃ ৩৮-৫২)

তিনি আরো বলেছেন,

{ألم * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ }

"আলিফ, লাম, মীম ; বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হতে এ গ্রন্থ অবতীর্ণ, এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে কি ওরা বলে, এ তো তার নিজের রচনা? বরং এ তোমার প্রতিপালক হতে আগত সত্য; যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পার যাদের নিকট তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। হয়তো ওরা সৎপথে চলবে।" (সাজদাহ ঃ ১-৩)

এই কারণেই সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নিরক্ষর ছিলেন। সে কারণ বর্ণনা ক'রে কুরআন সবিস্তার বলে,

"এভাবেই আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং যাদেরকে আমি গ্রন্থ দিয়েছিলাম, তারা এতে বিশ্বাস করে এবং এদের মধ্যেও কেউ কেউ এতে বিশ্বাস করে। কেবল অবিশ্বাসীরাই আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে। তুমি তো এর পূর্বে কোন গ্রন্থ পাঠ করতে না এবং তা নিজ হাতে

লিখতেও না যে, মিথ্যাবাদীরা (তা দেখে) সন্দেহ পোষণ করবে। বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এ (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে।" (আনকাবূত ঃ ৪৭-৪৯)

বস্তুতঃ অজ্ঞ ও হঠকারীরাই তা অবিশ্বাস করে। পরন্তু যে সন্দেহবশতঃ কুরআনকে যাদু বা মানুষের বাণী বলে, তার জন্য রয়েছে সাক্বার জাহান্নাম। কুরআন বলে,

"সে বলল, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এটা তো মানুষেরই কথা। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। ওর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ২৪-৩০)

এ গ্রন্থে কোন বক্রতা নেই

বহু মানুষ আছে, মানুষ দ্বারা রচিত বহু গ্রন্থ আছে, যা

'সোজা কথা কঠিন করে, কঠিনটারে উঝায়,
সহজটারে কথার ফেরে জটিল করে বুঝায়।'

মহাগ্রন্থ কুরআন কিন্তু তা নয়। কুরআন হল স্পষ্ট আরবী ভাষায় সোজা, সরল ও সহজ। এর শব্দে কোন বাঁকামি নেই, এর অর্থেও কোন টেরামি নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} (١) سورة الكهف

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোন প্রকার বক্রতা রাখেননি।" (কাহফ ঃ ১)

কুরআনের বর্ণনা ও বিবরণে কোন প্রকার বঙ্কিমতা নেই, তার বক্তব্যে কোন প্রকার কুটিলতা নেই।

কুরআন হল সর্বাঙ্গসুন্দর গ্রন্থ। তার খবরে কোন অসত্যতা নেই, তার আদেশ ও নিষেধে কোন অন্যায় নেই, তার বিধানে কোন অযৌক্তিকতা নেই এবং তার এমন কোন নির্দেশ নেই যা ফালতু অনর্থক।

কুরআনের সরল বর্ণনায় রয়েছে এমন কিছু, যাতে হৃদয় ঈমান ও জ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, মানুষের বুদ্ধিদীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এবং তার অন্তরাত্মাকে

পরিশুদ্ধ ক'রে তোলে। তাতে রয়েছে মহান প্রতিপালকের নাম, গুণ ও কর্মাবলীর বিবরণ। তাতে রয়েছে ভূত-ভবিতব্যের বহু অদৃশ্য বিষয়ক বর্ণনা। তাতে রয়েছে মানবের মানবতার পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তির বয়ান। তার বিধানে রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা, ঐকান্তিকতা, হিতাকাঙ্ক্ষিতা। তাতে রয়েছে তওহীদ, একত্ববাদ ও আল্লাহর ছাড়া সকল কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্তির ঘোষণা।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٧) قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} (٢٨) سورة الزمر

"আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি; যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে। আরবী ভাষায় এ কুরআন; যাতে কোন জটিলতা নেই, যাতে ওরা সাবধানতা অবলম্বন করে।" (যুমার ঃ ২৭-২৮)

এ কুরআনের শব্দে ও অর্থে কোন প্রকার অপ্রাসঙ্গিকতা নেই, অসঙ্গতি নেই, বর্ণনায় বিশৃঙ্খলতা নেই। কোন বিধানে কোন প্রকার অস্পষ্টতা ও প্রচ্ছন্নতা নেই, কোন বিভ্রান্তি বা স্ববিরোধিতা নেই।

সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত সুমহান প্রতিপালকের সুন্দর ও শাশ্বত বাণী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

কুরআন মহাসত্য এক গ্রন্থ

কুরআনের অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে, কুরআন হক ও মহাসত্য। এতে কোন প্রকার বাতিল বা অসত্য কথা বা বিধান নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤٢) سورة فصلت

"এ অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪১-৪২)

এ মহাগ্রন্থে বাতিল বলতে কিছু নেই। না তাতে কেউ বাতিল ঢুকিয়ে দিতে পারে। যেহেতু তা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েছে। যিনি তাঁর কথা ও কাজে হিকমতময় ও প্রশংসিত।

এ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে অথবা তার পরে কারো বিকৃতি বা ছেলেখেলামির শিকার হয়নি। চুরি ক'রে চুপিসারে কেউ তাতে কোন প্রকার ভেজাল প্রবিষ্ট করতে সক্ষম হয়নি। কোন প্রকার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন করার পথ পায়নি। যেহেতু তার শব্দ ও অর্থ খোদ মহান স্রষ্টা কর্তৃক সুরক্ষিত। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (হিজ্‌র ঃ ৯)

তার সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা তাতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। অর্থাৎ যে কোনভাবেই বাতিল তার কাছাকাছি হতে পারে না। পূর্ববর্তী কোন কিতাবে তার মিথ্যায়ন করা হয়নি। আর পরবর্তীতে কোন আসমানী কিতাব তো আসবেই না, এলেও তাতে তার মিথ্যায়ন থাকত না।

বাতিলের নেতা শয়তান কোন দিক হতে কোনভাবেই তার কাছ ঘেঁসতে পারবে না। এমনকি অহীবাহক জিবরীল এবং কুরআন-ধারক মুহাম্মাদও তাতে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন কিছুই করতে পারবেন না। যেহেতু এ কুরআন হক-সহ অবতীর্ণ হয়েছে। বাতিল তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} (١٠٥) سورة الإسراء

"আমি সত্যসহই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং সত্যসহই তা অবতীর্ণ হয়েছে; আমি তো তোমাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৫)

কুরআন যে হক ও সত্যসহ অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রমাণে আরো দেখুন ঃ সূরা বাক্বারাহ ঃ ১৭৬, ২৫২, আলে ইমরান ঃ ৩, ১০৮, নিসা ঃ ১০৫, মায়িদাহ ঃ ৪৮, নাহ্‌ল ঃ ১০২, ফুরক্বান ঃ ৩৩, যুমার ঃ ২, ৪১, শূরা ঃ ১৭। মহান প্রতিপালক আরো বলেছেন,

{تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ} (٦)

"এগুলি আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার নিকট হক-সহ আবৃত্তি করছি,

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?" (জাষিয়াহ ঃ ৬)

কুরআন অপবিত্র ব্যক্তির স্পর্শনীয় নয়

মহাগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের একটি মাহাত্ম্য এই যে, এ গ্রন্থকে কোন অপবিত্র ব্যক্তি স্পর্শ করতে পারে না। যেমন মহান আল্লাহর নিকটেও পূত-পবিত্র ফিরিশ্তাগণই তা স্পর্শ ক'রে থাকেন।

মহান আল্লাহ শপথ ক'রে বলেছেন,

{فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} سورة الواقعة (٨٠)

"আমি শপথ করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে। নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন। যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে। পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। এটা বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।" (ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৫-৮০)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে উলামাগণের মতভেদ আছে। অনেকে বলেছেন, 'সুরক্ষিত কিতাবে লওহে মাহফূযে পূত-পবিত্র ফিরিশ্তাগণ ব্যতীত অন্য কেউ কুরআন স্পর্শ করে না।'

তার মানে, কোন শয়তান তাকে স্পর্শ করতে পারে না। শয়তান তাতে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। শয়তান তা অবতীর্ণও করেনি। যেমন কুরাইশের কাফেরদের ধারণা ছিল যে, এ কুরআন শয়তানের আনয়ন! মহান আল্লাহ উক্ত আয়াতগুলিতে তার খন্ডন করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন,

{وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ (٢١٠) وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ} (٢١١) الشعراء

"শয়তান তা নিয়ে অবতরণ করেনি। ওরা এ কাজের যোগ্য নয় এবং এর সামর্থ্যও রাখে না।" (শুআ'রা ঃ ২১০-২১১)

কুরআনের ধারে-পাশে থাকেন সম্মানিত ও পূত-পবিত্র ফিশ্তাগণ। যেমন মহান আল্লাহ অনত্র বলেছেন,

{كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ

مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} (١٦) سورة عبس

"কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। সম্মানিত পত্রসমূহে (লাওহ মাহফুযে তা লিপিবদ্ধ আছে)। যা উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ, পূত-পবিত্র। এমন লিপিকারদের হস্ত দ্বারা (লিপিবদ্ধ)। (যারা) সম্মানিত ও পুণ্যবান (ফিরিশ্তা)।" *(আবাসাঃ ১১-১৬)*

বলা বাহুল্য, উক্ত কুরআনকে কেবল পূত-পবিত্র ফিরিশ্তাগণ স্পর্শ ক'রে থাকেন, যাঁরা সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপ-পঙ্কিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পক্ষান্তরে উক্ত আয়াতের অন্য একটি ব্যাখ্যা হল, 'পূত-পবিত্রগণ ব্যতীত অন্য কেউ যেন তা স্পর্শ না করে।' অর্থাৎ, অপবিত্র অবস্থায় কোন মানুষের জন্য তা স্পর্শ করা বৈধ নয়। কিন্তু অগ্র-পশ্চাতের আয়াত সে ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে না।

তাহলেও অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস আছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»

"পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" *(মালেক ৪৬৮, ইরওয়াউল গালীল ১২২নং)*

আর অপবিত্র একটি ব্যাপক শব্দ, তা হল বহু প্রকার ঃ

এক ঃ মুশরিক

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٢٨) سورة التوبة

"হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে।" (তাওবাহ ঃ ২৮)

সুতরাং মুশরিকরা, যারা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করে বা শির্ক করে, তারা কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না। আর এ জন্যই কুরআন নিয়ে দুশমনদের দেশে সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ৪৯৪৬-৪৯৪৭নং)

দুই ঃ যে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল করতে হয়, সেই অপবিত্রতার অপবিত্র।

তিন ঃ যে অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য উযূ করতে হয়, সেই অপবিত্রতার অপবিত্র।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'উযূ ছাড়া কি কেউ কুরআন পড়তে পারে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তবে উযূ ছাড়া মুসহাফ ধরে পড়বে না।' (মাসায়েল ইমাম আহমাদ ৫পৃঃ)

এই আমলই ছিল সাহাবা ও তাবেয়ীগণের।

মুসআব বিন সা'দ বিন আবী অক্কাস বলেন, আমি সা'দ বিন আবী অক্কাসের জন্য মুসহাফ ধারণ করতাম। একদা আমি চুলকালাম। তা দেখে সা'দ বললেন, 'সম্ভবতঃ তুমি তোমার প্রস্রাব-দ্বার স্পর্শ করলে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তুমি ওঠো এবং ওযূ করে এসো।' অতঃপর আমি উঠে ওযূ ক'রে এলাম। *(মুঅত্ত্বা ৫৯নং, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৬১)*

সুতরাং যদি উযূ না ক'রে কুরআন ধরা না যায়, তাহলে গোসল না ক'রে আদৌ ধরা যাবে না।

চার ঃ যে অপবিত্রতার কারণে চরিত্র কলঙ্কিত হয়, সেই অপবিত্রতার অপবিত্র। যেমন পাপ-পঙ্কিলতাগ্রস্ত ব্যক্তি। (ইবনে কাষীর ৭/৫৪৪, ফাতহুল ক্বাদীর ৫/২২৭)

কিন্তু সে পাপী যদি তওহীদবাদী হয়, তাহলে কুরআন স্পর্শ করতে বাধা নেই। তাছাড়া নবী-রসূলগণ ছাড়া পাপী আবার কে নয়?

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কোন অমুসলিম কুরআন স্পর্শ করতে পারে না। অবশ্য কেবল তার অনুবাদ বা আরবী-সহ অনুবাদ দিতে দোষ নেই।

যদি বলেন, 'তাহলে আরবদেরকে কোন্ অনুবাদ দেব?'

তাহলে আমরা বলব, 'তফসীর-সহ কুরআন দেওয়া যেতে পারে। যাকে মুসহাফ বলা হয়, তা নয়।'

প্রকাশ থাকে যে, গোসল ছাড়া অপবিত্র ব্যক্তি কুরআন মুখস্থও পড়তে পারে না। অবশ্য ঋতুমতী মহিলাদের জন্য পড়ার অনুমতি আছে। উযূ ছাড়া কুরআন মুখস্থ পড়া যায়। যেমন এ কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

কুরআন নিয়ে অবতরণ করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তা

কুরআনের অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে, মহান প্রতিপালক তা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপর অবতীর্ণ করার জন্য নির্বাচন করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তাকে। ফিরিশ্‌তাদের কোন পাপ নেই, তবুও তাঁকে 'আল-আমীন' ও বিশ্বস্ত উপাধি দিয়েছেন মহান আল্লাহ। ফিরিশ্‌তাগণ সবাই তাঁর অনুগত দাস এবং সম্মানিত, তবুও তাঁকে অনুগত ও সম্মানিত বলে আখ্যায়িত করেছেন মহান স্রষ্টা। তিনি হলেন ফিরিশ্‌তা জিবরীল বা জিবরাঈল ﷺ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ} (١٩٣) سورة الشعراء

"নিঃসন্দেহে কুরআন বিশ্বজগতের প্রতিপালকের অবতীর্ণকৃত (গ্রন্থ)। বিশ্বস্ত রূহ (জিব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে।" (শুআ'রা ঃ ১৯২-১৯৩)

{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ} (٤٠) سورة الحاقة

"নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত দূতের বার্তা।" (হা-ক্কাহ ঃ ৪০)

{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ} (٢١) سورة التكوير

"নিশ্চয়ই এ (কুরআন) সম্মানিত বার্তাবহ (জিবরীলের) আনীত বাণী, যে মহাশক্তিধর, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত। যে সেখানে মান্যবর এবং বিশ্বাসভাজন।" (তাকভীর ঃ ১৯-২১)

তিনি আল্লাহর কাছে সম্মানিত, অন্যান্য ফিরিশ্‌তাগণও তাঁর সম্মান করেন।

তিনি মহাশক্তিধর। যাঁকে তাঁর কর্তব্য পালনে কেউ বাধাপ্রাপ্ত করতে পারে না।

তিনি মান্যবর। ফিরিশ্‌তাবর্গ তাঁর আদেশ মান্য ক'রে থাকেন।

তিনি আমানতদার, তিনি সে অহীতে কোন খিয়ানত করতে পারেন না, কিছু সংযোজন-বিয়োজন বা গোপন করতে পারেন না।

এমন দূত না হলে কি কুরআনের মতো এত মর্যাদাসম্পন্ন বার্তা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন?

পত্র গুরুত্বপূর্ণ হলে দেশের বাদশাগণ গুরুত্বপূর্ণ দূতই নির্বাচন ক'রে থাকেন। এত দ্বারা কি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের গুরুত্ব সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে না?

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষায়

সুমহান স্রষ্টা কুরআনকে অবতীর্ণ করেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভাষায়, আরবী ভাষায়। আর কুরআন আরবী ভাষায় কেন অবতীর্ণ হয়েছে, তার যুক্তি দিতে গিয়ে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী দ্বীনের সুপ্রসিদ্ধ দাঈ ডঃ যাকির নায়েক সাহেব যা বলেছেন, তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ-

মহান আল্লাহ রসূলের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং নির্বাচিত রসূল ﷺ যেহেতু আরবী ছিলেন, তাই তাঁর প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থও আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর সেটাই স্বাভাবিক।

যে রসূলের উপর গ্রন্থ অবতীর্ণ করা হয়েছে, তিনি যে জাতির মানুষ এবং তাদের যে ভাষা, তাঁরও সেই ভাষা ছিল। নচেৎ সে জাতি তাৎক্ষণিকভাবে তা বুঝবে কেমন ক'রে?

মহান আল্লাহ তাঁর এই রীতি সম্পর্কে বলেছেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } (٤) سورة إبراهيم

"আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী ক'রে পাঠিয়েছি তাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করবার জন্য। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (ইব্রাহীম ঃ ৪)

তিনি তাঁর নবী ﷺ-কে সম্বোধন ক'রে বলেছেন,

{فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٥٨) سورة الدخان

"আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ ক'রে দিয়েছি, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (দুখান ঃ ৫৮)

ইতিপূর্বে বনী ইস্রাঈল জাতির জন্য কিতাব তাদের নিজস্ব ভাষায় তওরাত-ইন্‌জীল অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আরবী ভাষা একটি উন্নত ও জীবন্ত ভাষা। বিশাল পরিমাণ লোক এই ভাষায় কথা বলে।

আরবী ভাষা এতই সমৃদ্ধ যে, ভাব প্রকাশে এর ব্যাপক ক্ষমতা আছে। এতে এমন অনেক শব্দ আছে, যার অর্থ ১২- ১৩ টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। আবার একই শব্দের সমার্থবোধক একাধিক শব্দ পাওয়া যায়। তার ফলে ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদির মিল রেখে এ ভাষায় কোন কিছু রচনা বেশি সার্থক হয়।

আরবী ভাষায় যে ব্যাপ্তি নিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায়, অন্য ভাষায় তা কল্পনাতীত। তাই এর বাহ্যিক অর্থ এক হলেও গভীর বা নিগূঢ় অর্থ একাধিক হয়ে থাকে। আর সেই জন্যই তার অনুবাদে তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় এবং তফসীর বা ব্যাখ্যা বহুমুখী হয়ে থাকে।

আরবী ভাষায় কিছু লিখতে জায়গা কম লাগে। তাতে সময় ও শ্রম ব্যয় হয় কম। *(আল-কোরআন বুঝে পড়া উচিত ৫৬-৫৭পৃঃ)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلاَئِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٩٧)

"আল্লাহ পবিত্র গৃহ কা'বাকে, পবিত্র মাসকে, কুরবানীর জন্য কা'বায় প্রেরিত পশু ও গলায় মাল্যপরিহিত পশুকে মানুষের স্থিতিশীলতার কারণ নির্ধারিত করেছেন। এটি এ জন্য যে, তোমরা যেন জানতে পার, যা কিছু আকাশে ও ভূমন্ডলে আছে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (মায়িদাহ ঃ ৯৭)

মুসলিমদের ক্বিবলা হল কা'বাগৃহ, যা মক্কায় অবস্থিত। সুতরাং মহান আল্লাহ সেই নগরীকেই নবীর জন্মস্থান করলেন এবং তাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করলেন তাঁর ভাষা আরবীতে।

প্রত্যেক নবীকে এক-একটি অলৌকিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে মানুষ তাঁদেরকে বিশ্বাস করে। যেমন যাদু-বিদ্যার উন্নতির যুগে মূসা ﷺ-কে তার চাইতে আরো উন্নত মু'জিযা দিয়ে যাদুকে পরাস্ত ক'রে ঈমান প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ঈসা ﷺ-কে চিকিৎসার উন্নতির যুগে উন্নততর চিকিৎসার অলৌকিক পদ্ধতি দিয়ে মানুষকে মুগ্ধ করা হয়েছিল। সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-কে আরবী ভাষার সাহিত্য উন্নতির যুগে

উন্নততর সাহিত্যমন্ডিত গ্রন্থ অবতীর্ণ ক'রে মানুষকে আকৃষ্ট করা হয়েছিল।

সাহিত্য তার নিজস্ব সত্তাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নিজ ভাব, ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ-মূর্ছনা, উপমা, ভাষার লালিত্ব, ভাবের গভীরতা মর্মস্পর্শী সুর ঝংকারের জয়গান গাইতে চায়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের আয়াতে-আয়াতে সেই ঝংকারের জয়ডঙ্কা প্রতিধ্বনিত হয়।

কুরআনের মান-স্টাইল সম্পর্কে বলতে গিয়ে পি.কে. হিট্টি উল্লেখ করেছেন, 'কুরআনের স্টাইল হল ঐশ্বরিক স্টাইল। কুরআন কোন কিছুর সাথে তুলনা ও অনুকরণ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। কুরআনের গঠন-শৈলীতে এক প্রকার অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।'

আল-কুরআনের এ অভিনব গঠন-পদ্ধতি প্রচলিত সাহিত্যের দৃষ্টিতে গদ্যও নয়, পদ্যও নয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণে বিশুদ্ধ রচনা।

কুরআনের বাক্যাবলী পদ্য নয়, এ কথা স্পষ্ট। কারণ তাতে পদ্য বা কবিতার নিয়ম-নীতি ও ছন্দের মিলের কথা লক্ষ্য রাখা হয়নি। আর গদ্য নয় এই কারণে যে, তার একটা অলৌকিক ছন্দ ও শব্দ-স্বাচ্ছন্দ্য আছে, তার নিজস্ব এক প্রকার পৃথক বাগ্‌ধারা ও বাগ্‌বৈশিষ্ট্য আছে, যার অনেকটাই বাক্যের শেষ শব্দে চমৎকার এক শ্রেণীর মিল আছে।

অথচ তার ছন্দ-দ্যোতনায় সে যুগের বহু মানুষের ধারণায় এসেছিল, তা একটি কাব্যগ্রন্থ, মুহাম্মাদ একজন কবি। আর তার সাহিত্য-আকর্ষণে অনেকে ভাবত, এটা এক শ্রেণীর যাদুমন্ত্র এবং মুহাম্মাদ একজন যাদুকর। আসলে কুরআনের সাহিত্য এমনই মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী যে, তার প্রতি উদার মানুষের মন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ে।

আল-কুরআনের সাহিত্যের যে অনুপম ঝরনাধারা প্রবাহিত, যুগ-যুগ ধরে সকল সাহিত্য-পিপাসুরা কুরআন হতে সাহিত্য-সুধা পান ক'রে তাদের সাহিত্য-ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বরং কুরআনের সাহিত্য আরবী ব্যাকরণ (সিনট্যাক্স), অলঙ্কারশাস্ত্র, মোরফলোজি (শব্দ গঠনতত্ত্ব), ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির সাক্ষীরূপে ব্যবহার করা হয়। কুরআন থেকে উক্ত সকল বিদ্যায় উদাহরণ ও উপমা উদ্ধৃত করা হয়। এক কথায় ভাষা-বিদ্যায় কুরআনই হল আরবী ভাষার সোর্স, অথোরিটি ও রেফারেন্স। কুরআনই হল পরবর্তী আরবী সাহিত্যের আদর্শ ও প্রামাণ্যগ্রন্থ।

আল-কুরআনের সাহিত্য-মান প্রসঙ্গে মহাকবি গ্যেটে বলেছেন, 'যত বেশি বিরক্তি নিয়েই আমরা এ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি না কেন, সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থ সকল বিরক্তির অবসান ঘটায়। পাঠককে শান্ত ও সন্তুষ্ট করে। আকর্ষণ করে এবং পরিশেষে এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পাঠককে বাধ্য করে। উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এর স্টাইল, এর ভাষা এতো বেশি জোরালো, প্রত্যয়দীপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ যে, কোন যুগে ও কালের যে কোন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এ গ্রন্থ সঠিক অর্থেই শাশ্বত ও জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে সর্বাধিক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।' *(আল-কোরআন বুঝে পড়া উচিত ৬৯-৭০পৃঃ)*

এর অমিয় বাণীতে অমিয় সুধা লুক্কায়িত আছে। এ যে রব্বুল আলামীনের বাণী। সকল ভাষা সৃষ্টিকারীর বাণী।

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান-কাল-পাত্রে

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের একটি মাহাত্ম্য এই যে, তা অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বরং সৃষ্টির সেরা ব্যক্তিত্বের উপর। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। কুরাইশকে মনোনীত করেছেন কিনানা থেকে। বানী হাশেমকে মনোনীত করেছেন কুরাইশ থেকে। আর আমাকে মনোনীত করেছেন বানী হাশেম থেকে। *(মুসলিম ৬০৭৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا).

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। মহান আল্লাহ সৃষ্টি রচনা ক'রে আমাকে সৃষ্টির সেরা (মানুষের) দলভুক্ত করেছেন। সৃষ্টিকে

(আরব ও আজম) দুই দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তম দলে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে জন্ম দিয়েছেন। বিভিন্ন বাড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়িতে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি বাড়ির দিক দিয়ে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তির দিক দিয়েও তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ। *(আহমাদ ১৭৮৮নং)*

আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর উপর। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ).

অর্থাৎ, আমিই আদম-সন্তানদের সর্দার। আর তাতে গর্ব নেই। *(তিরমিযী ৩১৪৮, ইবনে মাজাহ ৪৩০৮, প্রমুখ)*

তিনি ইমামুল আম্বিয়া। ইসরার রাতে সকল নবীগণ তাঁর ইমামতিতে নামায পড়েছেন। *(মুসলিম ৪৪৮নং)*

অনুরূপ তিনি বলেছেন,

(إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ غَيْرَ فَخْرٍ).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন এলে আমি হব নবীগণের ইমাম ও খতীব এবং তাঁদের শাফাআত-ওয়ালা। আর এতে কোন গর্ব নেই। *(আহমাদ ২১২৪৫, তিরমিযী ৩৬১৩, ইবনে মাজাহ ৪৩১৪, হাকেম ২৪০নং)*

কুরআন অবতীর্ণ আরম্ভ হয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কায়, যখন মহানবী ﷺ নূর পাহাড়ের হিরা গুহায় মহান স্রষ্টার ইবাদতে মশগুল ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন আদী বিন হামরা যুহরী বলেন, একদা নবী ﷺ মক্কার বাজার হায্ওয়ারাতে দাঁড়িয়ে বলেছেন,

((وَاللَّهِ إِنَّكِ لَأَخْيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)).

"আল্লাহর কসম! নিশ্চয় তুমি আল্লাহর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ভূমি এবং আল্লাহর সকল ভূমির চাইতে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার নিকট (এবং আমার নিকট) সবচেয়ে প্রিয় ভূমি। আমাকে যদি তোমার মধ্য থেকে বহিষ্কার করা না হত, তাহলে আমি বের হতাম না।" *(আহমাদ ১৮৭১৮, তিরমিযী ৩৯২৫, ইবনে মাজাহ ৩১০৮, ইবনে হিব্বান, হাকেম ৪২৭০, ৫২২০, সঃ জামে' ৭০৮৯নং)*

আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীতে। মহানবী ﷺ

বলেছেন,

(بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ).

অর্থাৎ, আমি আদম-সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দীতে প্রেরিত হয়েছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে সেই শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছি, যা আমার জন্য নির্ধারিত ছিল। *(বুখারী ৩৫৫৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী আমার শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী (এর লোকেরা)। *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৬৯৯নং)*

আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ মাসে। মহান আল্লাহ বলেন,

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ}

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)*

আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে বছরের বর্কতময় সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ} (৩) سورة الدخان

"নিশ্চয় আমি এ (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এক বর্কতময় (আশিসপূত শবেক্বদর) রাতে; নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।" (দুখান ঃ ৩)

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (১) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (২) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ} (৩) سورة القدر

"নিশ্চয়ই আমি এ (কুরআন)কে অবতীর্ণ করেছি মর্যাদাপূর্ণ রাত্রিতে (শবেকদরে)। আর কিসে তোমাকে জানাল, মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি কী? মর্যাদাপূর্ণ রাত্রি সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম।" (ক্বাদ্‌র ঃ ১-৩)

মহাগ্রন্থ সম্মানীয় আল-কুরআন, অবতীর্ণ হয়েছে তার যথাযথ উপযুক্ত স্থান-কাল-পাত্রে। কত মর্যাদা সে গ্রন্থের?

সূরায়-সূরায় কুরআনের গুরুত্ব

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অন্যতম মাহাত্ম্য এই যে, মহান আল্লাহ কুরআনের শপথ করেছেন। প্রায় প্রত্যেক সূরাতে তার মাহাত্ম্য ও মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন। অনেক সূরা আরম্ভ করার সময় কুরআনের কসম বা তার প্রশংসা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে ঃ সূরা বাক্বারাহ, আলে ইমরান, আ'রাফ, ইউনুস, হূদ, ইউসুফ, রা'দ, ইবরাহীম, হিজ্‌র, কাহ্‌ফ, ত্বা-হা, নূর, ফুরক্বান, শুআরা, নাম্‌ল-----আরো অনেক সূরা।

অনুরূপ অনেক সূরার শেষাংশেও মহান আল্লাহ কুরআনের কথা উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ দেখা যেতে পারে ঃ সূরা ইউনুস, ইউসুফ, ইব্রাহীম, নাম্‌ল, স্বা-দ প্রভৃতি।

আল-কুরআন বহুমুখী জ্ঞান-ভান্ডার

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটি ধর্মগ্রন্থ, কোন বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়। তবে এ গ্রন্থে বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য আছে, যা আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরআনের সে তথ্য সঠিক।

আল-কুরআনের বিষয়বস্তু হল ঃ ঈমান, তওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, হালাল-হারাম, দাম্পত্য, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সামরিকনীতি ইত্যাদি। তবে তার মূল বিষয়বস্তু হল, মহান আল্লাহর ইবাদত (তওহীদ), মানুষের সচ্চরিত্রতা ও ব্যবহারবিধি। মানুষ এ পৃথিবীতে এসে তার কর্তব্য কী, সে কোথায় ছিল, কেন এল, কোথায় যাবে, সেখানে কী হবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর খোঁজার মাঝে শান্তির সাথে পৃথিবী আবাদ করা হল মূল উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الـصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا} (٩) سورة الإسراء

"নিশ্চয় এ কুরআন এমন পথনির্দেশ করে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সৎকর্মপরায়ণ বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৯)

সুতরাং এ ধারণা ভুল যে, সকল আবিষ্কারের কথাই কুরআনে বিদ্যমান। বরং

সঠিক হল তাতে বহু বিজ্ঞানী তথ্য আছে, যা আজকের আবিষ্কার অথবা যা ভবিষ্যতে হবে, তা চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বেই কুরআন পরিবেশন করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٥٣) سورة فصلت

"আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী? " (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৫৩)

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (٨٧) وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} (٨٨) سورة ص

"এ (কুরআন) বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র। এর সংবাদের সত্যতা তোমরা কিছুকাল পরে অবশ্যই জানতে পারবে।' (স্বাদ ঃ ৮৭-৮৮)

কুরআনের কোন্ সূরায় কত নম্বর আয়াতে কোন্ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, তা নিয়ে অনেকে লেখালিখি করেছেন। পাঠকের কাছে অনুরোধ রাখব, তা জানতে তাঁদের গ্রন্থ পাঠ করুন। আমি এখানে সংক্ষেপে তার কতিপয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য উল্লেখ করব ইন শা-আল্লাহ।

পূর্ববর্তী আম্বিয়া ও তাঁদের জাতির ইতিহাস

কুরআনে রয়েছে মানবজাতির ইতিহাস। আদি মানব থেকে নিয়ে মুহাম্মাদ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস কোথাও সংক্ষেপে কোথাও সবিস্তারে পরিবেশিত হয়েছে। মানুষ কোন অন্য প্রাণী ছিল না। নর আদি থেকেই নর, বানর ছিল না। তার সৃষ্টির ইতিহাস, অতঃপর পৃথিবীতে মহান আল্লাহর তওহীদ প্রতিষ্ঠা ও তার উপর আম্বিয়াগণের নিজ নিজ জাতির সাথে সংঘাতের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে আল-কুরআনে। যে ইতিহাস কেবল কিতাবধারী পন্ডিত-পাদরীগণ জানতেন। অতঃপর কুরআনের ইলাহী ইতিহাস শুনে তাঁরা ইসলামে দীক্ষিত হন। যেহেতু এ সকল ইতিহাস না নবী মুহাম্মাদ ﷺ জানতেন, আর না তাঁর জাতি আরবের লোক। কারণ তাঁদের নিকট কোন কিতাব ছিল না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (٤٩) سورة هود

"এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী (প্রত্যাদেশ) মারফত পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার সম্প্রদায় জানত। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম সংযমশীলদের জন্যই।" (হূদ ঃ ৪৯)

মহান আল্লাহ ইউসুফ নবী ﷺ-এর মর্মস্পর্শী কাহিনী বর্ণনার শুরুতে বলেছেন,

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} (٣) سورة يوسف

"আমি তোমার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী বর্ণনা করছি, অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ ক'রে; যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত।" (ইউসুফ ঃ ৩)

মানবেতিহাসে কুরআনী ইতিহাসের পৃথক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমতঃ ইতিহাস সত্য, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দ্বিতীয়তঃ তাতে নানা অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও উপদেশ আছে। আর তৃতীয়তঃ কোন কোন ইতিহাস বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্টাইলে বিবৃত হয়েছে।

অবশ্য কুরআনে যে সকল নবীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তা নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} (١٦٤) سورة النساء

"নিশ্চয় আমি অনেক রসূলের কথা পূর্বে তোমার নিকট বর্ণনা করেছি এবং অনেক রসূলের কথা তোমার নিকট বর্ণনা করিনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ সাক্ষাৎ বাক্যালাপ করেছেন।" (নিসা ঃ ১৬৪)

{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ} (٧٨) سورة غافر

"আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করেছি এবং কারো কারো কথা তোমার নিকট বিবৃত করিনি। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করা কোন রসূলের কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ এলে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়সালা হয়ে যাবে। আর তখন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।" (মু'মিন ঃ ৭৮)

তওহীদ, অহী, রিসালত, পরকাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকল্পে ইতিহাসের একটি যোগসূত্র ও উপকারিতা রয়েছে।

এক ঃ লোকেরা শেষনবী ﷺ-কে মিথ্যাজ্ঞান ক'রে নানা কষ্ট দিলে তাঁর হৃদয়কে সুদৃঢ় করা হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী শুনিয়েছেন।

{فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ}

"অতঃপর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তবে তোমার পূর্বে যেসব রসূল স্পষ্ট নিদর্শনাবলী, অবতীর্ণ সহীফাসমূহ এবং দীপ্তিমান কিতাবসহ এসেছিল, তাদেরকেও তো মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছিল।" (আলে ইমরান ঃ ১৮৪)

{وَكُلاًّ نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاء الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءكَ فِي هَـذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} (١٢٠) سورة هود

"রসূলদের ঐ সব বৃত্তান্ত আমি তোমার কাছে বর্ণনা করছি, এর দ্বারা আমি তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এর মাঝে তোমার কাছে এসেছে সত্য এবং বিশ্বাসীদের জন্য উপদেশ ও স্মরণীয় বস্তু।" (হূদ ঃ ১২০)

দুই ঃ পূর্ববর্তী নবী ও তাঁর সম্প্রদায়ের উত্থান-পতনের ইতিহাস থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা যায়।

তিন ঃ মু'মিনগণকে হতাশার অন্ধকার থেকে আশার আলো দেখিয়ে ধৈর্যধারণ করার তরবিয়ত দান হয়েছে।

চার ঃ হক-বাতিলের সংঘাত চিরদিনের। সকল বাধা উল্লংঘন ক'রে হকপথে প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং তার প্রতি আন্তরিকতার সাথে মানুষকে আহবান করতে হবে, সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে।

পাঁচ ঃ মহান আল্লাহর অলৌকিক মহাশক্তি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা গ্রহণ করা যায়।

ছয় ঃ আম্বিয়া ও রসূলগণের প্রতি মহান আল্লাহ যে কত বিশাল নিয়ামত দান

করেছেন, তার অনুমান করা যায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (١١١) سورة يوسف

"তাদের কাহিনীতে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা। এটা এমন বাণী; যা মিথ্যা রচনা নয়, বরং এটা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী, সমস্ত কিছুর বিশদ বিবরণ এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য পথ-নির্দেশ ও করুণা।" *(ইউসুফ ঃ ১১১)*

{فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (١٧٦) سورة الأعراف

"তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে।" (আ'রাফ ঃ ১৭৬)

ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের জ্ঞান

মহান আল্লাহ আল-কুরআনে অদৃশ্য বিষয়ক বহু জ্ঞান দান করেছেন মানুষকে। অনেক ভবিষ্যৎ-বাণীও করেছেন, যা মানুষ সত্য ও বাস্তবরূপে পেয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

মানুষের গোপন কথা ফাঁস।

যেমন ইয়াহুদী মুনাফিকদের মুনাফিকী কার্যকলাপের পর্দা উন্মোচন করেছে কুরআন। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ (٧٦) أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ} (٧٧) سورة البقرة

"আর তারা যখন মুমিন (বিশ্বাসী)দের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, আমরা ঈমান এনেছি (বিশ্বাস করেছি)', আবার যখন তারা নিভৃতে (নিজ দলে) একে অন্যের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা ব্যক্ত করেছেন তোমরা কেন তা তাদের নিকট বলে দিচ্ছ? তারা (মুসলিমরা) যে তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ দাঁড় করাবে তোমরা কি তা বুঝতে পারছ না?' তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন রাখে কিংবা প্রকাশ করে নিশ্চিতভাবে আল্লাহ তা জানেন?" (বাক্বারাহ ঃ ৭৬-৭৭)

অন্য একটি ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَمَّا جَاءهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} (٨٩) البقرة

"তাদের নিকট যা আছে আল্লাহর নিকট হতে তার সমর্থক কিতাব এল; যদিও পূর্বে (মক্কার) অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তারা এর (এই কিতাব সহ নবীর) সাহায্যে বিজয় কামনা করত, তবুও তারা যা জ্ঞাত ছিল তা (সেই কিতাব নিয়ে নবী) যখন তাদের নিকট এল, তখন তারা তা অস্বীকার করে বসল। সুতরাং অবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ হোক।" (বাক্বারাহ ঃ ৮৯)

ইয়াহুদীরা যখন আরবের মুশরিকদল কর্তৃক পরাজিত হত, তখন তারা আল্লাহর নিকট এই বলে দুআ করত যে, 'হে আল্লাহ! সত্বর শেষ নবী প্রেরণ কর! যাতে আমরা তাঁর সাথে মিলে এই মুশরিকদের উপর বিজয় লাভ করতে পারি।' অথবা ইয়াহুদীরা মুশরিকদেরকে সংবাদ দিত যে, অতি সত্বর নবী প্রেরিত হবেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

সুতরাং এ কথা জানা সত্ত্বেও যে, মুহাম্মাদ ﷺ সেই শেষ নবী, যাঁর গুণাবলীর কথা তাওরাত ও ইঞ্জীলে উল্লিখিত হয়েছে এবং আহলে কিতাব তাদের এক মুক্তিদাতা হিসেবে তাঁর আগমনের অপেক্ষাও করছিল, কিন্তু কেবল এই জ্বালায় ও হিংসায় তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি যে, নবী আমাদের মধ্য থেকে কেন হল না, যেমন আমাদের ধারণা ছিল। অর্থাৎ, তারা (নবীর নবুঅতকে) অস্বীকার করেছিল জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসার ভিত্তিতে, দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে নয়। তাদের এ গোপন কথা কুরআন স্পষ্ট ক'রে দিল।

এইভাবে মুনাফিকদের কত গোপন কথা কুরআন প্রকাশ ক'রে দিয়েছে এবং সে যুগের লোকেরা তা দেখেছে ও শুনেছে।

একদা মুনাফিকরা রসূল ও তাঁর সাহাবাগণকে নিয়ে ব্যঙ্গ করল। কুরআন তা মহানবী ﷺ-এর কাছে প্রকাশ ক'রে দিল। মহান আল্লাহ বললেন,

{يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ} (٦٥) سورة التوبة

"মুনাফিক্বরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলমানদের) প্রতি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে পড়ে, যা তাদেরকে সেই মুনাফিক্বদের অন্তরের কথা অবহিত

ক'রে দেবে। তুমি বলে দাও, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দেবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, 'আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম।' তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে?" (তাওবাহ ঃ ৬৪-৬৫)

সূরা তওবায় এই শ্রেণীর আরো ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। সূরা বাক্বারার শুরুতে, সূরা মুনাফিক্বুনে এবং আরো অন্যান্য সূরাতে মুনাফিকদের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করা হয়েছে।

নবী ﷺ-এর যুগে পারস্য (ইরান) ও রোম দুটি বৃহৎ শক্তি ছিল। পারসীকরা ছিল অগ্নিপূজক মুশরিক এবং রোমানরা ছিল খ্রিষ্টান (আহলে কিতাব)। মক্কার মুশরিকদের সহানুভূতি ছিল পারসীকদের প্রতি; কারণ তারা উভয়েই গায়রুল্লাহর উপাসক ছিল। পক্ষান্তরে মুসলিমদের সহানুভূতি রোমের খ্রিষ্টান রাজ্যের প্রতি ছিল; কারণ খ্রিষ্টানরাও মুসলিমদের মত (আহলে কিতাব) ছিল এবং অহী ও রিসালাতের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। তাদের উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ-বিবাদ লেগেই থাকত। নবী ﷺ-এর নবুঅত প্রাপ্তির কয়েক বছর পর পারসীকরা খ্রিষ্টানদের উপর বিজয়লাভ করার ফলে মুশরিকদের আনন্দ ও মুসলিমদের দুঃখ হয়। সেই সময় ক্বুরআন কারীমের এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হয়।

{الم (١) غُلِبَتْ الرُّومُ (٢) فِي أَدْنَى الأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ (٣) فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ (٤) بِنَصْرِ اللهِ يَنصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (٥) وَعْدَ اللهِ لَايُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ} (٦) الروم

"আলিফ-লাম-মীম; রোমকগণ পরাজিত হয়েছে ---(আরবের) নিকটবর্তী অঞ্চলে। কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয় লাভ করবে --- কয়েক বছরের মধ্যেই, আগের ও পরের সকল সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। সেদিন বিশ্বাসীরা আনন্দিত হবে; আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনিই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এ আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি; আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।" (রূম ঃ ১-৬)

যাতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, কয়েক বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবে এবং বিজয়ীরা পরাজিত ও পরাজিতরা বিজয়ী হয়ে যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে

উক্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী অসম্ভব মনে হলেও আল্লাহর উক্ত বাণীর ফলে মুসলিমদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তা অবশ্যই সংঘটিত হবে। যার ফলে আবু বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ আবু জাহলের সাথে বাজি ক'রে ফেলেন যে, পাঁচ বছরের মধ্যে রোমানরা বিজয়ী হবেই। উক্ত বাজির কথা নবী ﷺ জানতে পারলে তিনি বললেন, بضع (কয়েক) শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝাতে ব্যবহার হয়। অতএব পাঁচ বছর বাজির সময় কম ক'রে ফেলেছ, এতে আরো সময় বাড়িয়ে নাও। সুতরাং নবী ﷺ-এর কথামত আবু বাক্‌র ﷺ তাঁর প্রস্তাবিত সময় আরো কিছু বাড়িয়ে দিলেন। ফল এই দাঁড়ালো যে, রোমানরা নয় বছর সময়ের মধ্যেই (সূরা অবতীর্ণ হওয়ার) ঠিক সপ্তম বছরে পুনরায় রোমকগণ পারসীকদের উপর জয়যুক্ত হল। যাতে মুসলিমগণ অনেক অনেক আনন্দিত হয়েছিলেন। *(তিরমিযী, তাফসীর সূরা রূম)*

কুরআন বলেছিল, আবূ লাহাব ও তার স্ত্রী শিখাবিশিষ্ট অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (সূরা লাহাব) সত্য তাই ঘটেছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।

এই শ্রেণীর আরো অনেক কাহিনী আছে, যাতে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সত্যতা সমুজ্জ্বল হয়েছে।

আধুনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক তথ্য

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কোন বিজ্ঞানগ্রন্থ নয়। তবে---যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে---এতে বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আছে, যা আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তা কুরআন চৌদ্দ শতাব্দী পূর্বে আমাদেরকে অবহিত করেছে। তার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। মহাবিস্ফোরণ (Big Bang)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} (٣٠) سورة الأنبياء

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী একসঙ্গে মিলিত ছিল; অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিয়েছি এবং প্রত্যেকটি সজীব বস্তুকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি; তবুও কি ওরা বিশ্বাস করবে না?" (আম্বিয়া ঃ ৩০)

২। জলের অপর নাম জীবন

উপরোক্ত আয়াতে এই তথ্য রয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত যে, কোন কোন জীব বা জীবাণু হাওয়া ছাড়া বাঁচতে পারে, কিন্তু পানি ছাড়া বাঁচতে পারে না; যেমন ব্যাক্টেরিয়া।

৩। গভীর সমুদ্রে অন্ধকার তথ্য

৪। সমুদ্রের তরঙ্গের উপর তরঙ্গের তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} (٤٠) سورة النـــور

"অথবা (ওদের কর্মের উপমা) গভীর সমুদ্রতলের অন্ধকার সদৃশ, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ যাকে আচ্ছন্ন করে, যার ঊর্ধ্বদেশে ঘন মেঘ, এক অন্ধকারের উপর আর এক অন্ধকার, কেউ নিজ হাত বার করলে তা প্রায় দেখতেই পায় না। আল্লাহ যাকে আলো দান করেন না, তার জন্য কোন আলো নেই।" *(নূর ঃ ৪০)*

৫। দুই সমুদ্রের মাঝে অন্তরাল

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ} (٢٠) سورة الرحمن

"তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়, (কিন্তু) ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না।" *(রাহমানঃ ২০)*

{أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (٦١) سورة النمل

"কিংবা তিনি, যিনি পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং ওর মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীমালা এবং ওতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং দুই সাগরের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়। আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং ওদের অনেকেই তা জানে না।" (নাম্‌ল ঃ ৬১)

৬। সূর্য স্থির নয়

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} (٣٨) سورة يـس

"সূর্য তার নির্দিষ্ট গন্তীর মধ্যে আবর্তন করে; এ পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) নিয়ন্ত্রণ।" (ইয়াসীন ঃ ৩৮)

৭। পৃথিবী স্থির নয়

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّـهِ الَّـذِي أَتْقَنَ كُـلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ} (٨٨) سورة النمل

"তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ; কিন্তু ওরা মেঘপুঞ্জের মত চলমান। এ আল্লাহরই সৃষ্টি-নিপুণতা যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তিনি সম্যক অবগত। (নাম্‌ল ঃ ৮৮)

অবশ্য উক্ত আয়াতের অনুবাদ অন্য রকমও আছে, "তুমি পর্বতমালা দেখে অচল মনে করছ; কিন্তু (মহাপ্রলয়ের দিন) ওরা হবে মেঘপুঞ্জের মত চলমান। এ আল্লাহরই সৃষ্টি-নিপুণতা যিনি সমস্ত কিছুকে করেছেন সুষম। তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে তিনি সম্যক অবগত। (নাম্‌ল ঃ ৮৮)

উক্ত আয়াতের পূর্বাপর আয়াত পাঠ করলে সেটাই স্পষ্ট বুঝা যায়। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

৮। ভূগোল তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} (٣٠) سورة النازعات

"তারপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন।" (না-যিআত ঃ ৩০)

উক্ত আয়াতে 'দাহা' শব্দের একটি অর্থ হল, উটপাখির ডিমের মতো গোলাকার করেছেন।

৯। ভূতত্ত্বে পর্বতমালা স্থাপন তথ্য ও তার উপকারিতার বর্ণনা

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا} (٧) سورة النبأ

"আমি পর্বতসমূহকে পেরেক (স্বরূপ সৃষ্টি করিনি কি?) (নাবা ঃ৭)

{وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا} (٣٢) سورة النازعات

"আর পর্বতসমূহকে তিনি দৃঢ়ভাবে গ্রথিত করেছেন।" (না-যিআত ঃ ৩২)

{وَأَلْقَى فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} (١٥) النحل

"আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পার।" (নাহল ঃ ১৫)

{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ} (١٠) سورة لقمان

"তিনি আকাশমন্ডলীকে স্তম্ভবিহীন নির্মাণ করেছেন; তোমরা তা দেখছ। তিনিই পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীবজন্তু। আর আমি আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ ক'রে তাতে সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদ উদ্গত করেছি।" (লুক্বমান ঃ ১০)

১০। মহাকাশ অক্সিজেনশূন্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ}

"আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করার ইচ্ছা করলে, তিনি তার হৃদয়কে ইসলামের জন্য প্রশস্ত ক'রে দেন এবং কাউকে বিপথগামী করার ইচ্ছা করলে, তিনি তাঁর হৃদয়কে অতিশয় সংকীর্ণ ক'রে দেন; তার কাছে ইসলাম অনুসরণ আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা বিশ্বাস করে না, আল্লাহ তাদের উপর এরূপে অপবিত্রতা (শয়তান অথবা আযাব) নির্ধারিত করেন।" (আন্আম ঃ ১২৫)

১১। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الأَمْرَ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَاء رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ}

"আল্লাহই স্তম্ভ ছাড়া আকাশমন্ডলীকে ঊর্ধ্বে স্থাপন করেছেন; তোমরা তা

দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করেছেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট মিয়াদে আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।" (রা'দ ঃ ২)

১২। আকাশ ও নক্ষত্র-বিদ্যায় তারকার সুদূরে অবস্থানের তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ} (٧٦) سورة الواقعة

"আমি কসম করছি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের। অবশ্যই এটা এক মহা শপথ, যদি তোমরা জানতে।" (ওয়াক্বিআহ ঃ ৭৫-৭৯)

১৩। মহাকাশে সুবিশাল ছায়াপথ ও নীহারিকাপুঞ্জের তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} (٤٧) سورة الذاريات

"আমি আকাশ নির্মাণ করেছি আমার (নিজ) ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।" (যারিয়াত ঃ ৪৭)

১৪। pulsating star এর তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (٢) النَّجْمُ الثَّاقِبُ} (٣) سورة الطارق

"শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার। কিসে তোমাকে জানাল, রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি? ওটা দীপ্তিমান নক্ষত্র!" *(ত্বা-রিক ঃ ১-৩)*

১৫। মহাকাশে রাশিচক্রের তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ} (١٦) سورة الحجر

"আকাশে আমি রাশিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং ওকে করেছি দর্শকদের জন্য সুশোভিত।" (হিজ্‌র ঃ ১৬)

{تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا} (٦١)

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি নভোমন্ডলে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং ওতে স্থাপন করেছেন প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চন্দ্র।" (ফুরক্বান ঃ ৬১)

{وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ} (١) سورة البروج

"শপথ রাশিচক্র বিশিষ্ট আকাশের।" (বুরুজ ঃ ১)

১৬। চাঁদের নিজস্ব আলো না থাকার তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} (١٦) سورة نوح

"সেখানে (আকাশে) চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে। (নূহ ঃ ১৬)

১৭। চাঁদের কক্ষপথ তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} (٣٩) سورة يـس

"চন্দ্রের জন্য আমি বিভিন্ন কক্ষ নির্দিষ্ট করেছি; অবশেষে তা পুরাতন খেজুর মোছার ডাঁটার আকার ধারণ করে।" (ইয়াসীন ঃ ৩৯)

১৮। আবহাওয়া বিজ্ঞানে বৃষ্টি বর্ষণের তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ}

"আমি গর্ভ-সঞ্চারক বায়ু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই এবং ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই।" (হিজ্‌র ঃ ২২)

{وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ} (١١) سورة الطارق

"শপথ বারবার (ফিরে ফিরে) বর্ষণশীল আকাশের।" (ত্বা-রিক ঃ ১১)

উক্ত আয়াতে ওয়াটার সার্কিউলেশনের তথ্য রয়েছে। অর্থাৎ, পৃথিবীর পানি সূর্যতাপে বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে। অতঃপর বৃষ্টি বর্ষণ হয় বারবার।

১৯। শিলাবৃষ্টির তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاء وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاء يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ} (٤٣) سورة النـور

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তা একত্রিত করেন এবং পরে পুঞ্জীভূত করেন। অতঃপর তুমি দেখতে পাও, তা থেকে নির্গত হয় বারিধারা; আকাশের শিলাস্তুপ হতে তিনি বর্ষণ করেন শিলা এবং এ দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তার উপর হতে তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুৎ-ঝলক যেন দৃষ্টি শক্তি কেড়ে নিতে চায়।" (নূর ঃ ৪৩)

২০। লোহা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছে

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} (٢٥) سورة الحديد

"আমি লোহা অবতীর্ণ করেছি; যাতে রয়েছে প্রচন্ড শক্তি ও রয়েছে মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ।" (হাদীদ ঃ ২৫)

২১। প্রাণী-বিদ্যায় মাকড়সার জাল বোনার তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} (٤١) سورة العنكبوت

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তাদের দৃষ্টান্ত (স্ত্রী) মাকড়সা; যে নিজের জন্য ঘর তৈরী করে। আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বলতম; যদি ওরা জানত।" (আনকাবূত ঃ ৪১)

জাল বোনে স্ত্রী মাকড়সা। এই জন্য জাল বোনার ক্রিয়ায় স্ত্রীলিঙ্গের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

২২। কাকের বুদ্ধিমত্তার তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ} (٣١)

"অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভায়ের শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, হায়! আমি কি এ কাকের মতও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভায়ের শবদেহ গোপন করতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হল।" (মায়িদাহ ঃ ৩১)

২৩। মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের মাংস মানুষের জন্য ক্ষতিকর

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٧٣) سورة البقرة

"নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৭৩, আরো দ্রঃ মায়িদাহ ঃ ৩, নাহল ঃ ১১৫)*

২৪। দুধ তৈরির তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَآئِغًا لِلشَّارِبِينَ} (٦٦) سورة النحل

"অবশ্যই (গৃহপালিত) চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুধ; যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।" (নাহল ঃ ৬৬)

২৫। ভ্রূণতত্ত্ব

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ} (٥) سورة الحج

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে (ভেবে দেখ যে,) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর বীর্য হতে, তারপর রক্তপিন্ড হতে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি মাংসপিন্ড হতে; যাতে আমি তোমাদের নিকট (আমার সৃজনশক্তির মহিমা) ব্যক্ত করি। আমার

ইচ্ছা অনুযায়ী তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি; পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকেও প্রত্যাবৃত্ত করা হয় অকর্মণ্য (স্থবিরতার) বয়সে; যার ফলে সে যা কিছু জানত সে সম্বন্ধেও সজ্ঞান থাকে না। আর তুমি ভূমিকে দেখ শুষ্ক, অতঃপর তাতে আমি বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্য-শ্যামল হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।" (হাজ্জ ঃ ৫)

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (١٤) سورة المؤمنون

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে)। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান!" (মু'মিনূন ঃ ১২-১৪)

{خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} (٦) سورة الزمر

"তিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা হতে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকার পশু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভের তিন প্রকার অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেন। তিনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলেছ?" (যুমার ঃ ৬)

২৬। ফিঙ্গার-প্রিন্ট তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ} (٤) سورة القيامة

"অবশ্যই আমি ওর আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত সুবিন্যস্ত করতে সক্ষম।" (কিয়ামাহ ঃ ৪)

২৭। পরিবেশন-দূষণ তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (٤١) سورة الروم

"মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে; যাতে ওদের কোন কোন কর্মের শাস্তি ওদেরকে আস্বাদন করানো হয়। যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে।" (রূম ঃ ৪১)

২৯। উদ্ভিদের জোড়া তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ}

"পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি মাটি হতে উৎপন্ন উদ্ভিদ, স্বয়ং মানুষ এবং ওরা যাদের জানে না, তাদের সকলকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন।" *(ইয়াসীন ঃ ৩৬)*

৩০। উদ্ভিদের পরাগমিলন তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ}

"আমি গর্ভ-সঞ্চারক বায়ু প্রেরণ করি অতঃপর আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা তোমাদেরকে পান করাই এবং ওর ভান্ডার তোমাদের কাছে নেই।" (হিজ্‌র ঃ ২২)

৩১। উদ্ভিদ-বিদ্যায় ক্লোরোফিল তথ্য

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٩٩) سورة الأنعام

"তিনিই আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তা দিয়ে আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্‌গম করেছি। অনন্তর তা থেকে আমি সবুজ (পাতা) উদ্‌গত করি। অতঃপর তা থেকে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্য-দানা সৃষ্টি করি এবং খেজুর বৃক্ষের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি নির্গত করি। আর আঙ্গুরের উদ্যানরাজি সৃষ্টি করি এবং যয়তুন ও দাড়িম্বও যা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় এবং ফলগুলি পরিপক্ব হয়, তখন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চই এগুলিতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।" *(আন্‌আমঃ ৯৯)*

এ ছিল কতিপয় তত্ত্ব ও তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত মাত্র। অবশ্যই প্রত্যেক তথ্য ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। ইসলাম ও আধুনিক বিজ্ঞান নিয়ে লিখিত নানা গ্রন্থে পাঠক তা দেখতে পাবেন। আমাদের উদ্দেশ্য হল, কুরআনী তথ্য সঠিক তা প্রমাণিত হচ্ছে এবং হবে। আর নিশ্চয় আল-কুরআন সুমহান স্রষ্টার মহাগ্রন্থ।

কুরআন সম্পর্কে কয়েকজন খ্যাতনামা অমুসলিম পন্ডিতের উক্তি

১। 'কুরআন সংগ্রহকারীরা কুরআনের কোন অংশ, বাক্য কিংবা শব্দ বাদ দিয়েছে এমন কখনো শোনা যায়নি। আবার কুরআনে এমন কোন বাক্যেরও সন্ধান পাওয়া যায় না, যা অন্য কোথাও হতে কুরআনে প্রবেশ করেছে। যদি এমন হতো, তাহলে অবশ্যই হাদীসের কিতাবে তার উল্লেখ থাকত, যা থেকে সামান্য বিষয়ও বাদ পড়েনি।' (উইলিয়াম মূর)

২। 'নিঃসন্দেহে কুরআন আরবী ভাষার সর্বোত্তম এবং দুনিয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। কোন মানুষের পক্ষেই এ ধরনের একখানা অলৌকিক গ্রন্থ রচনা করা কিছুতেই সম্ভব নয়। কুরআন মৃতকে জীবিত করার চেয়েও বড় মোজেযা। একজন অশিক্ষিত (নিরক্ষর) লোক কী ক'রে এ ধরনের ত্রুটিমুক্ত ও নযীরবিহীন বাক্যাবলি রচনা করতে পারে, তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।' (জর্জ সেল)

৩। 'কেবল কুরআনই এমন একখানা গ্রন্থ, যাতে তেরো শত বছরের ব্যবধানেও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মের এমন কোন নির্ভরযোগ্য বস্তু নেই, যা আদৌ কোন দিক থেকে কুরআনের সমকক্ষ হতে পারে।' (খৃষ্টান ঐতিহাসিক মি, বাডলে)

৪। 'প্রাচীন আরবীতে অবতীর্ণ কুরআন শরীফ অত্যন্ত মনোরম ও

আকর্ষণীয়। এর বাক্যবিন্যাস পদ্ধতি ও প্রকাশভঙ্গী খুবই মনোমুগ্ধকর। কুরআনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যগুলোতে যে বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, তা খুবই চমৎকার। কুরআনের ভাবধারা অন্য ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করা খুবই মুশকিল।' (দ্য উইসডম অব দ্য কুরআন, জন ফাস)

৫। 'কুরআনের বিধানাবলী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ।' (প্রিচিং অব ইসলাম, আনল্ড টয়েনবি)

৬। 'দুনিয়ার কোন গ্রন্থই কুরআনের ন্যায় বেশি পাঠ করা হয় না। বিক্রির দিক দিয়ে হয়তো বাইবেল সংখ্যায় বেশি। কিন্তু মুহাম্মাদের কোটি কোটি অনুসারীরা যেদিন থেকে কথা বলার ক্ষমতা অর্জন করে, সেদিন থেকেই দৈনিক পাঁচবার কুরআনের দীর্ঘ দীর্ঘ আয়াতসমূহ পাঠ করা শুরু করে।' (চার্লস ফ্রান্স পুটার)

৭। 'সমস্ত আসমানী গ্রন্থের মধ্যে কুরআন সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে মানবজাতির উদ্দেশ্যে এই সর্বোকৃষ্ট কিতাবখানা নাযিল করেছেন। মানুষের কল্যাণ সাধনে এটা প্রাচীন গ্রিক-দর্শনের চেয়েও অধিকতর ফলপ্রসূ। কুরআনের প্রতিটি শব্দ হতেই আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব মহত্বের ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়।' (ড, মোরনেস ফ্রান্স)

৮। 'পবিত্র কুরআন শুধু কতকগুলো ধর্মীয় বিধানাবলির সমষ্টিই নয়, বরং তাতে এমন এমন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানাবলিও রয়েছে, যা গোটা মানব জাতির জন্যই কল্যাণকর।' (ড, মসিজিউন)

৯। 'আমি কুরআনের শিক্ষাসমূহের উপরে গবেষণা ক'রে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, কুরআন নাযিলকৃত আসমানী কিতাব এবং তার শিক্ষাসমূহ মানব স্বভাবের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।' (মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী)

১০। 'আমি ইসলামকে পছন্দ করি এবং ইসলামের পয়গম্বরকে দুনিয়ার একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে স্বীকার করি। আমি কুরআনের সামাজিক, রাজনৈতিক, আত্মিক ও নৈতিক বিধানাবলীকে অন্তরের সাথে পছন্দ করি, হযরত উমরের খিলাফতকালে ইসলামের যে রূপ ছিল, তাকেই আমি ইসলামের বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ রূপ বলে মরে করি।' (লালা লাজপাত রায়)

১১। কুরআনের অধ্যয়নে বিবেক হয়রান হয়ে যায় যে, একজন অশিক্ষিত (নিরক্ষর) লোকের মুখ হতে এ ধরনের কালাম (ভাষা) কী ক'রে বের হল!' (কোন্ট হেনরী)

১২। মুহাম্মদের এ দাবী আমি সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করি যে, কুরআন

মুহাম্মাদের একটি সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ মোজেযা।' (মি, বোরখ সমূখ)

১৩। 'কুরআন গরীবের বন্ধু ও কল্যাণকামী। ধনীদের বাড়াবাড়িতে কুরআন সর্বক্ষেত্রেই নিন্দা করেছে।' (গর্ড ফ্রে হগ্‌নস)

১৪। 'তেরশত বছর পরেও কুরআনের শিক্ষাসমূহ এতই জীবন্ত যে, আজও একজন ঝাড়ুদার মুসলমান হয়ে (কুরআনের প্রতি ঈমান এনে) যে কোন খান্দানী মুসলিমের সাথে সমতার দাবী করতে পারে।' (মি,ভুপেন্দ্রনাথ বোস)

১৫। 'ইসলামকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম বলে নিন্দা করে, তারা কুরআনের শিক্ষাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। এ কুরআনের বদৌলতেই আরবদের কায়া সম্পূর্ণ পালটে গিয়েছিল।' (মোসেউর্মিওব প্রান্স)

তথ্য সূত্রঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন কি ও কেন? আবুল কালাম মুহাম্মাদ ইউসুফ, আল-কোরআন বুঝে পড়া উচিত, ডাঃ যাকির নায়েক

পরিশেষে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সমসাময়িক একজন কাফের সাহিত্যিকের উক্তি দিয়ে এ বিষয়ে ইতি টানব।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, অলীদ বিন মুগীরাহ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এল। তিনি তার কাছে কুরআন পাঠ করলেন। ফলে সে যেন এর জন্য নরম হল। কিন্তু এ কথা আবূ জাহলের কাছে পৌঁছতেই তার কাছে এসে বলল, 'চাচাজী! আপনার সম্প্রদায় আপনার জন্য অর্থ জমা করার ইচ্ছা করেছে।' অলীদ বলল, 'তা কেন?' সে বলল, 'তারা আপনাকে তা দেবে। যেহেতু আপনি মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিলেন। যাতে আপনি পূর্বের মনোভাব থেকে ফিরে আসেন।' অলীদ বলল, 'কুরাইশ জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সবার চাইতে বেশি অর্থশালী।' সে বলল, 'তাহলে আপনি এমন একটা কথা বলুন, যা আপনার সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছলে মনে করে, আপনি তাকে (মুহাম্মাদকে) অস্বীকার করছেন।' অলীদ বলল, 'কী বলব আমি? আল্লাহর কসম! তোমাদের কেউই আমার চাইতে বেশি কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞান রাখে না, তার ছন্দ ও পদ্য সম্বন্ধে এবং জিনের কবিতা সম্বন্ধে আমার চাইতে কেউ বেশি জানে না। আল্লাহর কসম! ও যা বলছে, তার সাথে এগুলির কিছুতেই মিল নেই। আল্লাহর কসম! ও যে কথা বলছে, তার মধ্যে মিষ্টতা আছে, তার উপরে চমৎকারিত্ব আছে, তার উপরিভাগ ফলপ্রসূ, তার নিম্নভাগ বৃষ্টিময়, তা বিজয়ী এবং পরাজিত নয়, তা তার নিম্নের সবকিছুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে।' আল-বিদায়াতু অন্-নিহায়াহ (৩/৬০)

মুসলিমদের জীবনে কুরআনের মর্যাদা

বড় দুঃখের বিষয় যে, কুরআনের এত বিশাল মাহাত্ম্য ও মর্যাদা, তা সত্ত্বেও বহু মুসলিমের অন্তরে কুরআনের প্রতি সে মাহাত্ম্য ও মর্যাদা স্থান পায়নি। এই জন্যই দেখা যায় ঃ-

অনেকে কুরআন পড়তেই জানে না।

অনেকে আরবী পড়া জানে, কিন্তু কুরআন পড়ে না।

অনেকে কুরআন মানে, কিন্তু পড়ে না।

অনেকে কুরআনকে বেঁধে তাক, বাক্স বা আলমারীতে সুন্দর ক'রে তুলে রাখে।

অনেকে ঝাড়ফুঁক ও তাবীযের জন্য কুরআন ব্যবহার করে। কিন্তু পড়া ও আমলী জীবনে তার ব্যবহার দেখা যায় না।

অনেকে পড়ে, কিন্তু বুঝে না।

অনেকে পড়ে ও বুঝে, কিন্তু আমল করে না।

অনেকে পড়ে, কপালে ঠেকায়, চুমা খায়, কিন্তু তার নির্দেশ অনুসারে কর্ম করে না।

অথচ প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হল, তা পড়া, বুঝা, সেই অনুযায়ী আমল করা এবং তার যথার্থ সম্মান করা।

কুরআন হল মুসলিমের জীবন-সংবিধান।

কুরআন হল মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিধান।

কুরআন হল মুসলিমের প্রাণ, কুরআনের জন্য সে প্রাণও দিতে পারে।

কুরআন পঠন-পাঠনের মাহাত্ম্য

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বিশাল মাহাত্ম্যপূর্ণ কিতাব। সুতরাং তা যে পড়তে শিখবে এবং শিখাবে, তার মাহাত্ম্য অবশ্যই আছে, তার কথা আমরা কুরআন-হাদীস থেকে বুঝতে পারি।

যাঁরা রবের কিতাব শিখে অপরকে শিক্ষা দেন, তাঁরা হন রাব্বানী ও আল্লাহভক্ত। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي

مِن دُونِ اللّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ} (৭৯)

"কোন মানুষের পক্ষে এ হতে পারে না যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা ও নবুঅত দান করেন, তারপর সে লোকদেরকে বলে, 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হয়ে যাও।' বরং সে বলে, 'তোমরা রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত) হও'; যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দাও এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন কর।" (আলে ইমরান ঃ ৭৯)

যাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ আল-কুরআন শিখে অপরকে শেখান, তাঁরাই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)).

"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৫০২৭-৫০২৮নং)*

যাঁরা কুরআন শিক্ষা করা ও দেওয়ার জন্য আল্লাহর কোন ঘরে একত্রিত হন, তাঁদের জন্য রয়েছে চারটি পুরস্কার ঃ-

(এক) তাঁদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়।

(দুই) তাঁদেরকে আল্লাহর রহমত ঢেকে নেয়।

(তিন) ফিরিশ্তাবর্গ তাঁদেরকে ঘিরে ফেলেন।

(চার) আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তাঁদের কথা আলোচনা করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ يَتلُونَ كِتَابَ اللهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَينَهُمْ ، إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ المَلاَئِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ)).

"যখনই কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের মধ্যে কোন এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করে, তা নিয়ে পরস্পরের মধ্যে অধ্যয়ন করে, তাহলে তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) প্রশান্তি অবতীর্ণ হয় এবং তাদেরকে তাঁর রহমত ঢেকে নেয়, আর ফিরিশ্তাবর্গ তাদেরকে ঘিরে ফেলেন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নিকটস্থ ফিরিশ্তামন্ডলীর কাছে তাদের কথা আলোচনা

করেন।" *(মুসলিম ৭০২৮, আবূ দাউদ ১৪৫৭নং)*

মসজিদে গিয়ে একটি আয়াত শিক্ষা করা বিনামূল্যে একটি উটনী লাভ করা অপেক্ষা উত্তম।

উক্বাহ বিন আমের ﷺ বলেন, একদা আমরা সুফ্ফাহ (মসজিদে নববীর এক বিষেশ মন্ডপ; যাতে দরিদ্র মুহাজিরগণ অবস্থান করতেন সেই স্থানে) ছিলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ গৃহ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন,

« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ».

"তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রত্যহ বুত্বহান (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) অথবা আক্বীক্ব (মদীনার এক উপত্যকা) গিয়ে দুটি ক'রে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট উট্নী নিয়ে আসবে; যাতে কোন পাপ ও নাহক কারো অধিকার হরণও হবে না?"

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এতো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করে।' তিনি বললেন,

«أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ».

"তাহলে সে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা অথবা (বুঝে) মুখস্থ করে না কেন? এটাই দুটি উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উষ্ট্রী, ৪টি আয়াত ৪টি উষ্ট্রী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উষ্ট্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!" *(মুসলিম ৮০৩ নং)*

বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট উট্নী তখনকার আরবের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই সম্পদ অপেক্ষাও কুরআনের একটি আয়াত বেশি মূল্যবান সম্পদ। মহানবী ﷺ কুরআন শিক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য এমন পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। যাতে দৃশ্য সম্পদ দেখে মানুষ অদৃশ্য সম্পদের অনুমান করতে পারে। কিন্তু আজ মসজিদে-মসজিদে কুরআন শিক্ষার সে আগ্রহ দেখা যায় না। শিশু-কিশোরীরা ছাড়া কিশোর-পুরুষরা কুরআন শিখতে আগ্রহী হয় না। তারা মসজিদে ইমাম রাখে, কিন্তু কেবল নামাযের জন্য। আসলে তাদের মনের বিশ্বাস সেই সম্পদের মূল্য অনুধাবন করতে পারে না। তাদের ক্ষীণ ঈমান যেন বলে,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতা শূন্য থাক,
দূরের আওয়াজ লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।'

এখনই যদি কোন মসজিদের ইমাম ঘোষণা করেন, যে ব্যক্তি মসজিদে এসে একটি আয়াত শিক্ষা করবে, তাকে তার বিনিময়ে এক লক্ষ টাকা (সবচেয়ে কমা উটের দাম) দেওয়া হবে, তাহলে সকাল থেকেই লাইন পড়ে যাবে এবং অন্য জামাআতের লোকেরাও এসে এ মসজিদে ভিড় করবে। যেহেতু তা নগদ-নগদ প্রতিদান। পরকালের প্রতিদানে দৃঢ় বিশ্বাস খুব কম মানুষেরই মাঝে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং ধিক এমন মুসলমানদেরকে!

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়াটাকে সাজাবার জন্য, বাড়ি-গাড়ির মালিক হওয়ার জন্য এবং কোটিপতি হওয়ার জন্য কত কঠিন ভাষা (ইংরেজি প্রভৃতি) শিক্ষা করে, কিন্তু চিরস্থায়ী পরকালকে সাজাবার জন্য আরবী শেখাটা তাদের জন্য বড় কঠিন লাগে। বড় আফসোস তাদের প্রতি!

কুরআন তিলাঅতের মাহাত্ম্য

কুরআন তিলাঅতের উদ্দেশ্য হল পাঁচটি ঃ জ্ঞানলাভ করা, আমল করা, যিক্‌র ও ইবাদত করা, সওয়াব লাভ করা ও আরোগ্য কামনা করা।

পরন্তু কুরআন তিলাঅত সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে ঃ

এক ঃ বুঝে তিলাঅত করা এবং সেই অনুসারে কর্ম করা।

কুরআনের পরিপূর্ণ কল্যাণ ও উপকারিতা লাভ করতে হলে কুরআন বুঝে পড়তে হবে। তার অর্থ, মর্ম, নির্দেশনা ইত্যাদি গ্রহণ না করলে তার সর্বময় বর্কত লাভ করা কীভাবে সম্ভব হবে?

দুই ঃ না বুঝে তিলাঅত করা।

না বুঝে তিলাঅত করলে, যদিও তার মাধ্যমে প্রভূত কল্যাণ লাভ সম্ভব হয় না, তবুও তাতে সওয়াব আছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ} (٣٠) فاطر

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার যাতে কখনোই নোকসান হবে না। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে (তাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।" (ফাত্বির ঃ ২৯-৩০)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : الـم حَرفٌ ، وَلَكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ)).

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ।" (অর্থাৎ, তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম', যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) *(তিরমিযী ২৯১০নং)*

আমভাবে কুরআন পাঠ করার কথা বলা হয়েছে। এ মাহাত্ম্যে সে ব্যক্তিও শামিল যে আরবী বোঝে, কিন্তু কুরআন না বুঝে পাঠ করে এবং যে ব্যক্তি কুরআনের ভাষা আরবী পড়তে পারে অথবা উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু তার মানে আদৌ বোঝে না। তবে অবশ্যই কুরআন বুঝে পড়ার পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে, যা অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন সেই ব্যক্তি, যে আরবীতে নিরক্ষর, আরবী কুরআন পড়তে পারে না, কিন্তু তার অনুবাদ পড়ে, তারও সওয়াব আছে। কিন্তু হাদীসে উল্লিখিত সওয়াব তার আছে, যে আরবী কুরআন পড়তে পারে। অবশ্য অন্য বর্ণমালায় লিখিত কুরআনের উচ্চারণ সঠিক হয় না, তাই তাতে 'দাদা' বলতে 'গাধা' বলার আশঙ্কাই বেশি থাকে।

কুরআন তিলাঅত করলে তার মাহাত্ম্যের কথা হাদীসে নানাভাবে এসেছে।

* মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁকে কুরআন তিলাঅত করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ} (٩٢) سورة النمل

"(বল,) আমি তো এ নগরীর প্রতিপালকের উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছি, যিনি একে সম্মানিত করেছেন। সমস্ত কিছু তাঁরই। আমি আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের একজন হই। আরও আদিষ্ট হয়েছি, যেন আমি কুরআন আবৃত্তি করি।" (নাম্‌ল ঃ ৯২)

অন্যত্র বলেছেন,

{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (٤) سورة المزمل

"কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ৪)

* কুরআন হল ইহকালের জীবনের আলো এবং পরকালের জীবনের পাথেয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((عَلَيْكَ بِتِلاَوَةِ الْقُرْآنِ ، وَذِكْرِ اللهِ ، فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الأَرْضِ ، وَذُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ)).

"তুমি কুরআন তিলাঅত ও আল্লাহর যিক্‌র করতে থেকো। কারণ তা পৃথিবীতে তোমার জন্য আলো এবং আকাশে তোমার জন্য সঞ্চিত গুপ্তধন।" *(ইবনে হিব্বান ৩৬১, সঃ তারগীব ১৪২২, ২২৩৩নং)*

সুতরাং যে নিয়মিত কুরআন তিলাঅত করে, সে পথভ্রষ্ট হয় না, চরিত্রহীন হয় না, পাপাচারী হয় না। যেহেতু যার সাথে আলো থাকে, তার নিকট থেকে ভ্রষ্টতা, চরিত্রহীনতা, পাপাচারিতা প্রভৃতির অন্ধকার থাকতে পারে না।

* এ কিতাবের তিলাঅত যাকেরের যিক্‌র ও আবেদের ইবাদত। এর একটি অক্ষর পাঠ করলে ১০টি সওয়াব লাভ হয়। এ কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ-ভক্ত বান্দাদের জন্য এ হল সওয়াব অর্জনের বিশাল অসীলা। কাজে দেবে সেদিন, যেদিন নেকী-বদী ওজন করা হবে। যেদিন "যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে। কিন্তু যার পাল্লা হাল্‌কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ।" (ক্বা-রিআহ ঃ ৬-৯)

রাতে একশটি আয়াত তিলাঅত করলে তাহাজ্জুদের সওয়াব লাভ হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ)).

"যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায়

ঐ রাত্রির কিয়াম (নামাযের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।" *(আহমাদ ১৬৯৫৮, নাসাঈর কুবরা ১০৫৫৩, ত্বাবারানী ১২৩৮, দারেমী ৩৪৫০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৪ নং)*

ভেবে দেখুন, মাত্র দশটি আয়াত পাঠ করলেও কত সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়! মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا)).

"যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য 'ক্বিন্তার' পরিমাণ সওয়াব লেখা হবে। 'ক্বিন্তার' পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১২৩৯নং, আওসাত্ব ৮৪৫১, সঃ তারগীব ৬৩৮নং)*

* যে নিয়মিত কুরআন তিলাঅত করে, কুরআন তার জন্য কিয়ামতে সুপারিশ করবে। কোনও পাপের কারণে তওহীদবাদী মু'মিন জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হলে কুরআন সুপারিশ ক'রে তাকে আযাব থেকে রক্ষা করবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((اقْرَؤُوا الْقُرْآنَ ؛ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعاً لأَصْحَابِهِ)).

"তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন, তার পাঠকের জন্য সুপারিশকারী হিসাবে আগমন করবে।" *(মুসলিম ১৯১০নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ)).

"এই কুরআন (কিয়ামতে) সুপারিশকারী; তার সুপারিশ গ্রহণযোগ্য হবে। (কুরআন) সত্যায়িত প্রতিবাদী। যে ব্যক্তি তাকে নিজ সামনে রাখবে, সে ব্যক্তিকে সে জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শন করে নিয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তাকে পিছনে রাখবে, সে ব্যক্তিকে সে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে।" *(ইবনে হিব্বান ১২৪, সঃ তারগীব ১৪২৩নং)*

বিশেষ ক'রে যারা রাত্রে তিলাঅত করে, তাদের জন্য কুরআন সুপারিশ করবে কিয়ামতে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ يَقُـولُ الـصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُـهُ الطَّعَـامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّـوْمَ بِاللَّيْـلِ فَـشَفِّعْنِي فِيـهِ قَـالَ فَيُشَفَّعَانِ)).

"কিয়ামতের দিন রোযা এবং কুরআন বান্দার জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি ওকে পানাহার ও যৌনকর্ম থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' আর কুরআন বলবে, 'আমি ওকে রাত্রে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।' নবী ﷺ বলেন, "অতএব ওদের উভয়ের সুপারিশ গৃহীত হবে।" *(আহমাদ ৬৬২৬, হাকেম ২০৩৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৯৯৪, ইবনে আবিদ্দুনয়্যার 'কিতাবুল জু', সহীহ তারগীব ৯৮৪, ১৪২৯নং)*

* কুরআন তিলাঅত এমন মাহাত্ম্যপূর্ণ ফযীলতের আমল, যা করলে ফিরিশ্তা উপস্থিত হন। বিশেষ ক'রে রাতে কুরআন পড়লে ফিরিশ্তাগণ তা শ্রবণ করেন!

উসাইদ বিন হুযাইর এক রাতে তাঁর আস্তাবলে কুরআন পড়ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল। তিনি পুনরায় পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটিও পুনরায় লাফিয়ে উঠল। তিনি পুনরায় পড়তে লাগলেন। ঘোড়াটি আবারও লাফিয়ে উঠল। তিনি বলেন, 'এর ফলে আমার আশঙ্কা হল যে, (পাশে শুয়ে থাকা আমার ছেলে) য়্যাহয়্যাকে হয়তো মাড়িয়ে দেবে। সুতরাং আমি ঘোড়াটার নিকট উঠে গেলাম। তখন হঠাৎ দেখলাম, আমার মাথার উপর মেঘ বা চাঁদোয়ার মতো কিছু রয়েছে, যার মাঝে প্রদীপের মতো কিছু শূন্যে ঝুলে রয়েছে। পরিশেষে তা আমার অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি গতকাল মধ্য রাত্রে যখন আমি আমার আস্তাবলে কুরআন পড়ছিলাম, তখন অকস্মাৎ আমার ঘোড়াটি লাফিয়ে ওঠে।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে ইবনে হুযাইর! তুমি পড়তে থাকতে!" আমি বললাম, 'আমি পড়লাম। তারপর আবার ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে ইবনে হুযাইর! তুমি পড়তে থাকতে!" আমি বললাম, 'আমি পড়লাম। তারপর আবারও ঘোড়াটি লাফিয়ে উঠল।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে ইবনে হুযাইর! তুমি পড়তে থাকতে!" আমি বললাম, 'এরপর আমি বিরত হলাম। য়্যাহয়্যা তার নিকটেই ছিল। আমার আশঙ্কা হল যে, তাকে হয়তো মাড়িয়ে দেবে। তখন (উঠে গিয়ে) দেখলাম, আমার মাথার উপর মেঘ বা চাঁদোয়ার মতো কিছু রয়েছে, যার মাঝে প্রদীপের মতো কিছু শূন্যে ঝুলে রয়েছে। পরিশেষে তা আমার অদৃশ্য হয়ে গেল।'

ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

«تِلْكَ الْمَلاَئِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ».

"তা ছিল ফিরিশ্তাদল, তাঁরা তোমার কুরআন মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করছিল। তুমি যদি সকাল পর্যন্ত পাঠ করতে, তাহলে লোকেরাও তা দেখতে পেত, তাদের অদৃশ্য হতো না।" (মুসলিম ১৮৯৫নং)

ফজরের নামাযে ক্বিরাআত দীর্ঘ হয় বলে সেই নামাযকেই 'কুরআন' বলা হয়েছে। সেই নামাযের কুরআনের জন্যও ফিরিশ্তা উপস্থিত থাকেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٧٨) سورة الإسراء

"সূর্য হেলে পড়বার পর হতে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর এবং (কায়েম কর) ফজরের কুরআন (নামায); ফজরের কুরআন (নামায) পরিলক্ষিত হয় বিশেষভাবে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৭৮)

আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الْوَاحِدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}.

"তোমাদের জামাআতের নামায একাকী নামাযের তুলনায় ২৫ গুণ অধিক মর্যাদা রাখে। আর রাত্রি ও দিনের ফিরিশ্তা ফজরের নামাযে একত্রিত হন।"

উক্ত হাদীস বর্ণনার পর আবূ হুরাইরা বলেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হলে তোমরা পড়ে নাও ঃ

{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}

অর্থাৎ, আর কায়েম কর ফজরের নামায। নিশ্চয় ফজরের নামাযে ফিরিশ্তা হাযির হয়। *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৭৮) (বুখারী ৬৪৮, ৪৭১৭, নাসাঈ ৪৮৬, সহীহুল জামে' ২৯৭৪নং)*

* দিবারাত্রি কুরআন তিলাঅতের এত সওয়াব আছে যে, তিলাঅতকারীর হিংসা ও ঈর্ষা করা যায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ حَسَدَ إلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ القُرْآنَ ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

"দু'জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সিদ্ধ। (১) যাকে আল্লাহ কুরআন (মুখস্থ করার শক্তি) দান করেছেন, সুতরাং সে ওর (আলোকে) দিবা-রাত্রি পড়ে ও আমল করে। (২) যাকে আল্লাহ তাআলা মালধন দান করেছেন এবং সে (আল্লাহর পথে) দিন-রাত ব্যয় করে।" *(বুখারী ৫০২৫, মুসলিম ১৯৩০নং)*

* কুরআন তিলাঅতে মু'মিনের হৃদয় প্রশান্ত হয়। কারণ কুরআন তিলাঅত মহান আল্লাহর যিক্র। কুরআনকেও তিনি 'যিক্র' বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (৯) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই যিক্র (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" (হিজ্র ঃ ৯)

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} (١٢٤)

"যে আমার যিক্র থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" *(ত্বা-হা ঃ ১২৪)*

আর তাঁর যিক্রে মনে-প্রাণে শান্তি আসে। শোকে-দুঃখে-বিপদে মনে সান্ত্বনা পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (٢٨) الرعد

"যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।" (রা'দ ঃ ২৮)

* কুরআন পাঠের পৃথক মাহাত্ম্য হল, তা যেন সুমিষ্ট ফলের সুবাসের মতো। মু'মিন হয় এমন ফল, যা স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয়। মু'মিনের সকল কাজই সুফলা। তার সবটাই সফল। তার জীবনটাই হল ফলময়। তবুও বিশেষ ক'রে

নিয়মিত কুরআন তিলাঅত করলে তার সে ফলে সুবাস আসে। আর নিশ্চয় পার্থক্য আছে উভয় ফলের মধ্যে ঃ একটি গন্ধহীন ফল, অন্যটি সুগন্ধযুক্ত ফল।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ : لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ يَقرَأُ القُرآنَ كَمَثَلِ الرَّيحَانَةِ : رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِيْ لاَ يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ : لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ)).

"কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক বাতাবী লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।" *(বুখারী ৫০২০, মুসলিম ১৮-৯৬নং)*

* পাকা হাফেয ও ক্বারীর তো মর্যাদা আছেই, কাঁচা হাফেয বা পাঠকারীরও মর্যাদা কম নয়। যাদের জবান ঠিক মতো চলে না, উচ্চারণ করতে কষ্ট হয়, তবুও চেষ্টার সাথে কষ্ট ক'রে সঠিকভাবে পড়ার চেষ্টা করে, তাদের জন্য রয়েছে ডবল সওয়াব!

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((اَلَّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِرَامِ البَرَرَةِ ، وَالَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ)). متفقٌ عَلَيْهِ

"কুরআনের (শুদ্ধভাবে পাঠকারী ও পানির মত হিফয্কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফ্য না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব।" (একটি তিলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ১৮-৯৮নং)*

যেহেতু তা মহান আল্লাহর বাণী। তা পাঠ করলেই সওয়াব পাওয়া যায়। এই

জন্য যাঁরা পড়তে গিয়ে কষ্টবোধ ক'রে পড়াই ছেড়ে দেন, তাঁদের তা করা আদৌ উচিত নয়। উচিত নয়, মহান আল্লাহর মহাবাণী পাঠ না ক'রে বিশাল সওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকা।

* শাব্দিক তিলাঅতে সওয়াব আছে পরিমাণে অনেক। কিন্তু অনুধাবন সহকারে তিলাঅতের সওয়াব আছে মূল্যে অনেক। আর এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, শাব্দিক তিলাঅতের চাইতে অর্থ বুঝে তিলাঅতের মান অনেক অনেক বেশি। অর্থ বুঝে কুরআন পড়াতে মেলে অনেকানেক জ্ঞানের সন্ধান।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইল্‌ম লাভ করতে চায়, সে যেন কুরআন পড়ে। কারণ তাতে আছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের ইল্‌ম।' *(ত্বাবারানী ৮৫৮৫, ইবনে আবী শাইবাহ ৩০০১৮নং, তফসীর ইবনে কাষীর ১/৯৭)*

* প্রত্যেক ইবাদতই মহান প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায়। কিন্তু কুরআন তিলাঅত মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় উপায় ও অসীলা। সাহাবী খাব্বাব বিন আরাত্ত ﷺ বলেছেন, 'সাধ্যমতো আল্লাহর নৈকট্য অর্জন কর। আর জেনে রাখ, তাঁর কালাম ছাড়া অন্য কোন অসীলায় তুমি তাঁর নৈকট্য পেতে পার না, যা তাঁর নিকট অধিক প্রিয়।' *(হাকেম ৩৬৫২, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ২০২০, ইবনে আবী শাইবাহ ৩০০৯৮নং, হিল্‌য়্যাহ ৯/১৯৯)*

* যে আয়াতে সিজদা আছে, তা পাঠ ক'রে সিজদা দেওয়ার বিশেষ ফযীলত রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ – أو – يَا وَيْلِى – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ».

"আদম-সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদে ও বলে, 'হায় আমার দুর্ভোগ! আদম-সন্তান সিজদা করতে আদিষ্ট হয়ে সিজদা করেছে, ফলে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর আমি সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েও তা করতে অস্বীকার করেছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম!" *(মুসলিম ২৫৪নং)*

* কুরআন মুখস্থ পড়া যায়, কম্পিউটার বা মোবাইলে পড়া যায়। কিন্তু

কুরআন দেখে পড়ার পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে।

মহানবী ﷺ বলেন,

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللهَ وَرَسُولَهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ)).

"যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে (অধিক) ভালবাসুক অথবা আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাকে ভালবাসুন, সে যেন কুরআন (মুসহাফ) দেখে পাঠ করে।"

অন্য এক বর্ণনায়, "যে ব্যক্তি জানতে পছন্দ করে যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে (অধিক) ভালবাসে, সে যেন কুরআন (মুসহাফ) দেখে পাঠ করে।" *(হিল্য়্যাহ ৭/২০৯, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ২২১৯, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩৪২নং)*

কেউ হয়তো বলবেন, তখন তো মুসহাফ ছিল না, তাহলে কীভাবে এ কথা বলা হল?

নিশ্চয় মহানবী ﷺ-কে ভবিষ্যতে মুসহাফ হওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। যেমন তিনি মুসহাফ-সহ শত্রুদেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

নামাযে কুরআন পাঠের বিশেষ ফযীলত

কুরআন পাঠের মাহাত্ম্য ও ফযীলত অজস্র। তার মধ্যে নামাযের কিয়ামে কুরআন পাঠের বিশেষ ফযীলত আছে।

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ একদা বললেন,

« أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاَثَ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ ».

"তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ কথা পছন্দ করে যে, সে যখন তার ঘরে ফিরে যাবে তখন বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট তিনটি গাভিন উষ্ট্রী পাবে?"

আমরা বললাম, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন,

«فَثَلاَثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ».

"নামাযের মধ্যে তোমাদের কারো তিনটি আয়াত পাঠ করা তিনটি বড় বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভিন উষ্ট্রী অপেক্ষা উত্তম!" *(মুসলিম ১৯০৮নং)*

নামাযে একটি আয়াত পাঠ করলে একটি বড় হৃষ্টপুষ্ট গাভিন উটনী? আল্লাহু আকবার। আরবের বড় লোভনীয় মহামূল্যবান সম্পদ। যারা সওয়াব ও

পরকালে বিশ্বাস করে, তারা নিশ্চয়ই উক্ত সম্পদ লাভের জন্য লোভাতুর হবে। কিন্তু ঈমান তলানিতে ঠেকার ফলে তাতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয় না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطَرِينَ ».

"যে ব্যক্তি দশটি আয়াত নামাযে পড়ে সে উদাসীনদের তালিকাভুক্ত হয় না, যে একশ'টি আয়াত নামাযে পড়ে সে আবেদদের তালিকাভুক্ত হয়। আর যে এক হাজারটি আয়াত নামাযে পড়ে সে অজস্র সওয়াব অর্জনকারীদের তালিকাভুক্ত হয়।" *(আবু দাউদ ১৪০০, ইবনে খুযাইমাহ ১১৪৪, ইবনে হিব্বান ২৫৭২, সহীহ তারগীব ৬৩৯নং)*

নামাযে কি কুরআন দেখে তিলাঅত করা যাবে?

নিঃসন্দেহে একজন প্রকৃত হাফেযই ইমামতির অধিক যোগ্যতা রাখেন, যিনি নামাযে কুরআন মুখস্থ পড়বেন। কিন্তু ইমামতির জন্য যদি হাফেয না থাকেন, ইমাম সাহেব হাফেয না হন, অথবা তাঁর হিফ্য অত্যন্ত দুর্বল হয় এবং কুরআন দেখে পড়া তাঁর নিজের তথা মুক্তাদীদের জন্য বেশী উপকারী হয়, তাহলে কুরআন দেখে ক্বিরাআত করায় কোন দোষ নেই। বিশেষ করে প্রত্যেক রাত্রে তারাবীহর নামাযে প্রথম রাকআতে কোন ছোট সূরা এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'ক্বুল হুওয়াল্লাহ' পড়া অথবা ৮ রাকআতেই সূরা নাবা পড়া অপেক্ষা উক্ত আমল উত্তম।

যদিও উক্ত কাজে নামাযের ভিতর কিছু অতিরিক্ত কর্ম করতে হয়; যেমন কুরআন তোলা-রাখা, পৃষ্ঠা খোঁজা ইত্যাদি, তদনুরূপ যদিও তাতে কিছু সুন্নত; যেমন বুকে হাত রাখা, সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা ইত্যাদি বাদ পড়ে, তবুও প্রয়োজনে তা বৈধ। যেহেতু কর্ম বেশী হলেও যদি তা কোন প্রয়োজন মোতাবেক হয় এবং একটানা একাধিকবার না হয়, তাহলে তাতে নামাযের কোন ক্ষতি হয় না। যেমন মহানবী ﷺ নামায-রত অবস্থায় উমামাহ বিন্তে যায়নাবকে বহন করেছেন। সূর্যগ্রহণের নামাযে তিনি অগ্রসর ও পশ্চাদ্‌পদ হয়েছেন।

এতদ্ব্যতীত কিতাব ও সুন্নাহর যে ব্যাপক দলীল নামাযে ক্বিরাআত পড়তে

নির্দেশ দেয় তা দেখে পড়া ও মুখস্থ পড়ার ব্যাপারে সাধারণ। অতএব মূলতঃ তা বৈধ। পরন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর আমল এ কথার সমর্থন করে। তাঁর মুক্ত করা দাস যাকওয়ান রাত্রে মুসহাফ দেখে তাঁর ইমামতি করতেন। *(বুখারী তা'লীকান ১৩৯পৃঃ, ইবনে আবী শাইবাহ ৭২ ১৬নং, আব্দুর রায্যাক)*

পক্ষান্তরে হাফেয ইমাম পাওয়া গেলে সেটাই উত্তম। কারণ, মুখস্থ পড়াতে হৃদয় হাযির থাকে এবং অতিরিক্ত কাজও করতে হয় না। মোট কথা, প্রয়োজনে কুরআন দেখে তারাবীহর ক্বিরাআত বৈধ। তবে (হাফেয ইমাম রেখে) বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণই সর্বোত্তম। *(রমযানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল বই দ্রঃ)*

কতিপয় নির্দিষ্ট সূরা পাঠের ফযীলত

আমভাবে কুরআন তিলাঅতের ফযীলত জেনেছি। এখন খাসভাবে কতিপয় সূরার বিশেষ বিশেষ ফযীলত জেনে রাখা ভালো।

সূরা ফাতিহা

সূরা ফাতিহা হল, কুরআনের জননী, মহা কুরআন এবং কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা।

আবূ সাঈদ রাফে' ইবনে মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমাকে ডাকলেন। আমি সাড়া দিলাম না। অতঃপর নামায শেষ করে তাঁর নিকট এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি নামায পড়ছিলাম।' তিনি বললেন,

((أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ}؟)).

"আল্লাহ কি বলেননি যে, তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে (রসূল) ডাকে---?" *(সূরা আনফাল ২৪ আয়াত)*

অতঃপর তিনি আমাকে বললেন,

((أَلاَ أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟))

"মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব না?" এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই

কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?' সুতরাং তিনি বললেন,

((اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ، هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِيْ أُوتِيتُهُ)).

"(তা হচ্ছে) 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' (সূরা ফাতিহা)। এটি হচ্ছে 'সাবউ মাসানী' (অর্থাৎ, নামাযে বারংবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।" *(বুখারী ৪৪৭৪, ৪৬৪৭, ৪৭০৩, ৫০০৬নং)*

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ 'উম্মুল কুরআন' (কুরআনের জননী) সম্পর্কে বলেছেন,

((أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ)).

"এটাই হল (সেই সূরা হিজরের ৮৭ আয়াতে উল্লেখিত আমাকে প্রদত্ত) সপ্তপদী (সূরা) যা নামাযে পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হয় এবং সেটাই হল মহা কুরআন।" *(বুখারী ৪৭০৪নং)*

এ ছাড়া সূরা ফাতিহা একটি নূর বা জ্যোতি, এর হাদীস পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

এ ছাড়া নামাযে এ সূরার বড় গুরুত্ব রয়েছে। এ সূরা ছাড়া নামায হয় না।

উবাদাহ বিন সামেত ﷺ থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)).

"সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(বুখারী ৭৫৬, মুসলিম ৯০০-৯০২, তিরমিযী ২৪৭, নাসাঈ ৯১০, ইবনে মাজাহ ৮৩৭, আবূ আওয়ানাহ, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ৩০২নং)*

এক বর্ণনায় আছে,

((لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب)).

"সেই ব্যক্তির নামায যথেষ্ট নয়, যে তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।" *(দারাকুত্বনী, ইবনে হিব্বান, ইরওয়াউল গালীল ৩০২নং)*

আবু হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

« مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهْىَ خِدَاجٌ – ثَلاَثًا – غَيْرُ تَمَامٍ ».

"যে ব্যক্তি এমন কোনও নামায পড়ে, যাতে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না,

তার ঐ নামায (গর্ভচ্যুত ভ্রূণের ন্যায়) অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ, অসম্পূর্ণ।"

এক ব্যক্তি আবূ হুরাইরাকে প্রশ্ন করল, (সূরা ফাতিহার এত গুরুত্ব হলে) ইমামের পশ্চাতে কীভাবে পড়া যাবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি তোমার মনে মনে পড়ে নাও। কারণ, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

«قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِى عَبْدِى وَإِذَا قَالَ (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِى. وَإِذَا قَالَ (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ). قَالَ مَجَّدَنِى عَبْدِى – وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَىَّ عَبْدِى – فَإِذَا قَالَ (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ). قَالَ هَذَا بَيْنِى وَبَيْنَ عَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ. فَإِذَا قَالَ (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ). قَالَ هَذَا لِعَبْدِى وَلِعَبْدِى مَا سَأَلَ».

"আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি নামায (সূরা ফাতিহা)কে আমার ও আমার বান্দার মাঝে আধাআধি ভাগ করে নিয়েছি; অর্ধেক আমার জন্য এবং অর্ধেক আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' সুতরাং বান্দা যখন বলে, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আ-লামীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'আররাহমা-নির রাহীম।' তখন আল্লাহ বলেন, 'বান্দা আমার স্তুতি বর্ণনা করল।' আবার বান্দা যখন বলে, 'মা-লিকি য়্যাউমিদ্দীন।' তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, 'বান্দা আমার গৌরব বর্ণনা করল।' বান্দা যখন বলে, 'ইয়্যা-কা না'বুদু অইয়্যা-কা নাস্তাঈন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এটা আমার ও আমার বান্দার মাঝে। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।' অতঃপর বান্দা যখন বলে, 'ইহদিনাস স্বিরা-ত্বাল মুস্তাকীম। স্বিরা-ত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহিম, গাইরিল মাগয়ুবি আলাইহিম অলায্ব য়্যা-ল্লীন।' তখন আল্লাহ বলেন, 'এ সব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" *(আহমাদ ৭৮৩৬, ৯৯৩২, মুসলিম ৯০৪, আবূ দাউদ ৮২১, তিরমিযী ২৯৫৩, নাসাঈ ৯০৯, ইবনে মাজাহ ৩৭৮৪, আবূ আওয়ানাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৮২৩নং)*

সূরা ফাতিহা হল ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবা আরবের কোন এক

বসতিতে এলেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা তাঁদেরকে মেহমানরূপে বরণ করল না (এবং কোন খাদ্যও পেশ করল না)। অতঃপর তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায় তাদের সর্দারকে (বিছুতে) দংশন করল। তারা বলল, 'তোমাদের কাছে কি কোন ওষুধ অথবা ঝাড়ফুঁককারী (ওঝা) আছে?' তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদেরকে মেহমানরূপে বরণ করলে না। সুতরাং আমরাও পারিশ্রমিক ছাড়া (ঝাড়ফুঁক) করব না।' ফলে তারা এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক নির্ধারিত করল। একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং থুথু জমা ক'রে (দংশনের জায়গায়) দিতে লাগলেন। সর্দার সুস্থ হয়ে উঠল। তারা ছাগলের পাল হাজির করল। তাঁরা বললেন, 'আমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে গ্রহণ করব না।' সুতরাং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন,

((وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ)).

"তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?! ছাগলগুলি গ্রহণ কর এবং আমার জন্য একটি ভাগ রেখো।" *(বুখারী ৫৭৩৬নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, সাহাবী গিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পড়তে লাগলেন। ফলে সে যেন বাঁধন থেকে মুক্ত হল এবং সুস্থ হয়ে চলাফিরা করতে লাগল।

এই বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা ঠিক করেছ।" *(বুখারী ২২৭৬নং)*

সূরা বাক্বারাহ

এটি হল কুরআনের চূড়া এবং শয়তান-বিরোধী মন্ত্র। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا ، وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)).

"অবশ্যই প্রত্যেক বস্তুরই চূড়া আছে; আর কুরআনের চূড়া হল সূরা বাক্বারাহ---।" *(হাকেম ২০৬০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫৮৮নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ)).

"তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।" *(মুসলিম ১৮৬০নং)*

(অর্থাৎ সুন্নত ও নফল নামায তথা পবিত্র কুরআন পড়া ত্যাগ ক'রে ঘরকে কবর বানিয়ে দিয়ো না। যেহেতু কবরে এ সব বৈধ নয়।)

সূরা বাক্বারাহ ও আলে-ইমরান

এ দুটিকে জ্যোতির্ময় সূরা বলা হয়েছে। কিয়ামতে এই সূরা দুটি তার তিলাঅতকারীর জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। আর সূরা বাক্বারায় আছে বর্কত, তা নিয়মিত পড়লে যাদু ক্ষতি করে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا اقْرَءُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ وَلاَ تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةُ ». قَالَ مُعَاوِيَةُ بَلَغَنِى أَنَّ الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ.

"তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কিয়ামতের দিন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশকারীরূপে উপস্থিত হবে। তোমরা দুই জ্যোতির্ময় সূরা; বাক্বারাহ ও আ-লে ইমরান পাঠ কর। কারণ উভয়েই মেঘ অথবা উড়ন্ত পাখীর ঝাঁকের ন্যায় কিয়ামতের দিন উপস্থিত হয়ে তাদের পাঠকারীদের হয়ে (আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে। তোমরা সূরা বাক্বারাহ পাঠ কর। কারণ তা গ্রহণ করায় বর্কত এবং বর্জন করায় পরিতাপ আছে। আর বাতেলপন্থীরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।" মুআবিয়াহ বিন সাল্লাম বলেন, 'আমি শুনেছি যে, বাতেলপন্থীরা অর্থাৎ যাদুকরদল।' *(মুসলিম ১৯১০নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

« يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ ».

"কিয়ামতের দিন কুরআনকে হাজির করা হবে এবং আহলে কুরআনকেও; যারা তার মুতাবেক আমল করত। যার সর্বাগ্রে থাকবে সূরা বাক্বারাহ ও আ-লে

ইমরান।”

আল্লাহর রসূল ﷺ (সূরা দুটি যেরূপ হাজির হবে তার) তিনটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমি এখনও ভুলে যাইনি; তিনি বলেছেন,

«كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا».

“যেন সে দুটি দুই খন্ড মেঘ অথবা কালো ছায়া যার মাঝে থাকবে দীপ্তি, অথবা যেন উড়ন্ত পাখীর ঝাঁক; উভয়েই তাদের সপক্ষে (পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর নিকট) হুজ্জত করবে।” *(মুসলিম ১৯১২নং)*

মুসাব্বিহাত

‘সুবহা-না, সাব্বাহা, য়্যুসাব্বিহু, ও সাব্বিহ’ দিয়ে যে সকল সূরা শুরু হয়েছে, সে সকল সূরাকে এক নামে ‘মুসাব্বিহাত’ বলা হয়। আর তা হল বানী ইসরাঈল, হাদীদ, হাশ্‌র, সাফ্‌ফ, জুমুআহ, তাগাবুন, ও আ’লা এই সাতটি সূরা। এ গুলির ফযীলতে ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, নবী ﷺ শয়ন করার আগে শুরুতে তসবীহ বিশিষ্ট সূরাগুলি পাঠ করতেন। তিনি বলেছেন,

((إِنَّ فِيهِنَّ آيَةً أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ آيَةٍ)).

“ঐ সূরাগুলির মধ্যে এমন একটি আয়াত নিহিত আছে, যা এক হাজার আয়াত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।” *(আহমাদ ১৭২৯২, আবূ দাউদ ৫০৫৭, তিরমিযী ২৯২১নং)*

সূরা কাহ্‌ফ

এর ফযীলতে বারা’ ইবনে আযেব ﷺ কর্তৃক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, একদা একটি লোক সূরা কাহাফ পাঠ করছিল। তার পাশেই দুটো রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা ছিল। ইতোমধ্যে লোকটিকে একটি মেঘে ঢেকে নিল। মেঘটি লোকটির নিকটবর্তী হতে থাকলে ঘোড়াটি তা দেখে চকতে আরম্ভ করল। অতঃপর যখন সকাল হল, তখন লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হয়ে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল। তা (শুনে) তিনি বললেন,

((تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْقُرْآنِ)).

“ওটি ছিল প্রশান্তি, যা তোমার কুরআন পড়ার দরুন অবতীর্ণ হয়েছে।”

(বুখারী ৫০১১, মুসলিম ১৮৯২নং)

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন,

((مَن قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ ، كَانَتْ لَهُ نُورًا يَومَ القِيَامَة مِنْ مُقَامِهِ إِلَى مَكَّة)).

"যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ সেইভাবে পড়বে, যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সে ব্যক্তির জন্য কিয়ামতের দিন তার নিজ স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত জ্যোতি হবে।" *(নাসাঈ কুবরা ১০৭৮৮, হাকেম ২০৭২, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ১৪৫৫, সিঃ সহীহাহ ২৬৫১নং)*

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন,

« مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِى يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ».

"যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, তার জন্য দুই জুমআর মধ্যবর্তীকাল জ্যোতির্ময় হবে।" *(বাইহাকী ৬২০৯, হাকেম ৩৩৯২, সহীহ তারগীব ৭৩৬, সহীহুল জামে' ৬৪৭০নং)*

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে,

«مَنْ قَرَأَ سُوْرَة الْكَهْف يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَضَاءَ لَهُ النُّور مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْت الْعَتِيْق».

"যে ব্যক্তি জুমআর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করবে, তার জন্য তার মাঝে ও কা'বাগৃহের মাঝে আলো বিকশিত হবে।" *(বাইহাক্বী ৬২০৯, সঃ তারগীব ৭৩৬, সহীহুল জামে' ৬৪৭১নং)*

প্রকাশ থাকে যে, জুমআর দিন বলতে বৃহস্পতিবার সূর্য ডোবার পর থেকে শুক্রবারের সূর্য ডোবার আগে পর্যন্ত যে কোন সময় পড়া যাবে। জুমআর আগে পড়া জরুরী নয়।

সূরা মুল্‌ক

সূরা মুল্‌ক নিয়মিত পাঠ করলে পাপমুক্ত হওয়া যায় এবং কিয়ামতে জান্নাত লাভের সুপারিশ পাওয়া যায়।

আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مِنَ القُرْآنِ سُورَةٌ ثلاثُونَ آيَةً شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ، وَهِيَ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ})).

"কুরআনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা এমন আছে, যা তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে এবং শেষাবধি তাকে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে, সেটা হচ্ছে 'তাবা-রাকাল্লাযী বিয়্যাদিহিল মুল্‌ক' (সূরা মুল্‌ক)।" *(আবূ দাউদ ১৪০২, তিরমিযী*

২৮৯১নং)

সূরা মুল্‌ক নিয়মিত (রাত্রে) পড়লে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((سُورَةُ تَبَارَكَ هِيَ المَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ)).

"সূরা তাবারাকা কবরের আযাব থেকে রক্ষাকারী।" *(ইবনে মার্দওয়াইহ, সহীহুল জামে' ৩৬৪৩, সিঃ সহীহাহ ১১৪০নং)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেছেন, 'মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হলে তার পায়ের দিক হতে আযাব এলে তার পা বলবে, 'ওকে আযাব দেওয়ার কোন পথ নেই, কারণ ও আমার দ্বারা সূরা মুল্‌ক পড়ে কিয়াম করত। অতঃপর ওর মাথার দিক হতে আযাব এলে তার জিহ্বা বলবে, 'ওকে আযাব দেওয়ার কোন পথ নেই, কারণ ও আমার দ্বারা সূরা মুল্‌ক পাঠ করত। অতঃপর ওর পেট বা বুকের দিক হতে আযাব এলে তার পেট বা বুক বলবে, 'ওকে আযাব দেওয়ার কোন পথ নেই, কারণ ও আমাকে সূরা মুল্‌কের আধার বানিয়েছিল।' *(হাকেম ৩৮৩৯, শুআবুল ঈমান বাইহাক্বী ২৫০৯নং, হিল্‌য়্যাহ ৭/২৪৮, সঃ তারগীব ১৪৭৫নং)*

জাবের ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক্‌ না পড়ে ঘুমাতেন না।' *(আহমাদ ১৪৬৫৯, তিরমিযী ২৮৯২, নাসাঈর কুবরা ১০৫৪৫, হাকেম ৩৫৪৫, সহীহুল জামে' ৪৮৭৩নং)*

সূরা কাফিরূন

এর ফযীলতে আনাস বিন মালেক ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَدَلَتْ لَهُ بِرُبْعِ الْقُرْآنِ ، وَمَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ عَدَلَتْ لَهُ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ)).

"যে ব্যক্তি 'কুল ইয়া-আইয়্যুহাল কা-ফিরূন' পাঠ করবে, তার এক চতুর্থাংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে। আর যে, ব্যক্তি 'কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পাঠ করবে তার এক তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠের সমান সওয়াব লাভ হবে।" *(তিরমিযী ২৮৯৩, সহীহুল জামে' ৬৪৬৬ নং)*

মহানবী ﷺ নাওফাল আশজাঈ ﷺ-কে বলেছিলেন,

« اقْرَأْ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ ».

"তুমি 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' পড়, তার শেষে ঘুমাও। কারণ তা শির্ক থেকে নির্লিপ্ততার ঘোষণা।" *(আহমাদ ২৩৮০৭, আবূ দাউদ ৫০৫৫, তিরমিযী ৩৪০৩, হাকেম ৩৯৮২, সহীহ তারগীব ৬০৫নং)*

সূরা ইখলাস

এর ফযীলতে আবু সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সূরা) 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' সম্পর্কে বলেছেন,

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)) .

"সেই মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল।" *(বুখারী ৫০১৩, ৬৬৪৩, ৭৩৭৪নং)*

অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে বললেন,

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ بِثُلُثِ الْقُرْآنِ فِي لَيْلَةٍ؟))

'তোমরা কি এক রাতে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অপারগ?'

প্রস্তাবটি তাঁদের পক্ষে ভারী মনে হল। তাই তাঁরা বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ কাজ আমাদের মধ্যে কে করতে পারবে?' (অর্থাৎ, কেউ পারবে না।) তিনি বললেন,

((قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ } : ثُلُثُ الْقُرْآنِ)).

"কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, আল্লাহুস স্বামাদ' (সূরা ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল।" (অর্থাৎ, এই সূরা পড়লে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ার সমান নেকী অর্জিত হয়।) *(ঐ ৫০১৫নং)*

উক্ত সাহাবী ﷺ আরো বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি কোন লোককে সূরাটি বারবার পড়তে শুনল। অতঃপর সে সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা ব্যক্ত করল। সে সূরাটিকে নগণ্য মনে করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)).

"সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, নিঃসন্দেহে এই সূরা (ইখলাস) কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" *(বুখারী ৫০১৩, ৬৬৪৩, ৭৩৭৪নং)*

অনুরূপ আবূ হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« احْشِدُوا فَإِنِّى سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ».

"তোমরা জমায়েত হও, আমি তোমাদের নিকট এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব।"

অতঃপর যে জমায়েত হওয়ার সে জমায়েত হল। অতঃপর আল্লাহর নবী ﷺ (বাসা থেকে) বের হয়ে 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করলেন, তারপর (বাসায়) প্রবেশ করলেন। আমাদের আপোসে একে-অপরকে বলতে লাগল, 'আমার মনে হয় আকাশের খবর (অহী) এসেছে, সে জন্যেই তিনি বাসায় প্রবেশ করেছেন।' কিন্তু তিনি পুনরায় বের হয়ে বললেন,

« إِنِّى قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ، أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ».

"আমি তোমাদের বলেছিলাম, আমি তোমাদের নিকট এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পাঠ করব। শোন! এটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমতুল্য।" *(মুসলিম ১৯২৪-১৯২৫নং)*

মুআয বিন আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন,

((مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ حَتَّى يَخْتِمَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ)).

"যে ব্যক্তি 'ক্বুল হুঅল্লা-হু আহাদ' শেষ পর্যন্ত ১০ বার পাঠ করবে, আল্লাহ সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতে এক মহল নির্মাণ করবেন।"

এ কথা শুনে উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, 'তাহলে আমরা বেশি বেশি ক'রে পড়ব হে আল্লাহর রসূল!' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((اللَّهُ أَكْثَرُ وَأَطْيَبُ)).

"আল্লাহও বেশি দানশীল ও বেশি পবিত্র।" *(আহমাদ ১৫৬১০, প্রমুখ, সিঃ সহীহাহ ৫৮৯নং)*

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ-এর সাথে (একস্থানে) আগমন করলাম। তিনি এক ব্যক্তির নিকট শুনলেন, সে 'ক্বুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ' পড়ছে। অতঃপর তিনি বললেন, "অনিবার্য।" আমি বললাম, 'কী অনিবার্য?!' তিনি বললেন, "জান্নাত।" *(তিরমিযী ২৮৯৭নং)*

আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নিবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি এই (সূরা) 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' ভালবাসি।' তিনি বললেন,

((إِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ)).

"এর ভালবাসা তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।" *(তিরমিযী ২৯০১নং হাসান*

সূত্রে, বুখারী বিচ্ছিন্ন সনদে ৭৭৫নং এর আগে)

আয়েশা رضي الله عنها বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তিকে এক (জিহাদের) সৈন্যদলের সেনাপতিরূপে প্রেরণ করলেন। সে তাদের নামাযে ইমামতিকালে প্রত্যেক সূরার শেষে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' যোগ করে ক্বিরাআত শেষ করত। যখন তারা ফিরে এল, তখন সে কথা আল্লাহর রসূল ﷺ এর নিকট উল্লেখ করল। তিনি বললেন,

« سَلُوهُ لأَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ ».

"তোমরা ওকে জিজ্ঞাসা কর, কেন এমনটি করে?" সুতরাং তারা ওকে জিজ্ঞাসা করলে লোকটি বলল, 'কারণ, সূরাটিতে পরম দয়ালু (আল্লাহর) গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। তাই আমি ওটাকে (বারবার) পড়তে ভালোবাসি।' একথা শুনে তিনি বললেন,

« أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ ».

"ওকে সংবাদ দাও যে, আল্লাহ আয্যা অজাল্লও ওকে ভালো বাসেন।" *(বুখারী ৭৩৭৫ নং, মুসলিম ৮১৩ নং)*

সূরা ফালাক্ব ও নাস

এ সূরা দুটির ফযীলতে উক্ববাহ বিন আমের ﷺ হতে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَلَمْ تَرَ آيَاتٍ أُنْزِلَتْ هَذِهِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطُّ ؟ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ })).

"তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু কখনও দেখা যায়নি? (আর তা হল,) 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।" *(মুসলিম ১৯২৭, তিরমিযী ২৯০২নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সূরা ফালাক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন।' *(তিরমিযী ২০৫৮নং)*

একদা ইবনে আবেস জুহানী ﷺ-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَفْضَلِ مَا تَعَوَّذَ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ؟))

"হে ইবনে আবেস! আমি তোমাকে উত্তম ঝাড়-ফুঁকের কথা বলে দেব না কি, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা আশ্রয় প্রার্থনা ক'রে থাকে?"

তিনি বললেন, 'অবশ্যই বলে দিন, ইয়া রাসূলাল্লাহ!' তিনি ফালাক ও নাস সূরা দুটিকে উল্লেখ ক'রে বললেন, "এ সূরা দুটি হল মুআব্বিযাতান (ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র)।" *(আহমাদ ১৫৪৪৮, ১৭২৯৭, নাসাঈ কুবরা ৭৮৪৭নং)*

সূরা ইখলাস, ফালাক্ব ও নাস

উক্ত তিনটি সূরাকে এক কথায় 'মুআউবিযাত' (তিন কুল) বলা হয়। এর ফযীলতে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শয্যা-গ্রহণ করতেন, তখন নিজ হাত দু'টিতে 'মুআউবিযাত' (তিন কুল) পড়ে ফুঁ দিতেন এবং তার দ্বারা নিজ সমগ্র শরীরে বুলাতেন। *(বুখারী ৬৩১৯, মুসলিম ৫৮৪৫নং)*

এক অন্য বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ প্রত্যেক রাতে যখন ঘুমাবার জন্য শয্যা গ্রহণ করতেন তখন দু' হাতের চেটো একত্রে জমা করতেন এবং তাতে তিন কুল পড়ে ফুঁ দিতেন। তারপর তার দ্বারা দেহের ওপর যতদূর সম্ভব বুলাতেন; মাথা, চেহারা ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। *(বুখারী ৫০১৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই অসুস্থ হতেন, তখনই তিন কুল পড়ে নিজের উপর ফুঁক দিতেন। কিন্তু যখন তাঁর যন্ত্রণা কঠিন হয়ে গেল, তখন আমি তাঁর উপর (তিন কুল) পড়তাম এবং তাঁর হাত নিয়ে তাঁর উপর মাসাহ করতাম, আর তাতে তার বর্কতের আশা করতাম।' *(বুখারী ৫০১৬, মুসলিম ৫৮৪৪, আবূ দাউদ ৩৯০৪নং)*

উক্বাহ বিন আমের ﷺ বলেন, 'আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন, আমি যেন প্রত্যেক নামাযের পশ্চাতে তিন কুল পড়ি।' *(আবূ দাউদ ১৫২৫, তিরমিযী ২৯০৩, নাসাঈ ১৩৩৬নং)*

আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব ﷺ বলেন, একদা আমরা বৃষ্টিময় ঘোর অন্ধকার রাত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ কে খুঁজতে বের হলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাদের নামাযের ইমামতি করবেন। আমরা তাঁকে পেয়ে নিলে তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম

না। তিনি আবারও বললেন, "বল।" এবারে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কী বলব?' তিনি বললেন,

« (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ ».

"ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, ক্বুল আঊযু বিরাব্বিল ফালাক ও ক্বুল আঊযু বিরাব্বিন্নাস' সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" *(আবূ দাঊদ ৫০৮৪, তিরমিযী ৩৫৭৫, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৪৩ নং)*

এ ছাড়া আরো কিছুর সূরার তেমন ফযীলত বর্ণিত না হলেও তার গুরুত্ব এসেছে হাদীসে। যেমন সূরা বানী ইসরাঈল ও যুমারের ব্যাপারে মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ সূরা দুটি না পড়ে নিজ বিছানায় ঘুমাতেন না। *(তিরমিযী ২৯২০, সিঃ সহীহাহ ৬৪১নং)*

সূরা ফাতহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

((لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ اللَّيْلَةَ سُورَةٌ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)).

"গত রাত্রে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, যা আমার নিকট তার থেকেও বেশি প্রিয়, যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে!"

অতঃপর তিনি পাঠ করেছিলেন, "ইনা ফাতাহনা লাকা ফাত্হাম মুবীনা।" *(বুখারী ৪১৭৭নং)*

সূরা বায়্যিনাহর ব্যাপারে আনাস ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই বিন কা'ব ﷺ-কে বললেন,

« إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِى أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) ».

"আল্লাহ আমাকে আদেশ করলেন যে, আমি তোমাকে 'সূরা লাম য়্যাকুনিল্লাযীনা কাফারু' পড়ে শুনাই।"

কা'ব বললেন, '(আল্লাহ কি) আমার নাম নিয়েছেন?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" অতঃপর উবাই (খুশীতে) কাঁদলেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে, উবাই কাঁদতে লাগলেন। *(বুখারী ৩৮০৯, মুসলিম ১৯০১নং)*

জুমআর দিন ফজরের নামাযে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা সাজদাহ ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহর পাঠ করতেন। (বুখারী ৮৯১, মুসলিম ২০৬৮নং)

জুমআর খুতবায় তিনি সূরা ক্বাফ পড়তেন। উম্মে হিশাম (রাঃ) প্রায়

জুমআতে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে মিম্বরের উপরে পাঠ করতে শুনে তা মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলেন। *(আহমাদ ২৭৪৫৬, মুসলিম ২০৫১-২০৫২, আবূ দাউদ ১১০২নং)*

জুমআর নামাযের প্রথম রাকআতে সূরা জুমুআহ ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিক্বূন পাঠ করতেন। (মুসলিম ২০৬৮নং)

ঐ নামাযে তিনি প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ পাঠ করতেন এবং ঈদের দিনে জুমআহ হলে উভয় নামাযেই উক্ত উভয় সূরাই পাঠ করতেন। (মুসলিম ২০৬৫নং)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দু' রাকআত সুন্নতে সূরা 'ক্বুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(মুসলিম ১৭২৩নং)*

তিনি বলেছেন,

((نِعْمَ السُّورَتَانِ هُمَا يَقْرَءُونَهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)).

"কত উত্তম সূরা দুটি, যা ফজরের পূর্বে (সুন্নতে) লোকেরা পড়ে ঃ 'ক্বুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ।" *(আহমাদ ২৬০২২, ইবনে মাজাহ ১১৫০, ইবনে হিব্বান ২৪৬১নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এক মাস ব্যাপী লক্ষ্য করে দেখলাম, তিনি ফজরের আগে দু'রাকআত সুন্নত নামাযে এই দুই সূরা 'ক্বুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরূন' ও 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। *(তিরমিযী ৪১৭নং, হাসান, নাসাঈ ৯৯২, ইবনে মাজাহ ১১৪৯নং)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'আমি গুনতে পারি না যে, নবী ﷺ মাগরেবের পর ও ফজরের পূর্বের সুন্নতে কতবার সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করেছেন।' *(তিরমিযী ৪৩১, ইবনে মাজাহ ১১৬১নং)*

মহানবী ﷺ তাহিয়্যাতুত তাওয়াফেও উক্ত সূরা দুটি পাঠ করতেন। *(মুসলিম ৩০০৯নং)*

তিনি বিত্র নামাযে প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পড়া। *(আহমাদ ১৫৩৫৪, নাসার কুবরা ১০৫৭৪, মিশকাত ১২৭০-১২৭২নং)*

নামাযের ক্বিরাআতের ব্যাপারে আরো অধিক জানতে 'স্বালাতে মুবাশ্‌শির' পড়ুন।

কতিপয় বিশেষ বিশেষ আয়াত পাঠ করার মাহাত্ম্য

কুরআন কারীমের কতিপয় বিশেষ বিশেষ আয়াতের বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। সুতরাং আয়াতুল কুরসীর ব্যাপারে উবাই ইবনে কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((يَا أَبَا الْمُنْذِرِ ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟))

"হে আবূ মুনযির! তুমি কি জান, মহান আল্লাহর গ্রন্থ (আল-কুরআন)এর ভিতর তোমার যা মুখস্থ আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় (মর্যাদাপূর্ণ) আয়াত কোন্‌টি?"

আমি বললাম, 'সেটা হচ্ছে আয়াতুল কুর্সী।' সুতরাং তিনি আমার বুকে চাপড় মেরে বললেন,

((لِيَهْنِكَ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ)).

"আবুল মুনযির! তোমার জ্ঞান তোমাকে ধন্য করুক।" *(মুসলিম ১৯২ ১নং)*

(অর্থাৎ তুমি, নিজ জ্ঞানের বর্কতে উক্ত আয়াতটির সন্ধান পেয়েছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।)

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে রমযানের যাকাত (ফিৎরার মাল-ধন) দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেন। বস্তুতঃ (আমি পাহারা দিচ্ছিলাম ইত্যবসরে) একজন আগমনকারী এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরলাম এবং বললাম, 'তোকে অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পেশ করব।' সে আবেদন করল, 'আমি একজন সত্যিকারের অভাবী। পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব আমার উপর, আমার দারুণ অভাব।' কাজেই আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হাযির হলাম।) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আবূ হুরাইরা! গত রাতে তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে তার অভাব ও (অসহায়) পরিবার-সন্তানের অভিযোগ জানাল। সুতরাং তার প্রতি আমার দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুরূপ উক্তি শুনে সুনিশ্চিত হলাম যে, সে আবার আসবে। কাজেই আমি তার প্রতীক্ষায় থাকলাম। সে (পূর্ববৎ) এসে আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে বললাম, 'অবশ্যই তোকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে পেশ করব।' সে বলল, 'আমি অভাবী, পরিবারের দায়িত্ব আমার উপর, (আমাকে ছেড়ে দাও) আমি আর আসব না।' সুতরাং আমার মনে দয়া হল। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সকালে উঠে (যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম তখন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "আবূ হুরাইরা! গত রাত্রে তোমার বন্দী কীরূপ আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তার অভাব ও অসহায় সন্তান-পরিবারের অভিযোগ জানাল। সুতরাং আমার মনে দয়া হলে আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সতর্ক থেকো, সে আবার আসবে।"

সুতরাং তৃতীয়বার তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে (এসে) আঁজলা ভরে খাদ্যবস্তু নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে বললাম, "এবারে তোকে নবী ﷺ-এর দরবারে হাযির করবই। এটা তিনবারের মধ্যে শেষবার। 'ফিরে আসবো না' বলে তুই আবার ফিরে এসেছিস।" সে বলল, 'তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে এমন কতকগুলি শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ তোমার উপকার করবেন।' আমি বললাম, 'সেগুলি কী?' সে বলল, 'যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী পাঠ ক'রে (ঘুমাবে)। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না।'

সুতরাং আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। আবার সকালে (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম।) তিনি আমাকে বললেন, "তোমার বন্দী কী আচরণ করেছে?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সে বলল, "আমি তোমাকে এমন কতিপয় শব্দ শিখিয়ে দেব, যার দ্বারা আল্লাহ আমার কল্যাণ করবেন।" বিধায় আমি তাকে ছেড়ে দিলাম।' তিনি বললেন, "সে শব্দগুলি কী?" আমি বললাম, 'সে আমাকে বলল, "যখন তুমি বিছানায় (শোয়ার জন্য) যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম' পড়ে নেবে।" সে আমাকে আরো বলল, "তার কারণে আল্লাহর তরফ থেকে সর্বদা তোমার জন্য একজন রক্ষক নিযুক্ত থাকবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার

কাছে শয়তান আসবে না।" (এ কথা শুনে) তিনি বললেন,

((أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوْبٌ ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟))

"শোনো! সে নিজে ভীষণ মিথ্যাবাদী; কিন্তু তোমাকে সত্য কথা বলেছে। হে আবূ হুরাইরা! তুমি জান, তিন রাত ধরে তুমি কার সাথে কথা বলছিলে?"

আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, "সে শয়তান ছিল।" *(বুখারী ২৩১১নং)*

উবাই বিন কা'ব ﷺ হতে বর্ণিত, তাঁর এক খেজুরের খামার ছিল। সেখান হতে খেজুর কম হয়ে যাচ্ছিল। তাই এক রাত্রিতে তিনি পাহারা দিয়ে থাকলেন। হঠাৎ তিনি নব্য তরুণের ন্যায় এক জন্তু দেখতে পেলেন। তিনি তাকে সালাম দিলেন, সে তাঁর সালামের উত্তরও দিল। তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'কে তুমি? জ্বিন অথবা ইনসান?' সে বলল, 'আমি জ্বিন।' তিনি বললেন, 'কৈ তোমার হাতটা আমাকে দেখতে দাও।' সে তার হাত দেখতে দিল। তার হাত ছিল ঠিক কুকুরের পায়ের মত। তার দেহের লোমও ছিল কুকুরের মতো। তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, 'জ্বিনের সৃষ্টিগত আকৃতি কি এটাই?' সে বলল, 'জ্বিনরা জানে যে তাদের মধ্যে আমার চেয়ে অধিক বলবান পুরুষ আর কেউ নেই।' তিনি বললেন, 'এখানে কী জন্য এসেছ?' সে বলল, 'আমরা খবর পেলাম যে, তুমি দান করতে ভালোবাস। তাই তোমার খাদ্যসম্ভার হতে কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্যে এসেছি।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায় কী?' সে বলল, '(উপায়) সূরা বাক্বারার এই আয়াত পাঠ (আল্লাহু লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যূম)। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় তা পাঠ করবে সে সকাল অবধি আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে। আর যে ব্যক্তি সকালে তা পাঠ করবে সে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।'

অতঃপর সকাল হলে তিনি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে রাত্রের বৃত্তান্ত উল্লেখ করলেন। তা শুনে তিনি বললেন, "খবীস সত্যই বলেছে।" *(নাসাঈর কুবরা ১০৭৯৬-১০৭৯৭, ত্বাবারানী ৫৪২, হাকেম ২০৬৪, ইবনে হিব্বান ৭৮৪, সহীহ তারগীব ৬৬২নং)*

আবু উমামা ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

((مَن قَرَأَ آيَة الْكُرْسِيّ دبر كل صَلَاة مَكْتُوبَة لم يمنعهُ من دُخُول الْجنَّة إِلَّا أَن يَمُوت)).

"যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পশ্চাতে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে, সে ব্যক্তির জন্য তার মৃত্যু ছাড়া আর অন্য কিছু জান্নাত প্রবেশের পথে বাধা

হবে না।" *(নাসাঈ কুবরা ৯৯২৮, ত্বাবারানী ৭৫৩২, সহীহুল জামে ৬৪৬৪ নং)*

সূরা বাক্বারার শেষ দুই আয়াতের মাহাত্ম্যের জন্য আবূ মাসঊদ বদরী ﵁ হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ بِالآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)).

"যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ আয়াত দু'টি পাঠ করবে, তার জন্য সে দু'টি যথেষ্ট হবে।" *(বুখারী ৪০০৮, মুসলিম ১৯১৪-১৯১৬নং)*

এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, সে রাতে অপ্রীতিকর জিনিসের মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে। অথবা তাহাজ্জুদের নামায থেকে যথেষ্ট হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল ﵇ নবী ﷺ-এর নিকট বসে ছিলেন। এমন সময় উপর থেকে একটি শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি (জিবরীল) মাথা তুলে বললেন, 'এটি আসমানের একটি দরজা, যা আজ খোলা হল। ইতোপূর্বে এটা কখনও খোলা হয়নি। ওদিক দিয়ে একজন ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হল। এই ফিরিশ্তা যে দুনিয়াতে অবতরণ করেছে, ইতোপূর্বে কখনও অবতরণ করেনি।' সুতরাং তিনি এসে নবী ﷺ-কে সালাম জানিয়ে বললেন, "আপনি দু'টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন। যা আপনার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (সে দু'টি হচ্ছে) সূরা ফাতেহা ও সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতসমূহ। ওর মধ্য হতে যে বর্ণটিই পাঠ করবেন, তাই আপনাকে দেওয়া হবে।" *(মুসলিম ১৯১৩নং)*

সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ দশ আয়াতের মাহাত্ম্য বর্ণনায় আবূ দার্দা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ)) . وفي روايـة :

((مِنْ آخِرِ سُورَةِ الكَهْفِ))

"যে ব্যক্তি সুরা কাহফের প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের (ফিৎনা) থেকে পরিত্রাণ পাবে।" অন্য বর্ণনায় 'কাহফ সূরার শেষ দিক থেকে' উল্লেখ হয়েছে। *(মুসলিম ১৯১৯-১৯২০নং)*

ইবনে আব্বাস ﵄ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ ফজরের সুন্নত নামাযের প্রথম রাকআতে 'ক্বূলূ আমান্না বিল্লাহি অমা উনযিলা ইলাইনা' (১৩৬নং) শেষ আয়াত পর্যন্ত - যেটি সূরা বাক্বারায় আছে - পাঠ করতেন। আর তার দ্বিতীয়

রাকআতে 'আমান্না বিল্লাহি অশহাদ বিআন্না মুসলিমূন' (আলে ইমরানের ৫২নং আয়াত) পড়তেন।

অন্য বর্ণনায় আছে, দ্বিতীয় রাকআতে আলে-ইমরানের (৬৪নং আয়াত) 'তাআলাউ ইলা কালিমাতিন সাওয়াইন বাইনানা অবাইনাকুম' পাঠ করতেন। *(মুসলিম ১৭২৪-১৭২৫নং)*

কুরআনের হাফেযের মর্যাদা

কুরআনের হাফেয যদি নিয়মিত তিলাঅত করে এবং তার মানে বুঝে সেই অনুযায়ী আমল করে, তাহলে কিয়ামতে রয়েছে তার বিশাল মর্যাদা।

কিয়ামতে হাফেযে-কুরআনের জন্য রয়েছে সম্মানের মুকুট এবং মর্যাদাসম্পন্ন পোশাক।

আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، حَلِّهِ ، فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، زِدْهُ ، فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ ، ارْضَ عَنْهُ ، فَيَرْضَى عَنْهُ ، فَيُقَالُ لَهُ : اقْرَأْ وَارْقَ ، وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً)).

"কিয়ামতের দিন কুরআন উপস্থিত হয়ে বলবে, 'হে প্রভু! ওকে (কুরআন পাঠকারীকে) অলংকৃত করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের মুকুট পরানো হবে। পুনরায় কুরআন বলবে, 'হে প্রভু! ওকে আরো অলংকার প্রদান করুন।' সুতরাং ওকে সম্মানের পোশাক পরানো হবে। অতঃপর বলবে, 'হে প্রভু! আপনি ওর উপর সন্তুষ্ট হয়ে যান।' সুতরাং আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হবেন। অতঃপর তাকে বলা হবে, 'তুমি পাঠ করতে থাক আর মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক।' আর প্রত্যেকটি আয়াতের বিনিময়ে তার একটি করে সওয়াব বৃদ্ধি করা হবে।" *(তিরমিযী ২৯১৫, হাকেম ২০২৯, দারেমী ৩৩১১, সহীহুল জামে ৮০৩০ নং)*

শুধু হাফেযকেই নয়, বরং তার পিতামাতাকেও অমূল্য পোশাক পরানো হবে। যেহেতু তারা তাদের ছেলেকে হাফেয হতে ও কুরআন শিখতে সহযোগিতা ও উদ্বুদ্ধ করেছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وَإِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ قَبْرُهُ كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ

فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُنِي فَيَقُولُ مَا أَعْرِفُكَ فَيَقُولُ أَنَا صَاحِبُكَ الْقُرْآنُ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ وَأَسْهَرْتُ لَيْلَكَ وَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَإِنَّكَ الْيَوْمَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تِجَارَةٍ فَيُعْطَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ لَا يُقَوَّمُ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَ كُسِينَا هَذِهِ فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فِي دَرَجَةِ الْجَنَّةِ وَغُرَفِهَا فَهُوَ فِي صُعُودٍ مَا دَامَ يَقْرَأُ هَذًّا كَانَ أَوْ تَرْتِيلًا)).

"কুরআনের হাফেয যখন কিয়ামতের দিন কবর থেকে উঠবে, তখন কুরআন বিবর্ণ রঙের পুরুষের বেশে তার সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তাকে বলবে, 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?' সে বলবে, 'না, আমি তোমাকে চিনতে পারছি না।' মানুষরূপী কুরআন আবারও বলবে, 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?' সে বলবে, 'না, আমি তোমাকে চিনতে পারছি না।' মানুষরূপী কুরআন বলবে, 'আমি তোমার সেই সঙ্গী কুরআন, যে তোমাকে কঠিন গরমে পিপাসার্ত করেছে এবং রাত জাগিয়েছে। প্রত্যেক ব্যবসায়ী তার ব্যবসার পশ্চাতে থাকে। আর আজ তুমি প্রত্যেক ব্যবসার পশ্চাতে আছ। (আজ তোমার ব্যবসার লাভের দিন।) সুতরাং তার ডান হাতে রাজত্ব দেওয়া হবে, বাম হাতে স্থায়িত্ব দেওয়া হবে, তার মাথায় সম্মানের মুকুট রাখা হবে এবং তার পিতামাতাকে দুই জোড়া এমন পোশাক পরানো হবে, যার মূল্য দুনিয়ার মানুষ অনুমান করতে পারে না। তখন তারা দুজনে বলবে, 'কিসের বিনিময়ে আমাদেরকে এ পোশাক পরানো হল?' তাদেরকে বলা হবে, 'তোমাদের সন্তানের কুরআন হিফয করার বিনিময়ে।' অতঃপর হাফেযকে বলা হবে, 'তুমি পড়তে থাকো এবং বেহেশতের দর্জা ও কক্ষসমূহে চড়তে থাকো।' সুতরাং সে চড়তেই থাকবে, যতক্ষণ সে পড়তে থাকবে, শীঘ্রতার সাথে অথবা ধীরে-ধীরে।" *(আহমাদ ২২৯৫০, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৫৭৬৪, দারেমী ৩৩৯১, সিঃ সহীহাহ ২৮২৯নং)*

বিবর্ণ রঙের পুরুষের বেশে কুরআন কেন সাক্ষাৎ করবে?

বলা হয়েছে, মুসাফির বা অসুস্থ অবস্থায় থাকলে যেমন মানুষের চেহারার রঙ বিবর্ণ ও বিকৃত হয়ে যায়, ঠিক তেমন আকৃতিতে কুরআনের সাক্ষাৎ করার

মানে হল এই যে, হাফেয হিফ্য ধরে রাখার জন্য বা কুরআন পড়ার জন্য কষ্ট ও মেহনত ক'রে তার নিজের রঙ ঐভাবে বদলে ফেলেছিল। তাই কুরআনকে তার অনুরূপ আকৃতি দিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করানো হবে। সুবহানাল্লাহ!

হাফেয সম্মানিত হবে, সম্মানিত হবে তার মা-বাবাও। এক বর্ণনায় বাআমল হাফেযের প্রাপ্য মুকুটের ব্যাপারে বলা হয়েছে, "তার ঔজ্জ্বল্য হবে সূর্যের আলোর মতো!" *(হাকেম ২০৮৬, সঃ তারগীব ১৪৩৪নং)*[৩]

তার জন্য রয়েছে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা অনুযায়ী জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা। আল্লাহু আকবার!

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আস ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا)).

"কুরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, 'তুমি কুরআন কারীম পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে।" *(আবূ দাউদ ১৪৬৬, তিরমিযী ২৯১৪নং, হাসান)*

আবু সাঈদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اقْرَأْ وَاصْعَدْ فَيَقْرَأُ وَيَصْعَدُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً حَتَّى يَقْرَأَ آخِرَ شَيْءٍ مَعَهُ)).

"কুরআন তেলাঅতকারী যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন তাকে বলা হবে, '(কুরআন) পাঠ কর ও (জান্নাতের) মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। সুতরাং সে পাঠ করবে এবং প্রত্যেক আয়াতের বিনিময়ে একটি করে মর্যাদায় উন্নীত হবে। এইভাবে সে তার (মুখস্থ করা) শেষ আয়াতটুকুও পড়ে ফেলবে।" *(আহমাদ ১১৩৬০, ইবনে মাজাহ ৩৭৮০, সহীহুল জামে ৮১২১নং)*

---

(৩) উল্লেখ্য যে, হাকেমের মুস্তাদরাকে এ কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তারগীবে হাকেমের হাওয়ালায় আছে, হাফেযের পিতামাতাকে মুকুট পরানোর কথা। পক্ষান্তরে মুহাদ্দিস আলবানী হাফেযের পিতামাতাকে মুকুট পরানোর হাদীসকে 'যয়ীফ' বলেছেন। (দেখুনঃ আবূ দাউদ ১৪৫৩, মিশকাত ২১৩৯, যঃ তারগীব ৮৬১নং)

কুরআনের আয়াত যদি ৬৬৬৬টি হয়, তাহলে জান্নাতে তার দর্জা হবে ৬৬৬৬ ধাপ উপরে! আল্লাহু আকবার!

কুরআনের হাফেয হল আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক। আনাস ﷺ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ وَإِنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللَّهِ وَخَاصَّتُهُ))

"মানবমন্ডলীর মধ্য হতে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার কিছু বিশিষ্ট লোক আছে; আহলে কুরআন (কুরআন বুঝে পাঠকারী ও তদনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তিরাই) হল আল্লাহর বিশেষ ও খাস লোক।" *(আহমাদ ১২২৭৯, ১৩৫৪২, নাসাঈ, বাইহাক্বী, হাকেম, সহীহুল জামে ২১৬৫ নং)*

এ বৈশিষ্ট্যে গর্ব হওয়া উচিত হাফেযদের। আল্লাহর বিশিষ্ট লোক তাঁরা। দুনিয়ার কোন পদাধিকারীর বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়, সরাসরি মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালকের বিশিষ্টজন! কত বড় সৌভাগ্যবান তাঁরা?

ক্রীতদাস হলেও এই মহাগ্রন্থের ধারক ও বাহক হল দুনিয়া ও আখেরাতে সর্বশ্রেষ্ঠ। যে কুরআন জানে, সেই হয় মুসলিমদের নেতা ও শাসক হওয়ার আসল যোগ্য।

একদা খলীফা উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর সাথে নাফে' বিন আব্দুল হারেষের উসফানে সাক্ষাৎ হল। তিনি খলীফার পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন। খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'উপত্যকাবাসী (মক্কা)র লোকেদের জন্য কাকে শাসক বানিয়ে এলে? তিনি বললেন, 'ইবনে আবযা কে।' খলীফা বললেন, 'ইবনে আবযা আবার কে?' তিনি বললেন, 'আমাদের একজন স্বাধীনকৃত ক্রীতদাস।' খলীফা বললেন, 'তুমি স্বাধীনকৃত ক্রীতদাসকে তাদের শাসক বানিয়ে এসেছ?' তিনি বললেন, 'তিনি আল্লাহর কিতাবের ক্বারী (হাফেয) এবং ফারায়েয বিষয়ে আলেম।' খলীফা বললেন, 'শোন! তোমাদের নবী ﷺ-ই তো বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ)).

"মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ দ্বারা বহু জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা অন্য বহু জনগোষ্ঠীর পতন সাধন করেন।" *(মুসলিম ১৯৩৪নং)*

কম হলেও কুরআন হিফয মু'মিন নারীর বিবাহের মোহর হতে পারে।

এক সাহাবী এক মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে মহানবী ﷺ বললেন,

"ওকে (মোহর) দেওয়ার মতো তোমার কী আছে?" সাহাবী বললেন, 'কিছু নেই।' তিনি বললেন, "বাড়িতে গিয়ে দেখো, কিছু পাও কি না।" সাহাবী বাড়ি থেকে ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিছু পেলাম না।' তিনি বললেন,

(الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)

"গিয়ে খুঁজো, যদিও একটি লোহার আংটি পাও।" (তাই মোহর স্বরূপ ওকে দাও। কারণ মোহর দেওয়া জরুরী।)

কিন্তু নিঃস্ব সাহাবী ফিরে এসে বললেন, 'না। কোন কিছুই পাওয়া গেল না। তবে আমার পরনের এই লুঙ্গিটা আছে।' তিনি বললেন, "ও তোমার লুঙ্গিটা নিয়ে কী করবে। ওটা তুমি পরলে ওর দেহে থাকবে না। আর ও পরলে তোমার দেহে কিছু থাকবে না।"

দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর সাহাবী ফিরে যাচ্ছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি কুরআন মুখস্থ আছে?" সাহাবী বললেন, 'জী। অমুক অমুক সূরা।' তিনি বললেন, "তাহলে যাও আমরা কুরআনের (মোহর) বিনিময়ে ওর সাথে তোমার বিবাহ দিলাম। ওকে ওগুলি শিখিয়ে দাও।" *(বুখারী ৫০৩০, মুসলিম ৩৫৫৩নং)*

কুরআন তার হাফেয ও আলেমের জন্য মর্যাদা। কুরআন তাঁদের জ্ঞানের গৌরব।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ} (٤٤) سورة الزخرف

"নিশ্চয় তা তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ; আর অচিরেই তোমাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।" (যুখরুফ ঃ ৪৪)

এক তফসীর মতে বলা হয়েছে, "নিশ্চয় কুরআন তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য গৌরব।"

অনুরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ} (١) سورة ص

"স্বা-দ, শপথ উপদেশপূর্ণ কুরআনের! (তুমি অবশ্যই সত্যবাদী)।" *(স্বাদ ঃ ১)*

এক তফসীর মতে বলা হয়েছে, "শপথ গৌরবময় কুরআনের।"

কুরআনের ফলে আহলে-কুরআনের এই মর্যাদার জন্যই কুরআন বেশি

জাননে-ওয়ালা নামাযে ইমামতির হকদার হন।

আবূ মাসঊদ আনসারী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِى بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ».

“লোকেদের ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি যে তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক কুরআন (উত্তম ও বেশীরূপে) পাঠ করে। কুরআন পাঠে তারা সমমানের হলে যে ব্যক্তি সুন্নাহ বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখে সে ইমামতি করবে। এতেও তারা সমমানের হলে প্রথম হিজরতকারী, তাতেও সমান হলে প্রথম যে মুসলিম হয়েছে সে ইমামতি করবে। আর কোন ব্যক্তি যেন কারো ইমামতির জায়গায় ইমামতি না করে এবং কারো আসনে তার বিনা অনুমতিতে না বসে।” *(আহমাদ ১৭০৬৩, মুসলিম ১৫৬৪-১৫৬৬, আবু দাউদ ৫৮২, তিরমিযী ২৩৫, নাসাঈ ৭৮০, ইবনে মাজাহ ৯৮০নং)*

কুরআনের মর্যাদাতেই কুরআন বেশি জাননে-ওয়ালাকে দাফন করার সময় কবরে সর্বাগ্রে রাখা হয়।

জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ উহুদের শহীদগণের দু’জনকে একটি কবরে একত্র ক’রে জিজ্ঞেস করছিলেন,

((أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخذاً للقُرآنِ ؟))

“এদের মধ্যে কুরআন হিফয কার বেশী আছে?”

সুতরাং দু’জনের কোন একজনের দিকে ইশারা করা হলে প্রথমে তাঁকে বগলী কবরে রাখছিলেন। *(বুখারী ১৩৪৩, ১৩৪৭নং)*

আল্লাহু আকবার! মরণের পরেও তাঁদের সম্মান, যাঁরা কুরআন বেশি জানেন। কুরআন বেশি হিফয করেন ও পড়েন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেন। এ মর্যাদা মুবারক হোক তাঁদের জন্য।

কুরআনের মর্যাদার জন্যই কুরআনের হাফেযগণ ছিলেন খলীফা উমারের মজলিসে শূরার (মন্ত্রণালয়ের) সদস্য। *(বুখারী ৪৬৪২নং)* যেহেতু কুরআন মুসলিমদের রাষ্ট্রীয় সংবিধান। আর সে ব্যাপারে তো তাঁরাই বেশি অভিজ্ঞ, যাঁরা বেশি কুরআন জানেন।

কুরআনের পাকা হাফেয মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী! আল্লাহু আকবার!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اَلَّذِيْ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الكِـرَامِ البَـرَرَةِ ، وَالَّـذِي يَقْـرَأُ الْقُـرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ)).

"কুরআনের (শুদ্ধভাবে পাঠকারী ও পানির মত হিফয্কারী পাকা) হাফেয মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার (ফিরিশ্তাবর্গের) সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি (পাকা হিফ্য না থাকার কারণে) কুরআন পাঠে 'ওঁ-ওঁ' করে এবং পড়তে কষ্টবোধ করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি সওয়াব।" (একটি তেলাঅত ও দ্বিতীয়টি কষ্টের দরুন।) *(বুখারী ৪৯৩৭, মুসলিম ১৮৯৮নং)*

কুরআনের হাফেয কুরআনের সম্মানে দুনিয়াতেও সম্মান পায়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ تَعَالَى : إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ ، وَحَامِلِ القُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ المُقْسِطِ)).

"পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-এর, যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা।" *(আবূ দাউদ ৪৮৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭নং)*

লক্ষণীয় যে, হাফেযকে সম্মান করার পাশাপাশি বাদশাহকে সম্মান করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয়কে সম্মান করাতে মহান আল্লাহকে এক প্রকার সম্মান করা হয়। সুবহানাল্লাহ! হাফেযে কুরআন, আর দুনিয়ার বাদশাহ? খেয়াল করুন, উক্ত তুলনায় হাফেযের সম্মান কত?

মহান আল্লাহ ইল্মের জন্য আলেমদের এবং হিফ্যের জন্য হাফেযদের সুউচ্চ সম্মান রেখেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

"তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।" (মুজাদালাহ ঃ ১১)

{انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً} (২১)

"লক্ষ্য কর, আমি কীভাবে তাদের এক দলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। আর নিশ্চয়ই পরকাল মর্যাদায় বৃহত্তর ও মাহাত্ম্যেও শ্রেষ্ঠতর।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ২১)*

হ্যাঁ, পার্থিব জগতেও বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মর্যাদার, বিভিন্ন স্তরের।

কেউ ধনলাভ ক'রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। লোকে তার হিংসা করে।

কেউ প্রসিদ্ধি ও সম্মান পেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে। লোকে তার হিংসা করে।

কেউ পদ ও গদি লাভ ক'রে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে। লোকে তারও হিংসা করে।

সবাই তাদের অনুরূপ হতে চায়। কিন্তু আসল হিংসার যোগ্য কে? কার হিংসা করলে পাপ হয় না? দানশীল ধনী ও হাফেযে-কুরআন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلٌ لَيْتَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ فُلَانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ)).

"দু'জনের ক্ষেত্রে ঈর্ষা করা সিদ্ধ। (১) যাকে আল্লাহ কুরআন শেখার তওফীক দিয়েছেন, সুতরাং সে তা দিবা-রাত্রি তিলাঅত করে। ফলে তা শুনে তার প্রতিবেশী বলে, 'হায়! যদি আমাকেও তেমন দান করা হতো, যেমন অমুককে দান করা হয়েছে, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম।' (২) যাকে আল্লাহ তাআলা মালধন দান করেছেন এবং সে তা হক পথে ব্যয় করে। ফলে কোন লোক বলে, 'হায়! যদি আমাকেও তেমন দান করা হতো, যেমন অমুককে দান করা হয়েছে, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম।" *(আহমাদ ১০২১৪, বুখারী ৫০২৬নং)*

হাফেযে কুরআনকে মহান আল্লাহ আযাব দেবেন না। সাহাবী আবূ উমামাহ ﷺ বলেছেন, 'তোমরা কুরআন (হিফয) পড়। আর তোমাদেরকে যেন এই ঝুলন্ত মুসহাফ ধোঁকা না দেয়। নিশ্চয় মহান আল্লাহ সেই হৃদয়কে আযাব দেবেন না, যে হৃদয় কুরআনকে স্থান দিয়েছে।' *(দারেমী ৩৩১৯নং)*

হাফেযে-কুরআন (ফরয গোসল না করতে হলে) যে কোন সময়, যে কোন

অবস্থায় কুরআন পড়তে পারে। পথ চলতে পড়তে পারে, গাড়ি চালাতে-চালাতে পড়তে পারে। সফরে পড়তে পারে, ঘরে থাকলে পড়তে পারে। কোথাও কিছুর অপেক্ষায় সময় পড়তে পারে। শুয়ে-বসে-দাঁড়িয়ে পড়তে পারে। পক্ষান্তরে যে হাফেয নয়, সে তা পারে না। কারণ তাকে কুরআন খুলে দেখে পড়তে হবে। আর তার জন্য তাকে উযূ করতে হবে। কুরআনের প্রতি বিভিন্ন আদব খেয়াল করতে হবে ইত্যাদি।

হাফেযে-কুরআন সেই পথচারী মুসাফিরের মতো, যার পাথেয় হল খেজুর। সে পথ চলতে চলতে তা যে কোন সময় খেতে পারে। পক্ষান্তরে অহাফেয তিলাঅতকারী হল এমন মুসাফিরের মতো, যার পাথেয় হল আটা। তাকে সওয়ারী থেকে নেমে জ্বালানি সংগ্রহ ক'রে আটা সেনে তা পাকাতে হবে, তবেই সে খেতে পারবে।

কুরআন হিফ্যের মাহাত্ম্য জানলাম। কিন্তু তার বিধান কী?

কুরআন হিফ্য উম্মাহর জন্য ওয়াজেবে কিফায়াহ। অর্থাৎ, কিছু মানুষ তা করলে, বাকী মানুষের পাপ হবে না।

বিশেষ ক'রে যাঁরা আলেম হতে চান, তাঁদের সর্বাগ্রে উচিত কুরআন হিফ্য করা। যে সকল পিতা-মাতা চান, তাঁদের ছেলে সত্যিকারের হাফেয বা আলেম হন, কিয়ামতে তার মাথায় সূর্যবৎ সম্মানের মুকুট হোক এবং তাঁদের দেহে সম্মানের এক জোড়া পোশাক হোক, তাহলে তাঁদের উচিত, তাকে অর্থ-সহ কুরআন হিফ্য করানো। কেবল তারাবীহ পড়ানোর জন্য নয়, বরং কুরআনের ধারক ও বাহক হয়ে প্রচার করার জন্য সঠিকার্থে 'হাফেয' বানাতে হবে। আর সে ক্ষেত্রে দরকার হল, হাদীস-তফসীর-সহ শরয়ী ইল্ম শিখতে উদ্বুদ্ধ করা। বহু মা-বাপই তো ছেলে বা মেয়েকে মাদ্রাসায় দেন। তাঁদের উদ্দেশ্য থাকে, তারা কিছু একটা ক'রে খাবে। অথবা মাদ্রাসার ওশর-যাকাত খেয়ে সাইড থেকে চাকরী চ্যানেলের সার্টিফিকেট উদ্ধার করবে এবং সরকারী চাকরী পাবে। আর তাতে তাদের দুনিয়া উজ্জ্বল হবে।

কিন্তু আপনারা চান, এমন ছেলে বা মেয়ে হোক, যাদের মাদ্রাসায় পড়ার আসল উদ্দেশ্য হবে দ্বীনের খাদেম হওয়া। দুনিয়া না চাইতেও এসে যাবে। সেই ক্ষেত্রে কুরআন দিয়ে তা'লীম শুরু ক'রে আলেম ও মুআল্লিম হতে হবে। আর তাতেই আছে আসল ঠিকানার চিরস্থায়ী আবাসের সৌন্দর্য।

বলা বাহুল্য, তালেবে-ইলমের সর্বপ্রথম তলব কুরআন হওয়া উচিত।

তারপর সেই সাথে অন্যান্য শরয়ী ইল্ম।

ইমাম নাওয়াবী বলেন, 'সলফগণ কেবল তাকেই হাদীস ও ফিক্হ শেখাতেন, যে কুরআন হিফ্য করেছে।' (আল-মাজমূ' ১/৩৮)

আর এ পরিণাম পরীক্ষিত যে, যে ছাত্র হাফেয অথবা বেশী বেশী কুরআন তিলাঅতকারী হয়, তার জন্য আরবী ইল্ম বেশী সহজ হয়ে যায়। ইল্ম শিক্ষায় সলফদের রীতি ছিল এমনটাই।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন আমার বয়স দশ (বা তেরো) বছর। আমি তখন 'মুহকাম' (হুজুরাত থেকে নাস) পড়তে পারি।" *(বুখারী ৫০৩৫নং)*

আম্র বিন সালামাহ ﷺ ৬-৭ বছর বয়সে লোকেদের ইমামতি করেছেন। আর তিনি ছিলেন সকলের মধ্যে বেশী কুরআনের হাফেয। *(বুখারী ৪৩০২, আবূ দাউদ ৫৮৫নং)*

অবশ্য বর্তমান যুগেও শোনা যায়, ৭ বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করার কথা। যেহেতু বালক ও কিশোর অবস্থায় ব্রেন ফ্রেশ থাকে, তাই স্মৃতিস্থ হয় ভালো। তবে শিশুকাল থেকে হাতে মোবাইল বা ট্যাব ধরিয়ে দিলে কি তার দ্বারা তেমন কিছু হবে বলে আশা করা যায়?

আমাদের উচিত, কুরআন হিফ্য করার সুব্যবস্থা করা। হিফ্যের সাথে অর্থ শিক্ষার সুব্যবস্থা রাখা। হিফ্য-খানা ছাড়া সকল মাদ্রাসার কোর্সেও কিছু কিছু ক'রে কুরআন হিফ্যের ব্যবস্থা রাখা।

কুরআন হিফ্য ও তফসীরের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

শুনে ভালো লাগবে যে, সঊদী আরবের কোন কোন অপরাধের শাস্তি হল কুরআন হিফ্য করা। এ দেশের সংশোধানাগারেও কুরআন হিফ্যের ব্যবস্থা থাকে। সেটা কিন্তু সশ্রম কারাদন্ড অপেক্ষা কম কিছু নয়।

দুনিয়ার জন্য কুরআনের ধারক ও বাহকের চরিত্র

নিঃসন্দেহে যারা দুনিয়ার জন্য হাফেয ও আলেম হয়, তাদের তিলাঅত হয় সুন্দর, কিন্তু আমল হয় অসুন্দর। কুরআন পড়ে ও বুঝায়, কিন্তু নিজে কুরআন-বিরোধী আমল করে।

কুরআন পড়া, পড়ানো ও প্রচার করার পশ্চাতে তাদের উদ্দেশ্য থাকে দুনিয়া, অর্থ, প্রসিদ্ধি, খ্যাতি প্রভৃতি। অনেক সময় তারা তাদের ক্বিরাআত ও ইল্‌ম নিয়ে গর্ব করে। নিজেকে বড় ভাবে, অপরকে তুচ্ছ করে এবং মানুষের মাঝে তাদের লেখা, কথায় ও বক্তব্যে হামবড়াই পরিস্ফুট হয়।

অন্যত্র এ কথা আলোচিত হয়েছে যে, ক্বারীর ক্বিরাআতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে পরকালে জাহান্নাম ছাড়া অন্য কিছু প্রাপ্য নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« يَظْهَرُ هَذَا الدِّينُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ ، وَحَتَّى يُخَاضَ بِالْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ ، فَإِذَا قَرَأُوهُ قَالُوا : قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ ، فَمَنْ أَقْرَأُ مِنَّا ! ، فَمَنْ أَعْلَمُ مِنَّا ! ».

"এ দ্বীন বিজয়ী হবে। এমনকি সমুদ্র অতিক্রম করবে, এমনকি আল্লাহর পথে অশ্ববাহিনী সমুদ্রে প্রবেশ করবে। অতঃপর এক জাতি আসবে, যারা কুরআন পাঠ করবে। অতঃপর পাঠ শেষে বলবে, 'আমরা কুরআন পাঠ করলাম। আমাদের থেকে ভালো আর কে পড়তে পারে? আমাদের থেকে বেশি আর কে জানে?!"

অতঃপর তিনি সাহাবাগণের প্রতি দৃক্‌পাত ক'রে বললেন, '

« هَلْ تَرَوْنَ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ ؟ »

"ওদের মধ্যে কোন মঙ্গল থাকবে বলে কি তোমরা মনে কর?"

সাহাবাগণ বললেন, 'না।'

তিনি বললেন,

« فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ ، وَأُولَئِكَ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ » .

"ওরা হল তোমাদেরই দলভুক্ত, ওরা এই উম্মতেরই শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু ওরা হল জাহান্নামের ইন্ধন।" *(আবূ য়্যা'লা ৬৬৯৮, যুহদ, ইবনুল মুবারক ৪৫০, বায্যার ৮৭৬, সিঃ সহীহাহ ৩২৩০নং)*

আল্লাহর জন্য কুরআনের ধারক ও বাহকের চরিত্র

যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরআন ও ইল্‌ম শিক্ষা করবে, তার তাকওয়া হবে পথের দিশারী। গুপ্ত ও প্রকাশ্যে, লোকালয়ে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে সর্বদা মহান আল্লাহর ভয় থাকবে তার হৃদয়ে। তার পানাহার, লেবাস-পোশাক, আচার-আচরণ ও চলনে-বলনে পরহেযগারী থাকবে। তার চরিত্রই হবে কুরআন। কুরআনী আখলাক ও ব্যবহার তার আচরণে পরিলক্ষিত হবে।

কুরআনের ধারক-বাহক হবে ঈমানে পরিপূর্ণ এবং কুরআনী চরিত্রে সর্বাঙ্গসুন্দর। সে হবে ইসলামের অনুগত, সুন্নাহর অনুসারী এবং বিদআত ও পাপাচরণ থেকে শত ক্রোশ দূরে।

তার অন্তরে থাকবে ইখলাস, মুখে থাকবে আল্লাহর যিক্‌র এবং কর্মে থাকবে বহুমুখী কল্যাণ।

সে 'রিয়া' (লোক-প্রদর্শনমূলক কার্যকলাপ) থেকে সুদূরে থাকবে। তার মনে থাকবে আল্লাহ-ভীতি, দৃঢ় প্রত্যয় ও আল্লাহর উপর ভরসা।

সে আল্লাহকে লজ্জা করবে, মানুষকেও লজ্জা করবে। সে হবে সদা লজ্জাশীল।

তার আচরণে থাকবে সদাচরণ, তার ব্যবহারে থাকবে ত্যাগ ও সহমর্মিতা।

তার হৃদয়ে থাকবে না বিষয়-বিরাগ, অল্পে তুষ্ট হবে, কামনা-বাসনা কম থাকবে, সদা কৃতজ্ঞ হবে, দ্বীনের জন্য আজীবন সংগ্রাম করবে, শুভকাজে ও পরকালের কাজে প্রতিযোগিতা করবে।

পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সদা খেয়াল রাখবে। জামাআত সহকারে নামায আদায়ের অভ্যাসী হবে। রাতে তাহাজ্জুদের নামায এবং অন্যান্য সুন্নতের পাবন্দ হবে।

সাধ্যমতো দানশীল হবে। লোকের কাছে হাতপাতা হতে অনেক দূরে থাকবে। বিশেষ ক'রে কুরআনকে উদরপূর্তি বা অর্থোপার্জনের অসীলা বানাবে না।

যথাসাধ্য নফল রোযা রাখায় অভ্যাসী হবে।

নিয়মিত কুরআন তিলাঅত করবে। সদা সচেষ্ট থাকবে, যাতে কুরআন বিস্মৃত না হয়ে যায়।

উপকারী ইল্‌ম অর্জনের প্রয়াসে থাকবে। বিশেষ ক'রে সহীহ সুন্নাহ ও তফসীর কুরআনের সহায়ক ইল্‌মের প্রতি যত্নবান হবে।

ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করবে। হাফেয কুরআনের অর্থ না জানলেও অজ্ঞ সমাজ সেই হাফেযকে অনেক ফতোয়া জিজ্ঞাসা করে। সে ক্ষেত্রে সেই হাফেযের উচিত নয়, সম্মান রাখার জন্য বিনা ইল্‌মে ফতোয়া দেওয়া।

যথাসাধ্য দাওয়াতী কর্মে তৎপর থাকবে। সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দেওয়ার গুরুত্ব অনুধাবন ক'রে তাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

প্রত্যেক মানুষকে তার হক ও অধিকার প্রদান করবে। পিতামাতার অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার, সন্তান ও আত্মীয়দের অধিকার এবং প্রতিবেশীর অধিকার কোনভাবে নষ্ট করবে না।

সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় কোন পদ কামনা করবে না। অবশ্য হক বিচার ও সন্ধি স্থাপন করতে কুণ্ঠিত হবে না।

সমূহ ফিতনা থেকে দূরে থাকবে। নারী, অর্থ, পদ, প্রসিদ্ধি, ভ্রষ্ট সংগঠন প্রভৃতির ফিতনার কর্দমে যাতে পা পিছলে না যায়, তার জন্য সদা সতর্ক ও সাবধান থাকবে।

ছোট-বড় সকলের সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

দূরে থাকবে, তাবীয লেখা থেকে, এতীমের মাল ভক্ষণ করা থেকে, কাউকে কোন অপবাদ দেওয়া থেকে, কোন মুসলিমকে তুচ্ছজ্ঞান করা থেকে, নিজ বংশ নিয়ে গর্ব করা থেকে, পরের বংশে খোঁটা দেওয়া থেকে, কোনও কষ্টে আত্মহত্যায় প্ররোচিত হওয়া থেকে, অপরের গোপনীয় দোষ সন্ধান করা থেকে, অপরের কথা কানাচি পেতে শোনা থেকে, নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা প্রাণীকে অভিসম্পাত করা থেকে, কোন মুসলিমকে অন্যায়ভাবে গালি দেওয়া থেকে, মৃতকে গালি দেওয়া থেকে, জ্বরকে গালি দেওয়া থেকে, ঝড়-বাতাসকে গালি দেওয়া থেকে, যুগ-জামানাকে গালি দেওয়া থেকে, মোরগকে গালি দেওয়া থেকে, শয়তানকে গালি দেওয়া থেকে, মুসলিমকে 'কাফের' বলে ডাকা থেকে, অশ্লীল ও অসভ্য ভাষা প্রয়োগ করা থেকে, সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করা থেকে, মানুষকে হাসানো থেকে, যা নেই, তার পরিতৃপ্তি প্রকাশ করা থেকে, কোনও বিষয়ে শয়তান, পশু ও কাফেরদের অনুকরণ করা থেকে, পরস্পর বিদ্বেষ পোষণ, সম্পর্ক ছেদন এবং শত্রুতা পোষণ করা থেকে, পরস্পর কথা -বার্তা বন্ধ রাখা থেকে, অহংকার প্রদর্শন ও গর্ববোধ করা থেকে, আত্মমুগ্ধ হওয়া থেকে, কোন

বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করা থেকে, কারো হিংসা করা থেকে, লোভ-লালসা করা থেকে, (অন্যায় ভাবে) কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে, দুর্নীতি, অন্যায়-অত্যাচার করা থেকে, নেক লোক, দুর্বল ও গরীব মানুষদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে, কারো জমি জবর-দখল করা থেকে, চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা থেকে, রাগ ও ক্রোধ থেকে, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থেকে, গান-বাজনা করা বা শোনা থেকে।

নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বর্জন করবে। ফালতু কথাবার্তা ও গল্প-গুজব থেকে দূরে থাকবে।

নিষিদ্ধ খেলাধূলা করবে না। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস গোপন করবে না।

দান বা অনুগ্রহ করে তা লোকের কাছে প্রকাশ ও প্রচার করবে না।

বেগানা নারী তথা কোন সুদর্শন বালকের দিকে শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তাকাবে না। বেগানার সাথে নির্জনতা অবলম্বন করবে না।

গোপনে পাপাচারিতায় লিপ্ত হবে না। কোনও পাপকে তুচ্ছ ভাববে না।

দু'মুখোপনা আচরণ ও কথাবার্তা থেকে দূরে থাকবে।

অপ্রয়োজনে মুসলমানদের প্রতি কুধারণা করবে না।

বিশেষ দ্বীনী-বিষয়ে বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে পরানুগামিতা করবে না।

স্বহস্তে উপার্জন করার প্রতি উদ্বুদ্ধ হবে। অন্যের কাজ করলে নিজ কর্মে নিপুণতা প্রদর্শন করবে।

হারাম বস্তুর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন এবং সন্দিহান বস্তু পরিহার করবে।

মাপে কম-বেশি করবে না। মজুরকে যথা সময়ে মজুরী প্রদান করবে।

যথাসাধ্য ঋণ করা থেকে দূরে থাকবে। ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকবে এবং পাওনাদারের পাওনা আদায় করবে।

হারাম ব্যবসা ও হারাম উপায়ে অর্থোপার্জন থেকে দূরে থাকবে।

শরীয়ত-সম্মত খাত ছাড়া, অন্য খাতে ধন-সম্পদ নষ্ট করবে না। অপচয় ও অপব্যয় করবে না।

বাজার সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা, সুতরাং প্রয়োজন ছাড়া বাজারে যাওয়ার অভ্যাস বানাবে না।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী সদ্ভাবে বসবাস করবে।

স্ত্রীর মোহর আদায় করবে। কেউ দাওয়াত দিলে এবং শরয়ী কোন বাধা না থাকলে তা গ্রহণ করবে।

স্ত্রী-কন্যাকে পর্দায় রাখবে। কোন বেগানা নারীর সঙ্গে নির্জনে একত্রবাস করবে না। তাদের ব্যাপারে ঈর্ষাহীন মেড়া পুরুষ হবে না।

কারো কাছে কোন পরনারীর সৌন্দর্য বর্ণনা করবে না।

হীনতা বর্জন ক'রে আত্মমর্যাদায় মর্যাদাবান থাকবে।

রীতিমতো সন্তান প্রতিপালন করবে। ইসলামী ও কুরআনী চরিত্রে তাদেরকে চরিত্রবান করবে।

সকল মানুষের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা, আদব ও স্নেহ বজায় রাখবে।

কথাবার্তার আদব খেয়ালে রাখবে। বাক্ সংযমের নির্দেশ ও গুরুত্ব অনুভব ক'রে অপ্রয়োজনে কথা বলার জন্য মুখ খুলবে না।

মানুষের সাথে মিষ্টি কথা বলবে। মহিলা পরপুরুষদের সাথে স্বাভাবিক কথা বলবে এবং আকর্ষণীয় কথা বলবে না।

কথা স্পষ্ট করে বলার চেষ্টা করবে। সঙ্গীর বৈধ কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

যাচাই-তদন্ত করে সাবধানে কথাবার্তা বলবে এবং কোন কিছু নকল ক'রে লেখার ক্ষেত্রেও সেই সতর্কতা বজায় রাখবে।

কষ্ট কল্পনার সাথে গালভরে কথা বলবে না, মিথ্যা বাক্‌পটুতা প্রকাশ করবে না এবং সাধারণ মানুষকে সম্বোধনকালে উদ্ভট ও বিরল বাক্য সম্বলিত ভাষা প্রয়োগ করবে না। ইংরেজী জানে বলে কথায়-কথায় ইংরেজী অথবা আরবী জানে বলে কথায়-কথায় আরবী ঝাড়বে না।

বৈধ ক্ষেত্রে ছাড়া মিথ্যা কথা মোটেই বলবে না। গীবত (পরনিন্দা) করবে না।

গীবতে (পরচর্চায়) অংশগ্রহণ করবে না। এবং পারলে গীবতকারীর তীব্র প্রতিবাদ করবে। কারো চুগলী করবে না। নিজের বিষয়ীভূত নয়, এমন কথা বলবে না। কারো অনধিকার চর্চা করবে না।

প্রত্যেক মানুষের মান-মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা-প্রদর্শন ও তাদের অধিকার-রক্ষা এবং তাদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের আদব খেয়াল রাখবে।

বড়কে শ্রদ্ধা করবে, দুর্বলদের সাথে ব্যবহার করবে।

মুসলিমদের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে।

সৎকাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করবে।

সাধ্যমতো মুসলিমদের প্রয়োজন পূরণ করবে। পরোপকারিতায় ব্রতী হবে।

মুসলিম ভাই-বন্ধুর সাথে উপহার বিনিময় করবে।

বাড়ি প্রবেশের অনুমতি ও আদব খেয়ালে রাখবে।

পানাহারের আদব, শয়ন ও নিদ্রার আদব, স্বপ্নের আদব, সফরের আদব, রাস্তার আদব, সালামের আদব, সাক্ষাৎকালীন আদব, মজলিস ও বসার আদব, মেহমানি ও মেজবানির আদব, হাই ও হাঁচির আদব, পোশাক-পরিচ্ছদের আদব, সৌন্দর্য ও প্রসাধনের আদব, হাসির আদব, রসিকতা ও মস্করার আদব, সকল প্রকার আদবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করবে।

সকল ক্ষেত্রে আমানতদারী বজায় রাখবে।

সন্তানদের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা প্রয়োগ করবে।

বিনয়-নম্রতার আদব, সহনশীলতা, ধীর-স্থিরতা ও কোমলতার আদব, মার্জনা করা এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চলার আদব, সহিষ্ণুতা ও লজ্জাশীলতার আদব, হিতাকাঙ্ক্ষিতার আদব, সচ্চরিত্রতার আদব, ধৈর্যশীলতার আদব, সত্যবাদিতার আদব, অঙ্গীকার ও চুক্তি রক্ষার আদব, গোপনীয়তা রক্ষা করার আদব, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালোবাসার আদব, আল্লাহর ওয়াস্তে ক্রোধান্বিত হওয়ার আদব, গাম্ভীর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করার আদব, পশু-পক্ষীর প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্যের আদব, ভালো কাজে সুপারিশ করার আদব, পানাহার ও লেনদেনে ডান হাত ব্যবহারের আদব খেয়াল রাখা কুরআনের ধারক ও বাহকের কর্তব্য।

মহান আল্লাহর নামের তা'যীম রক্ষা করবে। নযর ও মানত পূরণ করবে, কসম ভঙ্গ করবে না, করলে তার কাফ্ফারা আদায় করবে। অনর্থক কসম করবে না। মিথ্যা কসম করবে না। গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা থেকে দূরে থাকবে।

সর্বদা দুআ ও যিক্‌র তথা ইস্তিগফারে যত্নবান হবে। যখন যে দুআ পড়তে হয়, তখন সেই দুআ ও যিক্‌র পড়তে অভ্যাসী হবে।

সদা সৎকাজ করার চেষ্টা করবে। শয়তানী চক্রান্তে কোন পাপ ঘটে গেলে সাথে সাথে তওবা করবে। কুরআনের ধারক-বাহক, সে অবশ্যই কুরআনের মর্যাদা রক্ষা করবে এবং জাহান্নামের পথ থেকে দূরে থেকে জান্নাতের পথের পথিক হবে।

ইবনে মাসঊদ ﵁ বলেছেন, 'কুরআনের পাঠকারীকে তার রাতে চেনা যাবে, যখন লোকেরা ঘুমিয়ে থাকবে। তার দিনে চেনা যাবে, যখন লোকেরা অরোযায় থাকবে। তার কান্নায় চেনা যাবে, যখন লোকেরা হাস্য করবে। তার নীরবতায়

চেনা যাবে, যখন লোকেরা বাজে আলোচনায় লিপ্ত হবে। তার বিনয়ে চেনা যাবে, যখন লোকেরা অহমিকায় থাকবে এবং তার দুশ্চিন্তায় চেনা যাবে, যখন লোকেরা আমোদ-ফূর্তি করবে।' *(ইবনে আবী শাইবা ৩৫৫৮৪, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ১৭৯৫নং)*

আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেছেন, 'কুরআনের ধারক-বাহকের জন্য উচিত নয়, ফালতু আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় লিপ্ত হওয়া, আর না কোন মূর্খের সাথে মূর্খামিতে জড়িয়ে যাওয়া। বরং তার উচিত, কুরআনের সম্মানে মানুষকে ক্ষমা ও উপেক্ষা করা। যেহেতু তার পেটে আছে মহান আল্লাহর কালাম।' *(তফসীর কুরতুবী ১/২১)*

তিনি আরো বলেছেন, 'যে কুরআন বহন করে, সে আসলে বিশাল বস্তু বহন করে। তার আশেপাশে যেন নবুঅত আগত হয়েছে। অবশ্য তার প্রতি অহী করা হয় না। সুতরাং কুরআন-ওয়ালার জন্য অশ্লীল বক্তাদের দলে থেকে অশ্লীল বকা এবং মূর্খদের দলে থেকে মূর্খসুলভ আচরণ করা উচিত নয়। যেহেতু তার পেটে আছে আল্লাহর কালাম।' *(ফাযায়েলে কুরআন, রাযী ১/১১)*

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ বলেছেন, 'যাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে, অতঃপর সে কোন এমন জিনিসের দিকে লোভের দৃষ্টিতে তাকায়, যাকে কুরআন ছোট করেছে, সে কুরআনের বিরুদ্ধাচরণ করে। সে কি শোনেনি মহান আল্লাহর এই বাণী,

{وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (٨٧) سورة الحجر

"অবশ্যই আমি তোমাকে দিয়েছি পুনঃ পুনঃ পঠিতব্য সাতটি আয়াত এবং মহা কুরআন।" *(হিজ্‌রঃ ৮৭) (দুর্রে মানষূর ৫/৯৭, হিল্‌য়্যাহ ৭/৩০৩, শারহু সাহীহিল বুখারী, ইবনে বাত্ত্বাল ১০/২৬৪)*

বলা বাহুল্য, কুরআন-ওয়ালার কাছে কুরআনই সবচেয়ে বড়, বাকী তার মোকাবেলায় দুনিয়ার সব কিছু তুচ্ছ।

কুরআনের মুআল্লিমের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত?

কুরআনের মুদার্রিস, মুআল্লিম বা মুহাফ্ফিযের উচিত, তাঁর তা'লীম দানে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রধান কাম্য হওয়া, তাঁর সওয়াব অর্জন করা এবং তাঁর আযাবকে ভয় করা।

তা'লীমের পশ্চাতে কোন পার্থিব স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়া উচিত নয়।

তাঁর মনে রাখা উচিত, সে-ই লোকেদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং নিজ আচরণের মাধ্যমে তাঁর সেই শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা রক্ষা ক'রে চলা তাঁর কর্তব্য। আর অবশ্যই তাতে তাঁর মনে কোন প্রকার গর্ব ও অহংকার থাকবে না।

বিনয়ের সাথে শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবেন এবং তাতে সর্বৈব আন্তরিক হবেন।

সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মাঝে ন্যায়াপরায়ণতা বজায় রাখবেন এবং কিছুকে বাদ দিয়ে কিছুকে প্রাধান্য দেবেন না।

মহানবী ﷺ-কে দেওয়া মহান আল্লাহর এই নির্দেশ মনে রাখবেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (٢٨) سورة الكهف

"তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।" (কাহফ ঃ ২৮)

শিক্ষার্থী কুরআন শোনালে শিক্ষক মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবেন এবং অন্য কারো সাথে কথাবার্তায় মশগুল হবেন না। মহান আল্লাহর এই নির্দেশ মনে রাখবেন,

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢٠٤) سورة الأعراف

"যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ হয়ে থাক; যাতে তোমাদের প্রতি দয়া করা হয়।" *(আ'রাফঃ ২০৪)*

কোন শিক্ষার্থী ভুল পড়লে তাকে বেশি বকাবকি করবেন না, প্রহার করবেন না অথবা ক্লাশ বা হালকা থেকে বঞ্চিত করবেন না। কারণ, সে তাঁর এই আচরণে কুরআন শিখাই বাদ দিলে শয়তান খোশ হবে। সুতরাং ধৈর্য ও নম্রতার সাথে মহান উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হবেন।

শিক্ষার্থীকে নিজের খিদমতে ব্যবহার করবেন না অথবা তার নিকট কোন পৃথক পারিশ্রমিক দাবী করবেন না। কারণ এর ফলে শিক্ষক তার কাছে ছোট হয়ে যাবেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আদর্শ হবেন। সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হবেন। তাদের চোখে যেন তাঁর কোন স্ববিরোধী কাজ ধরা না পড়ে। নচেৎ তিনি তাদের কাছে ছোট হয়ে যাবেন।

তিনি হবেন শিক্ষার্থীদের জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী ও শুভানুধ্যায়ী। আর স্মরণে রাখবেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই হাদীস, তিনি বলেছেন,

((الدِّينُ النَّصِيحةُ)).

"দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।"

সাহাবাগণ বললেন, 'কার জন্য?' তিনি বললেন,

((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)).

"আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য। *(মুসলিম ২০৫নং)*

আর আল্লাহর কিতাবের জন্য কল্যাণ কামনার মানেই হল তার প্রতি সঠিক ঈমান রেখে তারই আলোকে জীবন পরিচালনা করা এবং সঠিকভাবে আন্তরিকতার সাথে তার বাণী প্রচার করা।

কুরআন তিলাঅতের বিভিন্ন আদব

এক ঃ কুরআনের মাহাত্ম্য জানা

কুরআন তিলাঅতের প্রথম আদব হল, কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হওয়া। যেহেতু তা না হলে তিলাঅতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। জিনিসের কদর না জানলে তার প্রতি মনের আকর্ষণ সৃষ্টি হয় না।

সুতরাং প্রথমতঃ জানতে হবে যে, যে গ্রন্থ সে পাঠ করতে যাচ্ছে, তা মহান প্রতিপালকের বাণী। তিনিই তা মানুষের জন্য জিবরীল ফিরিশ্তা মারফৎ শেষনবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। এতে রয়েছে মানুষের হিদায়াত ও ইহ-পরকালের প্রভূত কল্যাণ। এ বাণী হল মহান আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ, অনুদেশ ও উপদেশ, ধমক ও সতর্কতা। এ হল সম্মানিত ও পবিত্র কুরআন।

বলা বাহুল্য, তিলাঅতকারীর হৃদয়ে থাকবে এ মহাগ্রন্থের প্রতি ঈমান, তাযীম ও শ্রদ্ধা। যাতে তিলাঅতের সময় তার প্রতি কোন প্রকার ঔদাস্য, অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা বা অবহেলা প্রকাশ না পায়।

দুই ঃ ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে কুরআন পড়া

যেহেতু কুরআন তিলাঅত একটি ইবাদত। আর প্রত্যেক ইবাদত কবুল হয় দুটি শর্তে; ইখলাস ও তরীকায়ে মুহাম্মাদীর পথ অনুসরণ করে।

সুতরাং কুরআন শিক্ষা ও পাঠের সময় মনে যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে। নচেৎ তা শির্কে পরিণত হতে পারে, আর তার পরিণতি অবশ্যই ভালো নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

{ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [البينة : ٥]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ} (٢) سورة الزمر

"নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এ গ্রন্থ যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর।" (যুমার ঃ ২)

{قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ} (١١) سورة الزمر

"বল, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর ইবাদত (দাসত্ব) করতে।" (যুমার ঃ ১১)

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি শুনেছি, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ القُرآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ! وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ)) .

"কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্‌ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫নং)*

আবূ হুরাইরা ﵁ আরো বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন,

((أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) .

"আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) *(মুসলিম ৭৬৬৬নং)*

আব্দুল্লাহ বিন আমর্ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ)).

"যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৯৩, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)*

উবাই বিন কা'ব কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((بَشِّرْ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالتَّمْكِينِ فِي الْبِلَادِ وَالنَّصْرِ وَالرِّفْعَةِ فِي الدِّينِ وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعَمَلِ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيبٌ)).

"এই উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য, সমুন্নতি, দ্বীন সহ সুউচ্চ মর্যাদা, দেশসমূহে তাদের ক্ষমতা বিস্তার এবং বিজয়ের সুসংবাদ দাও। কিন্তু যে ব্যক্তি পার্থিব কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরকালের কর্ম করবে তার জন্য পরকালে প্রাপ্য কোন অংশ নেই।" *(আহমাদ ২১২২৪, ইবনে মাজাহ, হাকেম, বাইহাকীর শুআবুল ঈমান ৬৮৩৩ ইবনে হিব্বান ৪০৫, সহীহ তারগীব ২১নং)*

জাবের ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ মসজিদে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, কিছু লোক কুরআন পাঠ করছে। তিনি (তাদের উদ্দেশ্যে) বললেন,

((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقِدْحِ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ)).

"তোমরা সেই সম্প্রদায় আসার পূর্বে কুরআন পাঠ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা কর, যারা তীরকাঠি সোজা করার মতো পাঠ করবে, তারা নগদ পেতে চাইবে এবং বাকীর অপেক্ষা করবে না।" *(আহমাদ ১৪৮৫৫, আবূ দাউদ ৮৩০, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৬৪৩নং)*

সমাজে এক শ্রেণীর আলেম, হাফেয বা ক্বারী এমন অবশ্যই আছেন, যাঁরা খুব কষ্টসাধনা ক'রে কুরআনের ক্বিরাআত করেন। তাঁদের ক্বিরাত করার সময় গলার রগ ফুলতে দেখা যায়। অনেকে কানে আঙ্গুল দিয়ে বড় কষ্ট ক'রে কুরআনের শব্দ উচ্চারণ করেন। ঠিক বাঁকা তীরকাঠিকে যেমন কষ্টসাধনের সাথে সোজা করা হয় তেমনি। তাঁদের ক্বিরাআতে 'তাকাল্লুফ' থাকে। যাদের

ক্বিরাআত তাকাল্লুফপূর্ণ নয়, তাদের ভুল ধরে ও পশ্চাতে সমালোচনা করে।

অথবা তারা তীরবেগে বড় দ্রুততার সাথে কুরআন পাঠ করে। তাঁরা কুরআন পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা করে না। বরং তাঁরা তার মাধ্যমে কামনা করবে নগদ পাওনা; দুনিয়ার অর্থ, সম্মান, প্রসিদ্ধি, সুনাম ও সুখ্যাতি। তারা বাকী জীবন পরকালের সুখ-সমৃদ্ধির অপেক্ষা করবে না। তারা কুরআন তিলাঅতের বিনিময়ে পরকালের বিনিময় চাইবে না, বরং ইহকালের বিনিময় পেয়ে ক্ষান্ত হবে। তাদের মন বলে,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতা শূন্য থাক,
দূরের আওয়াজ লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।'

সাহল বিন সা'দ সায়েদী ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন, তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। তিনি বললেন,

« الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ وَفِيكُمُ الأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الأَبْيَضُ وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُهُ ».

"আল-হামদু লিল্লাহ, আল্লাহর কিতাব এক। আর তোমাদের মধ্যে রয়েছে রক্তিমবর্ণ, তোমাদের মধ্যে রয়েছে গৌরবর্ণ, এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণবর্ণ (আরব ও অনারব)। সেই সম্প্রদায় আসার পূর্বে তোমরা তা পাঠ কর, যারা তীরকাঠি সোজা করার মতো তা পাঠ করবে। তারা নগদ কামনা করবে এবং বাকীর অপেক্ষা করবে না।" *(আবূ দাউদ ৮৩১, ত্বাবারানীর কাবীর ৫৮৯৩, ইবনে হিব্বান ৭৬০নং)*

ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ এক বক্তাকে কুরআন পাঠ করার পর যাচিঞ্চা করতে দেখলেন। তিনি 'ইন্না লিল্লাহ' পড়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللَّهَ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ)).

"যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে, সে যেন তার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। পরবর্তীতে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পাঠ ক'রে তার মাধ্যমে মানুষের কাছে যাচিঞ্চা করবে।" *(তিরমিযী ২৯১৭, ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৭৮৮, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৬২৭নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ الْجَنَّةَ ، قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلاَثَةٌ : رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ عز وجل)).

"তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার অসীলায় জান্নাত প্রার্থনা কর, সেই জাতি আসার পূর্বে, যারা তার অসীলায় দুনিয়া প্রার্থনা করবে। কুরআন তিন শ্রেণীর লোক শিক্ষা করবে; কিছু লোক তা নিয়ে ফখর করে বেড়াবে, কিছু লোক তার মাধ্যমে পেট চালাবে এবং কিছু লোক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা তিলাঅত করবে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৬৩০, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৮-নং)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (সূরা মারয়্যামের ৫৯ আয়াত পাঠ করার পর) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((يَخْلُفُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً {أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا} ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ)).

"ষাট বছর পর কিছু অপদার্থ পরবর্তীগণ আসবে, তারা নামায নষ্ট করবে ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হবে; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। অতঃপর এক জাতি আসবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের অক্ষকাস্থি পার হবে না। (হৃদয়ে জায়গা পাবে না।) কুরআন তিন ব্যক্তি পাঠ করে; মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজের।"

বর্ণনাকারী বাশীর বলেন, আমি অলীদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ঐ তিন ব্যক্তি কে কে?' তিনি বললেন, 'মুনাফিক তা অস্বীকার করে, ফাজের তার অসীলায় পেট চালায় এবং মু'মিন তার প্রতি ঈমান রাখে।' *(আহমাদ ১১৩৬০, হাকেম ৩৪১৬, ৮৬৪৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৫৭)*

এই জন্য আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা হল,

((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ)).

"তোমরা কুরআন পাঠ কর এবং তার নির্দেশ পালন কর, তার ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অতিরঞ্জন করো না এবং তার মাধ্যমে উদরপূর্তি ও ধনবৃদ্ধি করো না।" *(আহমাদ ১৫৫২৯, আবূ য়্যালা ১৫১৮, বাইহাক্বী ২৩৬২, সহীহুল জামে' ১১৬৮-নং)*

তিন ঃ কুরআন তিলাঅতের পূর্বে দাঁতন করা

আল্লাহর বাণী তিলাঅতের পূর্বে দাঁত মেজে মুখ ধুয়ে নেওয়া উত্তম।

আল্লাহর কালাম পাঠের জন্য এটি একটি আদব। যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী উচ্চারণের সাথে আপনার মুখ থেকে কোন প্রকার দুর্গন্ধ নির্গত না হয়। মহানবী ﷺ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলেই সর্বাগ্রে দাঁতন দিয়ে মুখ পরিষ্কার ক'রে নিতেন। *(বুখারী ১১৩৬, মুসলিম ২৫৫নং প্রমুখ)*

তিনি বলেছেন,

((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ للرَّبِّ)).

"দাঁতন মুখ পবিত্র রাখার ও প্রভুর সন্তুষ্টি লাভের উপকরণ।" *(আহমাদ ২৪২০৩, নাসাঈ ৫, ইবনে খুযাইমাহ ১৩৫, ইবনে হিব্বান ১০৬৭, দারেমী ৬৮৪, বুখারী বিনা সনদে, সহীহ তারগীব ২০২নং)*

একদা আলী ﷺ দাঁতন আনতে আদেশ দিয়ে বললেন, নবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَسَوَّكَ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي قَامَ الْمَلَكُ خَلْفَهُ ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ فَيَدْنُو مِنْـهُ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ)).

"বান্দা যখন নামায পড়তে দণ্ডায়মান হয় তখন ফিরিশ্তা তার পিছনে দণ্ডায়মান হয়ে তার ক্বিরাআত শুনতে থাকেন। ফিরিশ্তা তার নিকটবর্তী হন; পরিশেষে তিনি নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফিরিশ্তার পেটে প্রবেশ করে যায়। সুতরাং কুরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর।" *(বাইহাকী ১৬১, বাযযার ৬০৩, সহীহ তারগীব ২১৫নং)*

সামুরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((طَيِّبُوا أَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهَا طُرُقُ الْقُرْآنِ)).

"মিসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র কর। কারণ, মুখ হল কুরআনের পথ।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২১১৯, সঃ জামে' ৩৯৩৯নং)*

চার ঃ তিলাঅতের পূর্বে পবিত্রতা

মহাগ্রন্থের তা'যীম মাথায় রেখে পবিত্র ও ওযূ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করুন।

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

{لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} (٧٩) سورة الواقعة

অর্থাৎ, যারা পূত-পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ তা স্পর্শ করে না। (অথবা যেন না করে।) *(সূরা ওয়াক্বিআহ ৭৯ আয়াত)*[৫]

মহানবী ﷺ বলেন, "আর পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে।" *(মালেক ৪৬৮, ইরওয়াউল গালীল ১২২নং)*

মুসআব বিন সা'দ বিন আবী অক্কাস বলেন, আমি সা'দ বিন আবী অক্কাসের জন্য মুসহাফ ধারণ করতাম। একদা আমি চুলকালাম। তা দেখে সা'দ বললেন, 'সম্ভবতঃ তুমি তোমার প্রস্রাব-দ্বার স্পর্শ করলে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'তুমি ওঠো এবং ওযূ করে এসো।' অতঃপর আমি উঠে ওযূ ক'রে এলাম। *(মুঅত্ত্বা, বাইহাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৬১)*

প্রকাশ থাকে যে, কাপড়, জুযদান, রেহেল বা ছোট বাক্সে কুরআন রেখে অপবিত্র ব্যক্তি সরাসরি হাত না লাগিয়ে তা বহন করতে পারে।

পক্ষান্তরে অপবিত্র অবস্থায় কুরআনের মোবাইল, ক্যাসেট বা সিডি সরাসরি স্পর্শ করা দোষাবহ নয়। *(ফাতাওয়া উলামাইল বালাদিল হারাম ১৪৩পৃঃ)*

যেমন (পবিত্র ব্যক্তির) পকেটে কুরআন রাখা বৈধ। অবশ্য তা পকেটে রেখে পেশাব-পায়খানা করা বা বাথরুম বা অপবিত্র জায়গায় প্রবেশ করা বৈধ নয়। যেহেতু তাতে আল্লাহর কিতাবের সম্মান-হানি হয়। দরকার হলে কুরআন বাইরে কোন পবিত্র জায়গায় রেখে পেশাব-পায়খানা করতে হবে। অবশ্য চুরি হয়ে যাওয়ার ভয় হলে নিরুপায় অবস্থায় সঙ্গে নিয়েই নাপাক জায়গায় প্রবেশ করা বৈধ হবে। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/৪০)*

পবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাঅত করুন।

যে নাপাকীতে গোসলের প্রয়োজন, সে নাপাকী অবস্থায় কুরআন তিলাঅত (মুখস্থ পড়া অথবা কুরআন স্পর্শ না ক'রে দূরে রেখে দেখে একটি আয়াতও পড়া) বৈধ নয়।

আলী ﷺ বলেন, 'বড় নাপাকীর অবস্থা ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন।' *(আহমাদ ৬২৭, তিরমিযী ১৩১নং,*

(৫) এ ব্যাপারে মতভেদের কথা প্রসিদ্ধ। কুরআনের মাহাত্ম্য দ্রঃ। উত্তম হল পবিত্র অবস্থাতেই স্পর্শ করা। বাকী আল্লাহই ভালো জানেন।

আলবানীর নিকট হাদীসটি যয়ীফ)

অবশ্য যে নাপাকীতে গোসলের দরকার হয় না; বরং কেবল ওযূর দরকার হয়, সে নাপাকী অবস্থায় কুরআন মুখস্থ পড়া যায়। যেহেতু মহানবী ﷺ একদা তাহাজ্জুদ নামাযের জন্য উঠে সূরা আলে ইমরানের শেষের ১০টি আয়াত পাঠ করার পর ওযূ করেছেন। *(বুখারী ১৮৩, মুসলিম ১৮২৫নং)*

একদা উমার ﷺ এক সম্প্রদায়ের নিকট এলেন; তখন তারা কুরআন পড়ছিল। সেখান থেকে তিনি (পেশাব অথবা পায়খানার) প্রয়োজনে গেলেন এবং কুরআন পড়তে পড়তে ফিরে এলেন। তা দেখে এক ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশ্যে বলল, 'হে আমীরুল মু'মেনীন! ওযূ না করেই আপনি কুরআন পাঠ করছেন?' তার এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'তোমাকে এ ফতোয়া কে দিয়েছে (যে, বিনা ওযূতে কুরআন পড়া যাবে না)? (ঝুটা নবী) মুসাইলিমাহ নাকি?' *(মুঅত্ত্বা ৪৬৯নং)*

অবশ্য ওযূ অবস্থাতেই কুরআন (মুখস্থ) পড়া উত্তম।

সুযোগ ও সুবিধা অনুযায়ী কুরআন মুখস্থ অথবা দেখে পড়া যায়। তবে দেখে পড়া উত্তম, যেমন পূর্বে এক হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। অনুরূপ যার কুরআন আছে, সে হাফেয হলেও মাঝে মাঝে তা দেখে পড়া দরকার। যাতে তা একেবারে পরিত্যক্ত না হয়ে যায়।

ঋতুমতী মহিলা মাসিক ও প্রসবোত্তর স্রাব জারি থাকাকালে (প্রয়োজনে) স্পর্শ না ক'রে কুরআন দেখে বা মুখস্থ পড়তে পারে।

যেহেতু তা নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস প্রমাণিত নেই। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/৭৪)*

পরন্তু ঋতুমতীকে সহবাস বা বীর্যপাতজনিত কারণে অপবিত্র ব্যক্তির সাথে তুলনা করা সঠিক নয়। কারণ এমন অপবিত্র ব্যক্তির সময় সীমিত এবং সাথে সাথে গোসল ক'রে পবিত্র হওয়া সম্ভব। গোসল করতে বাধা থাকলে তায়াম্মুম করেও পবিত্রতা অর্জন করা সহজ। পক্ষান্তরে ঋতুমতীর অপবিত্রতার সময় দীর্ঘ থাকে। হয়তো বা সে কুরআন না পড়লে ভুলে যেতে পারে। শিক্ষিকা বা ছাত্রী হলে পড়ানো বা পড়ার প্রয়োজন জরুরী হতে পারে। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে বৈধতার ফতোয়া রয়েছে।

হজ্জের সময় মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ঋতুমতী হয়ে পড়লে মহানবী

ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "হাজী যা করে, তাই তুমি করবে। তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কা'বাগৃহের তওয়াফ করবে না।" *(বুখারী ৩০৫, মুসলিম ২৯৭৭নং)*

আর হাজীর অন্যতম কাজ হল কুরআন পাঠ করা। অথচ তিনি তাঁকে কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেননি। কিন্তু তওয়াফ ছাড়া হাজীর সকল কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং বোঝা গেল যে, ঋতুমতী স্পর্শ না ক'রে কুরআন পড়তে পারে।

পাঁচ ঃ পবিত্র জায়গায় কুরআন পাঠ

কুরআন পবিত্র গ্রন্থ। তাই তা পাঠ করার জন্য পবিত্র জায়গা বেছে নেওয়া প্রয়োজন। সুতরাং বাথরুম বা অন্য কোন অপবিত্র জায়গায় কুরআন পাঠ বৈধ নয়।

তদনুরূপ এমন জায়গায় সশব্দে কুরআন পড়া উচিত নয়, যেখানে শ্রোতা শুনতে চায় না অথবা শোনার জন্য মনোযোগ দেয় না। যেহেতু এ সকল অবস্থায় মহান আল্লাহর বাণী সম্মানীয় কুরআনকে অবমাননা ও হেনস্থা করা হয়।

অসম্মানের আশঙ্কাতেই মহানবী ﷺ কুরআন নিয়ে শত্রুর দেশে সফর করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ২৯৯০, মুসলিম ৪৯৪৬-৪৯৪৭নং)*

ছয় ঃ ক্বিবলামুখ হয়ে বসে কুরআন তিলাঅত

এটাই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের প্রতি আদব। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةَ الْقِبْلَةِ)).

"প্রত্যেক জিনিসের প্রধান আছে। আর মজলিসের প্রধান হল ক্বিবলা মুখে বসা।" *(ত্বাবারানী ২৩৫৪, সিঃ সহীহাহ ২৬৪৫নং)*

তবে (ক্বিবলামুখ ছাড়া অন্য মুখে) দাঁড়িয়ে থাকা ও চলা অবস্থায়, শুয়ে থাকা বা সওয়ারীতে সওয়ার অবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ। যেহেতু মহান আল্লাহ চিন্তাশীল বান্দাদের প্রশংসা ক'রে বলেন,

{الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ} (١٩١) سورة آل عمران

"তারা দাঁড়িয়ে থাকা, বসে থাকা এবং শুয়ে থাকা অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে---।" *(সূরা আলে ইমরান ১৯১ আয়াত)* সওয়ারীর পিঠে চড়ে আয়াত পড়ার নির্দেশ রয়েছে কুরআনে। *(সূরা যুখরুফ ১৩ আয়াত)*

মক্কা বিজয়ের দিন তিনি সওয়ারী উটের পিঠে চড়ে সূরা ফাত্হ পাঠ করেছেন। *(বুখারী ৫০৩৪, মুসলিম ৭৯৪নং)*

যেমন কোন অপবিত্র ব্যক্তির পাশে বসে, তার দেহে দেহ লাগিয়ে অথবা তার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাঅত করা দোষাবহ নয়। কেননা, মহানবী ﷺ মা আয়েশার কোলে মাথা রেখে কুরআন পড়েছেন। অথচ মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তখন মাসিক অবস্থায় থাকতেন। *(বুখারী ২৯৭, মুসলিম ৩০১নং)*

আর এখান থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, কোন অপবিত্র জায়গার ধারে-পাশে (আড়ালে) কুরআন পড়া যায়। *(ফাতহুল বারী ১/৪৭৯)*

একদা মুআয ﷺ আবূ মূসা ﷺ-কে বললেন, 'আপনি কী অবস্থায় কুরআন পাঠ করেন?' তিনি বললেন, 'দাঁড়ানো, বসা ও আমার সওয়ারীর উপর থাকা অবস্থায়। সময়ে সময়ে আমি নিয়মিত পাঠ করি।' *(বুখারী ৪৩৪৪-৪৩৪৫)*

সাত ঃ কুরআন তিলাঅতের জন্য সভ্য লেবাস

কুরআন তিলাঅত করার সময় সভ্য লেবাসে থাকুন। যদিও মহিলাদের মাথায় কাপড় বা হিজাব, গায়ে চাদর বা ওড়না থাকা জরুরী নয়, তবুও মহান আল্লাহর কিতাব পড়ার সময় আদবের সাথে নামাযীর হিজাব পরে থাকা মহিলার জন্য উত্তম। পুরুষেরও উচিত গায়ে লেবাস রাখা।

এর মাধ্যমে মহান আল্লাহর প্রতীককে সম্মান জানানো হয়।

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } (٣٢) سورة الحج

"এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।" *(হাজ্জ ঃ ৩২)*

বর্ণিত আছে যে, ইমাম মালেক (রাহিমাহুল্লাহ) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বর্ণনা করতে বসতেন, তখন সবচেয়ে ভালো লেবাস পরতেন, সবচেয়ে ভালো খোশবু লাগাতেন, সবচেয়ে ভালো পদ্ধতিতে বসতেন এবং তাঁর মধ্যে থাকত ধীরতা ও ভদ্রতা।

আট ঃ কুরআন তিলাঅতের উত্তম সময়

হৃদয় ব্যস্ত না থাকলে কুরআন তিলাঅত করুন। অবসর সময়ে কুরআনে মন বসবে ভালো। অতএব রাতের তিলাঅত সবচেয়ে উত্তম। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا (٦) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} (٧)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রাত্রির জাগরণ (কুরআন) হৃদয়ঙ্গমের জন্য অধিক

সহায়ক এবং সঠিক তিলাঅতের পক্ষে অধিক অনুকূল। অবশ্যই দিবাভাগে রয়েছে তোমার দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। *(সূরা মুয্যাম্মিল ৬-৭ আয়াত)*

বিশেষ ক'রে ফজরের সময় কুরআন তিলাঅত বড় ফযীলতপূর্ণ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (٧٨) سورة الإسراء

অর্থাৎ, ফজরের কুরআন (নামাযের সময় ফিরিশ্তা) উপস্থিত থাকে। *(সূরা ইসরা ৭৮)*

কুরআন পড়তে পড়তে তন্দ্রা বা ঢুল এলে পড়া বন্ধ করুন। যেহেতু সাধারণতঃ সে সময় আপনি কী পড়তে কী পড়ে বসে থাকবেন, তা হয়তো নিজেই বুঝতে পারবেন না।

মহানবী ﷺ বলেন,

« إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ ».

"তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে পড়তে ঢুলতে শুরু করে, তখন সে যেন শুয়ে পড়ে; যাতে তার ঘুম দূর হয়ে যায়। নচেৎ, কেউ ঢুলতে ঢুলতে নামায পড়লে সে হয়তো বুঝতে পারবে না, সম্ভবতঃ সে ক্ষমা চাইতে গিয়ে নিজেকে গালি দিয়ে বসবে। *(বুখারী ২১২, মুসলিম ১৮৭১, মিশকাত ১২৪৫নং)*

তিনি বলেন,

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ».

"তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে উঠে তার জিভে কুরআন পড়া জড়িয়ে গেলে এবং সে কি বলছে তা বুঝতে না পারলে, সে যেন শুয়ে পড়ে।" *(মুসলিম ১৮৭২নং)*

অতএব কুরআন তিলাঅত করতে করতে যখনই ঘন ঘন হাই আসতে শুরু করবে, তখনই কুরআন পড়া বন্ধ ক'রে দিন। নচেৎ তন্দ্রা তাড়াবার ব্যবস্থা করুন।

নয়ঃ কুরআনের তরতীব অনুযায়ী তিলাঅত

ক্বিরাআতে মুসহাফের তরতীব (অনুক্রম) বজায় রেখে পাঠ করা মুস্তাহাব। অর্থাৎ, দ্বিতীয় সূরা বা দ্বিতীয় রাকআতে যে সূরা পাঠ করবেন, তা যেন

মুসহাফে প্রথমে পঠিত সূরার পরে হয়। অবশ্য এর বিপরীত করা দোষাবহ নয়; বরং বৈধ। যেমন মহানবী ﷺ এর তাহাজ্জুদের ক্বিরাআতে আমরা জানতে পারি। *(মাজাল্লাতুল বুহূষিল ইসলামিয়্যাহ ১৯/১৪৮, সিফাতু সালাতিন নাবী, আলবানী ১০৪পৃঃ, ৪নং টীকা)*

হুযাইফা বিন ইয়ামান বলেন, এক রাতে নবী ﷺ-এর সাথে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে শুরু করলেন। আমি ভাবলাম, হয়তো বা তিনি ১০০ আয়াত পাঠ ক'রে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি তা অতিক্রম ক'রে গেলেন। ভাবলাম হয়তো বা তিনি সূরাটিকে ২ রাকআতে পড়বেন। কিন্তু তিনি তাও অতিক্রম ক'রে গেলেন। ভাবলাম, তিনি হয়তো সূরাটি শেষ ক'রে রুকূ করবেন। (কিন্তু না, তা না করে) সূরা নিসা শুরু করলেন। তাও পড়ে শেষ করলেন। তারপর সূরা আলে ইমরান ধরলেন এবং তাও পড়ে শেষ করলেন!

তিনি ধীরে-ধীরে আয়াত পাঠ করছিলেন। তসবীহর আয়াত পাঠ করলে তসবীহ পড়ছিলেন। প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে প্রার্থনা করছিলেন। আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পাঠ করলে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। অতঃপর রুকূ করছিলেন। *(আহমাদ ২৩৩৬৭, মুসলিম ১৮৫০, নাসাঈ ১৬৬৪, বাইহাক্বী ৩৫০১নং)*

উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মুসহাফের তরতীব অনুযায়ী সূরা পড়া জরুরী নয়। জরুরী হলে তিনি সূরা নিসার আগে আলে ইমরান পড়তেন।

অনুরূপভাবে একটি সূরা পড়ার পর তার পরবর্তী সূরা পড়াও জরুরী নয়। বরং মাঝে একটি বা ততধিক সূরা বাদ দিয়ে পড়া যায়। যেমন নামাযের ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে সুন্নাহতে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। জুমআহর ফজরের প্রথম রাকআতে সূরা সিজদাহ ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা দাহ্‌র। জুমআহ ও ঈদের প্রথম রাকআতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা গাশিয়াহ। ফজর ও মাগরেবের সুন্নাতে প্রথম রাকআতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে কোন একটি সূরাকে তার শেষ থেকে শুরু ক'রে প্রথম দিকে উল্টা ক'রে পড়া মোটেই বৈধ নয়। কারণ তাতে অর্থের সমস্যা হতে পারে এবং আয়াতসমূহের তরতীবের যৌক্তিকতা বিলীন হয়ে যায়।

ইমাম নাওয়াবী (রাহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, ইবনে আবী দাউদ হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি মুসহাফের তরতীবের বিরোধিতা করাকে অপছন্দ করতেন। আর সহীহ সনদে ইবনে মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, একদা

তাঁকে বলা হল, 'অমুক কুরআন উল্টাভাবে পড়ে।' তিনি বললেন, 'ও হল উল্টা হৃদয়ের মানুষ।' *(আত্-তিব্‌য়্যান ফী আদাবি হামালাতিল কুরআন ৭৯পৃঃ)*

অবশ্য বাচ্চাদেরকে কুরআনের শেষ থেকে ছোট-ছোট গোটা-গোটা সূরা মুসহাফের বিপরীত ভিন্ন-ভিন্ন দিনে পড়ানো বা মুখস্থ করানো উক্ত অবৈধতার পর্যায়ভুক্ত নয়। *(ঐ ৭৯পৃঃ)*

দশ ঃ তিলাঅতের শুরুতে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

কুরআন তিলাঅত শুরু করার পূর্বে শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করুন।

কেননা শয়তান চায় না যে, আপনি আল্লাহর বাণী পাঠ করুন। পাঠ করলেও সে আপনার মনকে অন্য স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। ফলে কুরআন পাঠে মনোযোগ থাকে না, অর্থ বুঝে পড়তে মন বসে না অথবা পড়তে ভুল হয়ে যায়। সেই জন্যই মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} (٩٨) سورة النحل

অর্থাৎ, যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে, তখন অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। *(সূরা নাহল ৯৮ আয়াত)*

অতএব তিলাঅত শুরু করার পূর্বে বলুন, 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম।'

অতঃপর 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলে কুরআন পাঠ শুরু করুন। শুরু সূরা থেকে পড়তে আরম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ---' পড়ুন। কেবল সূরা তওবার পূর্বে তা পড়বেন না। অবশ্য মাঝ সূরা থেকে পড়তে আরম্ভ করলে 'বিসমিল্লাহ--' নাও বলতে পারেন।

এগারো ঃ মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাঅত

খুব মিষ্টি ও মধুর সুরে বিনয়-নম্রতার সাথে কুরআন পাঠ করুন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (٤) سورة المزمل

"কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।" (মুয্‌যাম্মিল ঃ ৪)

আল্লাহর নবী ﷺ মধুর সুরে কুরআন পাঠ করতে আদেশ করতেন; তিনি বলতেন ঃ-

«زَيِّنُوا الْقُرْآن بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِن الصَّوْت الْحسن يزِيد الْقُرْآن حسنا».

"তোমাদের (সুমিষ্ট) শব্দ দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর। কারণ, মধুর শব্দ কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।" *(বুখারী তা'লীক, আবূ দাউদ ১৪৬৮-নং, দারেমী, হাকেম)*

অবশ্য সে সুরেলা আওয়াজ নির্গত হবে আল্লাহর ভয়ে। কারো মন আকর্ষণ করার জন্য নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللهَ)).

"কুরআন পাঠে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আওয়াজ তার, যার কুরআন পাঠ করা শুনে মনে হয়, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত।" *(ইবনে মাজাহ ১৩৩৯, যুহদ, ইবনুল মুবারক, দারেমী, ত্বাবারানী, প্রমুখ, স্বিফাতু স্বালাতিন নাবী ১২৫ পৃঃ)*

তিনি আরো বলেন,

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ)).

"সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পড়ে না।" *(বুখারী ৭৫২৭, আবূ দাউদ ১৪৭১, ১৪৭৯নং, হাকেম)*

ইবনে আবী মুলাইকাহকে বলা হল, 'হে আবূ মুহাম্মাদ! কী মনে করেন আপনি, যদি কারো আওয়াজ সুন্দর না হয়?' তিনি বললেন, 'সে যথাসাধ্য সুন্দর করার চেষ্টা করবে।' *(আবূ দাউদ ১৪৭১নং)*

বলা বাহুল্য, মুসলিমের উচিত যথাসাধ্য সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পাঠ করা। মেজাজ গম্ভীর হলেও কুরআন পাঠের সময় মহান প্রতিপালকের সম্মুখে নিজের বিনয়-নম্রতার পরিচয় প্রদান করা। কণ্ঠস্বর মধুর হলে এবং বিনয়-নম্রতার সাথে কুরআন তিলাঅত করলে তা শুনে অন্যের মনও বিনয়ী ও আকৃষ্ট হয়।

এ হল মু'মিনের গুণ; সে বিনম্র ও মিঠা সুরে মহান প্রতিপালকের বাণী পাঠ করবে। তাঁর নিকট নিজে বিনয়ী হবে এবং অপরকে বিনয়ী হতে সহযোগিতা করবে। যেহেতু সুমধুর কণ্ঠ সুন্দর কথামালাকে সুন্দরতর ক'রে তোলে।

আর এটা ঐচ্ছিক নয়, বরং আবশ্যিক। যে তা করবে না, তার জন্য ধমক হল, সে উম্মতের দলভুক্তই নয়। যেমন, "যে ব্যক্তি আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়।" *(মুসলিম ২৯৪-২৯৫, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তার অর্থ বুঝে মানুষ উপকৃত হবে, হৃদয়ে প্রভাব এনে আমলে পরিণত করবে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কারণ বর্ণনা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (٢٩) سورة ص

"আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" *(স্বাদ ঃ ২৯)*

এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, মানে না বুঝে পাঠ করলে পাঠকের মন ভিজে না। শুধু 'চিনি-চিনি' আবৃত্তি করলে মুখ মিষ্টি হয় না। তবুও মহান আল্লাহর বাণীর ভিন্ন সৌন্দর্য আছে, যা সুর দিয়ে পড়তেই বড় মধুর লাগে।

কুরআনের সুর মহান প্রতিপালকও পছন্দ করেন। মহান আল্লাহ তা আগ্রহের সাথে শ্রবণ করেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)).

"মহান আল্লাহ এভাবে উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গম্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে সশব্দে কুরআন মাজীদ পড়তেন।" *(বুখারী ৫০২৪, মুসলিম ১৮৮৩নং)*

আল্লাহর উৎকর্ণ হয়ে শোনার মধ্যে এ কথার ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি সেই তিলাঅতে সন্তুষ্ট হন এবং তা তিলাঅতকারীর নিকট থেকে কবুল করেন।

এক রাত্রে আবূ মূসা আশআরী ﷺ কুরআন তিলাঅত করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রশংসা ক'রে তাঁকে বললেন,

((لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)).

"তোমাকে দাউদের সুললিত কণ্ঠের মত মধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।" *(বুখারী ৫০৪৮, মুসলিম ১৮৮৭-১৮৮৮নং)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন,

((لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِراءَتِكَ الْبَارِحَةَ)) .

"যদি তুমি আমাকে গত রাতে তোমার তেলাঅত শোনা অবস্থায় দেখতে (তাহলে তুমি কতই না খুশি হতে)!"

দাঊদ নবী عليه السلام-এর প্রবাদপ্রতীম 'বাঁশির মতো গলা' ছিল। এ নয় যে, তিনি

বাঁশি বাজাতেন; যেমন অনেক জাহেল ধারণা করে। তাঁর মধুর সুরের কাছাকাছি সুর ছিল আবূ মূসা আশআরী ﷺ-এর। মহান আল্লাহর নিকট থেকে সেই কণ্ঠস্বর প্রাপ্ত হয়ে তা দিয়ে কুরআন তিলাঅত করলে তিনি মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রশংসিত হন।

বহু কণ্ঠশিল্পী আছে, যারা আল্লাহর দেওয়া তাদের সেই মধুর কণ্ঠকে অবৈধ গান গাওয়াতে ব্যবহার ক'রে দুনিয়া উপার্জন করে। অথচ তার শুকরিয়া হল সেই নিয়ামতের কদর ক'রে মহাদাতার সেই কণ্ঠ দিয়ে তাঁর মহাগ্রন্থ কুরআন তিলাঅত ক'রে পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে, তার নিয়ামত সে কীভাবে ও কোন্ পথে ব্যবহার করেছে এবং সে তার যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করেছে কি না?

আমাদের মহানবী ﷺ-এরও কণ্ঠস্বর বড় সুন্দর ছিল। সে কণ্ঠস্বরের প্রশংসা করেছেন তাঁর সাহাবাগণ। বারা' ইবনে আযেব ﷺ বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এশার নামাযে সূরা 'অত্তীন অয্যাইতূন' পড়তে শুনেছি। বস্তুতঃ আমি তাঁর চেয়ে মধুর কণ্ঠ আর কারো শুনিনি।" *(বুখারী ৭৬৯, ৭৫৪৬, মুসলিম ১০৬৭নং)*

কুরআন তিলাঅতে যাঁদের গলা বড় মিষ্টি, তাঁরাই প্রশংসিত হন। তাঁদের সেই কুরআনী সুরে সবাই মুগ্ধ হয়। একদা এশার নামাযের পর মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বাসায় ফিরতে দেরী করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'মসজিদে আপনার এক সাহাবীর ক্বিরাআত শুনছিলাম। তার মতো ক্বিরাআত ও কণ্ঠস্বর আর কারো শুনিনি।' এ কথা শুনে তিনি উঠে আয়েশার সঙ্গে মসজিদে এলেন এবং সেই সাহাবীর ক্বিরাআত শুনতে লাগলেন। অতঃপর তিনি আয়েশার উদ্দেশ্যে বললেন, 'তুমি কি জানো না, এ কে?' আয়েশা বললেন, 'না।' তিনি বললেন,

((هَذَا سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَ هَذَا)).

"এ হল আবূ হুযাইফার স্বাধীনকৃত দাস সালেম। সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এর মতো লোক দান করেছেন।" *(ইবনে মাজাহ ১৩৩৮, হাকেম ৫০০১, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২১৪৮, সিঃ সহীহাহ ৩৩৪২নং)*

স্পষ্ট হল যে, কুরআন সুর ক'রে পড়াই হল শরীয়তের নির্দেশ। অবশ্য গান গাওয়ার মতো অতিরঞ্জিতভাবে টান দিয়ে কুরআন পড়া বিদআত। *(কিতাবুল*

আদাব ২৬পৃঃ)

বারো ঃ ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন তিলাঅত

কুরআন তিলাঅতে তাড়াহুড়া ঠিক নয়। বরং মহান আল্লাহর বাণী বড় আদবের সাথে একটা একটা গোটা গোটা স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে, প্রত্যেক অক্ষরকে তার উৎসস্থল থেকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করে, যেখানে টানতে হয় সেখানে টেনে এবং যেখানে টানতে হয় না সেখানে না টেনে পাঠ করুন।

মহান আল্লাহ অনুরূপভাবে কুরআন পড়তে আদেশ দিয়ে বলেন,

{وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (٤) سورة المزمل

অর্থাৎ, ---তুমি ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন আবৃত্তি কর। *(সূরা মুয্যাম্মিল ৪ আয়াত)*

তাড়াতাড়ি কুরআন পড়লে কুরআন পড়ার আসল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সঠিক উচ্চারণ না হওয়ার ফলে অর্থ উল্টে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া, উপদেশ গ্রহণ করা ইত্যাদি মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। সুতরাং বেশী সওয়াব লাভের আশায় অল্প সময়ে তাড়াহুড়া করে বেশী বেশী করে আয়াত পাঠ করার চাইতে ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে অল্প ক'রে পড়াতেই বেশী উপকার ও সওয়াব আছে।

একজন কুরআনের মানে জানে ও তা বুঝে পড়ে, দ্বিতীয়জন মানে জানে; কিন্তু না বুঝে পড়ে এবং তৃতীয়জন মানেই জানে না---এই তিনজনের পড়া এবং তাদের সওয়াব অবশ্যই সমান নয়।

মহানবী ﷺ আল্লাহর আদেশ অনুসারে ধীরে ধীরে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে কুরআন পাঠ করতেন; তাড়াহুড়ো করে শীঘ্রতার সাথে নয়। বরং এক একটা হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ ক'রে পাঠ করতেন। *(ইবনুল মুবারক, যুহদ, আদাঃ, আঃ সিসানঃ ১২৪পৃঃ)*

তিনি বলতেন, "কুরআন তিলাঅতকারীকে পরকালে বলা হবে, 'পড়তে থাক এবং মর্যাদায় উন্নীত হতে থাক। আর (ধীরে ধীরে, শুদ্ধভাবে কুরআন) আবৃত্তি কর, যেমন দুনিয়ায় অবস্থানকালে আবৃত্তি করতে। যেহেতু যা তুমি পাঠ করতে তার সর্বশেষ আয়াতের নিকট তোমার স্থান হবে।" *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৮১২২ নং)*

তিনি বলতেন, "সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৭৪৩নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক রাকআতে মুফাস্সাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশ) পাঠ করি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কবিতা আওড়ানোর মতো পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নিচে অবতরণ করে না। আসলে সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে---।' *(বুখারী ৭৭৫, মুসলিম ৮২২নং)*

একদা আবূ জামরাহ ইবনে আব্বাস ﷺ-কে বললেন, আমি খুব তাড়াতাড়ি কুরআন পড়তে পারি। আমি তিন দিনে তা খতম করি। ইবনে আব্বাস বললেন, তুমি যা বলছ তার থেকে আমার নিকট অধিক পছন্দনীয় এই যে, আমি এক রাতে সূরা বাক্বারাহ পড়ব এবং তার অর্থ বুঝে স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে ধীরে ধীরে পাঠ করব। *(ফাযায়েলুল কুরআন, ইবনে কাষীর ২৩৬পৃঃ, কিতাবুল আদাব ২৩পৃঃ)*

শুদ্ধভাবে তাড়াতাড়ি পড়ায় দোষ নেই। তবুও ধীরে ধীরে সুন্দরভাবে পড়াই উত্তম। আসলে যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে অনেক আয়াত পাঠ করে, সে ব্যক্তি হল তার মত যে ছোট ছোট অনেক মোতি বা অলঙ্কার দান করে। আর যে ব্যক্তি সুন্দর করে ধীরে ধীরে অল্প আয়াত পাঠ করে, সে ব্যক্তি হল তার মত যে বড় আকারের সমমূল্যের অথবা অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যের একটি মাত্র মোতি বা অলঙ্কার দান করে। অবশ্য এর বিপরীতও হতে পারে। *(ফাতহুল বারী ৮/৭০৭)*

কুরআনে যেখানে যেমন টান আছে, ঠিক সেখানে তেমন টান দিয়ে পড়ুন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ 'হরফে-মাদ্দ' (আলিফ, ওয়াউ ও ইয়া)কে টেনে পড়তেন। *(বুখারী ৫০৪৫, আবূ দাউদ ১৪৬৫নং)* কখনো কখনো বিনম্র সুরে 'আ-আ-আ' শব্দে অনুরণিত কণ্ঠে কুরআন তিলাঅত করতেন। *(বুখারী ৭৫৪০, মুসলিম ১৮৮৯নং)*

বলাই বাহুল্য যে, বাংলা অক্ষরে লিখিত কুরআন পাঠ করতে গিয়ে উচ্চারণ সঠিক হয় না। যথাস্থানে টান দেওয়া ও না দেওয়ার ব্যাপারও কঠিন। কয়েকটা ছোট্ট উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক ঃ-

'যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফীহ।'

'লা' শব্দে টান দিয়ে পড়লে তার মানে হবে, 'এই গ্রন্থ, এতে কোন সন্দেহ নেই।'

পক্ষান্তরে 'লা' শব্দে টান না দিয়ে পড়লে তার মানে হবে, 'এই গ্রন্থ, এতে অবশ্যই সন্দেহ আছে।' (যদিও আরবীতে এমন বাক্য শুদ্ধ নয়।)

'অবাদাআ খালকাল ইনসানি মিন ত্বীন।'

'তিনি মাটি হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন।'

কিন্তু 'ত্বীন' শব্দ তায়ের মতো উচ্চারণ ক'রে 'তীন' পড়লে মানে দাঁড়াবে, 'তিনি ডুমুর হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন।'

অতএব যাঁরা আরবী জানেন না, তাঁদের পক্ষে বাংলায় কুরআন পাঠে লাভের চাইতে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। অবশ্য ক্বারীর মুখ থেকে শুনে শুনে যা সঠিক ও শুদ্ধভাবে পড়া যায়, তাতে অবশ্যই লাভ আছে।

কুরআন তিলাঅতের সময় কোন আয়াত নিয়ে গভীর মনোনিবেশ করার উদ্দেশ্যে বারবার পুনরাবৃত্তি করা বা একই আয়াতকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একাধিকবার পড়া যায়। 'আ-আ-আ' শব্দে 'তারজী'র অর্থে অনেকে একই আয়াতকে বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে পড়া বুঝেছেন। মহানবী ﷺ কখনো কখনো একটি আয়াতকে বহুবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পড়তেন।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায পড়লেন। তিনি তাতে ফজর পর্যন্ত একটি মাত্র আয়াত পাঠ করলেন। তাই দিয়ে রুকূ করলেন ও সিজদা করলেন। সে আয়াতটি হল,

{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨) المائدة

"তুমি যদি তাদেরকে শাস্তি দাও, তবে তারা তোমারই বান্দা। আর যদি তাদেরকে ক্ষমা কর, তবে তুমি তো পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" *(মায়িদাহ ঃ ১১৮)*

অতঃপর ফজর হলে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি এই আয়াতটি ফজর পর্যন্ত পড়তে থাকলেন, তাই দিয়ে রুকূ করলেন এবং সিজদা করলেন (কী ব্যাপার)?' তিনি বললেন,

((إِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ الشَّفَاعَةَ لِأُمَّتِي فَأَعْطَانِيهَا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لِمَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا)).

"আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের নিকট আমার উম্মতের জন্য সুপারিশ প্রার্থনা করলাম। তিনি আমাকে প্রদান করলেন। আর তা ইন শাআল্লাহ প্রত্যেক সেই ব্যক্তি লাভ করবে, যে মহান আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না।" *(আহমাদ ২ ১৩৬৬, ইবনে আবী শাইবাহ ৩ ১৭৬৭নং)*

উক্ত আয়াতটি আসলে আল্লাহর নবী ঈসা ﷺ-এর উক্তি। তিনিই তাঁর উম্মতের প্রতি সদয় হয়ে মহান আল্লাহর দরবারে উক্ত আবেদন করেছিলেন। মহানবী ﷺ-ও নিজের গোনাহগার উম্মতের কথা খেয়াল ক'রে সকরুণ আবেদন রেখে বারবার পাঠ ক'রে পুরো নামায পড়েছিলেন এবং তারই মাধ্যমে মহান প্রতিপালকের কাছে উম্মতের জন্য সুপারিশ করার প্রতিশ্রুতি লাভ করেছিলেন।

লক্ষণীয় যে, তিনি রুকূ-সিজদা অবস্থাতেও আয়াত পাঠ করেছিলেন। অথচ উভয় অবস্থায় তিনি কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

« أَلاَ وَإِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ».

"শোন! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে যে, আমি যেন রুকূ বা সিজদাহ অবস্থায় কুরআন না পড়ি। সুতরাং রুকূতে তোমরা প্রতিপালকের তা'যীম বর্ণনা কর। আর সিজদায় অধিকাধিক দুআ করার চেষ্টা কর। কারণ তা (আল্লাহর নিকট) গ্রহণ-যোগ্য।" *(মুসলিম ১১০২, মিশকাত ৮৭৩নং)*

যেহেতু আল্লাহর কালাম (বাণী)। সবচেয়ে সম্মানিত বাণী। আর রুকূ ও সিজদার অবস্থা হল বান্দার পক্ষে হীনতা ও বিনয়ের অবস্থা। তাই আল্লাহর বাণীর প্রতি আদব রক্ষার্থে উক্ত উভয় অবস্থাতেই কুরআন পাঠ সঙ্গত নয়। বরং এর জন্য উপযুক্ত অবস্থা হল কিয়ামের অবস্থা। *(মাদারিজুস সা-লিকীন ২/৩৮৫)*

তাহলে মহানবী ﷺ পড়লেন কেন? বলা হয়েছে, 'হয়তো তাঁর এ কাজটি ছিল রুকূ ও সিজদাতে কুরআন পাঠ নিষেধ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। অথবা তিনি তা দুআ ও মুনাজাতের নিয়তে পাঠ করেছেন। অর্থাৎ তিনি রুকূ-সিজদাতে তিলাঅতের নিয়তে আয়াতটি পাঠ করেননি; বরং কুরআনী ভাষায় মুনাজাত করেছেন। আর তাতে কোন সমস্যা নেই।

বলা বাহুল্য, গভীর ভাবাবেগের সাথে ধীরে-ধীরে কুরআন তিলাঅত করা উত্তম। আর এমন তাড়াহুড়া ক'রে তিলাঅত করা বৈধ নয়, যাতে মাদ্দ অক্ষর খোয়া যায় অথবা শব্দের সঠিক উচ্চারণে কোন ত্রুটি প্রকাশ পায়। 'হদর' পড়লেও 'তাজবীদ'-এর নিয়ম-নীতি মেনে পড়াই কর্তব্য, যাতে কুরআনের শব্দে কোন প্রকার পরিবর্তন বা বিকৃতি সংঘটিত না হয়।

থামার জায়গা চিনুন

সূরার প্রথম অংশ থেকে তিলাঅত শুরু করুন। সূরার মাঝখান থেকে শুরু করলে এমন আয়াত থেকে শুরু করুন, যে আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের অর্থের কোন সম্পর্ক নেই এবং এমন আয়াতে আপনার ক্বিরাআত শেষ করুন, যে আয়াতের সাথে পরবর্তী আয়াতের অর্থের কোন সম্পর্ক নেই। আর এ জন্যই যারা কুরআনের অর্থ বুঝেন না, তাঁদের জন্য আধা সূরা অপেক্ষা পূর্ণ সূরা পড়াই উত্তম। *(আযকার নওবী ১৬৩পৃঃ)*

বলাই বাহুল্য যে, বাক্যে যেখানে থামা চলে না, সেখানে থামলে অথবা যেখানে থামতে হয়, সেখানে থেমে গেলে অর্থ উল্টা হওয়া স্বাভাবিক। যেমন ধরুন, এক দেওয়ালের গায়ে লেখা আছে, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন না, করিলে জরিমানা লাগিবে।' কিন্তু আপনি যদি পড়েন, 'এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে জরিমানা লাগিবে।' তাহলে নিশ্চয় আপনার বুঝের সাথে আমল এবং তার পরিণামও মন্দ হবে। সুতরাং থামার চিহ্ন চিনে কুরআন পড়ুন। 'ওয়াক্‌ফে লাযেম'-এর চিহ্ন অবশ্যই জেনে 'ওয়াক্‌ফ' বা স্টপ করা আবশ্যিক।

জেনে রাখা ভালো যে, কুরআনের খন্ড বা পারার শুরুর সকল অংশগুলি কিন্তু প্রারম্ভিক কথা দিয়ে শুরু নয়। অর্থাৎ, এমন কয়েকটা পারা রয়েছে, যা কথার মধ্য থেকে শুরু হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

৫ পারার শুরু,

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢٤) سورة النساء

৭ পারার শুরু,

{وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (٨٣) سورة المائدة

৯ পারার শুরু,

{قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ} (٨٨) سورة الأعراف

১৩ পারার শুরু,

{وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ رَبِّيَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

(৫৩) سورة يوسف

১৬ পারার শুরু,

{قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا} (৭৫) سورة الكهف

২২ পারার শুরু,

{وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} (৩১) سورة الأحزاب

২৩ পারার শুরু,

{وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (২২) سورة يـــس

২৭ পারার শুরু,

{قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ} (৩১) سورة الذاريات

সুতরাং এ সকল পারা শুরু করার ক্ষেত্রে এবং কুরআনের সূরার মাঝখান থেকে তিলাঅত শুরু করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

এ জন্যই উলামাগণ বলেছেন, যাদের আরবী ভাষাজ্ঞান নেই, তাদের উচিত, পুরো একটা সূরা শুরু থেকে শেষ অবধি তিলাঅত করা। তাদের জন্য বড় সূরা অসম্পূর্ণ ক'রে পড়ার চাইতে ছোট সূরা সম্পূর্ণ ক'রে পড়া উত্তম।

আর আব্দুল্লাহ বিন আবূ হুযাইল তাবেঈ বলেছেন, '(সাহাবাগণ) আয়াতের কিছু অংশ বাদ রেখে কিছু পড়াকে অপছন্দ করতেন।' *(আত্-তিব্‌য়্যান ফী আদাবিল কুরআন ৫৮পৃঃ)*

চৌদ্দ ঃ অনুধাবন সহকারে কুরআন তিলাঅত

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মহান আল্লাহর বাণী। তাঁর অহীর মাধ্যমে আগত সেই বাণী কেবল মুখে আওড়ানোর জন্য এ পৃথিবীতে আগমন করেনি। কুরআন অবতীর্ণ হয়নি বাড়িতে বর্কতের উদ্দেশ্যে রাখার জন্য, লিখে দেওয়ালে লটকানোর জন্য, গলা, হাতে বা কোমরে বাঁধা তাবীয করার জন্য, কেউ মারা গেলে কুরআন-খানী করার জন্য, কোন অনুষ্ঠান আরম্ভ করার আগে বর্কতের উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্য। (এগুলি শরীয়তসম্মত নয়।) আসলে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তার বিধান অনুসারে জীবন পরিচালনার জন্য।

কুরআন বুঝে পড়ে এমন মুসলিমের সংখ্যা নেহাতই কম। এমনকি যাদের

ভাষা আরবী, তারাও যে কুরআনের সব কিছু বোঝে তা নয়। আধা বা অল্প শিক্ষিত আরবেরা কুরআনের সব কিছু বুঝতে পারে না। যেমন অনুরূপ বাংলাভাষীরা উচ্চাঙ্গের সাহিত্যমন্ডিত বাংলা গদ্য-পদ্য বোঝার ক্ষমতা রাখে না। অথচ কুরআন কেবল আলেম-উলামার বিশেষ সম্পদ নয়। কুরআন বুঝতে হবে, পড়তে হবে এবং আমল করতে হবে সকল মুসলিমকে।

বলুন তো, নারিকেলের খোসা চিবিয়ে কি কোন স্বাদ পাওয়া যায়? প্রেমিকের ভাষা না বুঝে কি প্রেমালাপে প্রাণ ভরে? মহামূল্যবান ওষুধ সেবন না করলে কি স্বাস্থ্যের কোন উপকার সাধিত হয়? ওষুধ ক্রয় ক'রে না খেয়ে তার প্রেস্কিপশন পড়লেই কি রোগ সারে?

কুরআন বলে আমাকে বুঝে পড় ঃ

টিয়া পাখীর মত কুরআন মুখস্থ বা দেখে পড়লে সওয়াব হতে পারে, তবে বিশেষ লাভ নেই। কারণ কুরআন বুঝা ও তা নিয়ে জ্ঞান-গবেষণা করা তথা তার উপর আমল করা ওয়াজেব। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (٨٢)

অর্থাৎ, তারা কুরআনের প্রতি মনঃসংযোগ করে না কেন? যদি ওটা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট হতে হতো, তাহলে তারা ওতে বহু মতানৈক্য প্রাপ্ত হতো। *(সূরা নিসা ৮২ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর বাণী অনুধাবন করতে আদেশ করছেন। কুরআনী বাক্যের অর্থ নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। তার আদেশ-নিষেধ-উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে অনুপ্রাণিত করছেন।

অনেকে তো কুরআনকে সুমহান স্রষ্টার বাণী বলে বিশ্বাসই করে না। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে, তারা পাঠ করে না। আবার যারা পাঠ করে, তাদের অনেকে তার মানে বোঝে না। আবার যারা তার মানে বোঝে, তাদের অনেকে তার প্রতি ধ্যান দেয় না, খেয়াল করে না, গবেষণা করে না, অর্থের গভীরতায় প্রবেশ করে না। তারা তাদের হৃদয়-মনকে তার অর্থ অনুধাবন করার জন্য উন্মুক্ত করে না। মহান আল্লাহ তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন,

{أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} (٢٤) سورة محمد

"তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা-ভাবনা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?" (মুহাম্মাদ ঃ ২৪)

কেন তাদের এই দুর্গতি? কেন তাদের হৃদয় কঠিন ও কঠোর? কেন তাদের আচরণ ও চরিত্রের পরিবর্তন হয় না? কেন তারা সৎ কাজে উৎসাহিত হয় না? কেন তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে না? কেন তারা কুরআনী শিক্ষার বিপরীত কাজ করে? কেন তারা কুরআনের নির্দেশকে উপেক্ষা করে?

কারণ তারা তাদের হৃদয়-দুয়ারে তালা ঝুলিয়ে রেখেছে। অন্তরে মোহর মারা আছে। তারা যা পড়ে, তা বুঝে পড়ে না। তারা যা মুখে পড়ে, তা তাদের হৃদয়ে স্থান পায় না।

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (٤٤)

"কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?" *(বাক্বারাহ ঃ ৪৪)*

নিশ্চয় তারা বুঝে না। না বুঝে গুন্‌গুন্‌ করে। না বুঝেই মাথা হিলায়। না বুঝেই খতম করে, খতম করায়।

আসলে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা বুঝে তার দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করার জন্যই। মহান আল্লাহ বলেন,

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (٢٩) سورة ص

অর্থাৎ, এ এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٢) سورة يوسف

"নিশ্চয় আমি এটি অবতীর্ণ করেছি আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (ইউসুফ ঃ ২)

{إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (٣) سورة الزخرف

"আমি এ অবতীর্ণ করেছি কুরআনরূপে আরবী ভাষায়, যাতে তোমরা বুঝতে পার।" (যুখরুফ ঃ ৩)

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, তাতে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ। তাতে রয়েছে পর্যাপ্ত জ্ঞান। তাতে রয়েছে ভ্রষ্টতা থেকে পথের দিশা। তাতে রয়েছে রোগ-নিরাময়।

তাতে রয়েছে অন্ধকারে আলোর ঔজ্জ্বল্য। তাতে রয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বিবরণ। তাতে রয়েছে বর্কত ও হিকমত, উপদেশ ও অনুদেশ। তাই জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচিত, কুরআনী জ্ঞান আহরণ করা। কুরআন পাঠ ক'রে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করা।

প্রকৃত প্রস্তাবে যারা কুরআন পাঠ করে, কিন্তু তার আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হয় না, তারা তা যথাযথ হক আদায় ক'রে পাঠ করে না। অথচ উচিত হল, এ কিতাবের যথার্থ কদর ক'রে যথাযথভাবে তিলাঅত করা। মহান আল্লাহ এমন লোকের প্রশংসা ক'রে বলেছেন,

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (١٢١) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তা যথার্থরূপে তিলাঅত করে। তারাই এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে ফলতঃ তারাই হল ক্ষতিগ্রস্ত। *(সূরা বাকারাহ ১২১ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, যথার্থরূপে (তিলাঅতের হক আদায় করে) তিলাঅত তখনই হবে, যখন তা শুদ্ধভাবে ও বুঝে পড়ে আমল করা হবে।

তিনি নিজ বান্দার গুণ বর্ণনা করে বলেছেন,

{وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا} (٧٣) سورة الفرقان

অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে না। *(সূরা ফুরকান ৭৩ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, যারা না বুঝে কুরআন পড়ে এবং কুরআনের উপর আমল করে না, তারাই তার প্রতি অন্ধ ও বধির সদৃশ আচরণ করে।

হাদীস বলে, কুরআন বুঝে পড় ঃ

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মহানবী ﷺ কুরআন বুঝে পড়তেন। কুরআনের গভীর অর্থে মনোনিবেশ করতেন।

আবূ আব্দুল্লাহ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﷺ বলেন যে, আমি এক রাত নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি একশো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন।' কিন্তু তিনি (তা না ক'রে) ক্বিরাআত করতে থাকলেন। তারপর আমি

(মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি এই সূরা এক রাকআতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকূ করবেন।' কিন্তু তিনি (সূরা) নিসা আরম্ভ করলেন। তিনি তা সম্পূর্ণ পড়লেন। পুনরায় তিনি (সূরা) আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটিও সম্পূর্ণ পড়লেন। (এত দীর্ঘ ক্বিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে থেমে থেমে পড়ছিলেন। যখন কোন এমন আয়াত এসে যেত, যাতে তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা) আছে, তখন তিনি (ক্বিরাআত বন্ধ করে) তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়তেন। আর যখন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত এসে যেত, তখন প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত আসত, তখন আশ্রয় চাইতেন। *(আহমাদ ২৩৩৬৭, মুসলিম ১৮৫০, নাসাঈ ১৬৬৪, বাইহাক্বী ৩৫০১নং)*

আবূ জুহাইফা ﷺ বলেন, সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার তো চুল পেকে গেল!' তিনি বললেন,

((قَد شَيَّبتْنِي هُود وَأَخوَاتُها))

"(সূরা) হূদ ও তার অনুরূপ সূরা আমার চুল পাকিয়ে ফেলেছে।" *(শামায়েল তিরমিযী ৪২নং)*

ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে, আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনার তো চুল পেকে গেল!' তিনি বললেন,

((قَد شَيَّبتْنِي هُود والواقعة، والمرسلات، وعَمَّ يتساءلون، وإذا الشمس كُوِّرت))

"(সূরা) হূদ, ওয়াক্বিআহ, মুরসালাত, আম্মা য়্যাতাসাআলূন ও ইযাশ শাম্সু কুউবিরাত আমার চুল পাকিয়ে ফেলেছে।" (শামায়েল তিরমিযী ৪১নং)

অর্থাৎ, উক্ত সূরাগুলিতে যে সকল বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, তার কথা অনুধাবন করেই আমার চুল পেকে যাচ্ছে। বলাই বাহুল্য যে, তিনি কুরআন গভীর মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করতেন। আর তিনি তো তিনি, যাঁর উপরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

আল্লাহর কিতাব বুঝে পড়তে হয় বলেই তাড়াহুড়া ক'রে তা খতম করা মহানবী ﷺ অপছন্দ করতেন। তিনি বলেছেন,

« لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ».

"সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।" *(আবূ দাউদ ১৩৯৬, তিরমিযী ২৯৪৯, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৭৪৩নং)*

সাহাবাগণ বলেন, কুরআন বুঝে পড়ঃ

আমীরুল মু'মিনীন উষমান ﷺ বলেছেন,

((لو طَهُرَتْ قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم)).

"তোমাদের হৃদয় যদি পবিত্র হতো, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের বাণী পাঠ ক'রে তৃপ্ত হতে না।" অর্থাৎ, আরো বেশি বেশি পাঠ করতে। *(আহমাদ, যাওয়ায়িদুয যুহদ ১২৮-পৃঃ)*

হাসান বিন আলী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের পূর্ববর্তীগণ কুরআনকে তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আসা চিঠি মনে করতেন। তাই তাঁরা রাতে তা অনুধাবন (সহকারে পাঠ) করতেন এবং দিনে সেই অনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হতেন।" *(আত্-তিবয়্যান, নাওয়াবী ২৮-পৃঃ)*

আবূ জামরাহ বলেন, একদা আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, 'আমি দ্রুত কুরআন পড়তে পারি। আমি তিন দিনে কুরআন খতম করি।' তিনি বললেন, 'তুমি যেমন বলছ, তেমন করার চাইতে এক রাতে সূরা বাক্বারাহ অর্থ বুঝে ধীরে ধীরে সুন্দর ক'রে পাঠ করা আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'পুরো কুরআন তাড়াহুড়া ক'রে পড়ার চাইতে (এক রাতে সূরা বাক্বারাহ অর্থ বুঝে ধীরে ধীরে সুন্দর ক'রে পাঠ করা) আমার নিকট বেশি পছন্দনীয়।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, একদা আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, 'আমি দ্রুত কুরআন পড়তে পারি। আমি এক রাতে কখনো কখনো এক অথবা দুইবার কুরআন খতম করি।' তিনি বললেন, 'তুমি যা কর, তার মতো করার চাইতে একটি সূরা পাঠ করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। তুমি যদি একান্তই তা করতে চাও, তাহলে এমনভাবে কুরআন পড়, যাতে তোমার কান তা শুনতে পায় এবং তোমার হৃদয় তা অনুধাবন করে।' *(বাইহাক্বী ৩৮৬৭নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক রাকআতে মুফাস্সাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশ) পাঠ করি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কবিতা আওড়ানোর মতো পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নিচে নামে না। আসলে সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে---।' *(বুখারী ৭৭৫, মুসলিম ১৯৪৫নং)*

সলফে সালেহীনগণের অভ্যাস ছিল কুরআন বুঝে পড়ে তার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা। আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) বলেন, 'আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদগণ বর্ণনা করেছেন যে, যাঁরা নবী ﷺ-এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা দশটি আয়াত শিখলে ততক্ষণ পর্যন্ত আর আগে বাড়তেন না যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দশ আয়াতের বর্ণিত ইল্‌ম ও আমল শিক্ষা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা ইল্‌ম ও আমল উভয়ই (একই সময়ে) শিক্ষা করেছি।' *(আহমাদ ২২৯৭১নং)*

উলামাগণ বলেন, কুরআন বুঝে পড় ঃ

কুরআন বুঝে পড়ার ব্যাপারে উলামাগণ উৎসাহিত করেছেন। এ ব্যাপারে ইবনুল কাইয়েম (রাহিমাহুল্লাহ) যা বলেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছেন,

'কুরআন হল হৃদয়ের প্রাণ এবং অন্তরের রোগ-নিরাময়কারী ঔষধ। হৃদয়ের জন্য অনুধাবন ও মনোনিবেশ-সহ কুরআন পাঠ অপেক্ষা অধিক উপকারী অন্য কিছু নেই। এ কাজই ভালোবাসা, ঔৎসুক্য, ভীতি, আশা, অভিমুখ, ভরসা, সন্তুষ্টি, সোপর্দ, কৃতজ্ঞতা, ধৈর্যশীলতা এবং আরো সকল অবস্থা, যার মাধ্যমে হৃদয়ের প্রাণ ও পরিপূর্ণতা আছে, তা সৃষ্টি করে। তদনুরূপ সেই সকল নিন্দনীয় গুণ ও কর্মাবলী থেকে বিরত রাখে, যার কারণে হৃদয় নষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং লোকে যদি জানত যে, হৃদয়ঙ্গম-সহ কুরআন পাঠ করাতে কী সুফল আছে, তাহলে অন্য সব কিছু থেকে তাতেই নিরত হতো।

বলা বাহুল্য, বান্দা যখন অনুধাবন সহকারে কুরআন পড়ে এবং এমন এক আয়াতের নিকট পৌঁছে, হৃদয়-রোগের আরোগ্যের জন্য যার সে মুখাপেক্ষী, তখন সে সেটাকে বারবার পড়তে থাকে; যদিও শতবার হয়, যদিও পুরো রাত্রি হয়। যেহেতু অনুধাবন ও মনোনিবেশ সহকারে একটি মাত্র আয়াত পাঠ করা অনুধাবন ও মনোনিবেশ ব্যতিরেকে খতম পড়া অপেক্ষা উত্তম। এটাই হৃদয়ের জন্য অধিক উপকারী এবং ঈমান অর্জন তথা ঈমান ও কুরআনের মিষ্টতা অর্জনের ক্ষেত্রে বেশি উদ্দীপক। আর এটাই ছিল সলফদের অভ্যাস। তাঁদের কেউ কেউ একটি আয়াতকে সারা সারা রাত ধরে বারবার পাঠ করতেন।

পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি আয়াত ফজর পর্যন্ত বারবার পাঠ করেছেন। আর সেটা হল,

{إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (١١٨) المائدة

(দেখুনঃ মিফতাহু দারিস সাআদাহ ১/৫৫৩-৫৫৪)

মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে জানিয়েছেন যে, আলেমগণই কুরআন দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকেন। তিনি বলেছেন,

{وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ } (٤٣) سورة العنكبوت

"মানুষের জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু কেবল আলেমগণই তা বুঝতে পারে।" *(আনকাবূতঃ ৪৩)*

আর মহান আল্লাহ চল্লিশের অধিক দৃষ্টান্ত তাঁর কুরআনে বর্ণনা করেছেন। *(ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ১/১৬৩)*

সলফের উলামাগণ সেই সকল দৃষ্টান্ত এবং আমভাবে কুরআনের সকল কিছু বুঝে পড়ার চেষ্টা করতেন। যেহেতু যে না বুঝে কুরআন পড়ে, সে আলেম হয় কীভাবে?

আম্র বিন মুর্রাহ কুরআনের কোন দৃষ্টান্ত বুঝতে অক্ষম হলে কেঁদে বলতেন, 'আমি আলেমদের অন্তর্ভুক্ত নই।' *(মিফতাহু দারিস সাআদাহ ১/২২৬)* যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন, "মানুষের জন্য আমি এ সকল দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু কেবল আলেমগণই তা বুঝতে পারে।"

কবরের প্রশ্নোত্তরে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, কুরআন বুঝেই পড়তে হবে।

দাফনের পর কবরে মু'মিন মৃত ব্যক্তির রূহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। তারপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার রব কে?' তখন উত্তরে সে বলে, 'আমার রব আল্লাহ।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' তখন সে বলে, 'আমার দ্বীন হল ইসলাম।' আবার তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মাঝে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে?' সে উত্তরে বলে, 'তিনি হলেন আল্লাহর রসূল।' পুনরায় তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি তা কী ক'রে জানতে পারলে?' সে বলে, 'আমি আল্লাহর কিতাব পড়েছিলাম। অতঃপর তাঁর প্রতি (নবী বা কুরআনের প্রতি) ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁকে সত্যবাদী (বা কুরআনকে সত্য) বলে বিশ্বাস করেছিলাম।' তখন আসমানের দিক হতে এক শব্দকারী শব্দ করেন, "আমার বান্দা সত্য বলেছে। সুতরাং তার জন্য বেহেশ্তের একটি বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে বেহেশ্তের একটি লেবাস পরিয়ে দাও। এ ছাড়া তার জন্য বেহেশ্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও!"

তখন তার প্রতি বেহেশ্তের সুখ-শান্তি ও বেহেশ্তের খোশবু আসতে থাকে এবং তার জন্য তার কবর দৃষ্টিসীমা বরাবর প্রশস্ত ক'রে দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে কাফের বা মুনাফিকের রূহ্ দাফনের পর তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তখন তার নিকট দুইজন ফিরিশ্তা আসেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার পরওয়ারদেগার কে?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার দ্বীন কী?' সে বলে, 'হায়, হায়, আমি তো জানি না।' তারপর জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমাদের মধ্যে যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, তিনি কে?' সে বলে, 'হায়, হায় আমি তাও তো জানি না।'

তাকে বলা হবে, 'তুমি না বুঝেছ আর না অনুসরণ করেছ।' অথবা 'না জেনেছ আর না (আল্লাহর কিতাব) পড়েছ।'

এ সময় আকাশের দিক হতে আকাশ বাণী হয় (এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন), 'সে মিথ্যা বলেছে। সুতরাং তার জন্য দোযখের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং দোযখের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।'

সুতরাং তার দিকে দোযখের উত্তাপ ও লু আসতে থাকে এবং তার কবর তার প্রতি এত সংকুচিত হয়ে যায়; যাতে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অপর দিকে ঢুকে যায়। *(বুখারী ১৩৩৮, আহমাদ ৪/২৮৭-২৮৮, আবুদাউদ ৪৭৫৩নং)*

কুরআনী অর্থে জটিলতা

মহান আল্লাহ কুরআন বোঝাকে সহজ ক'রে দিয়েছেন, তার মানে এই নয়, সারা বিশ্বের মানুষ সহজেই নিজে নিজে বুঝে যাবে। বরং যে ভাষায় কুরআন, সেই ভাষা শিখতে হবে অথবা তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়তে হবে। আরবদেরকেও তার ব্যাখ্যা-গ্রন্থাবলীর সাহায্য নিতে হবে। আলেম-উলামার সহযোগিতা নিতে হবে। আর মহান আল্লাহ সেইভাবে কুরআন বোঝার সকল পথ সহজ ক'রে দিয়েছেন।

যেহেতু এ ব্যাপারে কুরআনকে চার ভাগে ভাগ করা যায়ঃ-

এক ঃ যা সকল পাঠক সহজেই বুঝতে পারে। তাতে কোন জটিলতা নেই।

দুই ঃ উচ্চ শিক্ষিতরা বুঝতে পারে।

তিন ঃ সুবিজ্ঞ আলেম-উলামাগণ ছাড়া অন্য কেউ বুঝতে পারে না।

চার ঃ মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বোঝে না।

বলা বাহুল্য,

{ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } [البقرة:٤٣]

{ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ } [البقرة:١٨٣]

{ وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى } [الإسراء:٣٢]

{ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ } [الأنعام:١٥١]

ইত্যাদি আয়াতের অর্থ বুঝতে কি তফসীর বা কোন আলেমের সহযোগিতার প্রয়োজন পড়তে পারে? অবশ্যই না।

অবশ্যই বহু আয়াত আছে, যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। যেহেতু তা একটু গভীরে গিয়ে বুঝতে হয়। আর সেখানেই প্রয়োজন পড়ে কোন আলেম বা তফসীর গ্রন্থের। পরন্তু মহান আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান তাঁরই পক্ষ থেকে তওফীক লাভের ফল। যারা তা সন্ধান করে, পড়াশোনা ও মেহনত করে, তারাই কেবল তা অর্জন করে। সেই জ্ঞান কি শুধু অল্প পড়াশোনা বা এস.এম.এসের মাধ্যমে লাভ হয়? সেই জ্ঞান কি কোন আত্মতৃপ্ত অলস আলেমের কাছে বিদ্যমান থাকতে পারে?

সরাসরি কুরআন কিংবা কেবল তার অনুবাদ পাঠ করলে অনেক সময় কুরআনের বক্তব্যকে সাংঘর্ষিক বা স্ববিরোধী মনে হবে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (٨٢)

"তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত।" (নিসা ঃ ৮২)

তাহলে জানতে হবে বোঝার মাঝে গন্ডগোল আছে। আর সে ক্ষেত্রে তফসীর বা উলামার প্রতি রুজু করা ছাড়া অন্য পথ অবশিষ্ট থাকে না। অবশ্য এমন কিছু কথা আছে, যা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। যেমন ঃ-

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ} (٢٠) سورة الروم

"তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে

সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।" *(রূমঃ ২০)*

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ} (١٢) سورة المؤمنون

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে।" *(মু'মিনূনঃ ১২)*

আবার অন্য স্থলে তিনি বলেছেন,

{أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ} (٢٠) سورة المرسلات

"আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি?" (মুরসালাত ঃ ২০)

{خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ} (٦) سورة الطارق

"তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।" (ত্বা-রিক ঃ ৬)

যেহেতু মহান আল্লাহর ইজমালী বয়ানের পর তফসীলী বয়ানে অন্যত্র বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ}

"হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তাহলে (ভেবে দেখ যে,) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, তারপর বীর্য হতে---।" *(হাজ্জঃ ৫, অনুরূপ কাহ্‌ফঃ ৩৭, ফাত্বিরঃ ১১, মু'মিনঃ ৬৭)*

তিনি আরো স্পষ্ট ক'রে বলেছেন,

{الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ} (٨) سورة السجدة

"যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব-সৃষ্টির সূচনা করেছেন। অতঃপর তুচ্ছ তরল পদার্থের নির্যাস হতে তার বংশ উৎপন্ন করেছেন। (সাজদাহ ঃ ৭-৮)

সুতরাং মাটি হতে কেবল আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তাঁর পাঁজরের হাড্ডি হতে তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অবশিষ্ট সকল নারী-পুরুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

অনুরূপ মদ হারাম হওয়ার বিভিন্ন আয়াতগুলি পাঠ করলে পরস্পরবিরোধী মনে হতে পারে। আসলে তা নয়। মদকে ধীরে-ধীরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন পড়তে গিয়ে অবশ্যই বোঝার সমস্যা আসতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে তফসীর গ্রন্থ বা উলামার সহযোগিতা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। যেহেতু তাতে পূর্ব

বিধান রহিত হওয়ার ব্যাপার থাকতে পারে, বিধানে আম-খাসের ব্যাপার থাকতে পারে অথবা ইজমালী-তফসীলীর ব্যাপার থাকতে পারে। সুতরাং ইসলাম-দুশমনদের আপাতদৃষ্টিতে কোন পরস্পরবিরোধী কথা পেয়ে খোশ হওয়া এবং তা প্রকাশ ক'রে কুরআনে সংশয় সৃষ্টি করার অপপ্রয়াস চালানো নিঃসন্দেহে হাস্যকর।

অনেক সময় কুরআনের কোন আয়াতকে কোন হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে তফসীর গ্রন্থ বা উলামার সহযোগিতা আবশ্যিক।

অনেক সময় কুরআনের কোন বক্তব্য আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে দ'টির মধ্যে একটি, হয় বিজ্ঞানের সে সিদ্ধান্ত ভুল। নচেৎ কুরআন বোঝার ভুল। অবশ্য এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, কুরআনের সঠিক বুঝের সাথে বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের কোন সংঘর্ষ হতেই পারে না। কারণ কুরআন সেই সৃষ্টিকর্তারই বাণী, যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। পক্ষান্তরে বিজ্ঞান আজ এক তথ্য বলে, কাল তার বিপরীত বলে, এমন অনেক তথ্যতে দেখা গেছে। আর এই জন্য উলামাগণ বলেন, বিজ্ঞানের কোন তথ্য প্রকাশ মাত্রই কুরআনের সাথে তাকে তুলনা করা উচিত নয়। কারণ অন্য বৈজ্ঞানিক সেটাকে ভুল প্রমাণিত করলে, কুরআন মিথ্যায়ন করা হবে। আর কুরআনের তথ্য মিথ্যা হতেই পারে না।

কুরআনে একই বিষয়ের একাধিকবার উল্লেখ অথবা একটি বিষয়কে বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ কোন সমস্যাই নয়।

আল-কুরআনের সূচিপত্র না থাকাও কোন সমস্যা নয়। যেহেতু তার সবটাই পাঠ্য, সবটাই যিক্‌র। সূচি দেখে বেছে বেছে পাঠ করার কোন বই নয়।

বলা বাহুল্য, কুরআন পাঠের সময় জটিলতা দেখা দিলে এবং আপনি নিজে তা বুঝতে সক্ষম না হলে তফসীরগ্রন্থ দেখুন অথবা কোন অভিজ্ঞ আলেমকে জিজ্ঞাসা করুন। অলসতা ও অবহেলা ক'রে অবুঝ হয়ে থেকে যাবেন না কিন্তু।

কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা

কুরআনকে তার সঠিক অর্থে অনুধাবন করতে হবে। তা খেয়াল-খুশী অনুযায়ী ব্যাখ্যা ক'রে নিলে চলবে না।

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, বহু মুসলমান নিজের পরিবেশ, পরিস্থিতি ও বিশ্বাস মতে ব্যাখ্যা করে। ঐ দেখুন না, দাওয়াতী মহলের কথা, 'কুরআনের বক্তব্যকে দাওয়াতের উপযোগী ক'রে সাহিত্য রচনা করতে হবে, বক্তৃতা দিতে

হবে!' এ নয় যে, আমাদের সাহিত্য ও বক্তৃতাকে কুরআনের অনুসারী করতে হবে।

যাঁরা ইসলামী রাজনীতি করেন, তাঁরা ইলাহের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা শাসক, হুকুমকর্তা বা বিধানদাতা ক'রে থাকেন এবং ইলাহের অর্থের সেই বিশালতা ও ব্যাপকতাকে সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন।

কোন কোন কমিউনিস্ট মুসলিম (?) কুরআনের কিছু আয়াতকে তাদের খেয়াল-খুশীর অনুরূপ পেয়ে তারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার ক'রে থাকে।

মুসলিম সন্ত্রাসীরা কুরআন থেকেই মনগড়া ব্যাখ্যা নিয়ে সন্ত্রাস চালাতে উদ্বুদ্ধ হয়।

কুরআনের আয়াত দিয়েই দুটি যুদ্ধরত দলই দাবী করে, 'আমাদের মৃত শহীদ!'

শীয়ারা নিজের মতো তফসীর করেছে ও লিখেছে। কাদিয়ানীরা নিজেদের মতো ক'রে কুরআনের ব্যাখ্যা করে।

ইসলামের দুশমনরা তাদের সুবিধা মতো ক'রে ব্যাখ্যা ক'রে বিভ্রান্তি ছড়ায়।

বিজ্ঞান-ঘেঁসা বহু শিক্ষিত লোক কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করে।

একটা গল্প মনে পড়ে, রোদের বেলায় একটি বড় গাছের ছায়াতলে চারজন পথিক বিশ্রাম নিচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার, একজন হাটুরে, একজন ভিখারী ও একজন তালেবে-ইলম ছিল। গাছের ডালে পাখি ডাকছিল। সে কী বলছে, তা নিয়ে তাদের মনে কৌতুহল জাগল। একজন বলল, 'পাখিটা কী বলছে বলুন তো?'

উত্তরে ডাক্তার বলল, 'ও বলছে, সিবাজল ট্যাবলেট।'

হাটুরে বলল, 'ভুল। ও বলছে, পিঁয়াজ-রসুন-আদরক।'

ভিখারী বলল, 'ভুল। ও বলছে, সুবহান তেরী কুদরত।'

আর তালেবে ইলম বলল, 'ভুল। ও বলছে, ইযাস সামাউন শাক্কাত।'

এদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভ্যাস, পেশা ও আচরণকে ভিত্তি ক'রে অনুমান করল, পাখিটা তারই কথা বলছে। অথচ পাখির ভাষা সকলের কাছে অবোধগম্য।

মুসলিমদের অনেকেই কুরআন নিয়ে নিজ নিজ জ্ঞান-পরিধি, বিশ্বাস, মযহাব, অভ্যাস, পেশা ও আচরণকে ভিত্তি ক'রে মন্তব্য ক'রে থাকে। নিজ মনের প্রবণতায় কুরআনের ব্যাখ্যা ক'রে থাকে।

পক্ষান্তরে কুরআনের ব্যাখ্যা বুঝতে ও করতে হবে প্রথমতঃ কুরআনের অন্য আয়াত দিয়ে এবং মহানবী ﷺ-এর সহীহ হাদীস দিয়ে। তাতে না পাওয়া গেলে কোন সাহাবীর (প্রমাণিত) উক্তি দিয়ে। তাতেও না পাওয়া গেলে কোন তাবেঈর উক্তি দিয়ে। *(উসূলুত তাফসীর, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ভূমিকা ১০২পৃঃ)*

তাতেও না পাওয়া গেলে ভাষাবিদের উক্তি দিয়ে; অভিধান যেন সে ব্যাখ্যার সমর্থন করে।

অতঃপর যদি কেউ এমন ব্যাখ্যা করে, যা না কোন শরয়ী অর্থ সমর্থন করে এবং না কোন আভিধানিক অর্থ সমর্থন করে, বরং সে নিছক নিজের রায় দ্বারা ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে অবশ্যই অপরাধী। যেহেতু তাতে এমনও হতে পারে যে, সে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কথা বলছে, যা তিনি বলেননি অথবা এমন ব্যাখ্যা করছে, যা তাঁর উদ্দেশ্য নয়।

যেমন উদাহরণ স্বরূপ এক জাহেল বলছে, মুসাল্লা বিছিয়ে নামায পড়তে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (١٢٥) سورة البقرة

'তোমরা মাক্বামে ইব্রাহীমকে মুসাল্লা বানাও।' (বাক্বারাহ ঃ ১২৫)

রাত (এশা) পর্যন্ত রোযা রাখতে হবে। কেননা কুরআন বলছে,

{ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (١٨٧) سورة البقرة

'অতঃপর রাত্রি পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।' (বাক্বারাহ ঃ ১৮৭)

মৃত মাছ খাওয়া হারাম। কেননা কুরআন বলছে,

{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} (٣) سورة المائدة

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী।' (মায়িদাহ ঃ ৩)

নেচে নেচে যিক্‌র করতে হবে। কেননা রব্ব নাচে, মালিক নাচে----। দলীল সূরা নাচ বা নাছ (নাস)!

এই শ্রেণীর বহু কথা বহু জাহেলের মুখ থেকে শোনা যায়। যা কেবল শব্দের ভিত্তিতে তারা কুরআনের ব্যাখ্যা ক'রে নেয়। এই শ্রেণীর জাহেলরা শাব্দিক তাৎপর্যে হাস্যকর তত্ত্ব বলে থাকে। যেমন মা যার ঃ মাযার। মায়ের অংশ ঃ মাংস। হুকুমে হাজির ঃ মুহাজির!

অনেকে জমার সীগা দেখে 'জামাআতী মুনাজাত' প্রমাণ করতে প্রয়াস পান! আরো অনেক কিছু। খেয়াল-খুশীর মুখে লাগাম কে দেবে?

অথচ মহান আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে আমাদেরকে সে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, যা তিনি বলেননি। তিনি বলেছেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (٣٣) الأعراف

"বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতাকে, পাপাচারকে ও অসংগত বিদ্রোহকে এবং কোন কিছুকে আল্লাহর অংশী করাকে, যার কোন দলীল তিনি প্রেরণ করেননি এবং আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলাকে (নিষিদ্ধ করেছেন), যে সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই।" *(আ'রাফঃ ৩৩)*

সুতরাং যে কোনও ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে, তাঁর কোন বাণীর ব্যাখ্যায়, তাঁর কোন বিধানের ব্যাপারে, এমন কথা বলবে, যা তিনি বলেননি, সে বিশাল বড় পাপী গণ্য হবে। *(শারহু মুক্বাদ্দামুত তাফসীর, ইবনে উষাইমীন ১৪২পৃঃ)*

যে বিষয়ে মানুষের জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে মুখ খুলতে মহান আল্লাহ নিষেধ ক'রে বলেছেন,

{وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} (٣٦) سورة الإسراء

"যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সেই বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয় কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ওদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে।" *(বানী ইস্রাঈলঃ ৩৬)*

আসলে আল্লাহ সম্বন্ধে জাহেলের মতো কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে শয়তান। তাই সে বিষয়ে সতর্ক ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨) إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ} (١٦٩) سورة البقرة

"তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো কেবল তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কার্যের নির্দেশ দেয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ সম্বন্ধে যা জান না, তোমরা তা বল।" *(বাক্বারাহঃ ১৬৮-১৬৯)*

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'মসজিদে এক ব্যক্তিকে ছেড়ে এলাম, যে নিজ রায় দ্বারা কুরআন ব্যাখ্যা করছে।

{يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ}

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছে, 'কিয়ামতের দিন মানুষের কাছে এমন ধোঁয়া আসবে, যা তাদের শ্বাসরোধ করবে। তাতে তাদের অবস্থা সর্দি লাগার মতো হবে।' আব্দুল্লাহ বললেন, "যে কোন ইল্‌ম জানে, সে যেন তা বলে। আর যে জানে না, সে যেন বলে 'আল্লাহ সবার চাইতে বেশি জানেন।' যেহেতু মানুষের বুদ্ধিমত্তা এই যে, যে বিষয় সে জানে না, সে বিষয়ে বলে, 'আল্লাহ সবার চাইতে বেশি জানেন। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } (٨٦) سورة ص

"বল, 'আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে, (অথবা কষ্টকল্পনা করে,) আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" *(সূাদ ঃ ৮৬, আহমাদ ৩৬১৩, বুখারী ৪৭৭৪, মুসলিম ৭২৪৫নং)*

বলাই বাহুল্য যে, কুরআন বোঝার জন্য কেবল কুরআনই যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٥١) سورة العنكبوت

"এ কি ওদের জন্য যথেষ্ট নয় যে, আমি তোমার নিকট কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যা ওদের নিকট পাঠ করা হয়। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য করুণা ও উপদেশ রয়েছে।" (আনকাবূত ঃ ৫১)

{تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ} (٦)

"এগুলি আল্লাহর আয়াত, যা আমি তোমার নিকট যথাযথভাবে আবৃত্তি করছি, সুতরাং আল্লাহর আয়াতের পরিবর্তে ওরা আর কোন্ বাণীতে বিশ্বাস করবে?" (জাষিয়াহ ঃ ৬)

উদ্দেশ্য এই নয় যে, কুরআন ছাড়া অন্য কিছুতে বিশ্বাস করা যাবে না। যেহেতু কুরআনই বলছে,

{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ } (٤٤) النحل

"স্পষ্ট প্রমাণ ও গ্রন্থসহ। আর তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে

তুমি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দাও, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে।" (নাহ্‌ল ঃ ৪৪)

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} (٧) سورة الحشر

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক।" (হাশ্‌র ঃ ৭)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ} (٢٠) الأنفال

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য কর এবং (তার কথা) শ্রবণ করার পরেও তার (আনুগত্য) হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না।" *(আন্‌ফাল ঃ ২০)*

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٣٣) محمد

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না।" *(মুহাম্মাদ ঃ ৩৩)*

যেহেতু হাদীস হল কুরআনের ব্যাখ্যা। কুরআন বলে, নামায পড়। হাদীস বলে নামায কীভাবে পড়তে হবে। কুরআন বলে, যাকাত। হাদীস বলে যাকাত কীভাবে দিতে হবে। কুরআন বলে, রোযা রাখো। হাদীস বলে রোযা কীভাবে রাখতে হবে। কুরআন বলে, হজ্জ কর। হাদীস বলে হজ্জ কীভাবে করতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((تَرَكْتُ فيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُما كِتابَ الله وسُنَّتي وَلَنْ يَتَفَرَّقا حَتَّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوْضَ)).

"আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। 'হওয' (কাওসারে) আমার নিকট অবতরণ না করা পর্যন্ত তা বিচ্ছিন্ন হবে না।" *(হাকেম ৩ ১৯নং)*

« أَلاَ إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ... أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ فَهُوَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللهُ)).

"শোন! আমাকে কুরআন দান করা হয়েছে এবং তারই সাথে তারই মতো

(সুন্নাহ) দান করা হয়েছে। শোন! সম্ভবতঃ নিজ গদিতে বসে থাকা কোন পরিতৃপ্ত লোক বলবে, 'তোমরা এই কুরআনের অনুসরণ কর; তাতে যা হালাল পাও, তাই হালাল মনে কর এবং তাতে যা হারাম পাও, তাই হারাম মনে কর। ---সতর্ক হও! আল্লাহর রসূল যা হারাম করেন, তাও আল্লাহর হারাম করার মতোই।" *(আবূ দাউদ ৪৬০৬, ইবনে মাজাহ ১২, দারেমী ৫৮৬, মিশকাত ১৬৩নং)*

সুতরাং মুসলিম হুঁশিয়ার!

আরো একটি সতর্কতার বিষয় এই যে, কোন বিধান গ্রহণ বা সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আগে কুরআন দেখো, তারপর হাদীস দেখো, এ কথা সঠিক নয়। সঠিক হল কুরআন ও হাদীস পাশাপাশি এক সাথে দেখা।

উদাহরণ স্বরূপ, এক ব্যক্তি বাজার থেকে একটি বড় রুই মাছ কিনে আনল। তার স্ত্রী বলল, 'এ মাছ তো মরা! এটা খাওয়া কি আমাদের জন্য হালাল?'

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য তারা প্রথমে কুরআন দেখল। তারা দেখল কুরআনের তিন জায়গায় মৃত প্রাণী ভক্ষণকে হারাম করা হয়েছে। সুতরাং তাদের মাছ খাওয়া আর হল না। কিন্তু তারা যদি সাথে সাথে পাশাপাশি হাদীস থেকেও তার বিধান গ্রহণ করত, তাহলে অবশ্যই বুঝত যে, মৃত মাছ ও মৃত পঙ্গপাল ঐ নিষেধের শামিল নয়।

বলাই বাহুল্য যে, একটি আয়াত বা একটি হাদীস থেকে বিধান গ্রহণ করাতে ভুল হতে পারে, যেমন কেবল কুরআন বা কেবল হাদীস থেকে বিধান গ্রহণ করাতেও ভুল হতে পারে। কুরআন-হাদীস পাশাপাশি রেখে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দেখে তারপর বিধান গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য এ কাজ সাধারণ মানুষের নয়।

কুরআন কীভাবে অনুধাবন করবেন?

আসুন, আমরা জেনে নিই, আমরা কুরআন কীভাবে অনুধাবন করব, কী করলে আমাদের কুরআন বুঝে পড়া সহজ হবে অথবা বোঝা সহজ হবে।

এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, কুরআন পড়লে সওয়াব হবে। কিন্তু সওয়াবটাই কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য নয়, প্রধান উদ্দেশ্য হল, তা বুঝে পড়া, তা গভীরভাবে অনুধাবন করা, তার বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা এবং তার নির্দেশানুযায়ী কর্ম করা।

কিন্তু আমরা কুরআন অনুধাবন করব কীভাবে? আরবী না জানা কোন ওযর

নয়। আরবী শিখতে হবে, আর তাতেই কুরআন বোঝা বেশি সহজ হবে। তা সম্ভব না হলে বাংলায় অনূদিত কুরআন ও তফসীর পড়ে কুরআন বোঝার চেষ্টা করতে হবে।

এ অবসরে কিছু নীতি ও কর্তব্যের কথা বলি, যা পালন করলে কুরআন বোঝা সহজ হয়ে যাবে।

১। কুরআন পড়তে বসার সময় মনে রাখতে হবে, এটি কোন সাধারণ গ্রন্থ নয়। এ মহাগ্রন্থ হল সুমহান স্রষ্টার বাণী। মনে রাখবেন, এ কুরআন ছাড়া আপনার হৃদয় জীবন পাবে না, তাতে কোন আলো আসবে না, আপনার অজ্ঞতা দূরীভূত হবে না, হিদায়াতের পথ খুঁজে পাবেন না। এ কুরআন ছাড়া আপনি মৃত, অন্ধ, অজ্ঞ এবং ভ্রষ্ট। আমি-আপনি তো দূরের কথা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-এর জন্য কী বলছেন খেয়াল করুন।

{وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى} (٧) سورة الضحى

"তিনি তোমাকে পেলেন পথহারা অবস্থায়, অতঃপর তিনি পথের দিশা দিলেন।" (যুহা ঃ৭)

আরো খেয়াল করুন,

{وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا} (٥٣) سورة الشورى

"এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কী, ঈমান (বিশ্বাস) কী। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি।" *(শূরা ঃ ৫২-৫৩)*

২। মনে রাখুন, এ কুরআন পাঠ ও অনুধাবনে তওফীক লাভ করা আপনার জন্য এক বিশাল সম্পদ। আপনার প্রতি মহান প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহ, যা নিয়ে আনন্দিত হওয়া উচিত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (٥٨)

"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে। তুমি বলে দাও, 'এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম।" (ইউনুস ঃ ৫৭-৫৮)

কুরআন আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, এ অনুভূতি ছাড়া আপনি কুরআন নিয়ে অনুধাবনে মন দিতে পারবেন না।

৩। (আপনি অমুসলিম বা অবিশ্বাসী হলে) নিরপেক্ষ ও উদার মন নিয়ে বসুন। তাহলে কুরআনের আলো আপনার সুকোমল হৃদয়ে ঝিলিক দেবে। নচেৎ দোষ ধরার মনে অবিশ্বাস ও সন্দেহ নিয়ে কুরআন পড়তে বসলে অন্ধকারেই আপনি ঘুরপাক খাবেন এবং ভ্রষ্টতার সাগরেই হাবুডুবু খাবেন।

৪। মহান আল্লাহর প্রতি বিনয়ী হন, আপনার হৃদয়কে উপস্থিত করুন, কুরআন পাঠে মনোযোগী হন। যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে হৃদয়েই। সুতরাং মহান প্রতিপালকের বাণীর জন্য আপনার হৃদয় দরজা খুলে দিলে বাকী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অনুগামী হবে; যেমন প্রজাগণ রাজার অনুগামী হয়।

আর জেনে রাখুন, আপনি মু'মিন হলে মহান আল্লাহ আপনাকে সম্বোধন ক'রে বলছেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}

"যারা ঈমান এনেছে, তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী। *(হাদীদ ঃ ১৬)*

সুতরাং কুরআন পাঠের সময় আপনার হৃদয় বিনম্র হবে, এটাই বাঞ্ছনীয়। এমন অনুধাবনেই বক্ষ প্রশস্ত হয় এবং হৃদয় আলোকোজ্জ্বল হয়। কুরআন থেকে উপদেশ নেওয়ার পূর্বশর্ত হল, শ্রবণ বা পাঠের সাথে আপনার হৃদয়ের সংযোগ থাকবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} (٣٧) سورة ق

"নিশ্চয় এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার আছে হৃদয় অথবা যে উপস্থিত থেকে নিবিষ্ট-চিত্তে শ্রবণ করে। (ক্বাফ ঃ ৩৭)

'যার হৃদয় আছে', হৃদয় তো সবারই আছে, কিন্তু এর জন্য জীবিত ও জাগ্রত হৃদয় চাই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ (٦٩) لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ} (٧٠) سورة يس

"আমি তাকে (রসূলকে) কবিতা শিখাইনি এবং এ তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। এ তো কেবল এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন; যাতে সে জীবিত (জাগ্রতচিত্ত) ব্যক্তিদেরকে সতর্ক করতে পারে এবং অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়।" (ইয়াসীন ঃ ৬৯-৭০)

সুতরাং সজাগ হৃদয় না হলে কুরআন অনুধাবন করা সহজ নয়। হৃদয় যদি মৃত হয়, নিদ্রাভিভূত হয়, আত্মবিস্মৃত হয় অথবা উদাসীন হয়, তাহলে অধ্যয়ন বা শ্রবণে কোন উপকার লাভ হবে না। বলা বাহুল্য, চারটি জিনিস খেয়াল রাখুন ঃ (এক) প্রভাবশালী, (দুই) প্রভাবস্থল, (তিন) শর্ত পালন করা এবং (চার) বাধামুক্ত হওয়া। প্রভাবশালী হল মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, প্রভাবস্থল হল জাগ্রত হৃদয়, শর্ত পালন হল নিবিষ্ট-চিত্তে পড়া বা শোনা এবং বাধামুক্ত হওয়া হল ঔদাস্য বা অমনোযোগিতা থেকে মুক্ত হওয়া। এই চারটি জিনিস থাকলে অবশ্যই তার সুফল আসবে, আর তা হল উপদেশ ও শিক্ষা লাভ। *(আল-ফাওয়াইদ, ইবনুল ক্বাইয়েম ৫-৬পৃঃ দ্রঃ)*

৫। মনকে প্রস্তুত করুন এবং দৃঢ়সংকল্প হন যে, যে আদেশ-নিষেধ পড়ব, তা পালন করব। এই সততা ও সত্যনিষ্ঠতা আপনার হৃদয়ে থাকলে শুরু ও শেষে আপনি লাভবান হবেন। মনে রাখবেন, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ} (٢١) سورة محمد

"যদি তারা আল্লাহর সাথে সত্যনিষ্ঠ হত, তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত।" (মুহাম্মাদ ঃ ২১)

আর এ কথাও মনে রাখুন যে, এ পথে আপনি একটি পদক্ষেপ করলে মহান আল্লাহ আপনাকে তওফীক দেবেন। এ কথা অবশ্যই জানেন যে, কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তা মান্য ও আমল করার জন্য। আমলই যদি না হল, তাহলে কুরআন উম্মতের কোন্ কাজে লাগল?

উলামাগণ বলেছেন, চার শ্রেণীর মানুষের জন্য ইসলামের সমূহ ক্ষতি হবে।

এক ঃ যাদের ইল্ম আছে, কিন্তু আমল নেই।

দুই ঃ যারা আমল করে, কিন্তু তাদের কোন ইল্ম নেই।

তিন ঃ যাদের ইল্ম নেই, আমলও নেই।

চার ঃ যারা মানুষের ইল্ম শেখার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

(মিফতাহু দারিস সাআ'দাহ ১/৪৯০)

আশা করি, আপনি তাদের শ্রেণীভুক্ত নন।

৬। মনে করুন, এ কুরআন হল মহান প্রিয়তমের নিকট হতে আসা আপনার জন্য একটি পত্র। আল্লাহ আপনাকে পত্র লিখেছেন। আপনি তাঁর চিঠি পড়ছেন। এই অনুভূতি নিয়ে কুরআন পড়লে নিশ্চয় আপনি উপকৃত হবেন।

হাসান বাসরী বলেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তীরা মনে করতেন যে, এই কুরআন তাঁদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আসা পত্র। সুতরাং তাঁরা রাত্রে তা পাঠ করতেন এবং দিনে সেই অনুযায়ী আমল করতেন।' (তিব্য়্যান ১/২৮)

সুতরাং কুরআন যদি আল্লাহর চিঠি হয়, তাহলে কি তা আপনার কাছে গুরুত্ব ও মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য নয়?

৭। তাড়াহুড়া না ক'রে ধীরে-সুস্থে পাঠ করুন। খেয়াল করুন, মহান আল্লাহ তার নবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

{لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ} (١٦) سورة القيامة

"তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা ওর সাথে সঞ্চালন করো না।" (ক্বিয়ামাহ ঃ ১৬)

{أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} (٤) سورة المزمل

"কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।" (মুয্যাম্মিল ঃ ৪)

{وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً} (١٠٦) سورة الإسراء

"আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড-খন্ডভাবে, যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ

করেছি।” (বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৬)

বলা বাহুল্য, তাড়াহুড়া ক’রে, দুর্বার গতিতে, তরতরিয়ে হড়বড়িয়ে কুরআন পাঠ অনুধাবনের অনুকূল নয়। তাতে কুরআনের আসল স্বাদ ও উদ্দেশ্য বিলীন হয়ে যায়।

৮। কোন আয়াত পাঠ ক’রে আপনার হৃদয় প্রভাবান্বিত হলে, তা বারবার পাঠ করুন। যেমন মহানবী ﷺ করেছেন। যাঁর নিকট থেকে শোনা উপকারী মনে করেন, তাঁর নিকট থেকে কুরআন শুনুন। বারবার পড়া ও শোনার মাধ্যমে আপনার হৃদয়কে কুরআনের সাথে প্রতিক্রিয়াশীল করুন।

৯। কোন আয়াতের অর্থ বোধগম্য না হলে তফসীরগ্রন্থের সহযোগিতা নিন। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট জানলে বুঝতে সহজ হবে। আর তার জন্য তফসীরগ্রন্থ জরুরী। নিশ্চয়ই তফসীর সংক্ষিপ্ত ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যিক।

১০। পাপ থেকে দূরে থাকুন। শয়তানী বাণী থেকে দূরে না থাকলে রহমানী বাণী আপনার হৃদয়ে জায়গা করতে পারবে না। বিশেষ ক’রে কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়ের পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন। নচেৎ পাপই হবে কুরআন হৃদয়ঙ্গম করার পথে কাঁটা।

১১। মহান আল্লাহর কাছে দুআ করুন। যেহেতু কুরআন এমন আলো, যার দ্বারা মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-প্রদর্শন করেন এবং সকল পরিণাম আল্লাহরই নিকট প্রত্যাবর্তন করে, সেহেতু আপনি তাঁর নিকট দুআ করুন, যাতে আপনি তাঁর কুরআন বুঝতে সক্ষম হন।

১২। অবশ্যই সদা চেষ্টা রাখুন, যাতে নিয়মিত প্রত্যহ কিছু কিছু কুরআন যেন বুঝে পড়তে পারেন। আর তার জন্য আপনার বহু ব্যস্ততা ও কাজের ফাঁকে একটি সময় বের ক’রে একান্তে বসে মহান প্রতিপালকের চিঠিটা খুলে পড়ুন। সে চিঠিতে কী লেখা আছে, তার কৌতুহল আপনাকে ব্যাকুল ক’রে তুলুক। এই কামনা করি।

কুরআন অনুধাবন করার লক্ষণ

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ} (٨٣) سورة المائدة

"যখন তারা রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা শ্রবণ করে, তখন তারা যে সত্য উপলব্ধি করে, তার জন্য তুমি তাদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত দেখবে। তারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা বিশ্বাস করেছি। অতএব তুমি আমাদের (সত্যের) সাক্ষীদের দলভুক্ত কর।" (মায়িদাহ ঃ ৮৩)

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٢) سورة الأنفال

"বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে।" (আনফাল ঃ ২)

{وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُواْ فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ} (١٢٤) سورة التوبة

"যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, 'এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান (বিশ্বাস) বৃদ্ধি করল?' আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে।" (তাওবাহ ঃ ১২৪)

{ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً * وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} ١٠٧-١٠٩ : سورة الإسراء

"তুমি বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ১০৭-১০৯)

{وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا} (٧٣) سورة الفرقان

"(রহমানের বান্দা তারা,) যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে

দিলে অন্ধ এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।" (ফুরক্বান ঃ ৭৩)

{وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ} (٥٣)

"যখন তাদের নিকট এ আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, 'আমরা এতে বিশ্বাস করি, এ আমাদের প্রতিপালক হতে আগত সত্য। অবশ্যই আমরা পূর্ব হতেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলাম।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৫৩)

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ} (٢٣) سورة الزمر

"আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।" (যুমার ঃ ২৩)

উপরোক্ত আয়াতগুলি নিয়ে গবেষণা করলে কুরআন অনুধাবনের মোটামুটি সাতটি লক্ষণ পাওয়া যায়।

১। কুরআন পাঠের সময় হৃদয় ও চিন্তা একত্র থাকবে। অর্থাৎ তিলাঅতে মনোযোগিতা থাকবে।

২। আল্লাহর বাণী পাঠের সময় আল্লাহর ভয়ে চক্ষুদ্বয় অশ্রুভারাক্রান্ত হবে।

৩। তিলাঅতকারীর বিনয় ও নম্রতা বৃদ্ধি পাবে।

৪। তার ঈমান বৃদ্ধিলাভ করবে।

৫। তিলাঅতে আনন্দ ও তৃপ্তি পাবে।

৬। কুরআনের বক্তব্যে গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে।

৭। আল্লাহর তাযীমে সিজদায় পতিত হবে (সিজদার সময়)।

বলা বাহুল্য, যদি কোন ব্যক্তি উক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কোন একটি নিজের মধ্যে দেখতে পায়, তাহলে জানবে যে, তার মধ্যে আল্লাহর কিতাবের অনুধাবন ও বুঝে পড়ার লক্ষণ রয়েছে।

আর এ কথা অবশ্যই সঠিক যে, অনুধাবন না হলে অনুমানে অন্তর

প্রভাবান্বিত হয় না, কান্না আসে না। তাই তো কেবল আলেম-উলামা বা যাদেরকে কুরআনের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারাই কুরআন তিলাঅতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবান্বিত হন। এ কথা মহান স্রষ্টাই বলেছেন। তাই ইব্রাহীম তাইমী যা বলেছেন, তার সারমর্ম এই যে, যাকে তার ইল্‌ম কাঁদাতে পারে না, সে আলেম হতে পারে না।

আসমা বিন্তে আবী বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ বলেছেন, 'যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ-এর সাহাবাগণের কাছে কুরআন পাঠ করা হলে, তাঁদের চক্ষু অশ্রুবিগলিত হতো এবং তাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে যেতো।' *(তফসীর কুরতুবী ১৫/২৪৯)*

কুরআন অনুধাবন করার সুফল

কুরআন পাঠের মৌলিক উদ্দেশ্য হল পাঁচটি ঃ ১। জ্ঞান শিক্ষা করা, ২। আমল করা, ৩। যিক্‌র ও ইবাদত করা, ৪। সওয়াব অর্জন করা এবং ৫। আরোগ্য কামনা করা।

কিন্তু অনুধাবন ক'রে না পড়লে জ্ঞান শিক্ষা ও আমল কীভাবে সম্ভব?

অনুধাবন ক'রে কুরআন তিলাঅত করলে কুরআনী ইল্‌মসমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

ইলাহী উপদেশমালার ভান্ডার তৈরি হয়।

হৃদয়ে ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তার শিকড় মজবুত হয়।

মহান আল্লাহর গুণাবলী ও কর্মাবলী সম্বন্ধে সম্যক প্রত্যয় লাভ হয়।

জান্নাতের পথ অবলম্বন ও জাহান্নামের পথ বর্জন করার প্রয়াসে শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মু'মিনদের গুণাবলী এবং তাদের শত্রুদের গুণাবলী সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়।

হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়।

মানুষের চরিত্র সুন্দর থেকে সুন্দরতম হয়।

আল্লাহ, তাঁর রসূল ও কুরআন সম্বন্ধে মনের বিশ্বাস আরও পরিপক্ব হয়।

কুরআনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য আরও বেশি প্রতিভাত হয়।

যত বেশি পড়া হয়, তত বেশি এ সবের ঋদ্ধি-বৃদ্ধি হয়। যত বেশি পড়া যায়, তত বেশিই নতুন কিছু না কিছু অর্থের উদ্‌ঘাটন হয়। হাজার বার পড়লেও মনে হয়, নতুন কিছু পড়ছি ও বুঝছি, যা ইতিপূর্বে বুঝতে পারিনি। কুরআনী ইল্‌মের যেন শেষ নেই, তার ইল্‌মের দরিয়ার যেন কোন কূল-কিনারা নেই।

এ মহাগ্রন্থ না বুঝে কেবল মুখস্থ আওড়ালে কি যথেষ্ট হতে পারে? না বুঝে

পড়ে কি জাতির কোন উন্নতির আশা করা যেতে পারে? কেবল তারাবীহ ও কুরআনখানী (?)র জন্য হিফ্য করলে কি জাতির সার্বিক উপকার সাধিত হবে?

কুরআন না বুঝে পড়ার অজুহাতে অনেকে বলেন, 'আরবী শেখা হয়নি।'

আমরা বলি, এখন আরবী শিখুন। সম্ভব না হলে এখন আপনার ভাষায় কুরআনের অনুবাদ ও তফসীর তো বের হয়েছে। নির্ভরযোগ্য আলেমের অনুবাদ ও তফসীর সংগ্রহ ক'রে কুরআন বোঝার ফরয পালন করুন এবং খোঁড়া ওজর পেশ করা থেকে বিরত হন।

অনেকে বলেন, 'না বুঝাই ভালো। কারণ, যত বুঝব, তত হিসাব বেশি লাগবে।'

তার মানে মহান আল্লাহ যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এটা কেন করলে?' বা 'এটা কেন করলে না?' তখন তারা বলতে পারবে, 'আল্লাহ! আমরা জানতাম না, কুরআন পড়তে পারতাম না।' তাদের ধারণা, তাদের এ জবাব শুনে মহান আল্লাহ তাদেরকে মাফ ক'রে দেবেন। আর অন্তর্যামী আল্লাহ তাদেরকে এ প্রশ্ন করবেন না, 'কেন জানতে না? কেন পড়তে শিখনি?'

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفِيمَ أنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أبلاهُ ؟)).

"কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু'খানি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না।) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্ম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং তা কোন্ পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন কাজে সে তা ক্ষয় করেছে?" *(তিরমিযী ২৪১৬, সহীহ তারগীব ১২১নং)*

সুতরাং প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখুন। নচেৎ শাস্তির জন্য প্রস্তুত থাকুন।

কুরআনী বাক্যের জবাব দেওয়া

কুরআন পড়তে পড়তে তস্বীহর কথা এলে তসবীহ পড়া এবং আযাবের কথা এলে আযাব থেকে পানাহ ও রহমতের কথা এলে রহমত চেয়ে প্রার্থনা

করা সুন্নত। আল্লাহর রসূল ﷺ এরূপই করতেন।

আবূ আব্দুল্লাহ হুযাইফা ইবনে ইয়ামান ﷺ বলেন যে, আমি এক রাত নবী ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়লাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমি মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি একশো আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন।' কিন্তু তিনি (তা না ক'রে) ক্বিরাআত করতে থাকলেন। তারপর আমি (মনে মনে) বললাম যে, 'তিনি এই সূরা এক রাকআতে সম্পন্ন করবেন; এটি পড়ে রুকূ করবেন।' কিন্তু তিনি (সূরা) নিসা আরম্ভ করলেন। তিনি তা সম্পূর্ণ পড়লেন। পুনরায় তিনি (সূরা) আলে ইমরান শুরু করলেন। সেটিও সম্পূর্ণ পড়লেন। (এত দীর্ঘ ক্বিরাআত সত্ত্বেও) তিনি ধীর শান্তভাবে থেমে থেমে পড়ছিলেন। যখন কোন এমন আয়াত এসে যেত, যাতে তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতার বর্ণনা) আছে, তখন তিনি (ক্বিরাআত বন্ধ করে) তাসবীহ (অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ) পড়তেন। আর যখন প্রার্থনা সম্বলিত আয়াত এসে যেত, তখন প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত আসত, তখন আশ্রয় চাইতেন। অতঃপর তিনি রুকূ করলেন; তাতে তিনি বলতে লাগলেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম।' সুতরাং তাঁর রুকুও তাঁর কিয়ামের (দাড়ানোর) মত দীর্ঘ হয়ে গেল! অতঃপর তিনি 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন ও (রুকু হতে উঠে) প্রায় রুকু সম দীর্ঘ কিয়াম করলেন। অতঃপর তিনি সাজদাহ করলেন এবং (সাজদায়) তিনি 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (দীর্ঘ সময় ধরে) পড়লেন ফলে তাঁর সাজদাহ তাঁর কিয়ামের সমান হয়ে গেল! *(আহমাদ ২৩৩৬৭, মুসলিম ১৮৫০, নাসাঈ ১৬৬৪, বাইহাক্বী ৩৫০১নং)*

তিনি সূরা ক্বিয়ামাহ এর শেষ আয়াত,

﴿أَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلٰى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى﴾

(অর্থাৎ যিনি এত কিছু করেন তিনি কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?) পড়লে জওয়াবে বলতেন, سُبْحَانَكَ فَبَلٰى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)। *(আবূ দাউদ ৮৮৪, বাইহাক্বী ৩৫০৬নং)*

সূরা আ'লার প্রথম আয়াত, ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى﴾ অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর) পাঠ করলে জওয়াবে বলতেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা। অর্থাৎ আমি আমার মহান

প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা করছি)। *(আহমাদ ২০৬৬, আবূ দাউদ ৮৮৩, ৮৮৪, হাকেম ৯৭০, ত্বাবারানী ১২৩৩৫, বাইহাক্বী ৩৫০৭নং)*

আল্লামা আলবানী বলেন, উক্ত আয়াতদ্বয়ের জওয়াবে উক্ত দুআ বলার ব্যাপারটা সাধারণ; অর্থাৎ, ক্বিরাআত নামাযে হোক বা তার বাইরে, ফরযে হোক বা নফলে সর্বক্ষেত্রে উক্ত জওয়াব দেওয়া যাবে। আবূ মূসা আশআরী এবং উরওয়াহ বিন মুগীরাহ ফরয নামাযে উক্ত দুআ বলতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৮৬৩৯, ৮৬৪০, ৮৬৪৫ নং)*

জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিকট বের হয়ে সূরা রহমান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। সাহাবীগণ নীরব বসে তেলাঅত শুনছিলেন। তিনি বললেন,

((لَقَدْ قَرَأْتُهَا عَلَى الْجِنِّ ، لَيْلَةَ الْجِنِّ ، فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِنْكُمْ ، كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ : {فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ} قَالُوا : لاَ بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، فَلَكَ الْحَمْدُ)).

"যে রাত্রে আমার নিকট জিনের দল আসে, সে রাত্রে আমি উক্ত সূরা ওদের নিকট পাঠ করলে ওরা সুন্দর জওয়াব দিচ্ছিল। যখনই আমি পাঠ করছিলাম, (অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার কর?) তখনই তারাও এর জওয়াবে বলছিল, অর্থাৎ, তোমার নেয়ামতসমূহের কোন কিছুকেই আমরা অস্বীকার করি না হে আমাদের প্রতিপালক! *(তিরমিযী ৩২৯১, সিঃ সহীহাহ ২১৫০নং)*

পনেরো ঃ কুরআন তিলাঅতের সময় কান্না।

ইমাম নওবী বলেন, কুরআন তিলাঅতের সময় কান্না করা 'আরেফীন' (আল্লাহ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অধিকারী) মানুষদের গুণ এবং নেক লোকেদের প্রতীক। মহান আল্লাহ বলেন,

{ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً * وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} ١٠٧-١٠٩ : سورة الإسراء

"তুমি বল, 'তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা না কর, যাদেরকে এর পূর্বে

জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয়, তখনই তারা চেহারা লুটিয়ে সিজদায় পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র, মহান! অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে (সিজদা) দেয় এবং এ (কুরআন) তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে।" *(বানী ইস্রাঈলঃ ১০৭-১০৯)*

তিনি আরো বলেন,

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا } (٥٨) سورة مريم

অর্থাৎ, এরাই আদম-বংশের অন্তর্গত নবীগণ; যাদেরকে আল্লাহ অনুগৃহীত করেছেন এবং যাদেরকে আমি নূহের সাথে কিশ্তীতে আরোহণ করিয়েছিলাম এবং ইবরাহীম ও ইসরাঈল-বংশের অন্তর্গত এবং যাদেরকে আমি সুপথগামী ও মনোনীত করেছিলাম; যখন তাদের নিকট পরম দয়াময়ের আয়াত পাঠ করা হত, তখন তারা কাঁদতে কাঁদতে সিজদায় পতিত হত। *(মারয়্যাম ৫৮ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযে কাঁদতেন। কুরআন পাঠ ক'রে কাঁদতেন এবং শুনেও কাঁদতেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে বললেন, "আমাকে কুরআন পড়ে শুনাও।" আমি বললাম, 'আমি আপনাকে কুরআন শুনাব অথচ তা আপনার উপরেই অবতীর্ণ হয়েছে?!' তিনি বললেন, "আমি অপরের নিকট তা শুনতে পছন্দ করি।" ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, অতএব আমি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলাম। অতঃপর যখন এই আয়াতে পৌঁছলাম,

((فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَّجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلاَءِ شَهِيْداً))

অর্থাৎ, অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং তোমাকে তাদের উপর সাক্ষীরূপে আনয়ন করব। *(সূরা নিসা ৪১ আয়াত)*

তখন তিনি বললেন, "যথেষ্ট।" আমি তাঁর প্রতি তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর চক্ষু দুটি থেকে অশ্রু ঝরছে। *(বুখারী ৪৭৬৮, মুসলিম ৮০০নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল,

((أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ، وَتَضْحَكُوْنَ وَلاَ تَبْكُوْنَ))

অর্থাৎ, তবে কি তোমরা এ কথায় বিস্ময় বোধ করছ? হাসছ এবং কান্না করছ না?! *(সূরা নাজ্‌ম ৫৯-৬০)*

তখন আহলুস সুফ্‌ফার [৫] সকলে 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন' বলে কাঁদতে লাগলেন এবং তাঁদের চোখের পানি গাল বেয়ে বইতে লাগল। তাঁদের কান্নার শব্দ শুনে মহানবী ﷺ-ও কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্না দেখে আমরাও লাগলাম কাঁদতে। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।" *(তাফসীর কুরতুবী ৯/৮০, হাদীসটি দুর্বল, যয়ীফ তারগীব ১৯৩২নং)*

একদা ইবনে উমার ﷺ সূরা মুত্বাফফিফীন পাঠ করলেন। তিনি যখন এই আয়াতে পৌঁছলেন ঃ

((يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ))

(অর্থাৎ, যেদিন সমস্ত মানুষ বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালকের সম্মুখে দন্ডায়মান হবে।) তখন কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অতঃপর অবশিষ্ট সূরা পড়া হতে বিরত থাকলেন। *(কাইফা নাঈশু রামাযান ১৯পৃঃ দ্রঃ)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মত তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" (হাদীদ ঃ ১৬)

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ যখন উক্ত আয়াত পাঠ করতেন, তখন সশব্দে

(৫) *তাঁরা ছিলেন কিছু নিঃস্ব (মুহাজেরীন) সাহাবী, যাঁদের থাকার মত কোন ঘর-বাড়ি ছিল না। তাঁরা মসজিদে নববীর সামনের সুফ্‌ফায় (দোচালায়) খেয়ে-না খেয়ে বাস করতেন এবং মহানবীর কাছে ইল্‌ম শিক্ষা করতেন।*

কেঁদে উঠতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ ৩৪৬৪৭নং, হিল্‌য়্যাহ ১/৩০৫)*

আবূ বাক্‌র সিদ্দীক ﷺ ছিলেন নরম হৃদয়ের মানুষ। তিনি নামাযে কুরআন পড়তে গিয়ে কাঁদতেন। *(বুখারী ৬৮২, মুসলিম ৯৬৭নং)*

আপনিও কাঁদতে পারেন। আর তা ভালো লোকেরই আলামত। তবে লোকপ্রদর্শন থেকে দূরে থাকুন। ভেকের কান্না কাঁদা হতে বিরত থাকুন। যেহেতু তাতে লাভের জায়গায় ক্ষতিই পাবেন।

এ ব্যাপারে আরো দেখুন ঃ 'কুরআনের প্রভাব' নামক শিরোনাম।

ষোল ঃ সময়ে সশব্দে এবং সময়ে নিঃশব্দে কুরআন পাঠ করুন।

একাকী থাকলে বা লোক দেখানির ভয় না থাকলে কুরআন সশব্দে পড়ুন। কুরআনের সাথে আপনার কণ্ঠের সুন্দর আওয়াজ লাগিয়ে নিজের মনকে মোহিত করুন। আর মুগ্ধ হন তার অর্থ জেনে। আবেগের ঢেউ এসে আপ্লুত করুক আপনার হৃদয়-মনকে।

অবশ্য পাশে কোন ঘুমন্ত ব্যক্তি থাকলে অথবা লোক প্রদর্শনের আশঙ্কা হলে অথবা আপনার শব্দ-মাধুর্যে কারো ফিতনায় পড়ার ভয় থাকলে কুরআন আস্তে পড়ুন। মহানবী ﷺ বলেন,

((الْجَاهِرُ بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ وَالْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ)).

"সশব্দে কুরআন তিলাঅতকারী প্রকাশ্যে দানকারীর মত এবং নিঃশব্দে তিলাঅতকারী গোপনে দানকারীর মত।" *(আহমাদ ১৭৪০৬, আবূ দাউদ ১৩৩৩, তিরমিযী ২৯১৯, নাসাঈ ২৫৬১, সঃ জামে' ৩১৫০নং)*

যেমন মসজিদে কুরআন তিলাঅত করলে এমন উচ্চ স্বরে করবেন না, যাতে নামাযী অথবা অন্য তিলাঅতকারীদের ডিষ্টার্ব হয়। যেহেতু মহানবী ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করে বলেন,

((إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ)).

"অবশ্যই নামাযী তাঁর প্রভুর কাছে মুনাজাত করে। অতএব তার লক্ষ্য করা উচিত, সে কি দিয়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করছে। আর তোমাদের কেউ যেন অপরের কাছে উচ্চস্বরে কুরআন না পড়ে।" *(আহমাদ ৫৩৪৯, ত্বাবারানী, সহীহ আবূ দাউদ ১২০৩নং, সহীহুল জামে' ১৯৫১নং)*

বলা বাহুল্য, সশব্দে ও নিঃশব্দে উভয় অবস্থায় কুরআন তিলাঅত বৈধ।

সাহাবী গুযাইফ বিন হারেস বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'আল্লাহর রসূল ﷺ সশব্দে কুরআন পড়তেন, নাকি নিঃশব্দে?' উত্তরে তিনি বললেন, 'তিনি কখনো সশব্দে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে।' আমি বললাম, 'আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।' *(মুসলিম, সহীহ আবূ দাউদ ২০৯, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১২৬৩নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا} الآية ١١٠.

"আর তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না এবং অতিশয় ক্ষীণও করো না; বরং এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করো।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ১১০)*

ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, মহান আল্লাহর বাণী,

{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا}.

এর ব্যাপারে তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনে অবস্থান থাকাকালীন সময়ে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। যখন তিনি নিজের সঙ্গীদের নিয়ে নামায পড়তেন, তখন কুরআন সশব্দে পাঠ করতেন। আর মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে, যিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁকে এবং যিনি সাথে এনেছেন তাঁকে গালাগালি করত। তাই মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন,

{وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ}

"তুমি নামাযে তোমার স্বর উচ্চ করো না" অর্থাৎ, তোমার ক্বিরাআত বা কুরআন পাঠের স্বরকে উচ্চ করো না। যাতে মুশরিকরা শুনে কুরআনকে গালি না দেয়।[৬]

{وَلا تُخَافِتْ بِهَا}

"অতিশয় ক্ষীণও করো না" তোমার সাথীদের কাছে, যাতে তারা যেন শুনতে পায়।

---

(৬) এখান হতে অনুমান করা যায় যে, যারা রাতভর মাইকে কুরআনখানী ক'রে মুসলিম-কাফির অনেককে বিরক্ত করে এবং হয়তো তারা ঐ ভাবেই গালাগালি করে। নিশ্চয় এ কাজ তেমন পরিবেশে করা ঠিক নয়, যেখানে ঐ গালি দেওয়ার আশঙ্কা আছে।

{وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}.

"বরং এই দুই-এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করো।"

(বুখারী ৪৭২২, মুসলিম ১০২৯নং, তিরমিযী (৪/১৩৯) নাসাঈ (২/১৩৮), আহমাদ (১/২৩, ২১৫) ইবনে জারীর (১৫/১৮৪-১৮৬)

আবূ মূসা ﷺ বলেন, 'আমি আশআরীদের কুরআন পাঠ শুনে তাদের অবস্থান ক্ষেত্র জানতে পারতাম।' *(বুখারী ৩৯৯১, মুসলিম ২৪৯৯নং)*

মহানবী ﷺ আবূ মূসা ﷺ-এর কুরআন পাঠ শুনে বলেছিলেন,

((لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ)). ((لَوْ رَأَيْتَنِي وَأَنَا أَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ)) .

"তোমাকে দাউদের সুললিত কণ্ঠের মত মধুর কণ্ঠ দান করা হয়েছে।"

মুসলিমের বর্ণনা মতে "যদি তুমি আমাকে গত রাতে তোমার তিলাঅত শোনা অবস্থায় দেখতে (তাহলে তুমি কতই না খুশি হতে)!" *(বুখারী ৫০৪৮, মুসলিম ১৮৮৭-১৮৮৮নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রির বেলায় মসজিদে এক ব্যক্তিকে কুরআন পাঠ করতে শুনে বললেন,

« رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِى آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا ».

অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে রহম করুন। সে আমাকে অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। *(বুখারী ৫০৩৭, মুসলিম ১৮৭৪নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ)).

"মহান আল্লাহ এভাবে উৎকর্ণ হয়ে কোন কথা শোনেন না, যেভাবে সেই মধুরকণ্ঠী পয়গম্বরের প্রতি উৎকর্ণ হয়ে শোনেন, যিনি মধুর কণ্ঠে উচ্চ স্বরে কুরআন মাজীদ পড়তেন।" *(বুখারী ৫০২৪, মুসলিম ১৮৮৩নং)*

মনে রাখা ভালো যে, কুরআন আস্তে পড়া বলতে মনে মনে পড়া নয়। বরং সওয়াব লাভের শর্ত হল, কুরআনের শব্দ মুখে উচ্চারণ করতে হবে। অতএব নিম্ন ও গুনগুন স্বরে কুরআন তিলাঅত করুন। যাতে উভয় দিক বজায় রাখতে পারেন। যেহেতু কুরআন দেখে মনে মনে পড়লে তিলাঅতের সওয়াব লাভ হবে না। *(মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৫১/১৪০)*

কিন্তু মহিলা হলে নিজের স্বামী ও মাহরাম আত্মীয়র সামনে বা তাকে শুনিয়ে সশব্দে ও মিষ্টি সুরে কুরআন তিলাঅত করতে পারে। নচেৎ গায়র মাহরাম (যার সাথে কোন কালেও বিবাহ বৈধ এমন) আত্মীয় বা অন্য কারোর সামনে বা তাকে শুনিয়ে এমন তিলাঅত করতে পারে না। মহিলার কণ্ঠস্বর ফিতনার জিনিস। আর ফিতনার ছিদ্রপথ বন্ধ করা অবশ্যই জরুরী। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/১২৭)*

সতেরো ঃ তিলাঅতের সিজদা

কুরআন তিলাঅত করতে করতে বা শুনতে শুনতে সিজদার আয়াত পার হলে সিজদা করুন। নিশ্চয় মহান আল্লাহকে সিজদা করার রয়েছে পৃথক মর্যাদা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ يَا وَيْلَهُ – أو – يَا وَيْلِى – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ ».

"আদম-সন্তান যখন সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করে, তখন শয়তান সরে গিয়ে কাঁদে ও বলে, 'হায় আমার দুর্ভোগ! আদম-সন্তান সিজদা করতে আদিষ্ট হয়ে সিজদা করেছে, ফলে তার জন্য রয়েছে জান্নাত। আর আমি সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েও তা করতে অস্বীকার করেছি, ফলে আমার জন্য রয়েছে জাহান্নাম!" *(মুসলিম ২৫৪নং)*

এই সিজদার মান ঃ

তিলাঅতের এই সিজদা সঠিক মতে সুন্নাহ মুআক্কাদাহ। ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ মক্কায় সূরা নাজ্ম পাঠ করলেন এবং তাতে সিজদা করলেন। তখন এক বৃদ্ধ ছাড়া লোকেরা সবাই সিজদা করল। *(বুখারী ১০৬৭, ১০৭০, মুসলিম ৫৭৬নং)*

অনুরূপ বলেছেন ইবনে আব্বাস ﷺ, একদা নবী ﷺ সূরা নাজ্ম পড়ে সিজদা করলে তাঁর সাথে মুসলিমরা, মুশরিকরা, জিন ও ইনসান (সকলে) সিজদা করল। *(বুখারী ১০৭১, ৪৮৬২নং)*

অনুরূপ বলেছেন ইবনে উমার ﷺও, নবী ﷺ কুরআন পড়তেন। অতঃপর তিনি কোন সূরা পড়ে সিজদা করলে আমরা তাঁর সাথে সিজদা করতাম। *(বুখারী ১০৭৫-১০৭৬, মুসলিম ৫৭৫নং)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেছেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে 'ইযাস সামাউন শাক্কাত' ও 'ইক্বরা বিসমি রাব্বিকা'তে সিজদা করেছি। *(মুসলিম ১৩২৯নং)*

পক্ষান্তরে অন্যান্য হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, তিলাঅতের সিজদা করা জরুরী বা ওয়াজেব নয়।

যায়দ বিন সাবেত ﷺ বলেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে সূরা নাজ্ম পাঠ করলাম। তিনি সিজদাহ করলেন না।' *(বুখারী ১০৭৩, মুসলিম ৫৭৭, মিশকাত ১০২৬নং)*

একদা উমার ﷺ জুমআর দিন মিম্বরের উপরে সূরা নাহল পাঠ করলেন। সিজদার আয়াত এলে তিনি মিম্বর থেকে নেমে সিজদাহ করলেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে সিজদাহ করল। অতঃপর পরবর্তী জুমআতেও তিনি ঐ সূরা পাঠ করলেন। যখন সিজদার আয়াত এল, তখন তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! আমরা (তিলাঅতের সিজদাহ করতে) আদিষ্ট নই। সুতরাং যে সিজদাহ করবে, সে ঠিক করবে। আর যে করবে না, তার কোন গোনাহ হবে না।'

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, 'আল্লাহ আমাদের উপর (তিলাঅতের) সিজদাহ ফরয করেননি। আমরা চাইলে তা করতে পারি।' *(বুখারী ১০৭৭নং)*

শ্রোতাও কি সিজদা করবে?

তিলাঅতকারী সিজদা না করলে শ্রোতা সিজদা করবে না। যেহেতু উল্লিখিত হাদীসসমূহে দেখা গেছে, নবী ﷺ সিজদা করেছেন, ফলে তাঁর সাথে সাহাবাগণ সিজদা করেছেন।

একদা ইবনে মাসঊদ ﷺ-এর নিকট তামীম বিন হাযলাম নামক এক বালক সিজদার আয়াত পড়লে, তিনি তাকে বলেন, 'তুমি সিজদা কর, কারণ এ ব্যাপারে তুমি আমাদের ইমাম।' *(বুখারী ১০৭৫নং হাদীসের পূর্বের শিরোনামে)*

তদনুরূপ মনোযোগ সহকারে ধ্যান দিয়ে যে ক্বারীর কুরআন শোনে, তার জন্য (ক্বারীর সাথে) তিলাঅতের সিজদা সুন্নত। পক্ষান্তরে ক্বিরাআত চলা অবস্থায় ব্যস্ত থাকলে অথবা সেদিকে পার হতে গিয়ে ক্বিরাআতের শব্দে তিলাঅতের আয়াত কানে পড়লে সিজদা করতে হবে না। *(বুখারী ১০৮৭নং হাদীসের শিরানাম, মুমতে' ৪/১৩৩)*

উষমান ﷺ বলেছেন, 'আসলে সিজদা সে করবে, যে মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে।' *(ফাতহুল বারী ২/৫৫৮)*

বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি রেকর্ড করা কুরআন শ্রবণ করবে, তার জন্য তিলাঅতের সিজদা বিধেয় নয়। কারণ সে সরাসরি শুনছে না এবং ক্বারী সিজদা করছেন না।

কুরআনে এই সিজদার স্থানসমূহ

কুরআন মাজীদে মোট ১৫ জায়গায় সিজদাহ করা সুন্নত। তা যথাক্রমে নিম্নরূপঃ-

১। সূরা আ'রাফ ২০৬ নং আয়াত।
২। সূরা রা'দ ১৫নং আয়াত।
৩। সূরা নাহল ৫০নং আয়াত।
৪। সূরা ইসরা' (বানী ইসরাঈল) ১০৯নং আয়াত।
৫। সূরা মারয়্যাম ৫৮নং আয়াত।
৬। সূরা হাজ্জ ১৮নং আয়াত।
৭। সূরা হাজ্জ ৭৭নং আয়াত।
৮। সূরা ফুরক্বান ৬০নং আয়াত।
৯। সূরা নাম্‌ল ২৬নং আয়াত।
১০। সূরা সাজদাহ ১৫নং আয়াত।
১১। সূরা স্বা-দ ২৪নং আয়াত।
১২। সূরা ফুস্‌স্বিলাত (হা-মিম সাজদাহ) ৩৮নং আয়াত।
১৩। সূরা নাজ্‌ম ৬২নং আয়াত।
১৪। সূরা ইনশিক্বাক্ব ২১নং আয়াত।
১৫। সূরা আলাক্ব ১৯নং আয়াত।

নামাযের ভিতর তিলাঅতের সিজদা

একাকী বা ইমাম সকলের জন্য নামাযে সিজদার আয়াত তিলাঅত করা বৈধ এবং সকলের জন্য সিজদাহ করা সুন্নত। অবশ্য সিরী নামাযে ইমামের জন্য সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা না করাই উত্তম। *(তামামুল মিন্নাহ ১/২৭০পৃঃ)* কারণ, এতে মুক্তাদীদের মাঝে গোলমাল সৃষ্টি হয়। *(ফাতাওয়া ইসলামিয়্যাহ ১/৩২৯, মাজাল্লাতুল বুহূসিল ইসলামিয়্যাহ ৫/৩০০)* মুক্তাদীর জন্য ইমামের ইক্তিদায় ঐ সিজদাহ করা জরুরী। যেমন, সিজদার আয়াত তিলাঅত করতে শুনলেও যদি ইমাম সিজদাহ না করেন, তাহলে মুক্তাদী সিজদাহ

করতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, একই সঙ্গে কয়েকটি সিজদার আয়াত পড়লে সবশেষে একটি সিজদাই যথেষ্ট। যেমন হিফ্য করার সময় সিজদার আয়াত বারবার পড়লেও সবশেষে একটি সিজদাহ করে নেওয়া যথেষ্ট।

সিজদার আয়াত পাঠ বা শ্রবণ করার পর সিজদাহ করার সুযোগ না হলে সামান্য ক্ষণ পরে সিজদাহ কাযা করে নেওয়া যায়। দেরী লম্বা হয়ে গেলে কাযা করা যাবে না। *(ফিক্বহুস সুন্নাহ আরবী ১/১৯৮)*

প্রকাশ থাকে যে, এই সিজদার পর হাত তুলে মুনাজাত করা বিদআত। *(মু'জামুল বিদা' ২৮০পৃঃ)*

এই সিজদার নিয়মাবলী

এই সিজদার জন্য নিয়ম হল ক্বিবলামুখী হয়ে তকবীর দিয়ে সিজদা দেবে। অতঃপর সিজদার তসবীহ ও দুআ পড়ে তকবীর না বলে উঠে বসবে। অতঃপর না তাতে তাশাহহুদ আছে, না সালাম।

তিলাঅতের সিজদার জন্য ওযূ শর্ত নয়। লজ্জাস্থান ঢাকা থাকলে কেবলামুখে এই সিজদাহ করা যায়। যেহেতু ওযূ শর্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। *(নাইলুল আউত্বার, মুমতে' ৪/১২৬, ফিকহুস সুন্নাহ আরবী ১/১৯৬)*

পক্ষান্তরে তিলাঅতের সিজদা নামাযের ভিতরে হলে উঠার সময়েও তকবীর বলতে হবে। যেহেতু মহানবী ﷺ নামাযের প্রত্যেক উঠা-নামাতে তকবীর বলতেন। *(বুখারী ৭৮৭, মুসলিম ৮৯৩নং)* আর তিনি বলেছেন, "তোমরা সেইভাবে নামায পড়, যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ।" *(বুখারী ৬০০৮, ৭২৪৬নং)*

নামাযে সূরার শেষে সিজদা দিলে তকবীর দিয়ে উঠে রুকূতে যাওয়া যাবে। অথবা পরবর্তী কিছু আয়াত পড়েও রুকূ করা যাবে। অবশ্য খেয়াল রাখতে হবে, যাতে মুক্তাদীর মাঝে গোলমাল সৃষ্টি না হয়। বিশেষ ক'রে দূরবর্তী বা অন্তরালবর্তী মুসুল্লীদের বিভ্রান্তিতে পড়ার আশঙ্কায় শেষ ক্বিরাআতে সিজদার আয়াত পাঠ না করাই উত্তম।

এই সিজদার দুআ

ক- سَجَدَ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

উচ্চারণ- সাজাদা অজহিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহু অশাক্বক্বা সামআহু অবাস্বারাহু বিহাউলিহী অক্বুউওয়াতিহ।

অর্থ- আমার মুখমন্ডল তাঁর জন্য সিজদাবনত হল যিনি ওকে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতায় ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্‌গত করেছেন। *(সহীহ তিরমিযী ৪৭৪নং, আহমদ ৬/৩০)*

খ- اَللّهُمَّ اكْتُبْ لِيْ بِهَا عِنْدَكَ أَجْراً، وَّضَعْ عَنِّيْ بِهَا وِزْراً، وَّاجْعَلْهَا لِيْ عِنْدَكَ ذُخْراً، وَّتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُوْدَ.

উচ্চারণঃ- আল্লাহুম্মাকতুব লী বিহা ইন্দাকা আজরা, অয্বা' আন্নী বিহা বিযরা, অজ্‌আলহা লী ইন্দাকা যুখরা, অতাক্বাব্বালহা মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতাহা মিন আবদিকা দাউদ।

অর্থ- হে আল্লাহ! এর (সিজদার) বিনিময়ে তোমার নিকট আমার জন্য পুণ্য লিপিবদ্ধ কর, পাপ মোচন কর, তোমার নিকট এ আমার জন্য জমা রাখ এবং এ আমার নিকট হতে গ্রহণ কর যেমন তুমি তোমার বান্দা দাউদ (আঃ) থেকে গ্রহণ করেছ। *(সহীহ তিরমিযী ৮৭নং, হাকেম ১/২১৯, ইবনে মাজাহ ১০৫৩নং)*

তিলাঅতের সিজদায় গিয়ে প্রথমে সিজদার তসবীহ পাঠ ক'রে অতঃপর তিলাঅতের সিজদার দুআ পাঠ করুন। *(তাসহীহুদ দুআ, বাক্‌র আবূ যায়দ ২৯৩পৃঃ)*

পরিশেষে জ্ঞাতব্য যে, আম নফল নামাযের মতো তিলাঅতের জন্য যেমন কোন নিষিদ্ধ সময় নেই, তেমনি তার সিজদার জন্যও কোন নিষিদ্ধ সময় নেই। কারণ তা কারণ-ঘটিত নামাযের মতো।

আঠারো ঃ কুরআন খতমের কম সময়

মাঝে মাঝে কুরআন খতম করার চেষ্টা করুন। আপনার সময় ও সামর্থ্য অনুযায়ী মাসে এক থেকে দশবার কুরআন খতম করুন। তিন দিনের কম সময়ে খতম করার চেষ্টা করবেন না।

যে কোন ইবাদতেই মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ ». قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِىَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى

اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ ».

"তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কাউকেও তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না।" লোকেরা বলল, 'আপনিও কি নন? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "আমিও নই। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। আর জেনে রেখো, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হল তাই, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।" *(বুখারী ৬৪৬৭, মুসলিম ৭৩০০নং)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, "এটি কে?" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে।' তিনি বললেন,

((مَهْ ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ ، فَواللهِ لاَ يَمَلُّ اللهُ حَتَّى تَمَلُّوا)).

"থামো! তোমরা সাধ্যমত আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে। *(বুখারী ৪৩, মুসলিম ১৮৬৯নং)*

'আল্লাহ ক্লান্ত হন না' এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে আমল ত্যাগ করে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা করে যেতে সক্ষম হবে। যাতে তাঁর সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআন পাঠের ব্যাপারে বলেছেন,

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ، فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنَ عَلَى لِسَانِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ ، فَلْيَضْطَجِع)).

"যখন তোমাদের কেউ রাতে উঠবে ও (ঘুমের চাপের কারণে) জিহ্বায় কুরআন পড়তে এমন অসুবিধা বোধ করবে যে, সে কি বলছে তা বুঝতে পারবে না, তখন সে

যেন শুয়ে পড়ে।" *(মুসলিম ১৮-৭২নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّـهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّـهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} (٢٠) سورة المزمل

"তোমার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনো রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সাথে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহই নির্ধারিত করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ। তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব কখনও রাখতে পারবে না, তাই তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর। আল্লাহ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কাজেই কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর।" *(মুযযাম্মিল ঃ ২০)*

আমরা জানি কুরআন খতমের সওয়াব অনেক। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ حَرْفاً مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ حَسَنَةٌ ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ، لاَ أَقُولُ : الـم حَرفٌ ، وَلَكِنْ : أَلِفٌ حَرْفٌ ، وَلاَمٌ حَرْفٌ ، وَمِيمٌ حَرْفٌ)).

"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব (কুরআন মাজীদ)এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান হয়। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং আলিফ একটি বর্ণ, লাম একটি বর্ণ এবং মীম একটি বর্ণ।" (অর্থাৎ, তিনটি বর্ণ দ্বারা গঠিত 'আলিফ-লাম-মীম, যার নেকীর সংখ্যা হবে ত্রিশ।) *(তিরমিযী ২৯১০নং)*

উলামাগণ কুরআন কারীমের অক্ষর-সংখ্যা গণনা করেছেন। তাতে বিশাল মতপার্থক্য রয়েছে। তবুও মোটামুটি যদি সর্বমোট সংখ্যা তিন লাখ চল্লিশ হাজার ধরা হয়, তাহলে একবার কুরআন খতম করলে কত সওয়াবের

অধিকার হওয়া যায়, তা দশ দিয়ে গুণ করলেই বোঝা যায়। অর্থাৎ, কম-বেশি প্রায় ৩৪ লাখ সওয়াব এক খতমে লাভ করা যায়!

অন্য এক হাদীসে এসেছে, উক্ববাহ বিন আমের ﷺ বলেন, একদা আমরা সুফ্ফাহ (মসজিদে নববীর এক বিষেশ মন্ডপ; যাতে দরিদ্র মুহাজিরগণ অবস্থান করতেন সেই স্থানে) ছিলাম। আল্লাহর রসূল ﷺ গৃহ হতে বের হয়ে আমাদের নিকট এসে বললেন,

« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِىَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِى غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعِ رَحِمٍ ».

"তোমাদের মধ্যে কে পছন্দ করে যে, প্রত্যহ বুত্বহান (মদীনার নিকটবর্তী একটি জায়গা) অথবা আক্বীক্ব (মদীনার এক উপত্যকা) গিয়ে দুটি ক'রে বড় বড় কুঁজবিশিষ্ট উট্নী নিয়ে আসবে; যাতে কোন পাপ ও নাহক কারো অধিকার হরণও হবে না?"

আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! এতো আমাদের প্রত্যেকেই পছন্দ করে।' তিনি বললেন,

« أَفَلاَ يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمَ أَوْ يَقْرَأَ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلاَثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الإِبِلِ ».

"তাহলে সে মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাব থেকে দুটি আয়াত শিক্ষা অথবা (বুঝে) মুখস্থ করে না কেন? এটাই দুটি উট্নী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! অনুরূপ ৩টি আয়াত ৩টি উট্নী, ৪টি আয়াত ৪টি উট্নী এবং এর চেয়ে অধিক সংখ্যক আয়াত ঐরূপ অধিক সংখ্যক উট্নী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!" *(মুসলিম ৮০৩ নং)*

এখন যদি আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি ধরি তাহলে, নিশ্চয় এক খতমে ততগুলি উটনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমাদের অর্জিত হবে। সুবহানাল্লাহ!

আর উটের দাম জানেন? বর্তমান যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ উটের দাম উঠেছে ১২ মিলিয়ন (১ কোটি ২০ লাখ) রিয়াল! *(আদাবু তিলাঅতিল কুরআন অতা'যীমুহু, সাঈদ ক্বাহত্বানী, ১০৭পৃঃ)*

আর ১ রিয়ালের বর্তমান মূল্য মোটামুটি ১৭ টাকা। তাহলে একবার হিসাব ক'রে দেখুন তো, কত টাকার সম্পদ লাভ হয় আপনার এক খতম কুরআনে?

আমাদের মধ্যে যাঁরা কুরআন খতম করেন, তাঁরা কি এত বিশাল সংখ্যার

নেকী লাভের আশা রেখে করেন? নিয়ত না থাকলে তো নেকী লাভ হওয়ার কথা নয়।

এত বিশাল পরিমাণ সওয়াবের আশাতেই সলফগণ খুব বেশি বেশি কুরআন খতম করতেন। তবে যেমনটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সাধ্যমতো আমল করাই সঠিক পন্থা।

আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ আমাকে বললেন, "আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তুমি সর্বদা রোযা রাখছ এবং প্রত্যহ রাতে কুরআন (খতম) পড়ছ।" আমি বললাম, '(সংবাদ) সত্যই, হে আল্লাহর রসূল! কিন্তু এতে আমার উদ্দেশ্য ভাল ছাড়া অন্য কিছু নয়।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাউদের রোযা রাখ। কারণ, তিনি লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ইবাদতগুযার ছিলেন। আর প্রত্যেক মাসে (একবার কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর অধিক করার শক্তি রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি কুড়ি দিনে (কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর থেকে বেশী করার সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি প্রত্যেক দশদিনে (কুরআন খতম) পড়।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর নবী! আমি এর চেয়েও বেশী ক্ষমতা রাখি।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি প্রত্যেক সাতদিনে (খতম) পড় এবং এর বেশী করো না (অর্থাৎ, এর চাইতে কম সময়ে কুরআন খতম করো না।)" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আর নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন, "তুমি জান না, সম্ভবতঃ তোমার বয়স সুদীর্ঘ হবে।" আব্দুল্লাহ বলেন, সুতরাং আমি ঐ বয়সে পৌঁছে গেলাম, যার কথা নবী ﷺ আমাকে বলেছিলেন। অবশেষে আমি যখন বৃদ্ধ হয়ে গেলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, হায়! যদি আমি আল্লাহর নবী ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করে নিতাম।' *(বুখারী ৬১৩৪, মুসলিম ২৭৯১-২৮০০নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর ﷺ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দিনে কুরআন পড়া যায়?' উত্তরে তিনি বললেন, "চল্লিশ দিনে।" তারপর বললেন, "এক মাসে।" তারপর বললেন, "কুড়ি দিনে।" তারপর বললেন, "পনেরো দিনে।" তারপর বললেন "দশ দিনে।" তারপর বললেন, "সাত দিনে।" *(আবূ দাউদ ১৩৯৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, ইবনে আম্র ﷺ বললেন, 'আমি এর চাইতে কম দিনে খতম করার শক্তি রাখি।' তখন মহানবী ﷺ বললেন,

« لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِى أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ ».

"সে ব্যক্তি কুরআন বুঝে না, যে তিন দিনের কম সময়ে তা খতম করে।" *(আবূ দাউদ ১৩৯২, তিরমিযী ২৯৪৬, ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৭৭৪৩নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক রাকআতে মুফাস্সাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশ) পাঠ করি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কবিতা আওড়ানোর মত পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নিচে নামে না। আসলে সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে---।' *(বুখারী ৭৭৫, মুসলিম ১৯৪৫নং)*

শোনা যায়, বহু প্রসিদ্ধ সলফগণের কেউ কেউ এক দিনে একাধিকবার কুরআন খতম করতেন। কিন্তু সঠিক পন্থা হল, মহানবী ﷺ-এর নির্দেশিত পন্থা। মহান আল্লাহ বলেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (٢١) سورة الأحزاب

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" (আহযাব ঃ ২১)

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٧) سورة الحشر

"রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (হাশ্র ঃ ৭)

ইবনে হাজার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি চিন্তা-গবেষণার সাথে কুরআন ধীরে-ধীরে তিলাঅত করে, সে সেই ব্যক্তির মতো, যে একটি মাত্র মূল্যবান রত্ন সাদকা করে। আর যে ব্যক্তি দ্রুত কুরআন তিলাঅত করে, সে সেই ব্যক্তির মতো, যে অনেক রত্ন সাদকা করে, কিন্তু সে সবের মূল্য (ঐ)

একটা রত্নের মতো। অবশ্য কখনো একটা রত্নের মূল্য অন্য একাধিক রত্নের মূল্য থেকে বেশি হতে পারে। কখনো তার বিপরীতও হতে পারে।' *(ফাতহুল বারী ৯/৮৯)*

এখান থেকে অনুমান করতে পারেন, রমযানের মসজিদগুলিতে খতম-তারাবীহর কুরআন তিলাঅতের সওয়াব। কোথাও কোথাও এমন দ্রুততার সাথে কুরআন পড়া হয়, তার মানে বোঝা তো দূর কী বাত, সঠিকভাবে উচ্চারণের খেয়ালও করা হয় না এবং কী পড়ছে তাই বোঝা যায় না।

উনিশ ঃ কুরআন খতমের দুআ

(নামাযের বাইরে সাধারণ সময়ে) কুরআন খতমের পর দুআ করতে পারেন। সাহাবী আনাস ﷺ কুরআন খতম করার পর নিজ পরিবারের সকলকে ডেকে দুআ করতেন। *(ইবনে আবী শাইবাহ, দারেমী, ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়াইদ ৭/১৭২)*

তবে খতমের পর নির্দিষ্ট কোন দুআ নেই। অনেক কুরআনের শেষে 'দুআয়ে খতমুল কুরআন' শিরোনামে যে লম্বা দুআ লেখা থাকে, তা কারো মনগড়া দুআ। তদনুরূপ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার প্রতি যে 'দুআউ খাতমিল কুরআন' সম্বদ্ধ করা হয়, তাও সঠিক নয়। বিধেয় নয় তারাবীহর নামাযে খাতমে কুরআনের দুআ করা। *(আল-আজবাউল হাদীসিয়্যাহ, বাক্র আবু যায়দ ২৯০পৃঃ)*

তিলাঅত শেষে কোন যিক্‌রও নেই। ক্বারীদের 'স্বাদাক্বাল্লাহুল আযীম' পড়া বিদআত। মহানবী ﷺ কত কুরআন পড়েছেন। কিন্তু একটি বারের জন্যও প্রমাণ নেই যে, তিনি পড়ার শেষে ঐ দুআ পড়েছেন। তিনি অপরের নিকট থেকে কুরআন শুনেছেনও। কিন্তু তখনও তিনি ঐ দুআ বলেননি এবং বলতে আদেশ করেননি। বরং বলেছেন, "বাস্ থামো।" *(বুখারী ৫০৫৫, মুসলিম ৮০০নং দ্রঃ)*

কাউকে বলেছেন, "সুন্দর পড়েছ।" *(মুসলিম ১৯০৬-১৯০৭নং)*

অবশ্য কুরআন পড়ার মজলিস শেষে কাফ্ফারাতুল মাজলিসের দুআ বলা সুন্নত। মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোন মজলিসে বসতেন অথবা কুরআন তিলাঅত করতেন অথবা নামায পড়তেন, তখনই এই দুআ বলতেন,

سُبْحَانَكَ اللّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

অর্থ- তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে। আমি

সাক্ষি দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকে তওবা (প্রত্যাবর্তন) করছি। *(সুনান নাসাঈ কুবরা ১০১৪০, সিঃ সহীহাহ ৩১৬৪নং)*

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন খতম করার পর ফিরিয়ে সূরা ফাতিহা ও বাক্বারার পাঁচটি আয়াত পড়া বিদআত। *(বিদাউল কুর্রা' ২৬পৃঃ)*

কুড়ি ঃ কুরআন পড়ে ঈসালে সওয়াব

কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে জীবিত ব্যক্তির জন্য, মৃতব্যক্তি কুরআন দ্বারা কোন প্রকার উপকৃত হতে পারে না। অতএব মৃতব্যক্তির পাশে কুরআন পড়ে, তার নামে কুরআনখানী, ফাতেহাখানী, কুলখানী বা শবীনাপাঠ ক'রে কোন লাভ নেই। লাভ নেই কবরের পাশে কুরআনখানী ক'রে; বরং তা বৈধই নয়।

বৈধ নয় হড়বড় গতিতে মাইকে এক রাতে কুরআন খতম করানো। বৈধ নয় ত্রিশজনকে ত্রিশ পারা কুরআন ভাগ ক'রে পড়তে দিয়ে অল্প সময়ে কুরআন খতম করানো।

শোকপালনের সময় কুরআন দিয়ে মজলিস মাতোয়ারা করা অথবা রেডিও-টিভিতে কুরআন পড়তে থাকাও শরীয়ত-সমর্থিত কর্ম নয়। *(দ্রঃ তাফসীরুল মানার ৮/২৪৯, ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ্-দায়িমাহ ৯/৪৭)*

একুশ ঃ কুরআন পড়ে বা পড়িয়ে অর্থোপার্জন

কুরআন তিলাঅত একটি ইবাদত ও যিক্‌র। এর মাধ্যমে দুনিয়ার কোন স্বার্থ বা অর্থ উপার্জন করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। সুতরাং আল্লাহর কালাম বেচে পেট চালানো মুসলিমের আচরণ হতে পারে না।

জায়েয নয় কুরআন তিলাঅত শুনিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া।

জায়েয নয় কুরআন তিলাঅত শুনিয়ে ভিক্ষা করা।

বৈধ নয় মৃতের জন্য কুরআনখানী করা এবং তা ক'রে পারিশ্রমিক নেওয়া।

বৈধ নয় তারাবীহতে কুরআন খতম ক'রে পারিশ্রমিক নেওয়া।

হারাম কুরআনের তফসীর (জালসা) শুনিয়ে অর্থ নেওয়া।

হালাল নয় কুরআনের তালীম দিয়ে বেতন নেওয়া।

কুরআন তিলাঅত একটি শ্রেষ্ঠ আমল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ (٢٩) لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ} (٣٠) فاطر

"নিশ্চয় যারা আল্লাহর গ্রন্থ পাঠ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি তাদেরকে যে রুযী দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারাই আশা করতে পারে এমন ব্যবসার যাতে কখনোই নোকসান হবে না। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে (তাদের কর্মের) পূর্ণ প্রতিদান দেবেন এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরও বেশী দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।" *(ফাত্বির ঃ ২৯-৩০)*

কুরআনের একটি হরফ পাঠ করলে দশটি সওয়াব পাওয়া যায়। *(তিরমিযী ২৯১০নং)*

তাছাড়া কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তা তিলাঅত ক'রে ইবাদত করার জন্য এবং তার মানে বুঝে আমল করার জন্য। সুতরাং তাকে নিজের অর্থোপার্জন বা রুযী-রুটী জোগাড়ের অসীলা বানানো বৈধ নয়।

পরন্তু যদি কেউ কোন ইবাদতের দ্বারা পার্থিব বিনিময় কামনা করে, তাহলে সে তাই পাবে এবং পরকালে তার জন্য কিছু থাকবে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (١٥) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (١٦) سورة هود

"যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান ক'রে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে।" (হূদ ঃ ১৫-১৬)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

"যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য

তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ))

"যে ব্যক্তি কোন এমন ইল্‌ম অন্বেষণ করে, যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশা করা হয়, যদি তা সে কেবলমাত্র পার্থিব সম্পদলাভের উদ্দেশ্যেই অন্বেষণ করে, তবে সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।" *(আবু দাউদ ৩৬৬৬, আহমাদ ৮৪৫৭, ইবনে মাজাহ ২৫২, ইবনে হিব্বান ৭৮নং)*

বলা বাহুল্য, কুরআন পড়ে পার্থিব কোন স্বার্থ বা অর্থ লাভ করা, কুরআন পড়ার জন্য ভাড়া বা 'হায়ার' গিয়ে মজুরী গ্রহণ করা বৈধ নয়, হালাল নয় সেই উপার্জন।

সুতরাং প্রত্যেক সেই আলেম, হাফেয, ক্বারী, ওয়াযের বক্তা, দ্বীনের দাঈ, মসজিদের ইমাম-মুআয্যিন ও মাদ্রাসার মুদার্রিসের উচিত, কুরআন কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং তার বিনিময়ে পরকালে জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে পাঠ করা। আর উচিত নয় মানুষের কাছে কোন প্রকার নাম, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা, অর্থ ইত্যাদি নগণ্য পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করা।

সলফে সালেহীনদের মাঝে এর রীতি ছিল না যে, তাঁরা কাউকে নিজের কল্যাণ বা জীবিত-মৃত কোন আত্মীয়র কল্যাণের জন্য হাফেয বা ক্বারী ভাড়া ক'রে এনে কুরআনখানী করিয়েছেন।

কুরআন পড়ে বা পড়িয়ে অর্থোপার্জন অবৈধ হওয়ার দলীলসমূহ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে অর্থোপার্জন বা কোন স্বার্থের বাহন করা আদৌ উচিত নয়। পার্থিব কোন স্বার্থ বা অর্থ উপার্জনের জন্য কুরআন পড়া বা পড়ানো বৈধ নয়।

মহান আল্লাহ তাঁর আদর্শ নবীকে সম্বোধন করে বলেন,

{قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} (٢٣) سورة الشورى

"বল, 'আমি আমার আহবানের জন্য তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান চাই না।" (শূরা ঃ ২৩)

{قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } (٨٦) سورة ص

"বল, 'আমি উপদেশের জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না এবং যারা মিথ্যা দাবী করে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।" (স্বাদ ঃ ৮৬)

{قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٤٧) سورة سبأ

"বল, 'আমি তোমাদের নিকট যে পারিশ্রমিক চেয়েছি, তা তোমাদের জন্যই; আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" (সাবা' ঃ ৪৭)

{وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ} (١٠٤) سورة يوسف

"আর তুমি তো তাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক দাবী করছ না, এ (কুরআন) তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।" (ইউসুফ ঃ ১০৪)

পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণও সেই কথা বলেছিলেন,

{فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٧٢) سورة يونس

"অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভুক্ত থাকি।" (ইউনুস ঃ ৭২)

{يَا قَوْمِ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (٥١)

"হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক শুধু তাঁরই দায়িত্বে রয়েছে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন; তবুও কি তোমরা বুঝ না?" (হূদ ঃ ৫১)

{اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ} (٢١) سورة يـــس

"অনুসরণ কর তাদের, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায় না এবং যারা সৎপথপ্রাপ্ত।" (ইয়াসীন ঃ ২১)

{وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١٠٩) سورة الشعراء

"আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে।" *(শুআ'রা ঃ ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)*

উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ অনুধাবন ক'রে এ কথা বুঝা যায় যে, রসূল ﷺ-এর অনুসারী উলামা ও তাঁর ওয়ারেসগণের জন্য ওয়াজেব এই যে, তাঁরা তাঁদের ইল্‌ম প্রচার করবেন বিনামূল্যে, বিনা বেতনে ও বিনা পারিশ্রমিকে। আল্লাহর কিতাব ও দ্বীন শিক্ষা দিয়ে বা প্রচার ক'রে কোন মজুরি নেওয়া তাঁদের জন্য হালাল নয়। *(আযওয়াউল বায়ান ২৩/১৭৯)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَآمِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ وَلاَ تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ} (٤١) سورة البقرة

"তোমাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়নকারীরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তা বিশ্বাস কর। আর তোমরাই ওর প্রথম অবিশ্বাসকারী হয়ো না এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।" (বাক্বারাহ ঃ ৪১)

{إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} (٤٤) سورة المائدة

"নিশ্চয় আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছিলাম, ওতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো। আল্লাহর অনুগত নবীগণ, রাব্বানী (আল্লাহ-ভক্ত)গণ এবং পন্ডিতগণও ইয়াহুদীদেরকে তদনুসারে বিধান দিত, কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের রক্ষক করা হয়েছিল এবং তারা ছিল ওর (সত্যতার) সাক্ষী। সুতরাং তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর এবং আমার আয়াত নগণ্য

মূল্যে বিক্রয় করো না। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই অবিশ্বাসী (কাফের)।" (মায়িদাহ ঃ ৪৪)

{وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ} (١٨٧) سورة آل عمران

"(স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট।" (আলে ইমরান ঃ ১৮৭)

এ কাজের শাস্তি ঘোষণা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١٧٤)

"আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" (বাক্বারাহ ঃ ১৭৪)

এ কাজ না ক'রে যারা আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সঠিক পথ অবলম্বন করেছে, তাদের পুরস্কারের কথা মহান আল্লাহ ঘোষণা ক'রে বলেছেন,

{وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (١٩٩) سورة آل عمران

"নিশ্চয় গ্রন্থধারীদের মধ্যে এমন অনেকে রয়েছে যারা আল্লাহতে, তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর আয়াতকে স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে না; এরাই তো সেই সকল লোক যাদের জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (আলে ইমরান ঃ ১৯৯)

উক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহর আয়াতকে নগণ্য মূল্যে বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে, পার্থিব কোন স্বার্থের বা অর্থের বিনিময়ে কুরআনের আয়াত পড়া যাবে না, শিখানো যাবে না।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে (সূরা মারয়্যামের ৫৯ আয়াত পাঠ করার পর) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((يَخْلُفُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ سَنَةً (أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) ثُمَّ يَكُونُ خَلْفٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلاَثَةٌ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ وَفَاجِرٌ)).

"ষাট বছর পর কিছু অপদার্থ পরবর্তীগণ আসবে, তারা নামায নষ্ট করবে ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হবে; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। অতঃপর এক জাতি আসবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের অক্ষকাস্থি পার হবে না। (হৃদয়ে জায়গা পাবে না।) কুরআন তিন ব্যক্তি পাঠ করে; মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজের।"

বর্ণনাকারী বাশীর বলেন, আমি অলীদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা তিন ব্যক্তি কে কে?' তিনি বললেন, 'মুনাফিক তা অস্বীকার করে, ফাজের তার অসীলায় পেট চালায় এবং মু'মিন তার প্রতি ঈমান রাখে।' *(আহমাদ ১১৩৬০, হাকেম ৩৪১৬, ৮৬৪৩নং, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৫৭)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

((تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ بِهِ الْجَنَّةَ، قَبْلَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ بِهِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَتَعَلَّمُهُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ يُبَاهِي بِهِ ، وَرَجُلٌ يَسْتَأْكِلُ بِهِ ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ لِلَّهِ – عز وجل)).

"তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার অসীলায় জান্নাত প্রার্থনা কর, সেই জাতি আসার পূর্বে, যারা তার অসীলায় দুনিয়া প্রার্থনা করবে। কুরআন তিন শ্রেণীর লোক শিক্ষা করবে; কিছু লোক তা নিয়ে ফখর করে বেড়াবে, কিছু লোক তার মাধ্যমে পেট চালাবে এবং কিছু লোক মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা তেলাঅত করবে।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ২৬৩০, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৮নং)*

জাবের বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট বের হলেন, তখন আমরা কুরআন পড়ছিলাম। আর আমাদের মাঝে ছিল আরবী ও অনারবী। তিনি বললেন,

« اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ (وَلا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ) يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ ».

"তোমরা কুরআন পড়। তোমাদের সকলের পড়া ভালো। ভবিষ্যতে এমন এক সম্প্রদায় আসবে, যারা তীর সোজা করার মতো সঠিক উচ্চারণ করতে অতিরঞ্জন করবে। কিন্তু তাদের সেই পড়া তাদের কণ্ঠাস্থি অতিক্রম করবে না। তারা সত্বর (পার্থিব বিনিময়) কামনা করবে এবং বিলম্বিত (পারলৌকিক বিনিময়) কামনা করবে না।" *(আহমাদ ১৪৮৫৫, আবূ য়্যা'লা ২১৯৭, ত্বাবারানীর কাবীর ৫৮৯০-৫৮৯১, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ২৬৪১, সিঃ সহীহাহ ২৫৯নং)*

ইমরান বিন হুস্বাইন ﷺ এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে পার হচ্ছিলেন। সে একদল লোকের কাছে কুরআন পড়ে চাইতে আরম্ভ করল। তিনি তা দেখে 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিঊন' পড়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে শুনেছি, তিনি বলেছেন,

((مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلْيَسْأَلْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ)).

"যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে, সে যেন তার অসীলায় আল্লাহ আয্যা অজাল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। যেহেতু এক সম্প্রদায় আসবে, যারা কুরআন পড়ে তার মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রার্থনা করবে।" *(আহমাদ ১৯৮৮৫, ১৯৯৪৪, তিরমিযী ২৯১৭, ত্বাবারানীর কাবীর ১৪৭৮৫, সিঃ সহীহাহ ২৫৭নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ)).

"তোমরা কুরআন পাঠ কর এবং তার নির্দেশ পালন কর, তার ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন ও অতিরঞ্জন করো না এবং তার মাধ্যমে উদরপূর্তি ও ধনবৃদ্ধি করো না।" *(আহমাদ ১৫৫২৯, আবূ য়্যালা ১৫১৮, বাইহাক্বী ২৩৬২, সহীহুল জামে' ১১৬৮নং)*

আবুদ দারদা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَنْ أَخَذَ قَوْسًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ قَلَّدَهُ اللَّهُ قَوْسًا مِنْ نَارٍ ».

"যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষাদানের উপর একটি ধনুকও গ্রহণ করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পরিবর্তে জাহান্নামের আগুনের ধনুক তার গলায়

লটকাবেন।" *(বাইহাক্বী ১১৪৬৫, সহীহুল জামে' ৫৯৮২নং)*

অনেকে বলেছেন, কুরআন শিক্ষা দিয়ে না চাইতে কিছু উপহার পেলে তা নেওয়া বৈধ। কিন্তু উবাই বিন কা'ব ﷺ বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলাম। সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দিল। অতঃপর নবী ﷺ-এর নিকট সে কথা উল্লেখ করলে তিনি বললেন,

((إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قوسًا مِنْ نار)).

"যদি তুমি তুমি তা গ্রহণ করো, তাহলে জাহান্নামের আগুনের ধনুক গ্রহণ করবে।" সুতরাং আমি তাকে তা ফিরিয়ে দিলাম। *(ইবনে মাজাহ ২১৫৮নং)*

উবাদাহ বিন স্বামেত ﷺ বলেন, আহলে সুফ্ফার কিছু লোককে আমি কিতাব ও কুরআন শিক্ষা দিলাম। তাদের মধ্যে একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিল। আমি (মনে মনে) বললাম, 'এটা তো মাল নয়। এটা দিয়ে আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করব। অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করব।' সুতরাং আমি তাঁর নিকট এসে তাঁকে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি যাদেরকে কিতাব ও কুরআন শিক্ষা দিচ্ছিলাম তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দিয়েছে। সেটা কোন মাল নয়। আমি সেটা দিয়ে আল্লাহর পথে (জিহাদে) তীর নিক্ষেপ করব। (সুতরাং আমি কি তা গ্রহণ করব?)' তিনি বললেন,

« إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا ».

"তুমি যদি পছন্দ কর যে, তোমাকে জাহান্নামের একটি বেড়ি পরানো হবে, তাহলে তা গ্রহণ কর।" *(আহমাদ ২২৬৮৯, আবূ দাউদ ৩৪১৮, ইবনে মাজাহ ২১৫৭, বাইহাক্বী ১২০১৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

« جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا ». أَوْ « تَعَلَّقْتَهَا ».

"(জাহান্নামের) একটি অঙ্গার তুমি তোমার দুই কাঁধের মাঝে লটকে নিয়েছ।" *(আবূ দাউদ ৩৪১৯নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'কী করবে তোমরা-যখন তোমাদেরকে এমন ফিতনা গ্রাস করবে, যাতে শিশু প্রতিপালিত হবে এবং বড় বৃদ্ধ হবে। (অর্থাৎ ঐ ফিতনা সকলের আচরণ ও অভ্যাসে পরিণত হবে।) যখন অভিনব রচিত (বিদ্আতকে) সুন্নাহরূপে গ্রহণ ও ধারণ করা হবে; যার উপরে

মানুষ চলবে। যদি তার কিছু অপসারণ করা হয় তো বলা হবে, 'সুন্নাহ অপসৃত হয়ে গেল।' বলা হল, 'এরূপ কখন হবে? হে আবু আব্দুর রহমান!' বললেন, 'যখন তোমাদের ক্বারীর সংখ্যা বেশী হবে, ফকীহ (প্রকৃত জ্ঞানী ও তত্ত্ববিদ আলেম) কম হবে, তোমাদের নেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং তোমাদের আমানতদার অল্প হয়ে যাবে, আখেরাতের কর্ম দ্বারা দুনিয়া সন্ধান করা হবে এবং দ্বীনী ইল্ম আমল ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হবে।' *(হাকেম ৮৫৭০, দারেমী ১৮৫, শুআবুল ঈমান, বাইহাক্বী ৬৯৫১, ইবনে আবী শাইবাহ ৩৭১৫৬নং)*

মায়মূন বিন মিহরান বলেছেন, 'হে কুরআন-ওয়ালারা! তোমরা কুরআনকে বেসাতিরূপে গ্রহণ করো না; যার দ্বারা দুনিয়াতে লাভ ও স্বার্থ খুঁজে বেড়াবে। বরং দুনিয়া দ্বারা দুনিয়াকে এবং আখেরাত দ্বারা আখেরাতকে অন্বেষণ কর। কেউ তো বিতর্ক করার জন্য কুরআন শিক্ষা করে, কেউ বা লোকে তার দিকে ইঙ্গিত করবে (প্রসিদ্ধ হবে) এই লোভে শিক্ষা করে। আর সেই ব্যক্তি উত্তম যে তা শিক্ষা করে এবং তাতে আল্লাহর আনুগত্য করে।' *(তারীখে দিমাশ্ক ৬১/৩৫৪, তাহযীবুল কামাল ২৯/২১৯)*

এক অন্ধ ব্যক্তি সুফিয়ান সওরীর সাহচর্যে বসত। রমযান মাস এলে গ্রামাঞ্চলে বের হয়ে যেত। সেখানে লোকেদের ইমামতি করে বস্ত্রাহার উপার্জন করত। একদা সুফিয়ান তাকে বললেন, 'কিয়ামতের দিন আহলে কুরআনকে কিরাআতের বিনিময়ে প্রতিদান দেওয়া হবে আর এই রকম লোকের জন্য বলা হবে, তুমি তোমার প্রতিদান পৃথিবীতেই সত্বর নিয়ে ফেলেছ।' অন্ধ লোকটি বলল, 'আপনি আমার জন্য এ কথা বলছেন? অথচ আমি আপনার সহচর?' বললেন, 'আমি ভয় করছি যে, কিয়ামতে আমাকে বলা হবে, এতো তোমার সহচর ছিল, কেন ওকে উপদেশ দাওনি?' *(আল-জারহু অত্-তা'দীলের ভূমিকা ১/২৪, আত্-তাযকিরাতুল হামদূনিয়্যাহ ১/৪২)*

মালেক বিন দীনার হাসান (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলেমের শাস্তি কী? তিনি উত্তরে বললেন, 'হৃদয়ের মৃত্যু।' বললেন, 'হৃদয়ের মৃত্যু কী?' হাসান বললেন, 'পরকালের কর্ম দ্বারা ইহকাল অন্বেষণ করা।' *(যুহদ, ইবনুল মুবারক ১৫১৪নং, যুহদ, ইবনুল হাম্বাল ২৬৫পৃঃ)*

এ সব কিছুর জন্যই নবী ﷺ উসমান বিন আবিল আসকে এমন মুআযযিন রাখতে আদেশ করেছিলেন, যে আযানের উপর পারিশ্রমিক না নেয়। *(আবু দাউদ ৫৩১, তিরমিযী ২০৯, নাসাঈ ৬৭২নং)*

কুরআন পড়ে বা পড়িয়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার বৈধতার দলীল

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, নবী ﷺ-এর কিছু সাহাবা আরবের কোন এক বসতিতে এলেন। কিন্তু সেখানকার বাসিন্দারা তাঁদেরকে মেহমানরূপে বরণ করল না (এবং কোন খাদ্যও পেশ করল না)। অতঃপর তাঁরা সেখানে থাকা অবস্থায় তাদের সর্দারকে (বিছুতে) দংশন করল। তারা বলল, 'তোমাদের কাছে কি কোন ওষুধ অথবা ঝাড়ফুঁককারী (ওঝা) আছে?' তাঁরা বললেন, 'তোমরা আমাদেরকে মেহমানরূপে বরণ করলে না। সুতরাং আমরাও পারিশ্রমিক ছাড়া (ঝাড়ফুঁক) করব না।' ফলে তারা এক পাল ছাগল পারিশ্রমিক নির্ধারিত করল। একজন সাহাবী উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পড়তে লাগলেন এবং থুথু জমা ক'রে (দংশনের জায়গায়) দিতে লাগলেন। সর্দার সুস্থ হয়ে উঠল। তারা ছাগলের পাল হাজির করল। তাঁরা বললেন, 'আমরা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা না ক'রে গ্রহণ করব না।' সুতরাং তাঁরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে বললেন,

((وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ)).

"তোমাকে কিসে জানাল যে, ওটি ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র?! ছাগলগুলি গ্রহণ কর এবং আমার জন্য একটি ভাগ রেখো।" *(বুখারী ৫৭৩৬নং)*

এক বর্ণনায় আছে, নবী ﷺ তাঁদেরকে বললেন, "তোমরা ঠিক করেছ।" *(বুখারী ২২৭৬নং)*

আর এক বর্ণনায় আছে,

((إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ)).

"তোমরা যে সব জিনিসের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ কর, তার মধ্যে আল্লাহর কিতাব সবচেয়ে বেশি হকদার।" *(বুখারী ৫৭৩৭নং)*

এক সাহাবী এক মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে মহানবী ﷺ বললেন, "ওকে (মোহর) দেওয়ার মতো তোমার কী আছে?" সাহাবী বললেন, 'কিছু নেই।' তিনি বললেন, "বাড়িতে গিয়ে দেখো, কিছু পাও কি না।" সাহাবী বাড়ি থেকে ফিরে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিছু পেলাম না।' তিনি বললেন,

(الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ)

"গিয়ে খুঁজো, যদিও একটি লোহার আংটি পাও।" (তাই মোহর স্বরূপ ওকে

দাও। কারণ মোহর দেওয়া জরুরী।)

কিন্তু নিঃস্ব সাহাবী ফিরে এসে বললেন, 'না। কোন কিছুই পাওয়া গেল না। তবে আমার পরনের এই লুঙ্গিটা আছে।' তিনি বললেন, "ও তোমার লুঙ্গিটা নিয়ে কী করবে। ওটা তুমি পরলে ওর দেহে থাকবে না। আর ও পরলে তোমার দেহে কিছু থাকবে না।"

দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর সাহাবী ফিরে যাচ্ছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি কুরআন মুখস্থ আছে?" সাহাবী বললেন, 'জী। অমুক অমুক সূরা।' তিনি বললেন, "তাহলে যাও আমরা কুরআনের (মোহর) বিনিময়ে ওর সাথে তোমার বিবাহ দিলাম। ওকে ওগুলি শিখিয়ে দাও।" *(বুখারী ৫০৩০, মুসলিম ৩৫৫৩নং)*

সুতরাং কুরআন শিখানোর বিনিময় মোহর হলে, বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে পারা যায়।

কুরআন তিলাঅত নামায-রোযার মতো একটা ইবাদত, তা একমাত্র আল্লাহর জন্যই পরকালের সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যেই করতে হয়। অবশ্যই সেটা ঠিক। আর সেহেতু কুরআন পড়া শুনিয়ে পারিশ্রমিক চাওয়া বা ভিক্ষা করা বৈধ নয়। কিন্তু কুরআন শিক্ষা দেওয়া আলাদা জিনিস। নামায-রোযা ও তিলাঅতের উপকারিতা নিজের জন্য খাস। কিন্তু কুরআন শিক্ষাদানের উপকারিতা অপরের জন্য আম। তার জন্য সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়। সুতরাং তার পারিশ্রমিক নেওয়া অবৈধ নয়।

মোটকথা

কুরআন পড়ে অর্থোপার্জন বৈধ নয়। বৈধ নয় মৃতের জন্য কুরআনখানী করা এবং তা ক'রে পারিশ্রমিক নেওয়া। তারাবীহতে কুরআন খতম ক'রে পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় কুরআন তিলাঅত শুনিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া বা ভিক্ষা করা। বৈধ নয় কুরআনের তফসীর শুনিয়ে অর্থ নেওয়া।

কুরআন পড়ে ঝাড়ফুঁক ক'রে অর্থ নেওয়া বৈধ।

কুরআন (মুসহাফ) ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ।

কুরআনের তালীম দিয়ে বেতন নেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যেমন তার দলীল-প্রমাণে লক্ষণীয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে উত্তম হল, যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে, সে যেন তালীমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ না করে। আর যার সে

সামর্থ্য নেই অথবা তালীমে সময় ব্যয় ক'রে রুযী উপার্জনে সময় না পায়, তাহলে সে প্রয়োজন মতো ভাতা নিতে পারে। যেমন এতীমের মালের তত্ত্বাবধায়নের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} (٦) سورة النساء

"যে অভাবমুক্ত সে যেন (যা অবৈধ, তা থেকে) নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন, সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে।" *(নিসা ঃ ৬, আযওয়াউল বায়ান ২/১৮-২)*

পরন্তু পারিশ্রমিক যদি বায়তুল মাল ও সরকার থেকে দেওয়া হয়, অথবা মুসলিমদের চাঁদা থেকে দেওয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করাতে দোষ নেই; যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। যেহেতু তার কুরআনের তালীমের বিনিময় নয়, বরং যে সময় ও শ্রম মুআল্লিম ব্যয় করবেন, তারই বিনিময়।

শায়খ ইবনে উষাইমীন বলেছেন, 'কুরআনের তালীম দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়ার ব্যাপারটা বিতর্কিত। তবে সঠিক হল তা বৈধ। কারণ মানুষ তার শ্রম ও কাজের বিনিময়ে গ্রহণ করে; কুরআন পড়ার বিনিময়ে নয়।' *(ফাতাওয়াল বুয়ূ' ১/১৪৫)*

আর তালীমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বৈধতার দলীল পূর্বে উল্লিখত হয়েছে। সুতরাং সঠিক হল, পারিশ্রমিক নেওয়া বৈধ।

কিন্তু আখেরাতের আমলে দুনিয়ার কিছু গ্রহণ করলে সে আমল কি বরবাদ হয়ে যাবে না?

না, বরবাদ হবে না; যদি মুখ্য নিয়ত থাকে আখেরাত এবং গৌণ নিয়ত হিসাবে দুনিয়া গ্রহণ করে, তাহলে দোষ হবে না। প্রধান উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হলে এবং সেই সাথে পার্থিব বিনিময় গৌণ হিসাবে বা আবশ্যিক বলে নিলে ইখলাসে ত্রুটি হবে না।

জিহাদের ব্যাপারে খেয়াল করতে পারেন। তাতে আছে সওয়াব ও গনীমত। যোদ্ধা সাহাবাগণের ব্যাপারে মহান আল্লাহ এক পর্যায়ে উভয় নিয়তের কথা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ } (٧) سورة الأنفال

"স্মরণ কর, যখন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, দুই দলের এক দল তোমাদের আয়ত্তাধীন হবে, অথচ তোমরা চাচ্ছ যে, নিরস্ত্র দলটি তোমাদের

আয়ত্তাধীন হোক। আর আল্লাহ চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাঁর বাণীদ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং অবিশ্বাসীদেরকে নির্মূল করবেন।" (আন্‌ফাল ঃ ৭)

বলা বাহুল্য, তাঁদের নিয়তে ছিল, নিরস্ত্র দলটি তাঁদের আয়ত্তাধীন হোক। কিন্তু যখন সশস্ত্র দলটির সম্মুখীন হলেন, তখন ইখলাসের সাথেই যুদ্ধ করলেন এবং তাঁদের অন্য নিয়ত থাকার ফলে তাঁদের ইখলাসে কোন ত্রুটি ক্ষতিকর হলো না।

হজ্জের ব্যাপারে লক্ষ্য করুন। কেউ যদি হজ্জ করার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কা যায়, কিন্তু গৌণ উদ্দেশ্যে ব্যবসা করাও থাকে, তাহলে তাতে কোন সমস্যা হয় না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ} (١٩٨) البقرة

"(হজ্জের সময়) তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ কামনায় (ব্যবসা-বাণিজ্যে) কোন দোষ নেই। যখন তোমরা আরাফাত (প্রান্তর) হতে প্রত্যাবর্তন করবে, তখন (মুযদালিফায়) মাশআরুল হারামের নিকটে পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ কর এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেইভাবে তাঁকে স্মরণ কর; যদিও পূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।" *(বাক্বারাহঃ ১৯৮)*

অনুরূপ সুন্নাহ থেকেও এর প্রমাণ মিলবে। মহানবী ﷺ যুদ্ধের ব্যাপারেই একটা নির্দেশ দিয়েছিলেন,

« مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ ».

"যে ব্যক্তি (যুদ্ধক্ষেত্রে) এমন কোন (কাফেরকে) হত্যা করবে এবং তাতে তার প্রমাণ থাকবে, সে তার সামান লাভ করবে।" *(বুখারী ৩১৪২, মুসলিম ৪৬৬৭নং)*

এ হল প্রেরণাদায়ক পুরস্কার। এতে যুদ্ধের ইখলাসে কোন ক্ষতি হয় না।

মোটকথা, মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহর কাছে সওয়াব প্রাপ্তি হলে, আনুষঙ্গিকভাবে কিছু পার্থিব পুরস্কার পাওয়া বা তা গ্রহণ করা দূষণীয় নয়।

বাইশ ঃ ক্বারীদের কতিপয় বিদআত

অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য নিম্নে কতিপয় ক্বিরাআতের বিদআত উল্লেখ করা গেলঃ-

(১) কানে আঙ্গুল দিয়ে উচ্চশব্দে গলার রগ ফুলিয়ে ক্বিরাআত করা।

অবশ্য কানে আঙ্গুল দিয়ে মিষ্টি সুরে ক্বিরাআত পড়াও বিদআত।

(২) খুব তাড়াতাড়ি হরফ, হরকত ও মাদ্দ্ চুরি করে ক্বিরাআত করা। এ ধরনের ক্বিরাআত সাধারণতঃ খতম বা শবীনা পাঠে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম এবং শবীনা পাঠও বিদআত।

(৩) একই জামাআতে ভাগাভাগি করে পারা নিয়ে কুরআন খতম করা।

(৪) বিরল (শায) ক্বিরাআত দ্বারা কুরআন তেলাঅত করা।

(৫) নামাযে বা মহফিলে একাধিক কিরাআত দিয়ে কুরআন পড়া।

(৬) নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়ে মুনাজাত করা। যেমন প্রত্যহ ফজর নামাযের পর সূরা ইয়াসীন পড়ে মুনাজাত করা।

(৭) মুর্দা বা জানাযার সামনে কুরআন পড়া।

(৮) কবরের পাশে কুরআন পড়া।

(৯) কুরআন পাঠ ক'রে ভিক্ষা করা।

(১০) সূরা যুহা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত প্রত্যেক সূরার শেষে তকবীর পাঠ করা।

(১১) ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টার্জিত শব্দে কোন কারীর সুরের অনুকরণ করে কুরআন পড়া।

(১২) কুরআন পড়ার সময় দোলা বা দুলে দুলে কুরআন পড়া। এটি আসলে ইয়াহুদীদের অভ্যাস।

(১৩) গানের সুরের মতো কুরআন পড়া।

তেইশ ঃ রাতে অভ্যাসগত কুরআন না পড়ে ঘুমিয়ে গেলে

অনেকে রাতের বেলায় নির্দিষ্ট পরিমাণ কুরআন পড়ার অভ্যাস বানিয়ে থাকে। সে যদি তা না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে, তাহলে তা ফজরের নামাযের পর থেকে যোহরের নামাযের আগে পর্যন্ত তা পড়ে নিলে রাতে পড়ারই সওয়াব অর্জন করবে। আবেদ বান্দা-বান্দীর প্রতি এ হল মহান করুণাময়ের বিশেষ অনুগ্রহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيلِ ، أَوْ عَنْ شَيءٍ مِنْـهُ ، فَقَـرَأَهُ مَـا بَـيْنَ صَـلاةِ الفَجْـرِ وَصَلاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيلِ)).

"যে ব্যক্তি তার রাতের অযীফা (নামায বা তেলাঅত ইত্যাদি) রেখে ঘুমিয়ে যায়, অতঃপর সে তা ফজর ও যোহরের মধ্য সময়ে পড়ে নেয়, তাহলে তার জন্য রাতে পড়ার মতই (সওয়াব) লেখা হয়।" *(মুসলিম ১৭৭৯নং)*

মুসহাফের প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বর্কতময়, গৌরবময়, মহিমময়, সম্মানীয় ও পবিত্র। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মুসলিম তার প্রতি সম্মান ও আদব প্রদর্শন করবে এবং কোনভাবেই সে এমন কোন কাজ করবে না, যাতে তার কোন প্রকার অসম্মান হয়। যেহেতু কুরআনের অসম্মান করা কুফরী।

হ্যাঁ, যদি এমন কোন কাজ অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটে যায়, যাতে কুরআনের অসম্মান হয়, তাহলে তা ধর্তব্য নয়। যেহেতু মহান প্রতিপালক আমাদেরকে শিখিয়েছেন,

{رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٢٨٦) سورة البقرة

"হে আমাদের প্রতিপালক! যদি আমরা বিস্মৃত হই অথবা ভুল করি, তাহলে তুমি আমাদেরকে অপরাধী করো না।" *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)*

আর তিনি এ প্রার্থনা মঞ্জুরও করেছেন। *(মুসলিম ৩৪৫নং)*

তিনি বলেছেন,

{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا } (٥) سورة الأحزاب

"যে বিষয়ে তোমরা ভুল কর সে বিষয়ে তোমাদের কোন অপরাধ নেই, কিন্তু তোমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে (তাতে অপরাধ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(আহযাব ঃ ৫)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ عزّ وجلّ وَضَعَ عَن أُمّتِي الخطأ ، والنِّسيان ، وما استُكرِهُوا عليهِ)).

"নিশ্চয় মহান আল্লাহ আমার উম্মতের ভুল, বিস্মৃতি এবং যার উপর তাকে নিরুপায় করা হয়, তার (পাপ)কে মার্জনা করেন।" *(ইবনে মাজাহ ২০৪৫নং, বাইহাকী, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান)*

« رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَكْبَرَ ».

"তিন ব্যক্তির নিকট হতে (কিরামান কাতেবীনের পাপ-পুণ্য লিখার) কলম

তুলে নেওয়া হয়েছে; ঘুমন্ত ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়েছে, পাগল ব্যক্তি হতে যতক্ষণ না সে সুস্থ হয়েছে এবং শিশু হতে, যতদিন না সে সাবালক হয়েছে।" *(আহমাদ ১/১৪০, আবূ দাউদ ৪৪০০নং, হাকেম ৪/৪৩০)*

কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মু'মিনের তাক্বওয়ার ব্যাপার, আর নিশ্চয় তাতে রয়েছে তার কল্যাণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ} (٣٠) سورة الحج

"এটাই বিধান। আর কেউ আল্লাহর নিষিদ্ধ (পবিত্র স্থান, বস্তু বা) বিধানসমূহের সম্মান করলে তার প্রতিপালকের নিকট তার জন্য এটাই উত্তম।" *(হাজ্জ ঃ ৩০)*

{ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ } (٣٢) سورة الحج

"এটাই (আল্লাহর) বিধান। আর কেউ আল্লাহর (দ্বীনের) প্রতীকসমূহের সম্মান করলে এটা তো তার হৃদয়ের সংযমশীলতারই বহিঃপ্রকাশ।" *(হাজ্জ ঃ ৩২)*

সুতরাং যাতে কুরআনের অসম্মান বুঝা যায়, তা করা যাবে না। কেউ দলীল খুঁজলে তাকে এই ব্যাপক দলীল দিয়ে বুঝানো যেতে পারে। আর কেউ অসম্মান করলে অবশ্যই তাকে তওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে।

আর কুরআনের প্রতি প্রকৃত সম্মান ও ভালোবাসা এই যে, আন্তরিক ভক্তির সাথে কুরআন পাঠ করতে হবে, তার অর্থ বুঝতে হবে এবং তার আদেশ-উপদেশ ও বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে।

বলাই বাহুল্য যে, কুরআনকে কেবল সুন্দর বাক্স বা জুজদানে ভরে তাকে তুলে রেখে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন যথেষ্ট নয়। আসলে কুরআনের কথা না মানলে সেটাই হয় তার প্রতি বড় অসম্মান প্রদর্শন। স্ত্রী তার স্বামীর যতই প্রশংসা করুক না কেন, যতই সম্মান প্রদর্শন করুক না কেন, সে সম্মানের আতিশয্যে যদি স্বামীর নাম মুখেও না নেয়, কিন্তু স্বামীর কথা না শোনে ও না মানে, তাহলে সে স্ত্রী নিশ্চয়ই বাঞ্ছিতা ও পুণ্যময়ী স্ত্রী নয়।

অতএব আপনার-আমার কর্তব্য কুরআনের যথার্থ কদর ও সম্মান করা, বাহ্যিক ও আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন ফলপ্রসূ নয়।

কুরআনের কসম খাওয়া

কুরআনের প্রতি এক প্রকার তা'যীম ও সম্মান এই যে, কুরআনের কসম খাওয়া যায়, যেহেতু তা আল্লাহর বাণী ও তাঁর সিফাত। তবে মুসহাফ বা

কুরআন হাতে নিয়ে কসম করার রীতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সলফদের যুগে ছিল না। বরং তাঁদের অনেকেই এ কাজকে অপছন্দ করেছেন। *(মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক ৭২৮১-৭২৮৩নং)*

কুরআনকে সুসজ্জিত করা কি তা'যীমের অন্তর্ভুক্ত?

কুরআনের গিলাফ বা কভার-পেজকে নানা রকম নক্সা দিয়ে সুসজ্জিত করা অথবা প্রত্যেক পেজের বর্ডারকে ফুল বা নক্সা দ্বারা চিত্রিত করা দূষনীয় নয়। সোনা-চাঁদি দিয়ে এরূপ করা অথবা কুরআনের অক্ষরাদিকে সোনা দিয়ে লেখা বৈধ কি না, সে নিয়ে লম্বা বিতর্ক রয়েছে।

অনেকে বলেছেন, এটা তা'যীমে অতিরঞ্জন এবং খরচে অপচয়, তাছাড়া তা সাহাবার যুগে ছিল না। সুতরাং তা অবৈধ।

অনেকে বলেছেন, তা'যীম প্রকাশে বৈধ।

অনেকে বলেছেন, কভার পেজকে স্বর্ণ বা রৌপ্য দিয়ে অলংকৃত করা বৈধ; অক্ষরকে নয়।

সুতরাং আল্লাহই ভালো জানেন।

কুরআনী আয়াত দেওয়ালে লটকানো

কুরআন মাজীদের আয়াতকে নকশা বানিয়ে দেওয়ালে টাঙ্গানো বিধেয় নয়। অনেকে তা তাবার্রুক গ্রহণের উদ্দেশ্যে অথবা সৌন্দর্য আনয়নের উদ্দেশ্যে ঘরের দেওয়ালে লটকিয়ে থাকে। কেউ বা নিজের দোকানে খদ্দের বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে বাঁধিয়ে রাখে, কেউ বাড়ির সদর দরজায় অথবা বিল্ডিং-এর সম্মুখভাগে আয়াত খোদাই ক'রে রাখে। কেউ বা নিজ গাড়িতে তাবার্রুক গ্রহণ অথবা দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন বা তার কোন অংশ রেখে থাকে। এ সকল কাজের কিন্তু শরীয়তে কোন সমর্থন মিলে না। *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/৩০-৩৩)*

কুরআনী আয়াত বাড়ি অথবা মসজিদের দেওয়ালে লেখা বা লটকানোর রীতি শ্রেষ্ঠ যুগগুলিতে ছিল না। সুতরাং তা যে নতুন কর্ম তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে তা যদি কোন ভালো কাজ হতো, তাহলে মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে অথবা তাঁর রসূল ﷺ-এর মুখে তা উম্মাহর জন্য বিধিবদ্ধ করতেন। যেহেতু মানুষের জন্য প্রত্যেক উপকারী জিনিসই শরীয়তে বিধিবদ্ধ ক'রে স্পষ্ট করা হয়েছে। পরন্তু তা উত্তম কিছু হলে সলফে সালেহীন ক'রে যেতেন।

যারা কুরআনী আয়াত দেওয়ালে লেখে বা কিছুতে লিখে তাতে লটকায়, তাদের অনেকে বলে, তা নাকি তারা স্মরণ, মুখস্থ বা উপদেশ গ্রহণের জন্য লেখে।

সে উদ্দেশ্য যদি সত্য হয়, তাহলে বলা যায় যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে, তাহলে এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তা যদি এমন নক্সা বা সৌন্দর্যখচিত অক্ষরে লেখা হয় অথবা আয়াতের চারিপাশে বর্ডারে এমন নক্সা ও সৌন্দর্য থাকে যে, লোকে তাই দেখতে থাকে, কুরআনের আয়াত কেউ পড়ে কি না সন্দেহ।

অনেকে বলে, নক্সাখচিত ক'রে লেখাতে তাদের উদ্দেশ্য হল মহান আল্লাহর বাণীকে সম্মান দেওয়া। বর্ণনাতীত সুন্দর বাণীকে অতি সুন্দর ক'রে লিখে তার প্রতি তা'যীম প্রকাশ করা।

কিন্তু তা'যীম ও সম্মান প্রকাশের এমন পদ্ধতি মহানবী ﷺ ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-গণের যুগে ছিল না। তাঁরা এইভাবে কুরআনের প্রতি তা'যীম প্রকাশ করেননি। তা করা ভালো হলে, তাঁরা কি তা করতেন না?

অনেকে বলে, কুরআনের আয়াত দেওয়ালে লিখে বা লটকিয়ে তাদের উদ্দেশ্য নাকি তাবার্রুক বা বর্কত গ্রহণ।

আমরা বলি, আসল বর্কত তো কুরআন তিলাঅত ও আমল করলে আসে। প্রদর্শনী কক্ষের মতো তা লিখে বা লটকে রেখে নয়।

অনেকের উদ্দেশ্য, তার মাধ্যমে মঙ্গল আনয়ন ও অমঙ্গল দূরীভূত করা।

কিন্তু তার জন্য কুরআন তিলাঅত করতে হয়, তাবীয আকারে ব্যবহার করলে বা দেওয়ালে লিখলে তা হয় না। যেমন উক্ত উদ্দেশ্যে অনেকে আয়াতুল কুরসী লিখে রাখে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ البَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ البَقَرَةِ)).

"তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলোকে কবরে পরিণত করো না। কেননা, যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে।" *(মুসলিম ১৮৬০নং)*

আরো বলা হয়েছে, 'যখন তুমি (ঘুমাবার জন্য) বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুর্সী পাঠ ক'রে (ঘুমাবে)। তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত হবে। আর সকাল পর্যন্ত তোমার কাছে শয়তান আসতে পারবে না।' (বুখারী ২৩১১নং)

তাহলে পড়ার জায়গায় লিখাতে কি সেই উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে?

এ ছাড়া কুরআনের আয়াত হয়তো বাড়ির এমন দেওয়ালে লেখা থাকে, যেখানে তার অসম্মান হতে পারে। যেমন সে কক্ষে সহবাস হতে পারে, হৈ-হট্টগোল বা অশ্লীল কথাবার্তা হতে পারে, গান-বাজনা হতে পারে। আর এতে রয়েছে কুরআনের পরোক্ষ অপমান ও অসম্মান। আর যে কোনভাবে সেই লেখাতে পা পড়লে অথবা কোন নোংরা পড়লে তাতে হয় প্রত্যক্ষ অপমান ও অসম্মান।

এতদ্সত্ত্বেও যদি কুরআনের আয়াতকে কোন প্রাণীর আকারে লেখা হয়; যেমন পাখি বা মানুষের আকারে লেখা হয়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবে বৈধ নয়। অনুরূপ উচিত নয় মসজিদ, মিনার বা ইমারতের আকারে লেখা। আর তা দিয়ে নিজের বাড়ির দেওয়ালের সৌন্দর্যায়ন হল হীন উদ্দেশ্য।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের আয়াতকে উষমানী লিপি ছাড়া অন্য লিপিতে লেখা যাবে কি না, তা নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকের নিকটে অন্য লিপিতে লেখাই বৈধ নয়। তাহলে সৌন্দর্যখচিত লিপিতে তা লেখা কোন্ পর্যায়ের অবৈধ হতে পারে তা অনুমেয়। *(ফাতাওয়া ইবনে উষাইমীন ৩/২০৭-২০৯ দ্রঃ)*

তা'যীম প্রকাশার্থে কুরআন কি চুম্বন করা বিধেয়?

কুরআন তিলাঅতের আগে অথবা পরে কুরআন তুলে চুম্বন করা, চোখে বুলানো অথবা কপালে লাগিয়ে সিজদা করা বৈধ নয়। যেহেতু আল্লাহর কালামের প্রতি ভক্তি ও তা'যীম প্রদর্শন এক প্রকার ইবাদত। আর ইবাদতের ঐ পদ্ধতি কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অতএব তা বিদআত হতে পারে।

সঊদী আরবের উলামা কমিটি এক বাক্যে বলেছেন, 'কুরআন কারীম চুম্বন বিধেয় হওয়ার ব্যাপারে কোন দলীল আমাদের জানা নেই। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তিলাঅত করার জন্য, তা বুঝার জন্য এবং সেই অনুযায়ী আমল করার জন্য।' *(ফাতাওয়াল লাজনাতিদ দায়েমাহ ৪/ ১২২)*

ইকরামাহ বিন আবী জাহল থেকে যা বর্ণিত আছে, তা সহীহ নয়। এই জন্য অনেকে তা বিদআত বলেছেন।

অনেকে বলতে পারেন, 'কুরআন চুম্বনে তো অধিক সম্মান ও ভক্তি প্রকাশ পায়, তাহলে তাতে সমস্যা কী?

কিন্তু উত্তরে বলা যায়, 'তাহলে কুরআনের প্রতি সম্মান ও ভক্তি প্রকাশের

উক্ত পদ্ধতি সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর নিকট অজানা থেকে গেল এবং পরবর্তী কালে তা প্রকাশ পেল? তাতে মঙ্গল থাকলে কি তাঁরা ক'রে যেতেন না? কুরআনের প্রতি তাঁদের সম্মান ও ভক্তি কি আমাদের চাইতে কম ছিল?'

এই শ্রেণীর চুম্বন আসলে কি বৈধ, নাকি অবৈধ? আমরা যদি সলফের নিক্তিতে ওজন করি, তাহলে অবশ্যই তার সমাধান সহজ হয়ে যাবে এবং এই শ্রেণীর আরো বহু সমস্যার ক্ষেত্রে বিধান স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হাজারে আসওয়াদের (পাথর) চুম্বন দেওয়ার সময় উমার ﷺ বলেছিলেন,

إِنِّى أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْلاَ أَنِّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

'(হে পাথর!) আমি জানি তুমি একটি পাথর। তুমি কোন উপকার করতে পার না, অপকারও না। যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।' *(আহমাদ ৯৯ প্রভৃতি, বুখারী ১৫৯৭, মুসলিম ৩১৩৬-৩১২৯, আবূ দাউদ ১৮৭৫, তিরমিযী ৮৬০, নাসাঈ ২৯৩৭নং)*

বলা বাহুল্য, পাথরটি বেহেশ্‌তের পাথর। তার মহব্বতে উমার ﷺ চুম্বন করতে পারতেন। কিন্তু তাতেও তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ খুঁজলেন এবং সুন্নাহতে তা বিধেয় হওয়ার দলীল পেয়েই পাথর চুম্বন করলেন।

এটাই হল সালাফী পদ্ধতি। এটাই হল সলফদের রীতি। 'যদি আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।'

সুতরাং কুরআন চুম্বনের ক্ষেত্রেও সেই রীতি পালিত হওয়া আবশ্যক। অন্য কথায়, 'এটাতে সমস্যা কী? এটা তো ভক্তির প্রকাশ' বলে নিজের মনের খেয়াল-খুশিতে ভালো লাগার ভিত্তিতে তা করা বৈধ নয়।

আরো একটি উদাহরণ দেখুন। আবূ বাক্‌র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) যখন কুরআন একত্রিত করতে লাগলেন, তখন সাহাবী যায়দ বিন সাবেত ﷺ বলেছিলেন,

كيف تفعلون شيئاً ما فعله رسول الله ﷺ؟

'আপনারা সেই কাজ কীভাবে করবেন, যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি?'

এখন যদি কুরআন চুম্বনকারী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'আপনি সেই কাজ কীভাবে করবেন, যে কাজ রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি?'

তাহলে সে আজীব আজীব উত্তর দেবে, 'আরে ভাই! এতে সমস্যা কী? এতে

তো কুরআনের তা'যীম প্রকাশ করা হয়।'

অতঃপর যদি তাকে বলা হয়, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি কুরআনের তা'যীম করতেন? তিনি কি চুম্বন দিয়েছেন? তিনি নিশ্চয়ই কুরআনের তা'যীম করতেন এবং তিনি কুরআন চুম্বন দেননি।'

তখন সে বলবে, 'আপনি তো এখন মোবাইল ব্যবহার করছেন, গাড়ি চাপছেন, প্লেনে সফর করছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কি তা করেছেন?'

বুঝতেই পারছেন, এ ব্যক্তি এবং দুঃখের বিষয় যে, এর মতো বিদআত না বোঝা বহু আলেমও এইভাবে দ্বীন ও দুনিয়ার মাঝে তালগোল পাকিয়ে ফেলে এবং পার্থিব আবিষ্কারকেও তারা বিদআত বুঝে ভুল ক'রে থাকে অথবা পার্থিব আবিষ্কারকে যেমন বিদআত বলা হয় না, তেমনি দ্বীন ও ইবাদতের মধ্যেও নতুন আবিষ্কার বিদআত নয় বলে ধারণা করে। *(কাইফা য়্যাজিবু আলাইনা আন নুফাস্সিরুল কুরআন, আলবানী ১৬-১৭পৃঃ)*

আরো বলা যায় যে, নিজের মন যেটাকে 'ভালো' মনে করে, সেটাই 'ভালো' হয় না। বরং শরীয়ত যাকে 'ভালো' বলে, কেবল সেটাই 'ভালো' হয়।

একদা মুআবিয়া ﷺ কা'বাগৃহের তওয়াফ করছিলেন। তিনি হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামানী ছাড়াও অন্য দুটি রুক্ন (কোণ)কে স্পর্শ করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন ইবনে আব্বাস ﷺ। তাঁর এই আমল দেখে তাঁকে বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ হাজারে আসওয়াদ ও রুক্নে ইয়ামানী ছাড়া অন্য রুক্ন স্পর্শ করতেন না।' মুআবিয়া বললেন, 'আল্লাহর গৃহের কোন রুক্নই তো পরিত্যাজ্য হওয়া উচিত নয়।' ইবনে আব্বাস বললেন, 'কিন্তু (মহান আল্লাহ বলেছেন,)

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٢١) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(সূরা আহযাব ২১ আয়াত)* এ কথা শুনে মুআবিয়া বললেন, 'ঠিকই বলেছ।' *(আহমাদ ১৮৭৭, তিরমিযী ৮৫৮, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ২৩২৩নং)*

অনুরূপ য়্যা'লা বিন উমাইয়্যাহ বলেন, একদা আমি উমার বিন খাত্ত্বাবের (এক বর্ণনামতে উষমানের) ﷺ সাথে তওয়াফ করছিলাম। অতঃপর যখন দরজা ও হাজারের লাগালাগি (পশ্চিম দিকের) রুক্নের কাছে এলাম, তখন আমি তাঁর হাত ধরে ইঙ্গিত করলাম, যাতে তিনি তা স্পর্শ করেন। তিনি

বললেন, 'তুমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তওয়াফ করনি?' আমি বললাম, 'অবশ্যই।' বললেন, 'তুমি কি তাঁকে স্পর্শ করতে দেখেছ?' বললাম, 'না।' বললেন, 'তাহলে পার হয়ে চল। তোমার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।' *(আহমাদ ২৫৩, আবূ য়্যা'লা ১৮২, আব্দুর রায্যাক ৮৯৪৫নং)*

সকল আমলের ক্ষেত্রে সালাফী এই রীতি পালন করলে মানুষ সঠিক পথ পাবে। সুতরাং মহান আল্লাহর কাছে আমরা তওফীক কামনা করি।

অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ না করা

কুরআনে প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি কাজ এই যে, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত বা সহবাসজনিত কারণে অপবিত্র নারী-পুরুষ অথবা ঋতুস্রাবজনিত কারণে অপবিত্র নারী কুরআন সরাসরি স্পর্শ করতে পারে না। আর এ কথা যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

নাপাক অবস্থায় কুরআন পাঠ না করা

কুরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি আচরণ এই যে, স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত বা সহবাসজনিত কারণে অপবিত্র নারী-পুরুষ কুরআন পড়তে পারে না। অবশ্য ঋতুস্রাবজনিত কারণে অপবিত্র নারী কুরআন সরাসরি স্পর্শ না ক'রে পড়তে পারে। আর এ কথাও যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

অমুসলিমকে কুরআন দেওয়া

কুরআন পবিত্র। পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। (এ কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।) আর অমুসলিমদের হৃদয় ঈমানহীন অপবিত্র এবং দেহ ফরয গোসলহীন নাপাক, তাই তাকে (আসল আরবী) কুরআন দেওয়া যাবে না। এ কর্মেও আছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি যথার্থ সম্মান।

অবশ্য কোন অমুসলিম ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়ে কুরআন পড়তে চাইলে তাকে কুরআনের অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে। আরবী হলে সংক্ষিপ্ত তফসীরবিশিষ্ট কুরআন দেওয়া যেতে পারে।

শত্রুদের পরিবেশে কুরআন না রাখা

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সেই জায়গায় রাখা উচিত নয় অথবা এমন দেশ ও পরিবেশে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, যেখানে শত্রু কর্তৃক অসম্মানিত হওয়ার

আশঙ্কা আছে। আজকাল ইন্টার নেটে দেখা যায়, কুরআনকে কতভাবে অসম্মান করা হচ্ছে। একজন মুসলিম নামধারী নারী সিগারেট হাতকে কুরআনের উপর রেখে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখালিখি করছে। কোন কাফের নর্তকী কুরআনের উপর নাচ দেখাচ্ছে। কেউ জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কেউ আরো অন্যভাবে অসম্মান করছে। অবশ্যই মুসলিম নামধারী কাফের, মুনাফিক ও অমুসলিমদের কাছে সে সকল দৃশ্য বড় আনন্দদায়ক। কিন্তু একজন মুসলিমের নিকট তা কত বড় বেদনাদায়ক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের কর্তব্য, তার প্রতিবাদ করা, পারলে প্রতিকার করা এবং শত্রুদের হাতে কুরআন যাতে অসম্মানিত না হয়, তার প্রয়াসে সার্বিক চেষ্টা করা। আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন, যাতে কুরআন নিয়ে শত্রুদেশে সফর না করা হয়।' *(বুখারী ২৯৯০, ৪৯৪৬-৪৯৪৭নং)*

হাত হতে কুরআন পড়ে গেলে

অসাবধানয়তায় উঁচু জায়গা হতে অথবা হাত হতে কুরআন পড়ে গেলে করণীয় কী?

নিশ্চয় কুরআনকে অবহেলা বা হেলাফেলা করা মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে পড়ে গেলে কী করা কর্তব্য?

মনে পড়ে, আমি তখন ছাত্রীদেরকে কুরআনের দর্স দিচ্ছিলাম। এমন সময় এক ছাত্রীর হাত থেকে কুরআন পড়ে গেল। তা দেখে 'হায়-হায়! এ কী করলি, এ কী করলি' বলে অন্য ছাত্রীদের নিকট থেকে ভর্ৎসনা আসতে লাগল। প্রত্যেকের মনে ছিল কুরআনের প্রতি সুগভীর সম্মান।

মেয়েটি সশঙ্ক মনে ভয়জড়িত কণ্ঠে বলল, 'এখন কী হবে?'

সঙ্গিনীরা বলল, 'চাল দিতে হবে, চাল দিতে হবে।'

আমি বললাম, 'চাল দিতে হবে মানে?'

বলল, 'দাঁড়িপাল্লা এনে এক দিকে কুরআন ও অন্য দিকে চাল রেখে সমান ওজনের চাল সদকা করতে হবে।'

আমি বললাম, 'এ ফতোয়া কে দিয়েছে?'

তারা বলল, 'বড় মৌলবী সাহেব জী।'

আমি বললাম, 'বড় মৌলবী সাহেব কুরআনকে এত ছোট মনে করেছেন যে, তাকে চালের সমান ওজন করতে বলেছেন। আরে কুরআন এত ছোট জিনিস

নয়। আমি ছোট মৌলবী সাহেব বলছি, কুরআনের সমান সোনা দিতে হবে।'

এ কথা শুনে মেয়েটি কাঁদতে শুরু ক'রে দিল। জানি না, সে কান্না ছিল অপরাধের কারণে আল্লাহর ভয়ে, নাকি এতো সোনা না দিতে পারার ভয়ে। যাই হোক আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, 'চুপ কর। কিছু দিতে হবে না। তুমি তো ইচ্ছাকৃত ফেলনি।'

সে বলল, 'জী না। রেহেলটা আগে রাখতে গিয়ে পড়ে গেল।'

আমি বললাম, 'সমস্যা নেই, আল্লাহর কাছে তোমার শৈথিল্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে নাও।'

মোটকথা, যদি অনিচ্ছাকৃত হাত থেকে কুরআন পড়ে গেলে অথবা নিতে গিয়ে উপর থেকে নিচে পড়ে গেলে অথবা রাখা ছিল এমতাবস্থায় কোন শিশু তা নিয়ে খেলা করতে গিয়ে ফেলে দিলে অথবা পাশে রাখা ছিল, ঘুমের ঘোরে আকস্মিকভাবে তাতে গা বা পা লেগে গেলে দোষ হবে না। অবশ্য কিছু অসাবধানতা নিশ্চয়ই থাকে, তার জন্য আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার ও অনুতাপ প্রকাশ করা উচিত। আর এমন ঘটনা যাতে পুনর্বার না ঘটে তার জন্য সদা সদিচ্ছা ও সতর্কতা রাখা উচিত।

প্রকাশ থাকে যে, পরিবেশ গুণে অনেকের অভ্যাস আছে, কোন বই হাত থেকে পড়ে গেলে তারা তাকে তুলে নিয়ে চুমা দেয় বা কপালে ঠেকায়। ইসলামে এটাও বিধেয় নয়।

কতিপয় কর্ম যাতে কুরআনের প্রতি আদব আছে

কুরআন পড়ার সময় মুখের লালা আঙ্গুলে লাগিয়ে পাতা উল্টাবেন না। কারণ, তাতে আপনার মুখের লালা কুরআনের পাতায় লেগে যায়; যা কুরআনের প্রতি অসম্মানসূচক। আমি যদি আমার আঙ্গুলে আমার মুখের লালা নিয়ে আপনার চেহারায় লাগিয়ে দিই, তাহলে নিশ্চয়ই আপনি তা পছন্দ করবেন না। হয়তো আমাকে অসভ্য বলবেন।

অনেকে কুরআন পড়তে পড়তে পায়ের তলায় হাত রাখে। অতঃপর কুরআনে হাত দেয়। এটাও ঠিক নয়।

কুরআনের ওপর কুরআন ছাড়া অন্য কিছু রাখা কুরআনের প্রতি আদবের খিলাপ।

কুরআন উঁচু জায়গায় রাখা, পড়ার সময় রেহেল ব্যবহার করা কুরআনের সাথে আদবের পরিচয়।

কুরআন পড়ার সময় কুরআনকে মাটিতে, কোল (লজ্জাস্থান) বা পায়ের উপর না রাখাও আদবের পরিচয়।

তাতে হেলান দিয়ে বসা বৈধ নয়। পেছন ক'রে বসা, তাকে নিচে রেখে উপরে বসা আদবের খিলাপ। কোথাও নিরুপায় হলে আলাদা কথা।

যে রুমে কুরআন সামনে বা বাইরে আছে, সে রুমে সহবাস না করা, রেডিও-টিভি না চালানো কুরআনের প্রতি আদবের পরিচয়।

কুরআনকে তা'যীম ক'রে তার জিলদে আতর লাগানো দূষণীয় নয়।

কুরআন রাখার সময় ঠুকে বা ছুড়ে রাখা বা কাউকে দেওয়ার সময় ছুড়ে দেওয়া কুরআনকে অসম্মান করার শামিল।

ছেঁড়া কুরআনেরও সম্মান বজায় রাখুন

কুরআন জীর্ণ-শীর্ণ বা নষ্ট হয়ে গেলে, কুরআন থেকে পাতা বিচ্ছিন্ন হলে তা পানিতে ফেলবেন না। কারণ, পানির সাথে ময়লাও ভাসে অথবা ভাসিয়ে নিয়ে নোংরা জায়গায় ফেলতে পারে। সুতরাং তা পবিত্র মাটির নিচে (গোরস্থানে) দাফন করে ফেলুন, নতুবা ভালো করে পুড়িয়ে তার ছাই মাটিতে পুঁতে ফেলুন। কুরআনের পাতা বা তার টুকরো কোন জায়গায় পড়ে থাকতে দেখলে তা তুলে নিয়ে ঐ কাজ করুন।

অসম্মানের নিয়তে ভালো কুরআন পোড়ালে নিশ্চয় সেটা কুফরী। আর অসম্মানের হাত থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ কুরআনের কপি ক'রে বাকী অংশগুলি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। *(বুখারী ৪৯৮৭নং)* সুতরাং তাতে দোষ কিছু নেই।

কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে না যাওয়ার গুরুত্ব

কুরআন হিফ্য করুন এবং হিফ্য করার পর তা যেন ভুলে না যান।

কুরআন শেখার পর তা ভুলে যাবেন না। যে সূরা মুখস্থ আছে, তা যেন মুখস্থ থাকে সেই চেষ্টাই করবেন। মুখস্থ সূরা নামাযে পড়ুন, তাহলে অনুশীলনের ফলে তা মনে থাকবে। প্রত্যহ কিছু কিছু ক'রে তিলাঅত করুন। নামাযের আযান হওয়া মাত্র মসজিদে এসে তাহিয়্যাতুল মাসজিদ পড়ে বসে না থেকে নিয়মিত কুরআন পাঠ করুন। প্রতীক্ষার দীর্ঘ সময়কে কুরআন পাঠ ক'রে কাজে লাগান।

গাড়িতে ও বাড়িতে কুরআনের ক্যাসেট শুনুন। তা না করতে পারলে কুরআন মুখস্থ থাকবে না।

কুরআন মুখস্থ রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ ক'রে মহানবী ﷺ বলেন,

« تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنَ الإِبِلِ فِى عُقُلِهَا ».

"তোমরা নিয়মিত কুরআন পাঠ কর। নচেৎ সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! বাঁধা উট যেমন তার রশি থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।" *(বুখারী ৫০৩৩, মুসলিম ১৮৮০নং)*

তিনি বলেন,

«إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ الإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ».

"কুরআন-ওয়ালা হল বাঁধা উট-ওয়ালার মতো। সে যদি তা বাঁধার পর তার যথারীতি দেখাশোনা করে, তাহলে বাঁধাই থাকবে। নচেৎ ঢিল দিলেই উট পালিয়ে যাবে।" *(বুখারী ৫০৩১, মুসলিম ১৮৭৫নং)*

অন্য একটি বর্ণনায় আছে,

« وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ ».

"কুরআন-ওয়ালা (হাফেয) যদি সচেষ্ট থেকে রাতে-দিনে পাঠ করে, তাহলে তা মনে রাখতে পারে। আর তা না করলে ভুলে যায়।" *(মুসলিম ১৮৭৬নং)*

তিনি আরো বলেন,

((تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَتَعَاهَدُوهُ وَاقْتَنُوهُ وَتَغَنُّوا بِهِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ الْمَخَاضِ فِي الْعُقُلِ)).

"তোমরা আল্লাহর কিতাব শিক্ষা কর, (পাঠ করার মাধ্যমে) তার যত্ন কর, তা ঘরে রাখ এবং সুরেলা কণ্ঠে তা তেলাঅত কর। কারণ, উট যেমন রশির বন্ধন থেকে অতর্কিতে বের হয়ে যায়, তার চেয়ে অধিক অতর্কিতে কুরআন (স্মৃতি থেকে) বের হয়ে (বিস্মৃত হয়ে) যায়।" *(আহমাদ ১৭৩১৭, দারেমী ৩৩৪৮নং)*

সুতরাং বারবার যথা নিয়মে পুনরাবৃত্তি করলে তবেই কুরআন মনে থাকবে। নচেৎ অনায়াসেই তা মন থেকে মুছে যাবে। ফাল্লাহুল মুস্তাআন।

অতঃপর কুরআন ভুলে গেলে 'ভুলে গেছি' বলবেন না।

মুখস্থ কুরআন ভুলে গেলে 'ভুলে গেছি' বলা মকরূহ। কারণ তাতে গাফলতি ও অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। বরং সেই সময় বলতে হয়, 'আমাকে কুরআন ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।' মহানবী ﷺ বলেন,

((بِئْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّيَ، وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنْ النَّعَمِ)).

"কারো এ কথা বলা নিকৃষ্ট যে, 'আমি অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি।' বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমরা কুরআন স্মরণ করতে থাকো। কারণ তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চাইতে বেশি জলদি পালিয়ে যায়।"

« بِئْسَمَا لِلرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ أَوْ نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسِّىَ ».

"কোন ব্যক্তির এ কথা বলা নিকৃষ্ট যে, 'আমি অমুক অমুক সূরা অথবা অমুক আয়াত ভুলে গেছি।' বরং তাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।" *(বুখারী ৫০৩২, ৫০৩৯, মুসলিম ১৮৭৭-১৮৭৯নং)*

মহানবী ﷺ নিজেও বলতেন, 'আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।' মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা নবী ﷺ মসজিদে এক ব্যক্তির ক্বিরাআত মন দিয়ে শুনলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

« رَحِمَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْكَرَنِى آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا ».

"আল্লাহ ওকে রহম করুন! ও আমাকে একটি আয়াত মনে করিয়ে দিয়েছে, যা আমাকে ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল।" *(মুসলিম ১৮৭৪নং)*

এখানে কথা বলার আদবের সাথে আরো একটি অন্তর্নিহিত নির্দেশ লক্ষ্য করা যেতে পারে। আর তা হল এই যে, কুরআন মুখস্থ রাখার যেন এমন অবস্থা না হয় যে, তখন বলতে হয়, 'আমি ভুলে গেছি।' অর্থাৎ, কুরআন হিফ্য করার পর অবহেলা ক'রে তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। বরং মনে রাখা উচিত যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا

وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى} (١٢٦) سورة طه

"যে আমার কুরআন থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!' তিনি বলবেন, 'তুমি এইরূপ ছিলে, আমার আয়াতসমূহ তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে।" *(ত্বা-হাঃ ১২৪-১২৬)*

মহানবী ﷺ তো অবশ্যই, সাহাবায়ে কিরামগণও কুরআন নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করতেন। কুরআন যাতে বিস্মৃত না হন, তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)।

উদাহরণ স্বরূপ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'সেই সত্তার কসম, যিনি ছাড়া সত্যিকার কোন মাবূদ নেই! আল্লাহর কিতাবের যে কোন সূরাই অবতীর্ণ হয়েছে, তার ব্যাপারেই আমি জানি, তা কোথায় অবতীর্ণ হয়েছে। আর আল্লাহর কিতাবের যে কোন আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছে, তার ব্যাপারেই আমি জানি, তা কী বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। আর আমি যদি জানতে পারি যে, কেউ আল্লাহর কিতাব সম্বন্ধে আমার থেকে বেশি জানে, তাহলে উটে চড়ে পৌঁছনো সম্ভব হলে আমি তার নিকট পৌঁছে যাব।' *(বুখারী ৫০০২নং)*

একদা কুরআন নিয়ে আলোচনা করতে করতে মুআয বিন জাবাল ﷺ আবূ মূসা আশআরী ﷺ-কে বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ! তুমি কীভাবে কুরআন পাঠ কর?'

আবূ মূসা বললেন, 'আমি সময়-সময় একটু-একটু ক'রে পাঠ করি। আর তুমি কীভাবে পাঠ কর হে মুআয?'

মুআয বললেন, 'প্রথম রাত্রে ঘুমিয়ে যাই, তারপর কিছু অংশ ঘুম শেষ ক'রে উঠি এবং আল্লাহর যতটুকু (আমার ভাগ্যে) লিখেছেন, ততটুকু পাঠ করি। সুতরাং আমি আমার ঘুমে সওয়াবের আশা রাখি, যেমন আমি আমার উঠাতেও সওয়াবের আশা রাখি।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মুআয আবূ মূসাকে বললেন, 'তুমি কীভাবে কুরআন পড়?'

আবূ মূসা বললেন, 'দাঁড়িয়ে, বসে এবং সওয়ারীর উপরে। সময়-সময় একটু-

একটু ক'রে পাঠ করি।'

মুআয বললেন, 'কিন্তু আমি উঠে (কুরআন বা নামায পড়ি) এবং ঘুমাই। সুতরাং আমি আমার ঘুমেও সওয়াবের আশা রাখি, যেমন আমি আমার উঠে (কুরআন বা নামায পড়াতেও) সওয়াবের আশা রাখি।' *(বুখারী ৪৩৪১-৪৩৪৫, মুসলিম ৪৮-২২নং)*

কুরআন শোনার বিধান

কুরআন তিলাঅত শোনার সময় অন্য কাজ বা কথায় ব্যস্ত না থেকে চুপ থেকে মনোযোগ সহকারে শুনুন। তাহলে তাতে করুণাপ্রাপ্ত হবেন। কেননা, মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (٢٠٤) سورة الأعراف

অর্থাৎ, যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নীরব থাক। যাতে তোমাদের প্রতি করুণা বর্ষণ হয়। *(আ'রাফ ঃ ২০৪ আয়াত)*

কুরআন মনোযোগ সহকারে শোনা নামাযে ওয়াজেব। নামাযের বাইরে শোনা ওয়াজেব কি না, সে ব্যাপারে বিতর্ক আছে। অবশ্য তাতে লাভ হল এই যে, মহান করুণাময়ের করুণাপ্রাপ্ত হওয়া যাবে।

কুরআন পাঠ করা হলে অমনোযোগী হওয়া যাবে না, কথা বলা যাবে না, গোলমাল করা যাবে না। বরং কুরআন না শুনে গোলমাল সৃষ্টি করার কাজ হল কাফেরদের। মহান আল্লাহ তাদের কথা কুরআনে বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} (٢٦) فصلت

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'তোমরা এ কুরআন শ্রবণ করো না এবং তা আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর; যাতে তোমরা জয়ী হতে পার।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ২৬)*

এরূপ কাজের শাস্তির কথা ঘোষণা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٧) ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ } (٢٨)

"আমি অবশ্যই সত্যপ্রত্যাখ্যানকারীদেরকে কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাব

এবং নিশ্চয়ই আমি ওদের নিকৃষ্ট কার্যকলাপের সাজা দেব। এ হল আল্লাহর শত্রুদের সাজা; জাহান্নাম। আমার নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার করার প্রতিফলস্বরূপ সেখানে ওদের জন্য স্থায়ী আবাস রয়েছে।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ২৭-২৮)*

যে খুব সুন্দর কুরআন পড়তে পারে, তার নিকট থেকে কুরআন শুনতে চাওয়া মুস্তাহাব। একদা আল্লাহর নবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদের নিকট থেকে কুরআন শুনতে চাইলেন। ইবনে মাসউদ ﷺ বললেন, 'আমি আপনার নিকট কুরআন পড়ব, অথচ কুরআন আপনার উপর নাযিল হয়েছে?' তিনি বললেন, "আমি তা অপরের নিকট থেকে শুনতে ভালোবাসি।" *(বুখারী ৫০৫৬নং)*

এ ক্ষেত্রে ভালো ভালো ক্বারীদের ক্বিরাআত আপনি বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমেও শুনতে পারেন।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কুরআন পড়া ভাল, নাকি শোনা ভাল? আসলে উত্তম হল তাই করা, যা মনোযোগের জন্য এবং প্রভাবান্বিত হওয়ার ব্যাপারে বেশী উত্তম। কারণ তিলাঅতের উদ্দেশ্য হল, আয়াতের অর্থ অনুধাবন, হৃদয়ঙ্গম ও মহান আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল। *(সালাতুল-লাইলি অত্-তারাবীহ, ইবনে বায ৪৬পৃঃ)*

বাজারে দোকানে কুরআনের ক্যাসেট বাজানো উচিত নয়। যেহেতু ব্যস্ত মানুষ তা শোনে না। অনুরূপ মাইকে সারা রাত শবীনা পাঠও সকল মানুষ শোনে না। অবশ্য যে ব্যস্ত মানুষের কানে কুরআনের আওয়াজ আসে, তার জন্য মনোযোগ সহকারে শোনা ওয়াজেব নয়। আর মানুষ শুনতে না চাইলে জোর ক'রে শোনানোতে এক প্রকার কুরআনের অবমাননা হয়। তাই যারা এমনটি করে, তাদের জন্য তা বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে কিচেনে রান্নার কাজ করতে করতে, সংসারের ঝাট-ঝাড়ুর কাজ করতে করতে, গাড়িতে ড্রাইভিং করতে করতে কুরআন শুনে সময় দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। যেহেতু অনুরূপ কাজে কুরআনের প্রতি মনোযোগ নষ্ট হয় না। অবশ্য কারো সাথে কথাবার্তা ইত্যাদি বলতে গিয়ে মনোযোগ নষ্ট হলে কুরআন বন্ধ করতে হবে।

এই জন্য গাড়িতে বা মজলিসে আপোসে কথা বলার সময় কুরআন চালানো বৈধ নয়।

কুরআনের অধিকার

কুরআন এসেছে সুমহান স্রষ্টার নিকট থেকে। তার প্রতি অবশ্যই আমাদের কর্তব্য আছে। আমাদের উপর তার বহু অধিকার আছে। তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান অধিকার হল, কুরআনের প্রতি ঈমান আনা।

যেহেতু তা মহান আল্লাহ বাণী, সেহেতু তার সম্মান করা আমাদের কর্তব্য।

আরো একটি অধিকার হল, কুরআনের হিফাযত করা। তা হিফ্য করা এবং এমন জায়গায় এমনভাবে লিপিবদ্ধ করা, যাতে কোন প্রকার ক্ষতি না হয় এবং তার কিছুও নষ্ট না হয়।

এ ছাড়া কুরআন বুঝে পাঠ করা, কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং কুরআনের অনুসারী হওয়াও আমাদের প্রতি কুরআনের এক-একটি অধিকার। জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআনকে সংবিধান রূপে মান্য করা মানুষের কর্তব্য।

কুরআনের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেওয়া, কুরআন বিরোধী উক্তির খন্ডন ও প্রতিবাদ করা, তার সম্মান রক্ষা করা ইত্যাদি কুরআনের অধিকার প্রদানের শামিল।

কুরআন এসেছে মহান প্রতিপালকের নিকট থেকে এবং তা এসেছে আমাদের জীবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য, ইহ-পরকালের জীবন সুখময় করার জন্য। সুতরাং তা নিয়ে আমাদের খুশী হওয়া উচিত।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (٥٨)

"হে মানব জাতি! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে উপদেশ ও অন্তরের রোগের নিরাময় এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও করুণা সমাগত হয়েছে। তুমি বলে দাও, 'এ হল আল্লাহরই অনুগ্রহ ও করুণায়; সুতরাং এ নিয়েই তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত; এটা তারা যা (পার্থিব সম্পদ) সঞ্চয় করছে তা হতে অধিক উত্তম।" (ইউনুস ঃ ৫৭-৫৮)

যদিও পার্থিব সম্পদের সাথে সে মহা অনুগ্রহ ও করুণার কোন তুলনাই হয় না, তবুও যেহেতু মানুষ তা বর্জন ও প্রত্যাখ্যান ক'রে পার্থিব ক্ষণস্থায়ী বিষয়-বস্তুকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে, তাই তিনি মানুষকে সতর্ক করেছেন।

সুতরাং তা নিয়ে মু'মিনের উচিত মনে মনে খুশী, গর্বিত ও আনন্দিত হওয়া। না, তা প্রকাশ করার জন্য কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। বরং মু'মিনের হৃদয় সদা খোশ থাকে সে অনুগ্রহ লাভ ক'রে। নিশ্চয় সেটা নির্দিষ্ট কোন দিন, কাল বা অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ হল সার্বক্ষণিক আনন্দ। এতে দুনিয়ায় মু'মিন সুখানুভব করে। আর তার ফলে মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ হয়। ঈমানে বৃদ্ধিলাভ হয়। নিশ্চয় এ গর্ব এবং আনন্দ প্রশংসনীয়।

পক্ষান্তরে পার্থিব কোন বিষয়-বিলাস নিয়ে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়া অথবা বাতিল কিছু নিয়ে খুশী হওয়া এর বিপরীত নিন্দনীয়। যেহেতু তা এক প্রকার দাম্ভিকতা ও অহমিকা। যেমন মহান আল্লাহ ধনগর্বিত কারূনের জাতির কথা বলেছেন, তার জাতি তাকে বলেছিল,

{لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ } (٧٦) سورة القصص

'দম্ভ করো না, আল্লাহ দাম্ভিকদেরকে পছন্দ করেন না।' (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৬)

অনুরূপ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ}

"এটা এ জন্য যে, তোমরা যা হারিয়েছ তাতে যেন তোমরা বিমর্ষ না হও এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য আনন্দিত না হও। গর্বিত ও অহংকারীদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেন না।" (হাদীদ ঃ ২৩)

যেমন রসূল-বিরোধী মানুষের বাতিল ইল্‌ম নিয়ে গর্বের কথা বলেছেন,

{فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ} (٨٣) سورة غافر

"ওদের নিকট যখন স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ ওদের রসূল এসেছিল, তখন ওরা নিজেদের জ্ঞানের দম্ভ করল। আর ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল। (মু'মিন ঃ ৮৩)

এ হল নিন্দনীয় দম্ভ, গর্ব ও আনন্দ। পক্ষান্তরে জীবন-বিধান কুরআন পেয়ে আনন্দিত হওয়া মু'মিনদের আচরণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ} (٣٦) سورة الرعد

"আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা

হয়েছে তাতে আনন্দিত হয়, আর কোন কোন দল ওর কতক অংশকে অস্বীকার করে। তুমি বল, 'আমি তো কেবল আল্লাহরই ইবাদত করতে এবং তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি আহবান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।' (রা'দ ঃ ৩৬)

আমাদের উপর কুরআনের একটি অধিকার এই যে, আমরা তাকে ভালোবাসব। আর এই ভালোবাসা হবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসার দলীল। ইবনে মাসউদ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনকে ভালোবাসল, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসে।' *(ত্বাবারানী ৮৫৭৫নং, মাজমাউয যাওয়াইদ)*

তিনি আরো বলেছেন, 'যে কুরআনকে ভালোবাসে, সে সুসংবাদ নিক।' *(দারেমী ৩৩২৪নং)*

কুরআনের অন্যতম অধিকার তার জন্য হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الدِّينُ النَّصِيحةُ))

"দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।" সাহাবাগণ বললেন, 'কার জন্য?' তিনি বললেন,

((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)).

"আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য। *(মুসলিম ২০৫নং)*

কীভাবে কুরআনের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া যায়?

কুরআনের প্রতি ঈমান এনে তা পড়া, বুঝা, আমল করা এবং প্রচার করা। অনুরূপ কুরআনের ধারক ও বাহক (হাফেয, ক্বারী ও আলেম)কে শ্রদ্ধা করা, এর তালেবে-ইল্ম, শিক্ষার্থী ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে যথাসাধ্য সহযোগিতা করা, যোগ্যতার সাথে কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং কুরআনের মাহাত্ম্য প্রচার করা, যাতে মানুষ কুরআন শেখে, হিফয করে, বুঝে ও আমল করে।

কুরআন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক

এমনিতে কোন বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক ভালো জিনিস নয়। তর্কপ্রিয় মানুষ মহান আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ ».

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট শ্রেণীর মানুষ হল কঠিন ঝগড়াটে ও হুজ্জতকারী ব্যক্তি।" *(বুখারী ২৪৫৭, মুসলিম ৬৯৫১নং প্রমুখ)*

কেবল তর্ক-বিতর্ক করার জন্য ইল্‌ম শিক্ষা করাও মহা অপরাধ।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلاَ لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلاَ تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ)).

"তোমরা উলামাদের মাঝে গর্ব করা, অজ্ঞদের সাথে তর্ক করা এবং (প্রসিদ্ধ) মজলিস লাভ করার উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি তা করে (তার জন্য) জাহান্নাম, জাহান্নাম।" *(ইবনে মাজাহ ২৫৪, হাকেম ২৯০, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১৭৭১, ইবনে হিব্বান ৭৭নং)*

হকপন্থী হয়ে তর্ক করলেও পথে আছে, কিন্তু বাতিলপন্থী হয়েও তর্ক করা নিশ্চয় মহা অপরাধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« ... وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ ... ».

"--যে ব্যক্তি জেনেশুনে কোন বাতিল (অন্যায়) বিষয়ে তর্কাতর্কি করে, সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রোষে থাকে; যতক্ষণ পর্যন্ত সে তা বর্জন না করে।" *(আবূ দাউদ ৩৫৯৭, হাকেম ২/২৭, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৬১৯৬নং)*

পক্ষান্তরে হকপন্থী হয়েও তর্ক বর্জন করার মাহাত্ম্য আছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا وَبِبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ ».

"আমি জান্নাতের পার্শ্বে এক গৃহের জামিন সেই ব্যক্তির জন্য যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও তর্ক বর্জন করে, জান্নাতের মাঝে এক গৃহের জামিন তার জন্য যে উপহাস ছলেও মিথ্যা ত্যাগ করে এবং জান্নাতের সবার উপরে এক গৃহের জামিন তার জন্য যার চরিত্র সুন্দর হয়।" *(আবূ দাউদ ৪৮০২, ত্বাবারানী ৭৩৬১নং)*

তর্ক-বিতর্ক বহু বিষয়েই ঘটে থাকে। তবে আল্লাহ নিয়ে, তকদীর নিয়ে বা কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বেশী সর্বনাশী। সুতরাং কুরআন বা তার অর্থ নিয়ে কারো সাথে মতভেদ দেখা দিলে খবরদার তার সাথে তর্ক বা ঝগড়া করবেন না। কারণ, "কুরআন নিয়ে ঝগড়া করা এক প্রকার কুফরী।" *(হাকেম, সহীহুল জামে' ৩১০৬নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

« الْمِرَاءُ فِى الْقُرْآنِ كُفْرٌ ».

"কুরআন বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা কুফরী।" *(আবূ দাউদ ৪৬০৫, ইবনে হিব্বান ১৪৬৪, সহীহ তারগীব ১৩৮নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ} (٤) غافر

"কেবল অবিশ্বাসীরাই আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে-দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।" *(মু'মিনঃ ৪)*

বিশেষ ক'রে সেই বিতর্ক, যার ফলে কুরআনে সন্দেহ সৃষ্টি করে, বাতিল দ্বারা হককে ব্যর্থ করে এবং মহান আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ} (٥) غافر

"ওরা সত্যকে ব্যর্থ ক'রে দেওয়ার জন্য অসার যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, ফলে আমি ওদেরকে পাকড়াও করলাম। সুতরাং কত কঠোর ছিল আমার শাস্তি!" (মু'মিনঃ ৫)

পক্ষান্তরে যার ইল্ম আছে তার হকপন্থী হয়ে বাতিলকে খন্ডন করা এর পর্যায়ভুক্ত নয়।

কুরআনের আয়াত নিয়ে যারা বিতর্ক সৃষ্টি করে, তাদেরকে পাকড়াও করা হবে, তাদেরকে রেহাই দেওয়া হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ} (৩৫) سورة الشورى

"যাতে আল্লাহর আয়াতসমূহ সম্পর্কে যারা বিতর্ক করে, তারা জানতে পারে যে, তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।" (শূরা ঃ ৩৫)

রূপক আয়াত নিয়ে বিতর্ক করে এক শ্রেণীর মানুষ। তাদের উদ্দেশ্য ফিতনা ও সংশয় সৃষ্টি করা। তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ} (৭) سورة آل عمران

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" (আলে ইমরান ঃ ৭)

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত আয়াত পাঠ করলেন, অতঃপর বললেন,

((فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكِ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ)).

"সুতরাং যখন তুমি তাদেরকে দেখবে, যারা তার রূপক (আয়াতের) অনুসরণ করছে, তখন জেনো যে, মহান আল্লাহ তাদের কথাই বলেছেন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।" *(বুখারী ৪৫৪৭, মুসলিম ৬৯৪৬নং)*

রূপক আয়াতে থাকে সাধরণতঃ আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, তকদীর বা ভাগ্য সম্পর্কীয় বিষয়াদি, জান্নাত ও জাহান্নাম এবং ফিরিশ্তা ইত্যাদির ব্যাপার। অর্থাৎ, এমন বাস্তব জিনিস যার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি অপারগ অথবা যে ব্যাপারে এমন ব্যাখ্যা করার অবকাশ বা তাতে এমন অস্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থতা থাকে যে, তার দ্বারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতায় ফেলা সম্ভব হয়। এই কারণেই বলা হচ্ছে যে, যাদের অন্তরে বক্রতা থাকে,

তারাই অস্পষ্ট আয়াতগুলোর পিছনে পড়ে থাকে এবং সেগুলোর মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টি করে। যেমন খ্রিস্টানদের অবস্থা; কুরআন ঈসা ﷺ-কে আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রসূল বলেছে। এটা একটি পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন কথা। কিন্তু খ্রিস্টানরা এটাকে বাদ দিয়ে কুরআনে যে ঈসা ﷺ-কে 'রুহুল্লাহ' এবং 'কালিমাতুল্লাহ' বলা হয়েছে, সেটাকেই নিজেদের ভ্রষ্ট আক্বীদার দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছে। অথচ তা ভুল। অনুরূপ অবস্থা বিদআতীদেরও; কুরআনের সুস্পষ্ট আক্বীদার বিপরীত বিদআতীরা যে ভ্রান্ত আক্বীদা গড়ে রেখেছে, তাও এই 'মুতাশাবিহাত' (অস্পষ্ট) আয়াতগুলোর ভিত্তিতেই। আবার কখনো নিজেদের দার্শনিক চিন্তাধারার কঠিন পেঁচ দ্বারা 'সুস্পষ্ট' আয়াতগুলোকে 'অস্পষ্ট' বানিয়ে ফেলে। (আল্লাহ আমাদেরকে এ কাজ হতে পানাহ দিন।)

পক্ষান্তরে সঠিক আক্বীদা অবলম্বী মুসলিম 'সুস্পষ্ট' আয়াতগুলোর উপর আমল করে এবং 'অস্পষ্ট' আয়াতগুলোর ব্যাপারে সন্দেহ হলে, সেগুলোকে 'সুস্পষ্ট' আয়াতগুলোর আলোকে বুঝতে চেষ্টা করে। (আহসানুল বায়ান)

কুরআনের বিভিন্ন রূপক আয়াত নিয়ে সংশয় সৃষ্টিকারীর অপরাধ দন্ডনীয়। নাফে' বলেন, স্বাবীগ ইরাকী মিসর আসা পর্যন্ত মুসলিমদের সৈন্যদলে কুরআনের বহু বিষয় নিয়ে (উদ্ভট) প্রশ্ন করতে লাগল। এ ব্যাপার জেনে আম্র বিন আস তাকে (বন্দীরূপে) উমার বিন খাত্তাবের নিকট (মদীনায়) পাঠালেন। দূত তাঁকে চিঠি সমর্পণ করলে তিনি তা পাঠ ক'রে বললেন, 'কোথায় সে ব্যক্তি?' দূত বলল, 'সওয়ারীতে।' উমার তাকে বললেন, 'দেখ, সে যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তুমি আমার কাছে কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।' দূত তাকে তাঁর নিকট হাজির করল। উমার স্বাবীগের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বিদআতী! প্রশ্ন কর?' অতঃপর তিনি কাঁচা খেজুর ডাল আনতে আদেশ করলেন। তা দিয়ে তিনি তাকে মারতে শুরু করলেন। মারতে মারতে তার পিঠকে একটি (ছেঁড়া) রুটির মতো ক'রে ছাড়লেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন। (এবং জেলে বন্দী রাখলেন।) পুনরায় যখন তার পিঠের ঘা শুকিয়ে গেল, তখন আবার তাকে ডালের বাড়ি দিলেন। অতঃপর তাকে ছেড়ে দিলেন। (এবং জেলে বন্দী রাখলেন।) পুনরায় যখন তার পিঠের ঘা শুকিয়ে গেল, তখন আবার তাকে মারার জন্য ডেকে আনতে বললেন। স্বাবীগ তাঁকে বলল, 'আপনি যদি আমাকে হত্যা করতে চান, তাহলে ভালোরূপে হত্যাই ক'রে

ফেলুন। আর যদি আপনি আমার চিকিৎসাই করতে চান, তাহলে আল্লাহর কসম আমি ভালো হয়ে গেছি।' অতঃপর উমার তাকে নিজ দেশে চলে যেতে অনুমতি দিলেন। আর আবূ মূসা আশআরীকে চিঠি লিখলেন যে, মুসলিমদের কেউ যেন তার সাথে ওঠা-বসা না করে। কিন্তু এই পরিস্থিতি লোকটির জন্য বড় কঠিন হয়ে উঠল। এরপর আবূ মূসা উমার বিন খাত্তাবকে চিঠি লিখে জানালেন যে, তার অবস্থা এখন ভালো হয়েছে। এর উত্তরে উমার লিখলেন যে, সুতরাং লোকেদেরকে তার সাথে ওঠা-বসা করতে অনুমতি দিয়ে দাও। *(দারেমী ১/৬৭, ১৪৮নং, আলহুজ্জাহ ফী বায়ানিল মাহাজ্জাহ ১/ ১৯৪, ইবনে অযযাহ ৬৩পৃঃ)*

কুরআনের একটি বিতর্ক হতে পারে তার বিভিন্ন ক্বিরাআত (পাঠ-রীতি) নিয়ে। সুতরাং এ ব্যাপারে সুন্নাহতে তার বিধান পরিষ্কার ক'রে দেওয়া হয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ– ثَلاَثَ مَرَّاتٍ – فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ)).

"কুরআন সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনের ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক কুফরী। (তিনবার) সুতরাং যা বুঝতে পারবে, তার উপর আমল কর এবং যা জানতে পারবে না, তা তার জ্ঞানীর দিকে ফিরিয়ে দাও।" *(আহমাদ ৭৮০৫, আবূ দাউদ ৪০০৮, সিঃ সহীহাহ ১৫২২নং)*

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর (হুজরার) দরজার নিকট বসে (কুরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে) আলাপ-আলোচনা করছিলাম; ও একটি আয়াত নিয়ে এবং এ একটি আয়াত নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করছিল। এমন সময় আল্লাহর রসূল ﷺ এমতাবস্থায় আমাদের নিকট বের হয়ে এলেন, যেন তাঁর চেহারায় বেদানার দানা নিংড়ে দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ রাগে তাঁর চেহারা লাল হয়ে গেছে।) অতঃপর তিনি বললেন,

((يَا هَؤُلاءِ أَبِهَذَا بُعِثْتُمْ ؟ أَمْ بِهَذَا أُمِرْتُمْ ؟ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ)).

"আরে! তোমরা কি এই করার জন্য প্রেরিত হয়েছ? তোমরা কি এই করতে আদিষ্ট হয়েছ?! তোমরা আমার পরে পুনরায় এমন কুফরী অবস্থায় ফিরে যেয়ো না, যাতে একে অপরকে হত্যা করতে শুরু কর।" *(ত্বাবারানী ৫৩০৪, সহীহ তারগীব ১৩৫নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ বলেছেন, একদা কিছু সাহাবী কিছু আয়াত কী ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, তা নিয়ে মতবিরোধ করলেন। পরিশেষে তাঁদের গলার আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাসা থেকে বের হয়ে রাগান্বিত অবস্থায় বললেন,

«دَعُوا الْمِرَاءَ فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلَكُمْ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ».

"(হে লোক সকল!) কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বর্জন কর। কারণ, কুরআন (কিতাব) নিয়েই মতবিরোধ করার ফলেই তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতিকে অভিশপ্ত করা হয়েছে। যেহেতু কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা কুফরী।" *(ইবনে আবী শাইবাহ ৩০ ১৬৬নং)*

কুরআন অনুযায়ী আমল

কুরআন শিক্ষা ক'রে তার উপর আমল করুন। যেহেতু কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং আমাদেরকে তা তিলাঅত করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে তার উপর আমল করার জন্যই। সুতরাং কুরআন যাকে হালাল বলে তা হালাল, যাকে হারাম বলে তা হারাম বলে মেনে নিন। কুরআন যা করতে নিষেধ করে, তা খবরদার করবেন না। যা করতে আদেশ করে, তা অবশ্যই পালন করুন। কুরআনের স্পষ্ট-অস্পষ্ট সকল আয়াতের উপর যথার্থ ঈমান রাখুন। এই গ্রন্থে দেওয়া সমস্ত খবরকে সন্দেহহীন মনে বিশ্বাস করুন। দ্বিধাহীন চিত্তে এর ফায়সালা ঘাড় পেতে মেনে নিন। তবেই হবে যথাযথভাবে কুরআন তিলাঅত। আমল না করে কুরআন তিলাঅতের কি কোন লাভ থাকতে পারে?

কুরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (٢٩) سورة ص

"আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ।" *(স্বাদ ঃ ২৯)*

এই কিতাবের অনুসরণ করার আদেশ দিয়ে তিনি বলেছেন,

{وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (١٥٥) سورة الأنعام

"এ কিতাব (কুরআন) আমি অবতরণ করেছি, যা কল্যাণময়। সুতরাং ওর অনুসরণ কর এবং সাবধান হও, হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হবে।" (আন্আম ঃ ১৫৫)

{اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ} (٣)

"তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তাঁকে ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবকরূপে অনুসরণ করো না। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাক।" (আ'রাফ ঃ ৩)

কুরআনের নির্দেশ মানতে কোন খোঁড়া যুক্তি খাড়া করা চলবে না। বিশেষ ক'রে দাদুপন্থীদের কথার খন্ডন ক'রে মহান প্রতিপালক বলেছেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٧٠) سورة البقرة

"যখন তাদের বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তার তোমরা অনুসরণ কর।' তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (মতামত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি, তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও ছিল না।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৭০)*

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} (٢١) سورة لقمان

"যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর', তখন তারা বলে, 'আমাদের বাপ-দাদাকে যাতে পেয়েছি, আমরা তো তাই মেনে চলব।' যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তবুও কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)?" *(লুক্বমান ঃ ২১)*

কেবল তিলাঅত যথেষ্ট নয়, কুরআনখানী ও তাবীয লেখার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়নি। কুরআনের যথার্থ তিলাঅত করতে হবে। অর্থাৎ, তিলাঅত ক'রে তার আদেশ-নিষেধ পালন করতে হবে, তবেই তার প্রতি ঈমান পরিপূর্ণ হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (١٢١) سورة البقرة

"আমি যাদেরকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) দান করেছি, তারা যথাযথভাবে তা (ধর্মগ্রন্থ) পাঠ করে থাকে। তারাই তাতে (ধর্মগ্রন্থ) বিশ্বাস করে। আর যারা তা অমান্য করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত।" (বাক্বারাহ ঃ ১২১)

তারা কিতাবের প্রতি বিশ্বাসী নয়, যারা তার নির্দেশানুযায়ী কর্ম করে না। তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম মানে না। উপরন্তু তার নির্দেশের উল্টা বুঝ বোঝে অথবা তার অপব্যাখ্যা করে।

উদাহরণ স্বরূপ, এক দোকানদারের অভ্যাস, সকালে কুরআন পাঠ ক'রে দোকানদারি শুরু করা। একদিন সে পাঠ করল সূরা মুত্বাফ্ফিফীন; যেখানে মহান আল্লাহ দাঁড়ি মারতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু সে দোকানে বসেই দাঁড়ি মারতে শুরু করল।

কুরআনে উল্লিখিত সূদ হারাম হওয়ার আয়াত তিলাঅত করল। কিন্তু সূদকে লভ্যাংশ নাম দিয়ে তা খেতে থাকল। ইত্যাদি।

এরা আসলে যথার্থ তিলাঅত করে না এবং কুরআনের প্রতি তাদের ঈমানও যথেষ্ট নয়।

প্রকৃত প্রস্তাবে যারা উপদেশ পড়ে, বলে ও প্রচার করে, কিন্তু নিজেরা তা পালন করে না, আসলে তারা তা মিথ্যাজ্ঞান করে, আর সঠিকার্থে তারা মানুষ নয়। যারা কিতাব পড়ে অথচ তার অনুসরণ করে না, মহান সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে নিকৃষ্ট দুটি পশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

প্রথম হল কুকুর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ} (١٧٧) سورة الأعراف

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি

আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মতো, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে, তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট!" *(আ'রাফ ঃ ১৭৫-১৭৭)*

আর দ্বিতীয় হল গাধা। মহান স্রষ্টা বলেছেন,

{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥) سورة الجمعة

"যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" (জুমুআহ ঃ ৫)

চিনির বলদ যেমন বোঝে না, সে যা বহন করছে, তা তিক্ত না মিষ্ট, অনুরূপ অবস্থা সেই কুরআন-ওয়ালাদের, যারা কুরআন অনেক পড়ে, কিন্তু তার মর্ম বোঝে না অথবা বোঝে কিন্তু আমল করে না। মহান আল্লাহ এমন আমলহীন কিতাবধারী লোক, যারা কিতাব পড়ে, কিন্তু নিজে আমল করে না, আবার অপরকে তা করতে বলে, তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (٤٤)

"কি আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না?" *(বাক্বারাহ ঃ ৪৪)*

মু'মিনদের এমন হওয়া উচিত নয়। কুরআন পড়ছ, অথচ মানে বুঝ না। কবে আর বুঝবে? কুরআনের সব কিছু বুঝতে পারছ, অথচ আমল করছ না। কবে আর আমল করবে? আল্লাহকে বিশ্বাস করছ, অথচ তার আদেশ পালন করছ না। কবে আর তাঁকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করবে? অন্তর যদি কঠিন হয়ে গেছে, তবে কবে আর নরম হবে? মুসলিম হয়ে কতকাল আর ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের মতো আচরণ করবে? মহান আল্লাহ বলছেন,

{أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ}

"যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সময় কি আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের হৃদয় ভক্তি-বিগলিত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তাদের মতো তারা হবে না? বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের অন্তর কঠিন হয়ে পড়েছিল। আর তাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী।" (হাদীদ ঃ ১৬)

আবূ দারদা ﷺ বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। অকস্মাৎ তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলে বললেন, "এ হল মানুষের নিকট থেকে ইল্ম ছিনিয়ে নেওয়ার সময়। (যখন সে সময় আসবে, তখন) তারা কিছু ইল্মও আয়ত্ত করতে সমর্থ থাকবে না।"

এ কথা শুনে যিয়াদ বিন লাবীদ আনসারী বললেন, 'কীভাবে আমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে, অথচ আমরা কুরআন পড়েছি? আর আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তা পড়তে থাকব এবং আমাদের স্ত্রীদেরকে ও ছেলেদেরকে তা পড়াব।'

উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ عِنْدَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟))

"তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে যিয়াদ! আমি তো তোমাকে মদীনাবাসীদের একজন ফক্বীহ (জ্ঞানী) গণ্য করতাম। এই যে তাওরাত ও ইনজীল ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছে রয়েছে, কিন্তু তা তাদের কী উপকার করবে?" *(তিরমিযী ২৬৫৩, দারেমী ২৮৮, হাকেম ৩২৮, সঃ জামে' ৬৯৯০নং)*

'ফল পাইয়াছ পাওনিকো রস হায়রে ফলের ঝুড়ি,
লক্ষ বছর ঝরনায় ডুবি রস পায় নাকো নুড়ি!'

আমল না করলে কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হয়। কুরআনের নির্দেশ পালন না করলে কুরআন থেকে বৈমুখ হওয়া হয়। আর তার পরিণাম নিশ্চয়ই ভালো নয়। মহান প্রতিপালকের যিক্র ও উপদেশ থেকে বিমুখ হওয়ার শাস্তি আছে। যারা উন্নাসিকতার সাথে সে উপদেশ শুনতে চায় না, পড়তে চায় না

এবং বুঝতে চায় না, তাদের কথা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (٩٩) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْراً (١٠٠) خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً} (١٠١) سورة طه

"পূর্বে যা ঘটেছে তার সংবাদ আমি এইভাবে তোমার নিকট বর্ণনা করি এবং নিশ্চয় আমি তোমাকে আমার নিকট হতে উপদেশ (কুরআন) দান করেছি। যে কেউ এ হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলতঃ সে কিয়ামতের দিন (মহাপাপের) বোঝা বহন করবে। ঐ (পাপের শাস্তি)তে ওরা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য কত মন্দ হবে।" (ত্বা-হা ঃ ৯৯- ১০১)

{فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً (١٢٥) قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى (١٢٦) وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} (١٢٧) سورة طه

"অতঃপর আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে, যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। যে আমার স্মরণ (উপদেশ বা কুরআন) থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময় জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।' সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!' (ত্বা-হা ঃ ১২৫)

তিনি বলবেন, 'তুমি এইরূপ ছিলে, আমার নিদর্শনাবলী তোমার নিকট এসেছিল; কিন্তু তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। সেইভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে। আর এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার প্রতিপালকের আয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।' (ত্বা-হা ঃ ১২৩- ১২৭)

মহান আল্লাহর যিক্‌র ও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে এখানে তার দুটি শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এক ঃ তার পার্থিব জীবন হবে সংকীর্ণতাময়। সংসারে নানা দুঃখ-কষ্ট, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্ন ইত্যাদিতে ভুগবে।

অথবা তার কবরের জীবন হবে সংকীর্ণতাময়। কবরের নানা আযাব তাকে গ্রাস করবে।

দুই ঃ কিয়ামতে সে অন্ধ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে।

আর তার পরে যা হবে, তা তো অনুমান করাই যায়।

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا} (١٠١) سورة الكهف

"সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট। যাদের চক্ষু ছিল আমার স্মরণ (কুরআন)এর ব্যাপারে অন্ধ এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।" (কাহফ ঃ ১০০-১০১)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} (٢٢)

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব।" *(সাজদাহঃ ২২)*

{وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا} (١٧) سورة الجن

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের যিক্‌র (কুরআন) হতে বিমুখ হয়, তিনি তাকে কঠিন শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন।" (জ্বিন ঃ ১৭)

কুরআন মানুষের প্রমাণ। হয় জান্নাতের অধিকারী হওয়ার প্রমাণ, না হয় জাহান্নামের উপযুক্ত হওয়ার প্রমাণ। তার মানে কুরআন মেনে চললে তা জান্নাতের অধিকারী বানাবে এবং অমান্য করলে জাহান্নামের উপযুক্ত করবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((الْقُرْآنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ))

"কুরআন হল গ্রহণযোগ্য সুপারিশকারী এবং সত্যায়নযোগ্য প্রতিনিধি

(প্রতিবাদী বা সাক্ষী)। যে ব্যক্তি তাকে সামনে রাখবে, সে তাকে জান্নাতের দিকে পরিচালিত করবে এবং যে তাকে পিছনে করবে, সে তাকে জাহান্নামের দিকে পরিচালিত করবে।" *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০২৯৮, সিঃ সহীহাহ ২০১৯নং)*

((والقُرْآنُ حُجةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُها)).

"কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ক'রে) বিনাশ করে।" *(মুসলিম ৫৫৬নং)*

যার কাছে কুরআনী ইল্ম আছে (আলেম, ক্বারী) অথচ তার প্রতি অবহেলা ক'রে রাত্রে নিদ্রায় বিভোর থাকে এবং দিনে তার উপর আমল করে না তাকে (এবং যে ফরয নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকে তাকে) বারযাখে (কবর-জগতে) চিৎ করে শায়িত করা হয়। তার শীর্ষদেশে দন্ডায়মান একজন (ফিরিশ্তা) তার মস্তকে (ছোট) পাথর ছুঁড়ে মারেন। তাতে তার মস্তক বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং ছুঁড়া পাথরটি পুনরায় কুড়িয়ে এনে পুনরায় ছুঁড়ে মারার পূর্বেই তার মস্তক অক্ষত অবস্থায় প্রত্যাবৃত্ত হয়। আর পুনঃ পুনঃ কিয়ামত অবধি এইভাবে তার আযাব হতে থাকে। *(বুখারী ১৩৮৬নং)*

বিশ্র বিন হারেস (রঃ) বলেন, 'পূর্বের উলামাগণ তিনটি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। সত্যবাদিতা, হালালখোরী এবং পার্থিব বিষয়ের প্রতি অতিশয় বিরাগ। আর আজ আমি ওদের একজনের মধ্যেও এই সব গুণের একটাও দেখতে পাই না। তাহলে তাদেরকে কী ক'রে গ্রাহ্য করব বা কী ক'রে তাদেরকে দেখে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করব? কেমন ক'রে তারা ইলমের দাবী করে অথচ তারা পার্থিব বিষয়ের উপর একে অপরের ঈর্ষা ও হিংসা করে। আমীর ও নেতৃবর্গের নিকট সমশ্রেণীর ওলামার নিন্দা ও গীবত করে। এসব এই জন্য করে যাতে তাদের অবৈধ অর্থ নিয়ে অপরদের প্রতি ঝুঁকে না যায়। ধিক্ তোমাদের প্রতি হে ওলামাদল! তোমরা যে আম্বিয়ার উত্তরাধিকারী! তাঁরা তো তোমাদেরকে ইল্মের ওয়ারেস বানিয়েছেন। যা তোমরা বহন করেছ, কিন্তু তার উপর আমল করতে অনীহা প্রকাশ করেছ। তোমাদের ইল্মকে এক পেশা বানিয়ে নিয়েছ। যার দ্বারা তোমরা রুজী-রুটী কামাচ্ছ। তোমরা কি সে ভয় কর না যে, তোমাদের উপরেই প্রথম দোযখের অগ্নি প্রজ্বালিত করা হবে?' *(বায়ানুল ইলমিল আস্বীল, আব্দুল কারীম আল-হুমাইদ ৯পৃঃ)*

একজন জাহেল মানুষ সূরা ফাতিহা ও ইখলাস ছাড়া অন্য সূরা মুখস্থ রাখতে পারে না। আর তাই দিয়ে সে দুই ঘন্টা রাত জেগে তাহাজ্জুদ পড়ে। সে কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞাসা করছে, 'শায়খ! আমি বারবার ঐ দুই সূরা দিয়েই সব নামায পড়ি, আমার নামায হবে তো?' পক্ষান্তরে এমন হাফেয ও আলেম রয়েছেন, যাঁদের অনেকটা বা পুরোটা কুরআন মুখস্থ, কিন্তু তাঁরা ফজরের নামাযের সময়ও ঘুমিয়ে থাকেন। সুতরাং আল্লাহর পানাহ।

পক্ষান্তরে এর বিপরীত কিছু মুসলিম আছে, যারা কুরআন মানার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। তার মানে তারা একটু বেশি বোঝে। তারা খুব স্পষ্টবাদী বেআদব। তারা তাদের থেকে বড় আলেমদেরও শ্রদ্ধা করে না। তাঁদের উপর উস্তাদগিরি করে। তারা ভাবে, তাঁরা জানেন না, তাঁরা বোঝেন না অথবা তাঁরা মানেন না, তাঁরা অমুকের দালাল। আর কেবল তারাই বেশি ভালো জানে, বোঝে ও মানে, তারাই খাঁটি মুসলমান।

জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইন থেকে ফেরার পথে জিইর্রানাতে মহানবী ﷺ বিলালের কাপড় থেকে নিয়ে চাঁদি বিতরণ করছিলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। ঐ বন্টন ন্যায্য হচ্ছে না!' মহানবী ﷺ তার এ কথা শুনে বললেন,

« وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ لَقَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ».

"দূর হতভাগা! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে আর কে করবে? ইনসাফ না করলে আমি ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হব।" উমার ﷺ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

« مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّى أَقْتُلُ أَصْحَابِى إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ».

"আল্লাহর পানাহ! লোকে বলাবলি করবে, আমি আমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করছি। ওর কিছু সহচর আছে, যারা কুরআন পড়ে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পার হয় না। তারা ইসলাম থেকে ঐভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।" *(বুখারী ৩৬১০, মুসলিম ২৪৯৬নং)*

এমন বহু স্পষ্টবাদী (?) পাওয়া যায়, যারা ইসলামের ব্যাপারে এমনই সোজাসুজি প্রতিবাদী মন্তব্য করে এবং কুরআন মানতে বাড়াবাড়ি করে।

কুরআন ভুল বুঝে কুরআনের অনেক আইন, যা কেবল প্রশাসনই প্রয়োগ করতে পারে, তারা নিজেদের হাতে সেই আইন তুলে নিয়ে মানুষের উপর প্রয়োগ করে। যেমন হত্যা, প্রহার ইত্যাদির দন্ডবিধি প্রয়োগ করা প্রশাসনের কাজ, কিন্তু তারা কুরআনের হুকুম পড়ে নিজেরাই প্রয়োগ ক'রে অপরাধীকে সাজা দিয়ে থাকে! যাতে ফিতনা আরো বেড়ে যায়।

আরো একটি হাদীস লক্ষ্য করুন। আবূ সাঈদ ﵁ ও আনাস ﵁ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ বলেছেন,

« سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى اخْتِلاَفٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدَّ عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ ».

"আমার উম্মতের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। একদল হবে যাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে এবং কর্ম হবে অসুন্দর। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ করে বের হয়ে যায়। তারা (সেইরূপ দ্বীনে) ফিরে আসবে না, যেরূপ তীর ধনুকে ফিরে আসে না। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। শুভ পরিণাম তার জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করবে এবং যাকে তারা হত্যা করবে। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে মানুষকে আহবান করবে, অথচ তারা (সঠিকভাবে) তার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে হবে বাকী উম্মত অপেক্ষা আল্লাহর নিকটবর্তী। তাদের চিহ্ন হবে মাথা নেড়া।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৬৮-নং)*

নিঃসন্দেহে তাদের এ কাজ ভুল বোঝার ফলশ্রুতি। এ কাজ তাদের কুরআন নিয়ে বাড়াবাড়ি, যে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন ইসলামে বৈধ নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ تَعَالَى : إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ ، وَحَامِلِ الْقُرآنِ غَيْرِ الغَالِي فِيهِ ، وَالجَافِي عَنْهُ ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِط)).

"পাকা চুলওয়ালা বয়স্ক মুসলিমের, কুরআন বাহক (হাফেয ও আলেম)-

এর, যে কুরআনের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞাকারী নয় এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহর সম্মান করা এক প্রকার আল্লাহ তাআলাকে সম্মান করা।" *(আবূ দাউদ ৪৮-৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ ৩৫৭নং)*

উম্মাহর শক্তির উৎস মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সঠিকভাবে অধ্যয়ন ক'রে যারা শক্তি লাভ করতে পারল না, তাদের ব্যাপারে কবির ভাষায় আফসোস ক'রেই বলতে হয়,

'শক্তি-সিন্ধু মাঝে রহি হায়, শক্তি পেল না যে,
মরিবার বহু পূর্বে জানিও মরিয়া গিয়াছে সে।'

পক্ষান্তরে যারা সঠিকভাবে কিতাব পড়ে, বোঝে এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সুখে ও দুঃখে তাকে পথের দিশারী মনে ক'রে তার নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করে, তারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যবান সফল মানুষ। তাদের শ্রমফল মহান আল্লাহ নষ্ট করবেন না। তিনি বলেছেন,

{وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ} (١٧٠)

"যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে ও নামায যথারীতি আদায় করে, নিশ্চয় আমি (তাদের মত) সংশোধনকারীদের শ্রমফল নষ্ট করি না।" *(আ'রাফ ঃ ১৭০)*

কুরআন মানলে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি হয়। যেহেতু কুরআন মানুষের মাঝে ন্যায়পরায়ণতা কায়েম করে। অবহেলিত, পদদলিত, বর্ণ-বৈষম্যের শিকার মানুষের মর্যাদা বর্ধন করে। কুরআন মেনে নেওয়ার পরে কোন মানুষ আর অপাঙ্‌ক্তেয় থাকে না। মানুষের নিচু বংশ ও কালো রঙ তাকে নিচে ফেলে রাখে না। মানবতার আদর্শ, বিশ্বের জন্য করুণা স্বরূপ প্রেরিত নবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ)).

"মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ দ্বারা বহু জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা অন্য বহু জনগোষ্ঠীর পতন সাধন করেন।" *(মুসলিম ১৯৩৪নং)*

যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে, কুরআন মানতে হলে হাদীসও মানতে হবে। যেহেতু কুরআনই হাদীস মানতে নির্দেশ দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ মানলেই কুরআন মানা হয়। যেহেতু তাঁর চরিত্রই ছিল কুরআন।

সা'দ বিন হিশাম বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট এসে বললাম, 'হে উম্মুল মু'মিনীন! আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্বন্ধে

বলুন।' উত্তরে তিনি বললেন, 'নবী ﷺ-এর চরিত্র ছিল কুরআন। তুমি কি কুরআনে পড়নি?

{وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (٤) سورة القلم

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী।" (ক্বালাম ঃ ৪)

আমি বললাম, 'আমি সংসারবিরাগী হতে চাই।' তিনি বললেন, 'তা হয়ো না। তুমি কি পড়নি?

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٢١) سورة الأحزاب

"তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে।" *(আহযাব ঃ ২১)*

আর তিনি তো বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁর সন্তানও হয়েছে।' *(আহমাদ ২৪৬০১, ২৫৩০২, ২৫৮১৩, মুসলিম ১৭৭৩নং)*

কুরআন পড়ে আমল করতে হবে, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। কুরআন পড়তে শেখার সাথে সাথে আমল করার অভ্যাস বানাতে হবে, এটাই কুরআনের উদ্দেশ্য। সাহাবা ﷺগণ তাই করতেন।

আবু আব্দুর রহমান সুলামী (রঃ) বলেন, 'আমাদেরকে আমাদের ওস্তাদগণ বর্ণনা করেছেন যে, যাঁরা নবী ﷺ-এর ছাত্র ছিলেন তাঁরা দশটি আয়াত শিখলে ততক্ষণ পর্যন্ত আর আগে বাড়তেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দশ আয়াতের বর্ণিত ইল্‌ম ও আমল শিক্ষা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, আমরা ইল্‌ম ও আমল উভয়ই (একই সময়ে) শিক্ষা করেছি।' *(আহমাদ ২৩৪৮২নং)*

মানে না বুঝে কুরআন পড়লে সওয়াব হয়তো হবে, কিন্তু তা না বুঝে আমল না করলে যে গোনাহ হবে, তাতে খেয়াল রাখা কর্তব্য প্রত্যেক মুসলিমের। সুতরাং কুরআন পড়ুন, যে পড়া সত্যিকারে আপনার জন্য উপকারী।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক রাকআতে মুফাস্‌স্বাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশ) পাঠ করি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কবিতা আওড়ানোর মত পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নিচে নামে না। আসলে সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে---।' *(বুখারী ৭৭৫, মুসলিম ১৯৪৫নং)*

কুরআন কি পরিত্যাজ্য?

কুরআন পাঠ করা হচ্ছে, বুঝা হচ্ছে এবং আমল করা হচ্ছে, তাহলে কেন মহান আল্লাহ বললেন,

{وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا} (٣٠) سورة الفرقان

"রসূল বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।" (ফুরক্বান ঃ ৩০)

কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিপালকের নিকট উম্মতের বিরুদ্ধে এ কঠিন অভিযোগ আনলেন?

নিশ্চয় তাঁর অভিযোগ মিথ্যা নয়। আর কুরআনের পঠন-পাঠন ও আমল চলতে থাকলেও নিশ্চয় উম্মতের বহু মানুষের কাছে কুরআন পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে।

তাদের বাড়িতে সব কিছুই ব্যবহার হচ্ছে, কিন্তু কেবল কুরআনটি আলমারি বা বাক্সবন্দি হয়ে আছে অথবা কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় উঁচু তাকে তোলা আছে, তাতে ধুলোও পড়ে আছে!

বিচার-ফায়সালা বা কোন সমস্যার সমাধান গ্রহণের সময় বহু বই-পুস্তক পাঠ করা হচ্ছে, কিন্তু কুরআনটির দিকে ভ্রূক্ষেপও করা হচ্ছে না।

কেউ অসুস্থ হলে বহু প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে, কিন্তু কুরআন থেকে চিকিৎসা নেওয়া হচ্ছে না। অবৈধভাবে তাবীয ইত্যাদি বানিয়ে রোগমুক্তির কামনা করা হচ্ছে, কিন্তু বৈধ ও বিধেয় উপায়ে কুরআনী চিকিৎসার প্রয়োগ হচ্ছে না।

পার্থিব বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে দেশাচার ও লোকাচার আচরিত হচ্ছে, কিন্তু কুরআনী আচার বর্জিত হচ্ছে।

শয়তানী সুর ঘরে-ঘরে বেজে চলেছে, কিন্তু কুরআনী সুর শোনাই যায় না। পরন্তু মৃতব্যক্তির জন্য তা পাঠ করা হচ্ছে, অথচ তা বিধেয় নয়।

তাদের সন্তানদেরকে কুরআন না শিখিয়ে পার্থিব ইল্‌ম শিক্ষা দিচ্ছে।

তাদের লাইব্রেরীতে সব বই আছে, কিন্তু কুরআন নেই। সব বই পড়া হচ্ছে, কিন্তু কুরআন নয়।

দুনিয়াটা সুন্দর করবার জন্য বহু বিদ্যা নিজেরা শিখেছে এবং সন্তানদের শিখাচ্ছে, কিন্তু আখেরাত সুন্দর করার জন্য তারা কুরআন থেকে বৈমুখ আছে!

তারা বলে, 'এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি কিসে কড়ি আসে দুটো?'

আমরা বলি,

'এত শিখিয়াছ এটুকু শেখনি কিসে পার পাবে গোরে?
দুনিয়া তোমার সব কিছু নহে, আখেরাত আছে ম'রে।
নাহি কি বিশ্বাস? তাহলে নিঃশ্বাস ত্যাগিয়া বুঝিবে তুমি,
কে ছিল বড় দুনিয়ার মাটি অথবা বেহেশ্‌তী ভূমি?'

মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى} (٣٠) سورة النجم

"অতএব তাকে উপেক্ষা ক'রে চল, যে আমার স্মরণে (বা কুরআনে) বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথপ্রাপ্ত। (নাজ্‌ম ঃ ২৯-৩০)

সুতরাং অভিযোগ একটাই, কিন্তু তার উদাহরণ অনেক। ভেবে দেখুন না, আপনার বিরুদ্ধেও হয়তো কোন না কোনভাবে উক্ত অভিযোগ সত্য। আর যদি তা হয়, তাহলে বিচারটা কী হবে, তা অবশ্যই অনুমান করতে পারছেন।

বহু হাফেয পুরো কুরআন হিফ্‌য করার পর সেই পরিবেশের কাজ না পেয়ে ভুলে বসে আছেন। কুরআন তাঁর নিকট পরিত্যাজ্য হয়ে গেছে। বহু মানুষ বহু সূরা মুখস্থ করার পর তার তিলাঅত তাঁদের নিকট পরিত্যাজ্য হয়েছে। ফলে তাঁরা কেবল 'ইন্না আ'ত্বাইনা' ও 'ক্বুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে সব নামায পড়ার কাজ সমাধা ক'রে থাকেন! এর ফলে ইমামতি করতে আগে বাড়াতে চাইলে তাঁরা অগ্রসর হতে লজ্জা করেন।

অনেকে তিলাঅত করেন কেবল রমযান মাসে। রমযান পার হলে আবার তাকে তুলে দেন। আর এ হল কুরআন তিলাঅত ত্যাগের ব্যাপার। এঁরা সকলেই অভিযুক্ত।

অনেকে আছেন, যাঁরা কুরআন শুনতে চান না। অনেককে তো আবার আযানের আওয়াজেও কুকুরমাছি ধরে। কেমন যেন সহ্য করতে পারেন না।

কুরআন না শুনে গান শোনেন! অনেকে কুরআনে-গানে মিশ্রিত খিচুড়ি খান। অনেকে আবার বোতাম টিপে কুরআনের চ্যানেল পাল্টে দিয়ে গানের চ্যানেল লাগান।

অনেকেই কুরআন-হাদীস শুনতে পছন্দ করেন না, পছন্দ করেন না কুরআনী ওয়ায। বরং তাঁরা চান কেচ্ছা-কাহিনীর রসালো ওয়ায, হাস্য-রসে ভরপুর সুরেলা আওয়াজ!

এ হল শুনতে আগ্রহী না হওয়ার ফলে কুরআন পরিত্যাজ্য।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا (١٠٠) الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا} (١٠١) سورة الكهف

"সেদিন আমি জাহান্নামকে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করব সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের নিকট। যাদের চক্ষু ছিল আমার স্মরণ (কুরআন)এর ব্যাপারে অন্ধ এবং যারা শুনতেও ছিল অপারগ।" (কাহফ ঃ ১০০-১০১)

যেমন কাফেররা বলত,

{قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} (٥) سورة فصلت

"তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করে যাই।" (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৫)

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}

"আল্লাহ তাদের হৃদয় ও কানে মোহর মেরে দিয়েছেন, তাদের চোখের উপর আবরণ রয়েছে এবং তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" (বাক্বারাহ ঃ ৭)

অনেকে নিয়মিত কুরআন পড়েন, কিন্তু একটি বারও বুঝে কুরআন পড়তে চান না। বহু হাফেয কুরআন হিফয ক'রে সারা বছর তাহফীযে কাজ ক'রে কুরআন মুখস্থ পড়ান, অনেকে রমযানে-রমযানে তারাবীহ পড়ান, কিন্তু একটি বারও কুরআন বুঝার আগ্রহ তাঁর মনে জাগে না।

তাঁরা জানতে চান না যে, কুরআনে কী বলা হয়েছে, কুরআনের মাধ্যমে মহান প্রতিপালক কী বলতে চেয়েছেন, কুরআন অবতীর্ণ করার উদ্দেশ্য কী?

আজীবন তাঁরা এইভাবেই পড়েন এবং বুঝার ব্যাপারে কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেন।

অনেকে কুরআন পড়েন ও বোঝেন, কিন্তু তাঁদের কুরআনী আখলাক ও আমল নেই। কুরআনের আদেশ-নিষেধ তাঁরা পালন করেন না। কুরআনের হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করেন না। অনেকে আবার কুরআন দিয়ে কুরআন-ওয়ালাদেরকে বোকা বানাবার জন্য বুঝেন। অনেকে কুরআন পড়িয়ে অর্থোপার্জন করেন, কিন্তু আমল করেন না। হাফেয হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযটাও পড়েন না। আলেম হয়ে ঠিকমতো জামাআতে নামায আদায় করেন না। সৎ কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার কাজ করেন না। কোন দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করেন না।

এ হল কর্ম বর্জন করার মাধ্যমে কুরআন পরিত্যাজ্য মনে করার বহিঃপ্রকাশ।

অনেকে কুরআন পড়েন, বুঝেন এবং অনেক বিষয়ে আমলও করেন, কিন্তু বিচার-ফায়সালায় কুরআনকে সংবিধান ও আইনগ্রন্থ রূপে মানতে পারেন না। অনেক নীতিতে কুরআন মানেন কিন্তু অর্থনীতি বা রাজনীতিতে কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেন। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী এমন শিক্ষিতরা হয় কাফের, না হয় যালেম, না হয় ফাসেক। (মায়িদাহ ঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

আর যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার থেকে বড় যালেম আর কেউ নয়। মহান প্রতিপালক বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا}

“কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি; যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করেছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহবান করলেও তারা কখনো সৎপথ পাবে না।” (কাহফ ঃ ৫৭)

অনেকে কুরআন পড়েন, বুঝেন এবং আমলও করেন, কিন্তু আরোগ্যের

ক্ষেত্রে কেবল পার্থিব চিকিৎসার ওপর ভরসা করেন; যদিও সেটা অনুমোদিত। তাঁরা কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করার কথা ভাবেন না। অথচ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, কুরআন হার্দিক ও শারীরিক ব্যাধির মহৌষধি।

অবশ্য সে ওষুধ ফলপ্রসূ হবে বিশ্বাসের উপর। বিশেষ ক'রে মানসিক রোগ, জিন-শয়তানের স্পর্শজনিত রোগ, যোগ-যাদুর ফলে সৃষ্ট রোগ, বিভিন্ন শারীরিক জ্বালা-যন্ত্রণার রোগ উপশম করা যায় কুরআন পড়ে অথবা পাঠ ক'রে ঝাড়ফুঁক করার মাধ্যমে।

এ ছাড়া হার্দিক নানা রোগের চিকিৎসা হয় কুরআন দিয়ে। কুরআন বুঝে পড়লে অজ্ঞতা, সন্দেহ, ভ্রষ্টতা, দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা, শোক-সন্তাপ ইত্যাদি থেকে আরোগ্য লাভ হয়।

একদা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রবেশ করলেন। তখন এক মহিলা তাঁর চিকিৎসা করছিলেন অথবা ঝাড়ফুঁক করছিলেন। তা দেখে তিনি বললেন,

((عَالِجِيهَا بِكِتَابِ اللهِ)).

"তুমি আল্লাহর কিতাব দ্বারা ওর চিকিৎসা কর।" *(ইবনে হিব্বান ৬০৯৮, সিঃ সহীহাহ ১৯৩১নং)*

হ্যাঁ, কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করলেই যে রোগ দূরীভূত হবে, তার নিশ্চয়তা নেই। যেহেতু কুরআন আরোগ্যদাতা ঔষধ। তবে ঔষধ কাজে দেওয়ার অনেক ইতিবাচক শর্ত আছে এবং নেতিবাচক বাধা আছে। সুতরাং শর্ত পূরণ এবং বাধা দূরীকরণ করা হলে তবেই চিকিৎসা কাজে দেবে। যেমন দুআ অনেক সময় কবুল হয়, অনেক সময় কবুল হয় না একই কারণে। সর্বোপরি আরোগ্যের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টার ইচ্ছা তো থাকতে হবে।

চিকিৎসার জন্য কুরআনী তাবীয

কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীয লিখে তা গলায়, হাতে বা কোমরে ব্যবহার করা বৈধ নয়। বৈধ নয় কুরআনের আয়াতকে কোন প্রকার অসম্মান ও অপবিত্রতার স্থানে পতিত করা।

কুরআন শিফা ঠিকই, কিন্তু শিফা গ্রহণের যে পদ্ধতি হাদীসে নিষিদ্ধ হয়েছে অথবা বর্ণিত হয়নি অথচ তাতে কুরআনের অবমাননা হয়, সে পদ্ধতিতে

কুরআনের আয়াত প্রয়োগ ক'রে চিকিৎসা করা বৈধ নয়।

আব্দুল্লাহ বিন আম্র কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আতঙ্ক ও ভয়কালে (দুআ স্বরূপ) সাহাবাগণকে কিছু কথা শিখাতেন,

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّـهِ التَّامَّـةِ مِـنْ غَـضَبِهِ وَشَـرِّ عِبَـادِهِ وَمِـنْ هَمَـزَاتِ الـشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ ».

আর আব্দুল্লাহ বিন আম্র তাঁর সন্তানদের মধ্যে যারা মুখস্থ করতে পারে, তাদেরকে তা শিখিয়ে দিয়ে রাতে ঘুমাবার আগে পড়তে বলতেন এবং যারা অবোধ শিশু, যাদের মুখস্থ করার ক্ষমতা নেই, তাদের জন্য লিখে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিতেন। *(আহমাদ ৬৬৯৬, আবূ দাউদ ৩৮৯৫, তিরমিযী ৩৫২৮, ইবনে আবী শাইবাহ ২৩৫৪৭নং)*

উক্ত হাদীস থেকে তাবীয-ব্যবসায়ীরা দলীল পেয়েছেন যে, কুরআনী আয়াত বা হাদীসী দুআর তাবীয লিখে গলায়-হাতে লটকানো যায়।

কিন্তু নিরপেক্ষ মন নিয়ে একবার কয়েকটি বিষয় ভেবে দেখুন ঃ-

প্রথমতঃ হাদীসে কুরআনের আয়াতকে তাবীয ক'রে লটকানোর কথা বলা হয়নি।

দ্বিতীয়তঃ অন্য হাদীসে আমভাবে তাবীয লটকাতে নিষেধ করা হয়েছে।

উক্ববাহ বিন আমের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট (বাইআত করার উদ্দেশ্যে) ১০ জন লোক উপস্থিত হল। তিনি ন'জনের নিকট থেকে বাইয়াত নিলেন। আর মাত্র একজন লোকের নিকট হতে বাইআত নিলেন না। সকলে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি ন'জনের বাইআত গ্রহণ করলেন, কিন্তু এর করলেন না কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, "ওর দেহে কবচ রয়েছে তাই।" অতঃপর সে নিজ হাতে তা ছিঁড়ে ফেলল। সুতরাং তার নিকট থেকেও বাইআত নিলেন এবং বললেন,

((مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ)).

"যে ব্যক্তি কবচ লটকায়, সে ব্যক্তি শির্ক করে।" *(আহমাদ ১৭৪২২, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৯২নং)*

ঈসা বিন আব্দুর রহমান তাবেঈ বলেন, আমি সাহাবী আবূ মা'বাদ জুহানীর নিকট গেলাম। তখন তাঁর মুখমন্ডল ও দেহে ফুলে ওঠা লাল লাল (একটা রোগ) হয়েছিল। আমি বললাম, 'আপনি কোন তাবীয বাঁধেন না কেন?' তিনি

বললেন, 'নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক (তার থেকে আল্লাহর পানাহ)! মৃত্যু তার চেয়ে বেশি নিকটবর্তী। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)).

"যে ব্যক্তি যা লটকাবে (বা দেহে ধারণ করবে), তাকে তার দিকেই সঁপে দেওয়া হবে।" *(তিরমিযী ২০৭২, হাকেম ৭৫০৩, আহমাদ ১৮৭৮১, সহীহ তারগীব ৩৪৫৬নং)*

এখানে কিন্তু শির্কী-অশির্কী কিছু লটকানোর কথা বলা হয়নি। আমভাবে তাবীয লটকানো নিষেধ এবং তাবীয শির্ক হওয়ার কথাই স্পষ্ট।

তৃতীয়তঃ কুরআনী তাবীয শির্ক না হলেও তা শির্কী তাবীয ব্যবহারের ছিদ্রপথ হতে পারে। পরন্তু তার সঠিক কোন দলীল নেই।

চতুর্থতঃ কুরআনী আয়াত দেহে ধারণ করলে তার অবমাননা হতে পারে। ধারণকারী তা নিয়েই প্রস্রাব-পায়খানা করবে, যৌন-মিলন করবে, অপবিত্রতা ও ঋতুর সময় বেঁধে রাখবে, আর তাতে নিশ্চয় কুরআনী আয়াতের অসম্মান হবে।

পঞ্চমতঃ হাদীসটি আসলে যয়ীফ। কিন্তু দুআর হাদীসটি অন্য সাক্ষী সূত্র থাকার ফলে 'হাসান' বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে আব্দুল্লাহ বিন আম্‌রের আমলের ব্যাপারটার কোন সাক্ষী না থাকায় সেটা যয়ীফ।

মুহাদ্দিস আলবানী বলেছেন, 'আর আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র তাঁর সন্তানদের---' এ কথা ছাড়া হাদীসটি হাসান।

শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ বলেছেন, 'আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র থেকে উক্ত আষার (শুদ্ধ) প্রমাণিত নয়। কেননা তাতে ইসহাক 'আন' শব্দে বর্ণনা করেছেন (এবং তিনি মুদাল্লিস)। কিন্তু এই দুআর কথা অন্য সূত্রে এসেছে যা তার প্রমাণ ও সাক্ষী হতে পারে। কিন্তু আষারটি (শুদ্ধ) প্রমাণিত নয়। পরন্তু তা তাবীয ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক নিষেধ হওয়ার হাদীসসমূহের পরিপন্থী। (শারহু সুনানি আবী দাঊদ)

ষষ্ঠতঃ যদিও আষারটিকে 'হাসান' ধরে নেওয়া যায়, তবুও তাতে তাবীয বাঁধার দলীল নেই। যেহেতু তাতে এ কথা নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে এ কাজ করতে দেখেছেন এবং তাতে মৌনসম্মতি দিয়েছেন।

সপ্তমতঃ উক্ত হাদীস ও আষার থেকে এ কথা বুঝা যায় যে, দুআ পড়ে জিন-শয়তান থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং তার জন্য মুখস্থ ক'রে উক্ত দুআটি

পড়লে কাজে লাগে। অবশ্য অবোধ শিশু, যার পড়ার বা মুখস্থ করার ক্ষমতা নেই, তার গলায় দুআর তাবীয বানিয়ে লটকানো যায়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করি যে, তাবীয-ব্যবসায়ীরা তাকে সর্ব-সাধারণের জন্য জায়েয বানানোর দলীল মনে ক'রে থাকেন। ফলে ব্যাপকভাবে তাঁরা বড়-ছোট, পুরুষ-মহিলা, কাফের-ফাসেক সকলকেই তাবীয বিক্রি ক'রে থাকেন। আর তাতে যে কত বড় খারাবি, তা অনুমেয়।

অষ্টমতঃ উক্ত আমলটি আব্দুল্লাহ বিন আম্র ﷺ-এর একান্ত নিজস্ব। যেহেতু অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক প্রমাণিত নেই যে, তাঁদের কেউ তাঁর মতো আমল করেছেন।

কোন কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত ইজতিহাদী এমন একক আমল, যার ব্যাপারে উলামাগণ আমলযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন। যেমন ইবনে উমারের সেই সেই জায়গায় নামায পড়া, যে সব জায়গায় নবী ﷺ নামায পড়েছেন। আবূ হুরাইরার উযূতে বগল পর্যন্ত হাত এবং প্রায় হাঁটু পর্যন্ত পা ধোয়া ইত্যাদি।

সাহাবী আম্র বিন আল-আস তাঁর মৃত্যুশয্যায় বলেছিলেন, 'আমার কবরের পাশে ততক্ষণ অবস্থান করো, যতক্ষণ একটি উঁটনী যবেহ ক'রে তার গোশ্ত ভাগ করতে সময় লাগে। যাতে আমি তোমাদেরকে কাছে পেয়ে আমার আতঙ্ক দূর করতে পারি এবং আমার প্রতিপালকের দূতকে কী জওয়াব দেব, তা ভেবে নিতে পারি।'

এ ব্যাপারে উলামাগণ বলেছেন, এটা ছিল তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদ। নচেৎ ঐরূপ বিধেয় হলে অবশ্যই নবী ﷺ তা সকলের জন্য নির্দেশ দিয়ে যেতেন। *(দেখুন, আসইলাতুন অআজবিবাতুন আ'ন আলফাযিন অমাফাহীমা ফী মীযানিশ শারীআহ, ইবনে উষাইমীন ২/৬০-৬১)*

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, 'ইবাদত, বৈধ, ওয়াজেব বা হারামের ব্যাপারে এককভাবে যে আমল কোন কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত আছে, যাতে অন্য কোনও সাহাবীর সহমত নেই; বরং নবী ﷺ থেকে যা প্রমাণিত তা তার পরিপন্থী এবং তার অনুবর্তী নয়, সে ক্ষেত্রে তাঁর সে একক আমল সুন্নাহ নয়, যা মুসলিমদের জন্য পালন করা জরুরী। তাতে বড়জোর এ কথা বলা যায় যে, সেটা এমন বিষয় যাতে ইজতিহাদী মতামত থাকতেই পারে এবং যাতে উম্মাহর মাঝে মতানৈক্য আছে, যা আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজেব।' (মাজমূউ ফাতাওয়া ১/২৭৯)

ইবনে তাইমিয়্যাহ-বিরোধী এক বিদাআতী হুজুর তো চায়ের কাপে তুফান তুলে দাবী করেছেন, অজ্ঞদের জানা নেই যে, সাহাবীর ছেলে সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আম্‌রের তাবীয লটকানোর ব্যাপারে সাহাবার 'ইজমা সুকূতী' (মৌন ইজমা') আছে! যেহেতু তিরমিযীতে আছে, আব্দুল্লাহ বিন আম্‌র ﷺ বলেছেন,

"كنَّا نُعَلِّمُ صبياننا الآياتِ من القرآن، ومن لم يَبلُغْ نكتبها على ورقة ونُعَلِّقُها على صدره". رواه الترمذي

'আমরা আমাদের শিশুদেরকে কুরআনের আয়াত শিক্ষা দিতাম। তাদের মধ্যে যে নাবালক হতো, তার জন্য কাগজে লিখে তার বুকে ঝুলিয়ে দিতাম।'

এখানে 'আমরা' মানে সাহাবারা। সুতরাং সাহাবাগণ সকলেই কুরআনের আয়াত শিশুদের বুকে লটকাতেন। অতএব হয়ে গেল কিস্তিমাত, হয়ে গেল ইজমা। হয়ে গেল তাবীয লটকানো জায়েয!

কিন্তু প্রশ্ন থাকবে ঐ হুজুরের কাছে, 'আপনার কাছে যে তিরমিযী আছে, সেই তিরমিযীতে কি ঐ আষার আছে, যেটা আপনি উদ্ধৃত করেছেন? নাকি আপনার মনের মতো বলে আন্দাজে-অনুমানেই তীর মেরেছেন?'

আমাদের কাছে যে তিরমিযী রয়েছে, তাতে তো নেই। হাদীসের কোন কিতাবেই ঐ শব্দাবলী নেই।

তারপর আরো একটা প্রশ্ন থাকবে, তিরমিযীতে বা অন্য কিতাবে যদিও থাকে, তাহলে সেটা সহীহ তো? আপনি আপনার মনোমতো 'সহীহ' বললেই চলবে তো? নাকি মুহদ্দিসীনদেরকে তা বলতে হবে?

এর উত্তর জানার জন্য কি মানতেক-ফালসাফা জানতে হবে হুজুর?

কুরআন নিয়ে অবিশ্বাসীদের কতিপয় সন্দেহ ও তার নিরসন

যারা যে জিনিস বিশ্বাস করে না, তারা সেই জিনিসের নানা খুঁত ও দোষ ধরে। যারা যে বিষয়ে সন্দিহান হয়, তারা সে বিষয়ে নানা আপত্তি ও সংশয় উত্থাপন করে। এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ইসলাম-বিদ্বেষীরা মুসলিমদের দ্বীনী কিতাব আল-কুরআনের ছিদ্রান্বেষণ করবে এবং তার নানা দোষ বের ক'রে মানুষের মনে সন্দেহ প্রক্ষিপ্ত করবে আর মুসলিমদের প্রধান শত্রু শয়তান তাদের চির

সহযোগী হিসাবে তো কিয়ামত অবধি কাজ করবেই।

তবে মহান আল্লাহর ওয়াদা, নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও তাঁর দ্বীন বিজয়ী থাকবে। নানা ঝড়-তুফানের মাঝেও তাঁর দ্বীনের প্রদীপ উজ্জ্বল থাকবে। তিনি বলেছেন,

{يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (٣٢) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} (٣٣) سورة التوبة

"তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে চায়, অথচ আল্লাহ স্বীয় নূর (দ্বীন-ইসলাম)কে পূর্ণত্বে পৌঁছানো ব্যতীত নিরস্ত হবেন না, যদিও অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে করে। তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করে।" *(তাওবাহ ঃ ৩২-৩৩)*

মহান করুণাময়ের ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ হবে। তাই তিনি যুগে-যুগে এমন আলেম-উলামা প্রেরণ করেন, যাঁরা তাঁর দ্বীনের সাহায্য করেন এবং তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল সন্দেহ নিরসন করেন। বিরোধীদের পক্ষ থেকে ওঠা সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান ক'রে থাকেন। অবিশ্বাসীদের নানা অভিযোগকে নস্যাৎ এবং আরোপিত নানা অপবাদকে খন্ডন ক'রে থাকেন।

আমি পাঠকের খিদমতে এখানে উক্ত শ্রেণীর কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তর পরিবেশন করব। আশা করি আপনারও কোনভাবে তা কাজে লাগবে।

কুরআনের বক্তব্য পরস্পর-বিরোধী হলে?

কুরআনের কোন বক্তব্যে স্ববিরোধিতা নেই। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (٨٢)

"তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত।" (নিসা ঃ ৮২)

সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসীর এ বিশ্বাস থাকবে যে, কুরআনে কোন পরস্পর-বিরোধী কথাই নেই। কিন্তু তেমন কথা অনুভূত হলে জানতে হবে, বোঝার কোন সমস্যা আছে, তার কোন ব্যাখ্যা আছে অথবা কোন কারণ আছে।

একটি কারণ হল, পূর্ববর্তী নির্দেশকে কোন প্রয়োজন ও হিকমতে রহিত করা। অবশ্যই অনুরূপ কোন নির্দেশ অথবা তার চাইতে উত্তম নির্দেশ আসার জন্যই শেষ নির্দেশ আসে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (١٠٦) سورة البقرة

"আমি কোন আয়াত (বাক্য) রহিত করলে অথবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম কিংবা তার সমতুল্য কোন আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান?" (বাক্বারাহ ঃ ১০৬)

মনে রাখা দরকার যে, যে নির্দেশ পরে আসে, তাকে 'নাসেখ' (রহিতকারী) এবং পূর্বের নির্দেশকে 'মনসূখ' (রহিত) বলা হয়।

এ মর্মে তিন শ্রেণীর রহিত হওয়ার ঘটনা কুরআনের ক্ষেত্রে ঘটেছে।

এক ঃ তিলাঅত ও নির্দেশ উভয়ই রহিত।

অর্থাৎ, নির্দেশ রহিত হওয়ার সাথে সাথে আয়াতও কুরআনে অবশিষ্ট থাকে না। যেমন দশবার দুধ পান করলে তবেই মাতৃ-সন্তানের সম্পর্ক কায়েম হওয়ার মর্মে আয়াতটির নির্দেশ ও তিলাঅত উভয়ই রহিত হয়ে গেছে। *(মুসলিম ৩৬৭০-৩৬৭১নং)*

দুই ঃ তিলাঅত রহিত, নির্দেশ অবশিষ্ট।

অর্থাৎ, আয়াতটি কুরআনে নেই, কিন্তু তার নির্দেশ অবশিষ্ট আছে। যেমন এই আয়াত,

الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ.

অর্থাৎ, বুড়ো-বুড়ি (বিবাহিত নারী-পুরুষ) ব্যভিচার করলে তাদেরকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা কর। *(ইবনে মাজাহ ২৫৫৩, মালেক ১২৯৭, বুখারী ৬৮২৯-৬৮৩০, মুসলিম ৪৫১৩নং)*

আয়াতটি কুরআনে উল্লিখিত নেই, কিন্তু তার নির্দেশ বাকী। উপর্যুক্ত হাদীস গ্রন্থগুলিতে তা দেখা যেতে পারে।

তিন ঃ আয়াতের নির্দেশ রহিত, কিন্তু আয়াতটি কুরআনে বর্তমান আছে।

অর্থাৎ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উভয় নির্দেশের আয়াতই কুরআনে বর্তমান আছে, আর তখনই পরস্পর-বিরোধিতার কথা মনে জাগে।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ-

মনসূখ ঃ

{أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (١٨٤) سورة البقرة

"(রোযা) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে বা সফর অবস্থায় থাকলে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করে নেবে। আর যারা রোযা রাখার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না (যারা রোযা রাখতে অক্ষম), তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। পরন্তু যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি তোমরা রোযা রাখ, তাহলে তা তোমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণপ্রসূ; যদি তোমরা উপলব্ধি করতে পার।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৪)

নাসেখ ঃ

{شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ} (١٨٥) البقرة

"রমযান মাস, এতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাস পাবে সে যেন তাতে রোযা পালন করে। আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির থাকে, তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পূরণ করতে হবে।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮৫)

মনসূখ ঃ

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তারা তাদের স্ত্রীদের জন্য এই অসিয়ত করবে যে, তাদেরকে যেন এক বছর পর্যন্ত ভরণপোষণ দেওয়া হয় এবং গৃহ থেকে বের ক'রে দেওয়া না হয়, কিন্তু যদি (স্বেচ্ছায়) তারা বেরিয়ে যায়, তবে নিয়মমত নিজেদের জন্য যা করবে, তাতে তোমাদের কোন পাপ

নেই। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" (বাক্বারাহ ঃ ২৪০)

নাসেখ ঃ

{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (٢٣٤) سورة البقرة

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীগণ চার মাস দশ দিন অপেক্ষা করবে। যখন তারা ইদ্দত (চার মাস দশ দিন) পূর্ণ করবে, তখন তারা নিজেদের জন্য কোন বিধিমত কাজ (সৌন্দর্যগ্রহণ বা বিবাহ) করলে, তাতে তোমাদের কোন পাপ হবে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" (বাক্বারাহ ঃ ২৩৪)

মনসূখ ঃ

{لِّلَّهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٢٨٤) البقرة

"দ্যুলোকে-ভূলোকে যা কিছু আছে সমস্তই আল্লাহর। বস্তুতঃ তোমাদের মনে যা আছে তা প্রকাশ কর অথবা গোপন রাখ, আল্লাহ তার হিসাব তোমাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন। অতঃপর যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করবেন এবং যাকে খুশী শাস্তি দেবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(বাক্বারাহ ঃ ২৮৪)*

নাসেখ ঃ

{لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} (٢٨٦) البقرة

আল্লাহ কাউকেও তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন না। যে ভাল উপার্জন করবে সে তার (প্রতিদান পাবে) এবং যে মন্দ উপার্জন করবে, সে তার (প্রতিফল পাবে)।" (বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)

মনসূখ ঃ

{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} (٢١٩) سورة البقرة

"লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, 'উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্য (যৎকিঞ্চিৎ) উপকারও আছে, কিন্তু ওদের পাপ

উপকার অপেক্ষা অধিক।" (বাক্বারাহ ঃ ২১৯)

নাসেখ ও মনসূখ ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ} (٤٣)

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নেশার অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা কী বলছ, তা বুঝতে পার।" (নিসা ঃ ৪৩)

নাসেখ ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (٩٠) سورة المائدة

"হে বিশ্বাসিগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্যনির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (মায়িদাহ ঃ ৯০)

মনসূখ ঃ

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (١٢) سورة المجادلة

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রসূলের সাথে চুপিচুপি কথা বলতে চাইলে তার পূর্বে কিছু সাদকা প্রদান কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয় ও পবিত্রতর; যদি তাতে অক্ষম হও, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" *(মুজাদালাহ ঃ ১২)*

নাসেখ ঃ

{أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} (١٣)

"তোমরা কি চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদকা প্রদানকে কষ্টকর মনে কর? যখন তোমরা তা পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিলেন; তখন তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সম্যক অবগত।" *(মুজাদালাহ ঃ ১৩)*

এরূপ উদাহরণ আরো বর্তমান। অবশ্য কোন্‌টা আগের, কোন্‌টা পরের, সে কথা পাবেন তফসীরে।

কুরআন ও সুন্নাহ যদি পরস্পর-বিরোধী হয়?

আমরা জেনেছি, কোনও বিষয়ে বিধান নেওয়ার ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহকে পাশাপাশি রাখতে হবে। আগে কুরআন, তারপর সুন্নাহ নয়। যেহেতু দুটাই অহী। মানার ক্ষেত্রে দুটাই সমান। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ পরস্পর-বিরোধী হলে তখন উপায় কী?

মোটামুটি দুই শ্রেণীর পরস্পর-বিরোধিতা নজরে আসতে পারে।

প্রথমতঃ আম-খাসের পরস্পর-বিরোধিতা। অর্থাৎ, কুরআনে আছে আম নির্দেশ, হাদীস সেটাকে খাস করেছে। উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

কার সাথে বিবাহ অবৈধ, তার বিবরণ দেওয়ার পর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} (٢٤) النساء

"উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়।" (নিসা ঃ ২৪)

কিন্তু উল্লিখিত নারীগণের ভিতরে আপনি আপনার স্ত্রীর খালা বা বুনঝি এবং অনুরূপ ফুফু বা ভাইঝির উল্লেখ পাবেন না। অথচ স্ত্রী থাকতে তাদের কাউকে বিবাহ করা হারাম, সে কথা হাদীসে বলা হয়েছে। *(বুখারী ৫১০৮, মুসলিম ৩৫০৬-৩৫০৯নং)*

আপনি কুরআনে পড়বেন,

{إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٧٣) سورة البقرة

"নিশ্চয় (আল্লাহ) তোমাদের জন্য শুধু মৃত জীব, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুর উপরে (যবেহ কালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে তা তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন। কিন্তু যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।" (বাক্বারাহ ঃ ১৭৩)

কিন্তু নিশ্চয় আপনি মৃত মাছ খেয়ে থাকেন। যেহেতু ঐ আম নির্দেশকে হাদীস দ্বারা খাস করা হয়েছে। (আহমাদ ৫৭২৩, ইবনে মাজাহ ৩৩১৪নং)

আপনি কুরআনে মীরাসের আয়াত (নিসা ঃ ১১-১২) পড়বেন। সেখানে এবং অন্য স্থানেও ওয়ারিসদের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু হাদীসে কিছু

বিশেষ নির্দেশ পাবেন, 'নবীদের কেউ ওয়ারিস হয় না।' *(বুখারী ৩০৯৩, মুসলিম ৪৬৭৬নং)*

অনুরূপ পাবেন, 'মুসলিম কাফেরের ওয়ারিস হয় না, কাফের মুসলিমের ওয়ারিস হয় না।' (বুখারী ৬৭৬৪, মুসলিম ৪২২৫নং)

বলা বাহুল্য, এগুলি প্রকৃতপ্রস্তাবে পরস্পর-বিরোধিতা নয়।

দ্বিতীয়তঃ কুরআনের এমন কিছু নির্দেশ আছে, যা সুন্নাহ দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। আর সুন্নাহ বা হাদীস বলতে প্রমাণিত সহীহ হাদীস উদ্দেশ্য। যেহেতু দুটাই অহী। অতএব প্রয়োজনের তাকীদে একটি অহী অন্য অহী দ্বারা রহিত বা মনসূখ হতে পারে। অর্থাৎ, সে নির্দেশ পূর্বে ছিল, পরে তা রহিত করা হয়েছে। সুতরাং পরস্পর-বিরোধিতা আর অবশিষ্ট থাকছে না।

উদাহরণ স্বরূপ, মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَـةً أَوْ دَمًـا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَـاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٤٥) سورة الأنعام

"বল, আমার প্রতি যে প্রত্যাদেশ হয়েছে, তাতে আহারকারী যা আহার করে, তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাই না। তবে মৃতপ্রাণী, বহমান রক্ত ও শূকরের মাংস; কেননা তা অপবিত্র। অথবা (যবেহকালে) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেওয়ার কারণে যা অবৈধ। তবে কেউ অবাধ্য না হয়ে এবং সীমালংঘন না ক'রে তা গ্রহণে বাধ্য হলে, তোমার প্রতিপালক অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আন্‌আমঃ ১৪৫)

উক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আয়াতে উক্ত প্রাণী ছাড়া অন্য কোন প্রাণী হারাম নয়।

কিন্তু আপনি হাদীসে পড়বেন, আনাস ﷺ বলেন, খায়বারের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, গাধাগুলিকে খেয়ে নেওয়া হচ্ছে! রাসুলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকলেন। দ্বিতীয় বার পুনরায় এসে বলল, 'গাধাগুলি খেয়ে নেওয়া হচ্ছে।' তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয় বার এসে বলল, 'গাধাগুলি শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।' অতঃপর নবী ﷺ একজন ঘোষণাকারীকে এই কথা ঘোষণা করার আদেশ করলেন, "আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করছেন।" এই ঘোষণা শোনামাত্র ফুটন্ত

হাঁড়ির গোশ্ত মাটিতে ঢেলে দেওয়া হল। *(বুখারী ৪১৯৯নং)*

অনুরূপ আরো কিছু পশু ও পক্ষীকে হারাম করা হয়েছে হাদীসে।

অনুরূপভাবে কুরআনের প্রাথমিক নির্দেশে ছিল পিতামাতার নামেও সম্পত্তি অসিয়ত করতে পারা যায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} (١٨٠) سورة البقرة

"তোমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমাদের মধ্যে যখন কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় এবং সে যদি ধন-সম্পত্তি রেখে যায়, তবে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য বৈধভাবে 'অসিয়ত' করার বিধান দেওয়া হল। ধর্মভীরুদের জন্য এটা অবশ্য পালনীয়।" (বাক্বারাহ ঃ ১৮০)

কিন্তু সে নির্দেশকে রহিত ক'রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ».

"আল্লাহ তাআ'লা প্রত্যেক হকদারকে তার প্রাপ্য হক প্রদান করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারেসের জন্য অসিয়ত বৈধ নয়।" *(আহমাদ ২২২৯৪, আবু দাউদ ২৮৭২, ৩৫৬৭, তিরমিযী, ২১২০, ইবনে মাজাহ ২৭১৩নং)*

মোট কথা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য এ বিশ্বাস রাখা জরুরী যে, কুরআনের সাথে সুন্নাহর পারস্পরিক কোন সংঘর্ষ থাকতে পারে না। আর বাহ্যতঃ তা থাকলেও সেটা আসলে তা নয়, তার অন্য কোন সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। অবশ্য সে ক্ষেত্রে শরীয়তের উলামার দিকে রুজু করা আবশ্যিক।

বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে?

কুরআনের কোন কোন তথ্য বিজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হলে আদৌ কিন্তু তা নয়। কারণ মু'মিনের ঈমান এই যে, কুরআন স্বয়ং মহান স্রষ্টার বাণী, সুতরাং তাঁর বাণীর সাথে বিজ্ঞানের বাস্তব তত্ত্ব ও প্রকৃতত্ত্ব সাংঘর্ষিক হতে পারে না। কোনও ব্যাপারে আমাদের তেমন সন্দেহ হলে, জানতে হবে আমাদেরই কোথাও ভুল হচ্ছে। স্রষ্টার বাণীতে ভুল নয়, তার ব্যাখ্যা করাতে আমাদের ভুল হচ্ছে, যদি বিজ্ঞানের দাবী সত্য হয়। নচেৎ বিজ্ঞানের তথ্য ভুল, যা কিছু দিনের ভিতরে অন্য বৈজ্ঞানিক এসে প্রমাণ করছেন।

মহাগ্রন্থে গ্রন্থনা কৈ?

অবিশ্বাসীদের একটি অভিযোগ এই যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে গ্রন্থনা নেই। তার মানে, অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের গ্রন্থের মতো তার রচনাশৈলী, তারতীব, পারস্পরিক সঙ্গতিপূর্ণ ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা নেই।

এর উত্তরে বলা যায় যে, হ্যাঁ, এটা সৃষ্টির কোন লেখকের মতো রচনা নয়। আর উল্লিখিত বিষয়সমূহ এ গ্রন্থে নেই, তার মানেই হল এ গ্রন্থ কোন মানব-রচিত গ্রন্থ নয়। এ গ্রন্থের তেমন কোন শিরোনাম নেই, পরিচ্ছেদ নেই, বিষয়ভিত্তিক অনুক্রম নেই। যেহেতু তা প্রয়োজনের অনুপাতে অবতীর্ণ। তবুও সূরা দিয়ে তা ভাগ করা আছে এবং তার নামকরণও করা হয়েছে।

একই কথার বারবার পুনরাবৃত্তি

'কুরআন শরীফ ধারাবাহিকভাবে লিখিত কোন গ্রন্থ নয়। লিখিত আকারে অবতীর্ণও হয়নি কুরআন আযীয। পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতেই তার অবতারণা। তাই তাতে একটা ঘটনা বা বিষয় বারবার বহু স্থানে প্রায় একইভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন রোগীর চিকিৎসা ক্ষেত্রে একই ঔষধ বিভিন্ন বার ব্যবহার কিংবা একই রোগীর অবস্থা বিশেষে একই ঔষধের ব্যবস্থার মতই কুরআন শরীফের বর্ণনা। একজন সুযোগ্য বক্তার বিভিন্ন বক্তৃতামালা একত্র সন্নিবেশিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত গ্রন্থের অবস্থা যেমন হয়, কুরআন মাজীদের অবস্থাও ঠিক এ ক্ষেত্রে অনেকটা তদ্রূপ।' *(কোরআন শরীফ, মোবারক করীম জওহর)*

একটি কথা বারবার শুনলে, তার গুরুত্ব থাকে। কেউ উপদেশ গ্রহণ না করলে তাকে বারংবার বলতে হয়। কুরআন মাজীদেও তাই অনেক কথা, অনেক কাহিনী বারবার বলা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُورًا} (٤١) سورة الإسراء

"এই কুরআনে বহু কথাই আমি বারবার (বিভিন্নভাবে) বিবৃত করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে; কিন্তু তাতে তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৪১)*

অধিক তাকীদ করার উদ্দেশ্যে কোন কোন কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যে বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হচ্ছে, তার অধিক গুরুত্ব বুঝানোর জন্য বারবার

একই কথার উল্লেখ এসেছে। যেমন সূরা ক্বামার, রহমান, মুরসালাত প্রভৃতি সূরায় লক্ষ্য করা যেতে পারে।

অনেক সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন কিছু অক্ষরের অর্থ কী?

কুরআনের সবটাই কল্যাণময় এবং অর্থময়। তাহলে ঐ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির অর্থ কী?

কুরআনের সকল কিছুই অর্থময়। সুতরাং ঐ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলির অর্থ অবশ্যই আছে। তবে কি জানেন, কুরআনের অনেক জিনিসের অর্থ সকলে জানে, কিছু জিনিসের অর্থ সুবিজ্ঞ উলামাগণ জানেন, আর কিছু জিনিসের অর্থ কেবল মহান স্রষ্টাই জানেন। তিনি বলেছেন,

{هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الأَلْبَابِ} (٧) سورة آل عمران

"তিনিই তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু আয়াত সুস্পষ্ট, দ্ব্যর্থহীন, এগুলি কিতাবের মূল অংশ; যার অন্যগুলি রূপক; যাদের মনে বক্রতা আছে, তারা ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি ও ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে যা রূপক তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা সুবিজ্ঞ তারা বলে, 'আমরা এ বিশ্বাস করি। সমস্তই আমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে আগত।' বস্তুতঃ বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে।" (আলে ইমরান ঃ ৭)

তাহলে কুরআন মানবজাতির কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকলে ঐ অক্ষরগুলি কোন্ কল্যাণের?

অনেকে ঐ সকল বিচ্ছিন্ন অক্ষরের বিভিন্ন অর্থ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কুরআনের প্রধান ব্যাখ্যাদাতা, যাঁর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তাঁর নিকট থেকে তেমন কিছু প্রমাণিত নয়। সুতরাং তার অর্থ যে মহান প্রতিপালকেরই সংরক্ষিত এবং তার প্রতি আমাদের ঈমান রাখা কর্তব্য, তা সুনিশ্চিত।

বাকী থাকল, তাহলে মানুষের কল্যাণে কী লাগল? তার কি কোন উদ্দেশ্য অনুমান করা যেতে পারে?

হ্যাঁ, অক্ষরগুলি শুরুতে উল্লেখ ক'রে আরবকে চ্যালেঞ্জ ছুড়া হয়েছে যে, দেখ, এই সেই কুরআন, যাকে তোমরা আল্লাহর বাণী বলে অস্বীকার করছ, তা তো তোমাদেরই বর্ণমালা দিয়ে গঠিত। তোমরা সেটাকে মানুষের বাণী ধারণা করছ। সুতরাং তোমাদের ক্ষমতায় থাকলে তোমরা এমন একটা কুরআন আনয়ন করে দেখাও। তাতেও সক্ষম না হলে দশটা সূরা, তাও না পারলে অন্ততঃ একটা সূরা রচনা ক'রে প্রমাণ ক'রে দাও যে, এ বাণী তোমাদেরই মতো মানুষের বাণী। 'আলিফ-লাম-মীম, ত্বা-হা-য়্যা-আইন-স্বাদ' ইত্যাদি তো তোমাদেরই ব্যবহৃত বর্ণমালা, এই বর্ণমালা দিয়েই মহান আল্লাহর বাণী এটা, তোমরা পারলে তা দিয়ে অনুরূপ বাণী রচনা ক'রে দেখাও।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন যে অনুপম আরবী সাহিত্যমন্ডিত গ্রন্থ, তা যে মহান স্রষ্টারই বাণী, সে কথাই জানিয়ে দেওয়া উক্ত অক্ষরগুলি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হতে পারে।

কুরআন পাঠে সাত শ্রেণীর মত পার্থক্য

হাদীসে বলা হয়েছে, "কুরআন সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে।" *(বুখারী ২৪১৯, মুসলিম ১৯৩৬নং)*

অবিশ্বাসীদের প্রশ্ন হল, সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হওয়ার ফলে কুরআনের অর্থ বদলে যায়। একটি ভাষায় এক অর্থ হলে, অন্য ভাষায় অন্য অর্থ হয়। তাতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। অথচ কুরআনে কোন মতভেদ নেই। কুরআন বলছে,

{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا} (٨٢)

"তারা কি কুরআন সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করে না? এ (কুরআন) যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো তরফ থেকে (অবতীর্ণ) হত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাতে অনেক পরস্পর-বিরোধী কথা পেত।" (নিসা ঃ ৮২)

কিন্তু সাতটি আঞ্চলিকতায় মতভেদ ও পরস্পর-বিরোধী কথা তো রয়েছেই। তাহলে তিনটের মধ্যে একটা ঃ-

এক ঃ হয় কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়।

দুই ঃ না হয়, সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার হাদীসটি মিথ্যা।

তিন ঃ না হয়, আল্লাহর ঐ দাবী সঠিক নয়!

উত্তরে মু'মিনগণ বলেন, কক্ষনই না। নিঃসন্দেহে কুরআন আল্লাহর বাণী, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আরবদের সুবিধার্থে তাদের সাতটি আঞ্চলিক ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার হাদীসও সহীহ। আর তার ফলে কুরআনে কোন মতভেদ বা পরস্পর-বিরোধিতা নেই এবং মহান আল্লাহর দাবী বেঠিক হতে পারে না, যেমন অবিশ্বাসীদের ধারণা বেঠিক।

কুরআনের ভাষায় সাত রকম আঞ্চলিকতার ব্যাপারটা তিনভাবে বুঝা যেতে পারে ঃ-

এক ঃ শাব্দিক পার্থক্য বা বানানের ভিন্নতা, অর্থের নয়। যেমন صراط শব্দটিকে سراط বা زراط বলা যায়। মানে একটাই ঃ পথ।

আমাদের বাংলাতেও বিভিন্ন শব্দের এমন বানানভেদ বহু লক্ষ্য করা যায়। যেমন ঃ রছূল, রসূল, রাসূল, শখ, সখ, গলত, গলদ ইত্যাদি।

দুই ঃ উচ্চারণের পার্থক্য। যেমন ঃ ملك يوم الدين ও مالك يوم الدين । অর্থে কিছু পার্থক্য থাকলেও কাছাকাছি অর্থ থাকে। যেমন মালিক ও রাজা।

তিন ঃ উচ্চারণের এমন পার্থক্য, যাতে নতুন অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু সে অর্থ আগের অর্থের বিরোধী নয়। যেমন ঃ

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ} (١١٠) سورة يوسف

"অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হল এবং (লোকে) ভাবল যে, তাদেরকে মিথ্যা (প্রতিশ্রুতি) দেওয়া হয়েছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম, সে উদ্ধার পেল। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা হয় না।" (ইউসুফ ঃ ১১০)

অন্য এক ক্বিরাআতে,

{حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ}

লক্ষণীয় যে, এই ক্বিরাআতে চিহ্নিত শব্দের যাল অক্ষরে তাশদীদ আছে। যার অর্থ দাঁড়াবে,

"অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হল এবং (তারা) ভাবল যে, লোকেরা

তাদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য এল। অতঃপর আমি যাকে ইচ্ছা করলাম, সে উদ্ধার পেল। আর অপরাধী সম্প্রদায় হতে আমার শাস্তি রদ করা হয় না।"

আরো লক্ষণীয় যে, উভয় ক্বিরাআতের অর্থে পার্থক্য আছে, কিন্তু কোন পরস্পর-বিরোধিতা নেই।

মোট কথা কুরআন পাঠ-প্রণালী বা ক্বিরাআতে পার্থক্য হলেও আসলে কুরআনের অর্থে কোনরূপ স্ববিরোধিতা আসে না। সাত আঞ্চলিকতাবিশিষ্ট ভাষায় কুরআন পাঠ করার রীতি আছে। কিন্তু কুরআনের খবু কম শব্দেই সেই আঞ্চলিকতার প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। আর অবশ্যই তাতে কুরআনের স্ববিরোধিতা প্রমাণ করা যায় না।

কুরআন কি বিকৃত?

যে কুরআনের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

"নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক।" *(হিজ্‌রঃ ৯)*

যে কুরআন সম্বন্ধে মহান প্রতিপালক ঘোষণা করেছেন,

{وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (٤١) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} (٤٢) سورة فصلت

"এ অবশ্যই এক মহিমময় গ্রন্থ। সম্মুখ অথবা পশ্চাৎ হতে মিথ্যা এতে প্রক্ষিপ্ত হতে পারে না। এ প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ।" *(হা-মীম সাজদাহঃ ৪১-৪২)*

যে কুরআন সুমহান স্রষ্টা কর্তৃক সুরক্ষিত, সুরক্ষিত লওহে মাহফূযে, সংরক্ষিত অবতীর্ণ হওয়ার কালে, সুরক্ষিত তার পরে মহাপ্রলয় দিবসের পূর্ব পর্যন্ত, সে কুরআন কি বিকৃত হতে পারে?

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,

'দিলকে ফফূলে জল উটঠে সীনে কে দাগ সে,
ইস ঘর কো আগ লাগ গয়ী ঘর কে চিরাগ সে।'

পরের লাগানো আগুনে ঘর পুড়লে তত দুঃখ ছিল না। কিন্তু ঘরের চেরাগ দ্বারা ঘর পুড়লে বেশী বড় আফসোসের কথা। নামধারী কিছু মুসলমানেরই

অভিযোগ যে, কুরআন বিকৃত! অধিকাংশ সাহাবা তাদের নিকট কাফের এবং তাঁরাই নাকি কুরআন বিকৃত করেছেন! সুতরাং আলাইহিম মিনাল্লাহি মা য়্যাস্তহিক্কুন।

এ বিষয়ে তাদের বহু দাবী-দাওয়া আছে। ওদের কিতাব 'অসূলুল কাফী' যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই অধিক অবগত আছেন। আমি এখানে পাঠকের উৎকণ্ঠা দূর করার মানসে কতিপয় উদাহরণ পেশ করছি,

সূরা বাইয়্যিনাহতে পিতার নাম সহ কুরাইশের সত্তর জন লোকের নাম ছিল, তা মুছে ফেলা হয়েছে। (ঐ ৬৭০পৃঃ)

{وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} (١١٥) سورة طـه

"আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে দৃঢ়সংকল্প পাইনি।" (ত্বা-হা ঃ ১১৫)

ওদের দাবী, এই আয়াত আসলে এই রকম ছিল,

"ولقد عهدنا إلى آدم من قبل (كلمات في محمد وعلي وفاطمـة والحـسن والحـسين والأئمة من ذريتهم) فنسي"

"আমি তো ইতিপূর্বে আদমের প্রতি নির্দেশ দান করেছিলাম (মুহাম্মাদ, আলী, ফাতেমা, হাসান-হুসাইন এবং তাঁদের বংশের ইমামগণ সম্বন্ধে)। কিন্তু সে ভুলে গিয়েছিল; আমি তাকে দৃঢ়সংকল্প পাইনি।" (ঐ ২৬৩পৃঃ)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ مَفْعُولاً}

"হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থনরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এর পূর্বে যে, আমি বহু লোকের মুখমন্ডল বিকৃত করে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেব অথবা শনিবার অমান্যকারীদেরকে যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম, সেরূপ তাদেরকে অভিসম্পাত করব। বস্তুতঃ আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" *(নিসা ঃ ৪৭)*

ওদের দাবী, উক্ত আয়াত আসলে এইরূপ ছিল,

"يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا (في علي نورا مبينا).....".

"হে গ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থনরূপে আমি

যা (স্পষ্ট নূর আলীর ব্যাপারে) অবতীর্ণ করেছি তাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, এর পূর্বে যে, আমি বহু লোকের মুখমন্ডল বিকৃত করে পিছনের দিকে ফিরিয়ে দেব অথবা শনিবার অমান্যকারীদেরকে যেরূপ অভিসম্পাত করেছিলাম, সেরূপ তাদেরকে অভিসম্পাত করব। বস্তুতঃ আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।" (ঐ ২৬৪পৃঃ)

{إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ} (৩৩)

"নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।" (আলে ইমরান ঃ ৩৩)

ওদের দাবী, উক্ত আয়াত আসলে এইরূপ ছিল,

{إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ (وآل محمد) وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ}

"নিশ্চয় আল্লাহ আদম, নূহ, ইব্রাহীমের বংশধর (মুহাম্মাদের বংশধর) এবং ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন।"

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤) سورة الانشراح

"আমি কি তোমার বক্ষকে প্রশস্ত ক'রে দিইনি? আমি তোমার উপর হতে অপসারণ করেছি তোমার সেই ভার। যা তোমার পিঠকে ক'রে রেখেছিল ভারাক্রান্ত। আর আমি তোমার খ্যাতিকে সমুচ্চ করেছি।" (ইনশিরাহ ঃ ১-৪)

ওদের দাবী, উক্ত আয়াতগুলির পরে এই আয়াতটি ছিল,

وجعلنا عليا صهرك.

"এবং আলীকে তোমার জামাই করেছি।"

কিছু শিয়ার ধারণা যে, তৃতীয় খলীফা উষমান ﷺ বহু কুরআন পুড়িয়ে ফেলেছেন এবং বহু এমন সূরা নষ্ট ক'রে দিয়েছেন, যাতে আলী ﷺ ও আহলে বায়তের মাহাত্ম্য বর্ণিত ছিল। তার মধ্যে একটি সূরা নিম্নরূপ ঃ-

"بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم".

"অনন্ত করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (আরম্ভ করছি)। হে

ঈমানদারগণ! তোমরা সেই দুই জ্যোতির প্রতি ঈমান আনয়ন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি। যারা তোমাদের নিকট আমার আয়াত পাঠ করে এবং তোমাদেরকে মহা দিনের আযাব থেকে সতর্ক করে। দুই জ্যোতি একে-অন্যের আর আমিই হচ্ছি সর্বশ্রেতা সর্বজ্ঞাতা।"

বিচারভার রইল পাঠকের দায়িত্বে।

কুরআনের কিছু কি অসংকলিত থেকে গেছে?

এ সন্দেহ মানুষের মনে জাগতেই পারে। তবে মুসলিম নিশ্চিত যে, কুরআনের কোন অংশও অসংকলিত বা ছুটে নেই। যেহেতু কুরআন শুধু লিখিত ও সংকলিত আকারেই সংরক্ষিত হয়নি, বরং মানুষের বুকে-বুকে ও মস্তিষ্কে স্মৃতিস্থ আকারেও সুসংরক্ষিত হয়েছে। যা মহানবী ﷺ-এর যুগেই বারবার পঠিত ও বারবার পুনরাবৃত্ত হয়েছে।

কিন্তু সমস্যা হল মুসলিম নামধারী কিছু বিভ্রান্ত মানুষই ধারণা করে যে, এ কুরআন সে কুরআন নয়। ফাতেমী কুরআন বলে আলাদা কুরআন আছে, যা কেবল তাদের ইমামগণের জানা।

অনেকে দাবী করে যে, কুরআন চল্লিশ, ষাট অথবা নব্বই পারা, তারাও বড় হাস্যকর গুমরাহ। তারা ভাবে, আমাদের কাছে যে কুরআন রয়েছে, তা যাহেরী। আর বাকী ১০, ৩০ বা ৬০ পারা বিশিষ্ট লোকের ক্বলবে বাতেন আছে! তারা মনে করে, 'সেগুলি জিব্রীল ছাড়া সরাসরি সেই বিশিষ্ট লোকের উপর অবতীর্ণ হয়েছে।' (অথবা শয়তানই তা অবতীর্ণ করেছে।)

অথবা তারা মনে করে যে, আল্লাহর নবী ﷺ কিছু ইল্ম গোপন ক'রে কিছু লোককে দান ক'রে গেছেন। তারা মনে করে, আল্লাহর নবী ﷺ, সাহাবী, তাবেয়ী তথা অন্যান্য ইমামগণ ইল্ম গোপন করার গোনাহ করেছেন! অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ } (١٥٩) سورة البقرة

"আমি যে সব স্পষ্ট আয়াত ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়।"

(বাক্বারাহঃ ১৫৯)

অথবা মহানবী ﷺ আল্লাহর দেওয়া রিসালতের খিয়ানত করেছেন!

তাছাড়া তিনি তা প্রচার করে গেলেন না কেন? কেন কিছু লোককে বাদ দিয়ে অন্য কিছু লোককে কল্যাণের জ্ঞান 'বাতেনী ইল্‌ম' দান ক'রে গেলেন? এটা কি উম্মতের হকে খিয়ানত নয়? নাঊযু বিল্লাহে মিন যালিক।

অথচ মহান আল্লাহ নবীর উদ্দেশ্যে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ}

অর্থাৎ, হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর, যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। *(সূরা মাইদাহ ৬৭ আয়াত)*

জাবের ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, বিদায় হজ্জের সময় এক লক্ষ অথবা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার সাহাবার সামনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

((وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ))؟

"তোমরা আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে, সুতরাং তোমরা কী বলবে?" তাঁরা সকলেই বলেছিলেন যে, 'আমরা সাক্ষ্য দেব যে, (আপনার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা) পৌঁছে দিয়েছেন, (আমানত) আদায় ক'রে দিয়েছেন এবং (উম্মতের জন্য) হিতাকাঙ্ক্ষা ও নসীহত করেছেন।' মহানবী ﷺ আসমানের দিকে আঙ্গুল তুলে এবং লোকেদের দিকে ফিরিয়ে ইঙ্গিত ক'রে তিনবার বললেন,

«اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ». ثَلاَثَ مَرَّاتٍ

"হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছে দিয়েছি?" অথবা তিনি তিনবার বললেন, "আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।" *(মুসলিম ৩০০৯নং)*

মাসরূক বলেন, আমি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র নিকট হেলান দিয়ে বসে ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, 'হে আবূ আয়েশা! যে ব্যক্তি তিনটের মধ্যে একটি কথা বলে, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। (তার মধ্যে একটি হল,) যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ আল্লাহর অবতীর্ণ কিছু অহী গোপন করেছেন, সে আল্লাহর প্রতি বিরাট মিথ্যা আরোপ করে। অথচ আল্লাহ বলেন, "হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা প্রচার কর, (যদি তা না কর, তাহলে তো তুমি তাঁর

বার্তা প্রচার করলে না।)" *(সূরা মাইদাহ ৬৭ আয়াত, মুসলিম ৪৫৭নং, তিরমিযী ৩০৬৮-নং, প্রমুখ)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আরো বলেছেন, 'যদি নবী ﷺ অহীর কোন অংশ গোপন করতেন, তাহলে (পালিত পুত্রের স্ত্রীকে তাঁর বিবাহ করার ব্যাপারে) এই আয়াত গোপন করতেন,

{وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ} (٣٧) سورة الأحزاب

"স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছ, তুমি তাকে বলেছিলে, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে ত্যাগ করো না এবং আল্লাহকে ভয় কর।' আর তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছিলে, আল্লাহ তা প্রকাশ ক'রে দিচ্ছেন; তুমি লোককে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকেই ভয় করা তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।" *(আহযাব ঃ ৩৭, তিরমিযী ৩২০৮-নং)*

বলা বাহুল্য, যেভাবেই হোক, আল্লাহর বিধান পার্থিব স্বার্থবশে গোপন করা হারাম। আলেমের ইল্‌মী খিয়ানত। তার শাস্তিও আছে বড়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

((مَنْ سُئِلَ عَنِ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ)).

"যে ব্যক্তি কোন ইল্‌ম গোপন করবে, সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ কিয়ামতে আগুনের লাগাম পরাবেন।" *(আহমাদ ৭৫৬১, তিরমিযী ২৬৪৯, ইবনে মাজাহ ২৬৪নং, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

ইবনে মাজার এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন,

"যে ব্যক্তি তার সংরক্ষিত (ও জানা) ইল্‌ম গোপন করবে, সে ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন মুখে আগুনের লাগাম দেওয়া অবস্থায় হাজির করা হবে।" *(ইবনে মাজাহ ২৬৬, সহীহ তারগীব ১২০নং)*

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, শরীয়তের কোন ইল্‌ম গুপ্ত নেই এবং 'বাতেনী ইল্‌ম' বলে কোন ইল্‌ম নেই। যেহেতু ইল্‌ম গোপন করা হারাম এবং গোপনকারী অভিশপ্ত। সুতরাং আল্লাহর নবী, তাঁর কোন সাহাবী, কোন তাবেয়ী অথবা আল্লাহর কোন ওলী ইল্‌ম গোপন করতে পারেন না।

ইবনে মাসঊদ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم بـه وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه)).

"হে লোক সকল! জান্নাতের নিকটবর্তীকারী এবং জাহান্নাম থেকে দূরকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে আদেশ করিনি। আর জাহান্নামের নিকটবর্তীকারী এবং জান্নাত থেকে দূরকারী এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে করতে নিষেধ করিনি।" *(বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ১০৩৭৬, হাকেম ২ ১৩৬, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৬৬নং)*

মুত্ত্বালিব কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« مَا تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلاَ تَرَكْتُ شَيْئًا مِمَّا نَهَاكُمُ اللَّهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ».

"এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা আদেশ করেছেন এবং এমন কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি, অথচ আল্লাহ তোমাদেরকে তা নিষেধ করেছেন।" *(বাইহাক্বী ১৩৮-২৫নং)*

সাহাবী আবূ যার্র ﷺ বলেছেন,

لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا.

'আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদেরকে এমন অবস্থায় ছেড়ে গেছেন যে, আকাশে উড়ন্ত পাখীর ইল্‌মও আমাদেরকে দিয়ে গেছেন।' *(আহমাদ ২ ১৩৬ ১নং)*

অনেকের ধারণা, নবী ﷺ ইল্‌ম গোপন ক'রে যাননি, তবে তিনি কিছু ইল্‌ম আহলে বায়তকে দান ক'রে গেছেন, যা অন্য কাউকে দিয়ে যাননি। কিন্তু এ ভ্রান্ত ধারণার খন্ডন ক'রেছেন খোদ আহলে বায়তের প্রথম ইমাম।

আবূ জুহাইফাহ বলেন, একদা আমি আলী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনাদের নিকট এমন কিছু (ইল্‌ম) আছে কি, যা কুরআনে নেই?' উত্তরে তিনি বললেন,

لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهْمًا يُعْطِيهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ وَفَكَاكُ الْأَسِيرِ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

'সেই সত্তার কসম! যিনি বীজকে অঙ্কুরিত করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন, আমাদের নিকট কুরআনে যা আছে, তার বাড়তি কিছু নেই। তবে আল্লাহর কিতাবের সমঝ এবং এই সহীফাতে যা আছে তাই।' আমি বললাম, 'সহীফাতে কী আছে?' তিনি বললেন, রক্তপণ ও বন্দী মুক্তির ব্যাপার এবং এই যে, "কোন কাফেরের খুনের বদলায় কোন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।" *(বুখারী ৩০৪৭নং)*

মহানবী ﷺ-এর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ বলেছেন,

كَانَ النبي ﷺ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِىَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ.

'নবী ﷺ (আল্লাহর) আজ্ঞাবহ দাস ছিলেন। তাঁকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছিল, তা (উম্মতের নিকট) পৌঁছে দিয়েছেন। আর তিনটি জিনিস ছাড়া তিনি অন্যান্য মানুষকে ছেড়ে আমাদেরকে বিশেষ ক'রে কোন কিছু দিয়ে যাননি। (১) তিনি আমাদেরকে পূর্ণরূপে ওযূ করতে আদেশ করেছেন, (২) আমাদেরকে সদকা খেতে নিষেধ করেছেন এবং (৩) ঘুড়ীর সাথে গাধার মিলন ঘটাতে নিষেধ করেছেন।' *(আবূ দাউদ ৮০৮, তিরমিযী ১৭০১, নাসাঈ ১৪১নং, প্রমুখ)*

অতঃপর তাও আম উম্মাহর জন্য প্রকাশ হয়ে যায়। সুতরাং গোপন বা বাতেনী বলে কোন কিছু অবশিষ্ট থাকে না এবং বাতেনী ইল্মের সকল সন্দেহের অবসান ঘটে।

কুরআন কি মানুষের বাণী?

কুরআন যে মানুষের বাণী নয়, তা যে নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কালাম নয় এবং তা যে শুধু আল্লাহর কালাম, তা 'কুরআন আল্লাহর কালাম' শিরোনামে আলোচিত হয়েছে।

কুরআন মানুষ খুন করতে বলে?

মানবতার কল্যাণের জন্য যে সকল গ্রন্থ মানুষের স্রষ্টার নিকট হতে মানুষের কাছে আসে, তাতে মানুষ খুন করতে বলা হয় না। তবে কি জানেন, মানুষের বেশে বহু মানুষরূপী হিংস্র প্রাণী এ পৃথিবীতে বসবাস করে, মানবতার বহু শত্রু মানবরূপে প্রকৃত মানবদেরকে হত্যা করতে চায়, তাদেরকেই হত্যা করার কথা বলা হয়েছে কুরআনে। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পাঠ করলে পাঠক মাত্রই তা

বুঝতে পারেন।

'মুশরিকদেরকে যেখানে পাবে, সেখানেই তাদেরকে হত্যা কর'---এটা একটা বিশেষ সময়ের ব্যাপক নির্দেশ। যেমন কোন এক যুদ্ধের সময় কমান্ডারের ব্যাপক নির্দেশ থাকে, 'শত্রুপক্ষকে দেখা মাত্রই ফায়ার কর।'

কুরআনের ঐ বাণীর উদ্দেশ্য এই নয় যে, তোমার সামনে যখনই মুশরিক দেখবে, তখনই তাকে খুন করবে।

আর জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধের বিধান সকল ধর্মেই আছে। যে রোগ ওষুধে সারে না, সে রোগ সারানোর জন্য অস্ত্রোপচারের বিধান গ্রহণ করা মানব-কল্যাণের জন্য অবশ্যই ফলপ্রসূ।

আরো জেনে রাখা উচিত যে, জিহাদ ও সন্ত্রাস এক নয়। ইসলাম সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না।

কুরআন বাজেয়াপ্ত করার মামলা

কলকাতায় কুরআন বাজেয়াপ্ত করার কথা তোলা হল। পদ্মা খাস্তগীরের আদালতে কুরআনের বিরুদ্ধে কেস দেওয়া হল। অপবাদ এই দেওয়া হল যে, নাউযু বিল্লাহ---কুরআন নাকি সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে। কুরআন জাত-পাত, বর্ণ-বৈষম্য সৃষ্টি করে, কুরআন দাঙ্গা বাধায়, পৃথিবীর সমস্ত সংঘর্ষ কুরআনের জন্য হচ্ছে। অতএব কুরআন বাজেয়াপ্ত করা হলে ভারতের বুকে শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে। সকল শ্রেণীর মানুষ এক জাতিভুক্ত এক প্রাণ হয়ে কালাতিপাত করতে পারবে। আর কোথাও কোন বিভেদ-বিচ্ছেদের গন্ধ থাকবে না।

এক তো এ যুল্‌ম যে, আল্লাহর কিতাব কুরআনের বিরুদ্ধে এ কেস ফাইল করা হয়েছে। তার ওপর কুরআনের অনুসারী মুসলিমদেরকে দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে!

দেশভক্ত অবিশ্বাসী বলে কুরআন বাজেয়াপ্ত করার কথা? যে কুরআন দেশের ইজ্জত রক্ষার্থে আমাদেরকে মরতে শিখিয়েছে, যে কুরআন সর্বপ্রথম দুনিয়াকে ডিসিপ্লিন শিক্ষা দিয়েছে, যে কুরআন বিরোধীদের সাথেও সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করতে শিখিয়েছে, যে কুরআন বর্ণ-বৈষম্য ও জাত-পাতের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে শ্লোগান দিয়েছে, যে কুরআন সবার আগে দুর্নীতি, অবিচার ও অরাজকতার কানুন চুরমার করেছে, যে কুরআন সবার আগে উঁচু-নিচু

ভেদাভেদ দূর করেছে, যে কুরআন সর্বপ্রথম ফর-ওয়ার্ড ও ব্যাক-ওয়ার্ড অনর্থক ঘোষণা করেছে, যে কুরআন শিক্ষা দিয়েছে, মানুষ জাতপাত নিয়ে বড় হতে পারে না, বরং তাকওয়া, চরিত্র ও সততার বলে বড় হওয়া যায়, সেই কুরআনকে বাজেয়াপ্ত করার কথা বলে এরা?

কুরআনের অবিশ্বাসী জানে না যে, কুরআনকে বাজেয়াপ্ত করার মানেই সত্যকে বাজেয়াপ্ত করা। এ ঘুসখোর চায় যে, ঘুস চলতেই থাক। এ ব্যভিচারী চায় যে, মেয়েদের ইজ্জত লুটালুটি হতেই থাক। এ মদ্যপায়ী চায় যে, দেশ লুটা যাক। কিন্তু যখন কুরআন দুনিয়া সঠিকভাবে বুঝে পড়বে ও কুরআনের কানুন মানুষ মানবে, তখন কুরআন ধর্মও বাঁচাবে, দেশও বাঁচাবে।

এ অনুভূতি তার হয়নি যে, যদি তার ধর্মের বিরুদ্ধে এমন কেস করা হত, তাহলে তাকে কেমন লাগত? এ হল পবিত্র ধর্মনাশা অপবিত্র লোক। আজ কুরআনের বিরুদ্ধে কেস হয়েছে, কাল গীতাও বাদ যাবে না। গুরুগ্রন্থের বিরুদ্ধেও বলা হবে। বাইবেল ও মহাভারতের খেলাপও বলা হবে। সুতরাং এমন পথ উন্মুক্ত করা কি গণতান্ত্রিক দেশের কোন নাগরিকের জন্য শোভনীয়?

কুরআন-বিদ্বেষীর মনে রাখা উচিত যে, কুরআন মাজীদ সারা বিশ্বের সাথে সম্বন্ধ রাখে। কেবল ভারতের চতুঃসীমার মাঝেই তার পাঠক আছে, তা নয়। সুতরাং অভিযোগকারী সারা বিশ্বের মুসলিমকে ক্ষেপিয়ে শুধু শুধু নিজ দেশে দ্বন্দ্ব আনতে চায়? এর পরিণাম কী, তা ভেবে দেখেছে কি?

জেনে রাখা ভালো যে, এ কুরআনের হিফাযতের জন্য মুসলমানরা আন্দোলন করবে। তার আগে তারা সুনিশ্চিতভাবে জানে যে, মহান সৃষ্টিকর্তা নিজে তার হিফাযতের দায়িত্ব নিয়ে রেখেছেন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} (٩) سورة الحجر

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই ওর সংরক্ষক। (হিজ্‌র ঃ ৯)

অতএব কুরআন কার বাণী? এ বাণী মহান সৃষ্টিকর্তার আহকামুল হাকিমীন (সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের)। উদাহরণ স্বরূপ লোয়ার কোর্ট কোন বিচারভার গ্রহণ করল এবং তার ফায়সালা ক'রে দিল। এক ব্যক্তি যাকে এ ফায়সালা বেআইনী মনে হল, সে তার এ কেস হাইকোর্টে পেশ করল। কিন্তু হাইকোর্ট থেকেও যখন সে নিশ্চিন্ত হল না, তখন সে এর বিচার চাইল সুপ্রিম কোর্টে। এবারে সুপ্রিম

কোর্টের ফায়সালা শেষ ফায়সালা। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ফায়সালাও তার মনঃপূত হল না। তখন সে বলল, না, আমি পুনরায় হাইকোর্টে যাব, আর যদি হাইকোর্টেও না হয়, তাহলে আবার লোয়ার কোর্টে যাব, তাহলে বলুন, দুনিয়া এ লোকটাকে কী বলবে? নিশ্চয় সে বদ্ধ পাগল। লোয়ার কোর্টে ভুল হলে হাইকোর্টে, হাইকোর্টে ভুল হলে সুপ্রিম কোর্টে সংশোধনের আশা করা যায়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের পর আর কোন কোর্ট নেই। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের ফায়সালাকে হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে না। তাহলে সুপ্রিম কোর্টের ফায়সালাকে কি লোয়ার কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা যেতে পারে?

সবচেয়ে বড় কোর্ট আহকামুল হাকিমীনের কোর্ট। আর কুরআন সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের নিকট থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ। অতএব আহকামুল হাকিমীনের কোর্টে যে ফায়সালা হয়েছে, তার পুনর্বিবেচনা কি কলকাতা বা দিল্লির কোর্টে হবে?

এই জন্য মুসলিমদের উচিত, নিজেদের চেতনা ফিরিয়ে আনা। এখন তো বিদ্বেষীরা কুরআন বাজেয়াপ্ত করার কথা বলছে। আযান বন্ধ করা কথা বলছে। পরে নামায বাজেয়াপ্ত করার কথা না বলে। রোযা বাজেয়াপ্ত করতে না বলে।

কিন্তু মুসলিম যদি কুরআনই না পড়ে, কুরআনের আহকাম না মানে, তাহলে কুরআন বাজেয়াপ্ত হলেই-বা তার ক্ষতি কী? কুরআনকে বাজেয়াপ্ত না করতে দেওয়ার আগে, তাকে নিজে কুরআনের অনুগত হওয়া আবশ্যক।

নামায পড়ুন। নামায না পড়লে মসজিদ ভাঙ্গবে না তো কী করবে? অনাবাদ জমির কথা ভাবার আগে আপনি মসজিদ আবাদ করুন।

জানেন, কেন ওরা কুরআন বাজেয়াপ্ত করার কথা বলে? কেন ওরা কুরআনকে ভয় পায়?

এই জন্য যে, ওদের ধর্মে বর্ণ-বৈষম্যের আগাছা প্রচুর। কিন্তু কুরআন বর্ণ-বৈষম্য ও জাতপাতকে ধ্বংস ক'রে সকলকে সমান অধিকার প্রদান করেছে। কুরআন বাদশা-ফকীর, ও আমীর-গরীবের স্থান এক করেছে। মসজিদে সকলের স্থান এক সমান আছে। মানবের মানবতার সম্মান প্রদান করেছে।

কুরআন মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের সৃষ্টিকর্তার গোলামী করার নির্দেশ দেয়। একক স্রষ্টার বন্দনা বা বন্দেগী করতে আদেশ দেয়। তাক্বওয়ার ভিত্তিতে মানুষকে নেতৃত্ব প্রদান করে। কালো দেশ হতে আগত কৃষ্ণকায় বিলালকেও নেতৃত্ব দান করে।---এই জন্য ওদের হিংসা ও ভয় হয়।

কুরআন ভ্রাতৃত্ববোধ ও সমতা শিক্ষা দেয়। যার ফলে অধিকারহারা মানুষ

কুরআনের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। কুরআন বাজেয়াপ্ত করার মতলব কি এই যে, কুরআন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক? তাই না? আমি বলি, 'হে কুরআন-বিদ্বেষী! যদি তোমার এই উদ্দেশ্য সত্য হয়, তাহলে শোনো! আমি এতে শর্ত লাগাচ্ছি; আমিও কুরআন বাজেয়াপ্ত ক'রে দেব। কিন্তু দুনিয়াতে যত ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় শ্লোক আছে সব নিয়ে এসে পানিতে দাফন ক'রে দাও। যেন একটিও ধর্মগ্রন্থ কোথাও অবশিষ্ট না থাকে।

তুমি মনে করেছ, কুরআন বাজেয়াপ্ত হলে কুরআন খতম হয়ে যাবে। এর ত্রিশটি পারা আছে, আর তা আজ ১৪০০ বছর ধরে অক্ষত ও অবিকৃত আছে। পৃথিবীর বহু ময়দান অতিক্রম করেছে। কে ছিল যে তাকে বাধা দিত? আজ ইচ্ছা করেছ বাজেয়াপ্ত করার?

তাই বলি, সমস্ত ধর্মগ্রন্থকে জমা ক'রে নদীর পানিতে ভাসিয়ে দাও। কোন একটা প্রেসেও যেন কোন দ্বীনী কিতাব ছাপা না হয়। অতঃপর ৫০ বছর পর্যন্ত কেউ কোন ধর্মগ্রন্থের নাম নিয়ো না। ৫০ বছর পর এক এক ক'রে সকল ধর্মগ্রন্থকে ডাকো, ও গীতা এসো! ও বাইবেল এসো! ও গুরুগ্রন্থ এসো! ও কুরআন এসো! তখন কুরআন ছাড়া কেউ আসবে না। কারণ সারা দুনিয়াতে এমন কোন লোক নেই, যার গোটা গীতা মুখস্থ আছে। পুরো দুনিয়ায় গুরুগ্রন্থের একটা হাফেয নেই। কে আছে যার বাইবেল বা মহাভারত মুখস্থ আছে? কিন্তু আলহামদু লিল্লাহ! এই সময় দুনিয়াতে ৭৫ লক্ষ এমন লোক আছে, যাদের বুকে ৩০ পারা কুরআন সুরক্ষিত আছে। অতএব তুমি সমস্ত ধর্মগ্রন্থকে পানিতে ফেলে দিয়ে ৫০ কিংবা ৭৫ বছর পর ডাক দাও, আমরা আমাদের বুক নিয়ে খাড়া হয়ে যাব।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ}

"বরং যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের বুকে এ (কুরআন) স্পষ্ট নিদর্শন। কেবল অনাচারীরাই আমার নিদর্শনকে অস্বীকার করে।" *(আনকাবূত ঃ ৪৯)*

আর শোনো! তুমি কোনও এক দেশ থেকে কুরআন নিশ্চিহ্ন করতে পার, কিন্তু মুসলমানদের মন ও মগজে যে কুরআন আছে, তা কীভাবে মুছে দেবে?

'হ্যায় ক্বওলে মুহাম্মাদ ক্বওলে খুদা
ফরমান না বদলা জায়েগা,

বদলেগা যামানা লাখ মগর
কুরআন না বদলা জায়েগা।'

অর্থাৎ, মুহাম্মাদের বাণী আসলে আল্লাহর বাণী। নির্দেশ পরিবর্তন করা যাবে না। লাখবার যুগ পরিবর্তন হবে, কিন্তু কুরআন অপরিবর্তনীয়।

আর কুরআনের পাতা থেকে যখন আল্লাহর কালাম আপনা-আপনি মুছে যাবে, তখন মহাপ্রলয়ও এসে উপস্থিত হবে।

(প্রবন্ধটি উত্তর প্রদেশের এক সুবক্তার বক্তৃতার সারনির্যাস)

এক নজরে ক্বুরআন মাজীদ

ক্বুরআন মাজীদ একটি নির্ভুল গ্রন্থ। এ গ্রন্থে কোন প্রকারের সন্দেহ নেই। এতে কোন প্রকার বাতিলের সংমিশ্রণ নেই। এই অপরিবর্তনীয় ও অপরিবর্ধনীয় অবস্থায় ক্বুরআন কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে।

ক্বুরআন কারীম মানব জীবনের পরিপূর্ণ জীবন-সংবিধান। বৈয়াক্তিক, সামাজিক, রাজনৈতিক সহ সকল প্রকার কল্যাণের নীতি এতে বর্তমান। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল বিষয়ের দিক-নির্দেশনা রয়েছে এ কিতাবে। এ গ্রন্থ বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক।

ক্বুরআনের সর্বপ্রথম বাংলায় আংশিক অনুবাদ করেন মওলানা আমীরুদ্দীন সাহেব এবং পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন একজন অমুসলিম গিরিশচন্দ্র সেন।

ক্বুরআন কারীমের আকারে সবচেয়ে বড় সূরা ঃ সূরা বাক্বারাহ।

ক্বুরআন কারীমের মর্যাদায় সবচেয়ে বড় সূরা ঃ সূরা ফাতিহাহ।

ক্বুরআন কারীমের আকারে সবচেয়ে বড় আয়াত ঃ সূরা বাক্বারার ২৮২নং আয়াত।

ক্বুরআন কারীমের মর্যাদায় সবচেয়ে বড় আয়াত ঃ সূরা বাক্বারার ২৫৫নং আয়াত (আয়াতুল কুরসী)।

ক্বুরআন কারীমের আকারে সবচেয়ে ছোট সূরা ঃ সূরা কাউষার।

ক্বুরআন কারীমের আকারে সবচেয়ে ছোট আয়াত ঃ সূরা ত্বাহার প্রথম আয়াত।

ক্বুরআন কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ সূরা ঃ সূরা ফাতিহাহ। (মতান্তরে সূরা মুদ্দাষ্‌ষির)

কুরআন কারীমের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত ঃ সূরা আলাক্বের প্রথম ৫ আয়াত।

কুরআন কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা ঃ সূরা নাস্‌র।

কুরআন কারীমের সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত ঃ সূরা বাক্বারার ২৮১নং আয়াত।

কুরআন কারীমে মোট ১১৪টি সূরায় ১১৪টি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' আছে। অবশ্য সূরা তাওবার প্রথমে 'বিসমিল্লাহ---' নেই। কিন্তু সূরা নাম্‌লের শুরুতে এবং মাঝে এক স্থানে মোট ২টি 'বিস্‌মিল্লাহ---' আছে।

মর্যাদায় সূরা 'ইখলাস' কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। যেমন সূরা 'কাফিরূন' কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান।

কুরআন মাজীদে মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ হয়েছে।

মহানবী ﷺ-এর 'মুহাম্মাদ' নাম উল্লেখ হয়েছে ৪ বার। 'আহমাদ' নাম উল্লেখ হয়েছে ১বার।

সাহাবার মধ্যে উল্লেখ হয়েছে কেবল যায়দ ﷺ-এর নাম।

মহিলাদের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে কেবল মারয়্যামের নাম।

মাসের মধ্যে উল্লেখ হয়েছে রমযান মাসের নাম।

সূরা ক্বামার, রহমান ও ওয়াক্বিআহ পরপর ৩টি সূরাতেই 'আল্লাহ' শব্দ উল্লেখ হয়নি। যেমন সূরা মুজাদালার প্রত্যেক আয়াতে তা উল্লেখ হয়েছে।

কুরআন মাজীদের অর্ধাংশ হল সূরা কাহফের ১৯নং আয়াতের وليتلطف শব্দ। كَلَّا শব্দটি প্রথম অর্ধাংশের কোথাও ব্যবহার হয়নি।

কুরআন মাজীদের দু'টি আয়াতে আরবী ভাষার মোট ২৮টি অক্ষরের সবগুলিই ব্যবহার হয়েছে; সূরা আলে ইমরানের ১৫৪নং এবং সূরা ফাত্‌হের ২৯নং আয়াতে।

যে সূরা বা আয়াত মক্কায় বা হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মক্কী এবং যে সূরা বা আয়াত মদীনায় হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, তাকে মাদানী সূরা বা আয়াত বলে।

সমাপ্ত